







# VYAVASTHA-KALPADRUMA

A TREATISE



## ON THE HINDU LAW

OF

INHERITANCE SUCCESSION PARTITION ADOPTION  
MARRIAGE AND STRIDHAN

BY

JO'GENDRA NATH BHATTACHARJYA M. A. B. L.

---

CALCUTTA.

Published by the Manager Hindu law press No. 81  
College Street Calcutta.

---

1884



---

PRINTED BY HARI PADO BOSU.

## PREFACE.

There is not at present any work on Hindu Law in the vernacular of the country ; and even native lawyers and judges have therefore no other alternative than to rely on the works of English authors for a knowledge of the law of their own country. A great deal of time is thus wasted ; and the knowledge which is after all acquired is far from being thorough or accurate. Hindu Law has its basis in the texts of Manu, Jagnyavalkya and other holy sages. By studying these texts in original, a knowledge of Hindu Law is acquired with the greatest possible facility. The whole law of Inheritance is contained within the following Sloka of Jagnyavalkya.

পত্নী দুহিতর শৈচর পিতরো ভাতরসুখা ।

तन्मूते। गोत्रजे। बन्धुः शिष्यः सत्रन्ताचारिणः ॥

এষামভাবে পূৰ্বস্থ ধনভাণ্ডরোত্তরঃ ।

अर्धातन्त्राहपुल्लस्तु मन्त्रं वर्णेष्वयं विधिः ॥

If the above Sloka is got by heart ~~with~~ the explanations given in the Dayabhaga and the Mitakshera then the Law of Inheritance according to our Shasters is remembered beyond the possibility of forgetting.

Then again the law of adoption which is so puzzling, not only to the student, but to the practical lawyer, may be said to be contained within a nutshell. If the following few texts he carefully studied a knowledge of the subject is acquired which is of far greater practical use than anything that can be learnt by reading English text books.

“अपुद्गैर्नैव कर्तव्यः पुद्ग प्रतिनिधिः सदा ।

পিণ্ডাদকক্রিয়াহেতোର୍ঘস্মାভূস্মାଂ প্রযত୍ନତଃ” ॥—অত্রিঃ ।

“নব্বেকঃ পুত্রঃ নষ্টাঃ প্রতিগৃহীয়াদ্ভ ।                      বশিষ্ঠঃ ।

“नमो भूतैः दत्ताः प्रतिगृहीयताम् । अमृतानुष्ठानादुत्तः” ॥—६

“পুত্রং প্রতিগ্রহীষ্যন্ বন্ধুনাহুয়  
রাজনি নিবেদ্য নিবেদিনশ্চ মধো  
ব্যাহতিভির্ভ্রাতৃভ্যাং বাহুবং বন্ধু নম্নিকট মেব  
গৃহীয়াং” ॥—

বশিষ্ঠঃ

গোত্র রিক্থে জনয়িতু ন হরেকদ্বিমঃ সূতঃ ।  
গোত্র রিক্থানুগঃ পিণ্ডো বাপৈতি দদতঃ স্বধা” ॥—যনুঃ ।  
“ব্রাহ্মণানাং সপিণ্ডেযু কর্তব্যঃ পুত্র সংগ্রহঃ ।  
তদভাবেই সপিণ্ডে বা হস্ত্র তু নকারয়েৎ ॥  
ক্ষত্রিয়ানাং সজ্জাতৌ বৈ শুক গোত্র সমে পিবা ।  
বৈশ্যানাং বৈশ্য জাতিযু শূদ্রানাং শূদ্রজাতিযু ॥  
সর্কেষাঈক্যে বর্ণানাং জাতিস্বেব নচাত্যতঃ ।  
দৌহিত্রৌ ভাগিনেয়শ্চ শূদ্রে স্ব ক্রিয়তে সূতঃ ॥  
ব্রাহ্মণাদিত্রে নাস্তি ভাগিনেয়ঃ সূতঃ কচিৎ” ॥—শৌনকঃ ॥  
“দত্তাদ্যা অপিতনয়া নিজগোত্রেণ সংস্কৃতঃ ।  
আয়াস্তি পুত্রতাং সম্য গচ্ছবীজ সমুদ্ভবাঃ ॥  
পিতৃ গোত্রেণ যঃ পুত্রঃ সংস্কৃতঃ পৃথিবী পতে ।  
আচূড়ান্তং ন পুত্রঃ স পুত্রতাং যাতি চাত্যতঃ ॥  
চূড়াদ্যা যদি সংস্কারা নিজ গোত্রেণ বৈ কৃতঃ ।  
দত্তাদ্যন্তনয়াস্তে স্যুরত্থা দাস উচ্যতে ॥  
উর্দ্ধন্তু পঞ্চমাদ্বর্ষাং ন দত্তাদ্যাঃ সূতাঃ হপ ।  
গৃহীত্বা পঞ্চবর্ষীয়ং পুত্রেষ্টিৎ প্রথমং চরেৎ” ॥—কালিকাপুরাণং ।

It is hardly necessary to point out the advantage which the student as well as the practical lawyer derives by knowing such texts as the above in original, with the necessary explanations. If the original Slokas are remembered then nothing is easier than to remember the different interpretation put upon them by the authoritative writers of the different schools; but without knowing the texts in original it is next.

to impossible to know in what respects the several schools of Hindoo Law differ.

Any one who wishes to acquire thorough knowledge of Hindu Law must read the Daybhaga, Mitakshara and other authoritative works with the light of commentaries and with the light of the explanations given in the course of their teaching by the learned pundits of the country. He must then read the reports of the cases on Hindu Law decided by the superior Courts of Judicature. To do all that being impossible for the ordinary reader or practitioner, it appeared to me that a book, written in the vernacular language of the country, with the texts of holy sages in original Sanskrit and with the rulings of the Privy Council and of the several High Courts of Judicature in India cannot fail to be of use even to those acquainted with English.

Hindu law books must be interpreted according to the principles and maxims recognized by Hindu Jurists. But there is no book in the vernacular or in English which systematically deals with such rules and maxims. It therefore happens that questions relating to Hindu Law are often argued in the Law Courts in a manner altogether foreign to the ideas of the Hindu Jurists whose works form the basis of that law. It may be thought desirable to write a book specially dealing with those rules and maxims. In my present work I have not been able to do more than referring to them in discussing some unsettled questions on Hindu Law.

I have quoted most of the leading cases on Hindu Law ; and in doing so I have wherever possible referred to the original reports. In some few cases I have been obliged to rely solely on the authority of English texts writers. If notwithstanding all the trouble I have taken to ensure accuracy I have, as is not unlikely, sometimes fallen into error I can say only that.

“প্রায়েন মুহুৰ্ত্তি হি যে লিখতি”

Mitakshara Intro Chap II.

Before concluding I must acknowledge that I have adopted the order of succession of Bandhus under the Mitakshera Law proposed by Pundit Rajbommar Sarvadhikari in his admirable work on Hindu Law. I have differed from the learned Pundit only as to the interpretation of the text of Bridha Satatapa Pundit Sarvadhikari interprets the Slokas, enumerating the different kinds of Bandhus, by interpolating certain words which completely change the meaning of the Sloka. But it ought to be remembered that অধ্যাহার (interpolation) is allowed only where it is warranted by the আকাঙ্ক্ষা (scope) of the sentence as indicated by the necessity of grammatical construction or the establishing of harmony with other texts. Bhatta Pada says

“প্রমানবন্ত্য দৃষ্টানি কল্পণানি শ্রবহুংসপি” ।

But unless there is clear authority interpolation would not be allowed “অধ্যাহার কল্পণা গৌরবাৎ ।”

In the English Appendix at the end of the book there are a few Notes on some of the most important questions of Hindu Law. I have ventured in some few instances to reopen questions which are now settled by the decisions of the superior Courts of Judicature. To have done so must be considered as an unpardonable presumption ; all that I have to say is that I have in no case hazarded any opinion for which there is not clear authority in the original works which must be considered as the primary basis of Hindu Law.

Bardwan  
December  
1883.

}

JOGENDRA NATH BHATTACHARYA.

## প্রথম অধ্যায়।

অনুক্রমণিকা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ধর্মশাস্ত্রের মূল নির্ণয় এবং বিষয় প্রয়োজন ও সম্বন্ধ বিচার। ১—২৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ধর্মশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ সমূহের বিবরণ। . ... ২৭—৫৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভারতবর্ষের ভিন্নভিন্ন প্রদেশে যে যেগ্রন্থের মত প্রচলিত। ৫৪—৫৭

## দ্বিতীয় অধ্যায়।

হিন্দুদিগের সংক্রান্ত দায়াধিকারাদি, ষটিত বিবাদ হিন্দুশাস্ত্রানুসারে  
বিচার হইবার যে যে আইন অনুসারে বিধান হয় তাহার বিবরণ ৫৮—৬০

## তৃতীয় অধ্যায়।

উদ্ধাহ প্রকরণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিবাহ পদ্ধতি। ... ৬০—৬৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিবাহাধিকারি বিচার। ... ৬৬—৬৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কন্যাদানাদিকার। ... ৬৮—৭০

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ কল। ... ৭০—৭৬

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দাম্পত্য সম্বন্ধ। ... ৭৬—৮১

## চতুর্থ অধ্যায় ।

দত্তক প্রকরণ ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

দ্বাদশবিধ গোণ পুত্র ।	...	...	...	৮২—৮৬
-----------------------	-----	-----	-----	-------

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

দত্তক গ্রহণাধিকার ।	...	...	...	৮৩—৮৭
---------------------	-----	-----	-----	-------

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

দত্তক দানাদিকার ।	...	...	...	৮৭
-------------------	-----	-----	-----	----

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

কিরূপ বালক দত্তক হইতে পারে				৮৮—৯২
----------------------------	--	--	--	-------

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

দত্তক গ্রহণ পদ্ধতি	...	...	...	৯২—৯৪
--------------------	-----	-----	-----	-------

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

দত্তক রহিতের নালিস	...	...		৯৪—৯৬
--------------------	-----	-----	--	-------

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

কৃত্রিম পুত্র	...	...	...	৯৬—৯৭
---------------	-----	-----	-----	-------

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

দত্তক পুত্রের স্বত্ব বিচার	...	...	...	৯৭—৯৮
----------------------------	-----	-----	-----	-------

নবম পরিচ্ছেদ ।

গ্রহীতার বন্ধুধনাধিকার	...	...	...	৯৮—১০১
------------------------	-----	-----	-----	--------

দশম পরিচ্ছেদ ।

মাতামহাদির স্ব নাধিকার	...	...		১০১—১০৩
------------------------	-----	-----	--	---------

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

অসিদ্ধ দত্তকের স্বত্ব বিচার	...	...		১০৩—১০৬
-----------------------------	-----	-----	--	---------

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

পত্নির মৃত্যুর পরে পত্নী দত্তক গ্রহণ করিলে গ্রহীত পুত্রের স্বত্ব

বিচার	...	...	...	১০৬—১১০
-------	-----	-----	-----	---------

## ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ।

ଅପ୍ରାପ୍ତ ବାବହାରାବହା ... ୧୧୧—୧୧୫

## ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ।

ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦ ।

ଅବିଭକ୍ତ ପରିବାର ... ୧୧୫—୧୧୯

ଦ୍ଵିତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ ।

ପୈତାମହ ସମ୍ପତ୍ତି ... ୧୧୯—୧୨୫

ତୃତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ ।

ଆର୍ଜ୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ... ୧୨୫—୧୨୯

ଚତୁର୍ଥ ପରିଚ୍ଛେଦ ।

ପିତୃକୃତ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଶୋଧ ... ୧୨୯—୧୩୧

ପଞ୍ଚମ ପରିଚ୍ଛେଦ ।

ପୈତାମହ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ ବିକ୍ରୟ ... ୧୩୧—୧୩୬

## ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ।

ଓଇନ ... ୧୩୬—୧୪୧

## ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ।

ଦେବସେବା ଓ ଦେବତ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ... ୧୪୧—୧୪୬

## ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ।

ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦ ।

ବିଭାଗ ... ୧୪୬—୧୫୧

ଦ୍ଵିତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ ।

ବିଭାଜ୍ୟ ଅବିଭାଜ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ... ୧୫୧—୧୫୬

ତୃତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ ।

ବିଭାଗାଧିକାରୀ ... ୧୫୬—୧୫୯

ଚତୁର୍ଥ ପରିଚ୍ଛେଦ ।

ବିଭାଗାନାଧିକାରୀ ... ୧୫୯—୧୬୧

ପଞ୍ଚମ ପରିଚ୍ଛେଦ ।

ବିଭାଗ ଶ୍ରମଣୀ ... ୧୬୧—୧୬୫



বর্ধ পরিচ্ছেদ ।		
দস্তক এবং ওরস পুত্রের বিভাগ	...	১৬৫—১৬৭
দশম অধ্যায় ।		
বর্তন	...	১৬৭—১৭৮
একাদশ অধ্যায় ।		
প্রথম পরিচ্ছেদ ।		
মিতাক্ষরামতে সগোত্র সপিণ্ডের অধিকার	...	১৭৮—১৯৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।		
ভিন্নগোত্র সপিণ্ডের অধিকার	...	১৯৪—২০৭
দ্বাদশ অধ্যায় ।		
প্রথম পরিচ্ছেদ ।		
দায়ভাগ মতে পুংধনাধিকার	...	২০৭—২২২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।		
দায়ভাগ মতে অধিকার ক্রম ।	...	২২২—২৩৩
ত্রয়োদশ অধ্যায় ।		
প্রথম পরিচ্ছেদ ।		
পত্নাধিকার	...	২৩৩—২৫৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।		
হুহিত্রাধিকার ।		২৫৬—২৬৩
চতুর্দশ অধ্যায় ।		
প্রথম পরিচ্ছেদ ।		
ক্রীধন নির্ণয় ।		২৬৩—২৭৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।		
মিতাক্ষরা মতে ক্রীধনাধিকার ক্রম ।		২৭৬—২৮১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ		
মিথিলা প্রদেশের মতে ক্রীধনাধিকার ক্রম ।		২৮১—২৮২
চতুর্থ পরিচ্ছেদ		
দায়ভাগ মতে ক্রীধনাধিকার ক্রম ।		২৮২—২৯০

## সূচীপত্র ।

### প্রথম অধ্যায় ।

#### অণুক্রমণিকা ।

#### তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

পৃষ্ঠা

রসপতি দত্ত বঃ রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় 1 P. C. J. 161	৫৬
রাজচন্দ্র নারায়ণ চৌধুরি বঃ গকুল চাঁদ 1 Sel Reports p 56	৫৬
নবীন চন্দ্র প্রধান বঃ জনার্দন মিশ্র Suth F. B. 67	৫৭
রাণী পদ্মাবতী বঃ হুলার সিংহ 1 P. C. J. 348	৫৭
হীরামণি বঃ সুরেন্দ্র 2 P. C. J. p. 372	৫৭

### দ্বিতীয় অধ্যায় ।

আব্রাহাম বঃ আব্রাহাম 2 P. C. J. 10	৬০
লালামহালীর বঃ কুন্দন 8 W. R. 116	৬০
ভগবান দাস বঃ রাজমল্ল 10 Bomb 228	৬০
শিবসিংহ বঃ দাখো L. R. 1 All 688	৬০

### তৃতীয় অধ্যায় ।

#### উদাহ প্রকরণ ।

চক্রধ্বজ বঃ বীরচন্দ্র 1 W. R. 194	৬৫
গগনপতি নারায়ণ I. L. R. 1 Cal 74	৬৫
লক্ষ্মীপ্রিয়া বঃ ভৈরব চন্দ্র চৌধুরী 5, Sel Rep 374	৬৫
দবীচরণ মিত্র বঃ রাধাচরণ মিত্র 2 Morley's Digest 99	৬৭
নৈমঃ শিবায় পিলে বঃ আনামণি 4 Mad 339	৬৯

## দ্বিতীয় পত্র ।

পৃষ্ঠা

মহারাজি রামবংশি কুটারি বঃ মহারাজি শুভ কুটারি 7 W. R. 324	৬৯
মধুসূদন মুখোপাধ্যায় ধঃ বাদব চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 3 W. R. 194	৬৯
অঞ্জনাদাসী বঃ প্রহ্লাদ ঘোষ 14 W. R. 403	৭০
নারায়ণ ধ. ডাঃ বঃ রাখাল গগৈন 1 I. L. R. p. I	৭১
মেলারাম নদিয়াল বঃ তারুরাম বায়ুন 9 W. R. 552	৭১
মীতারাম বঃ আহিরি হারিণি 20 W. R. 49	৭৭
কাশিরাম বঃ গেদিনী 23 W. R. 178	৭৭
সন্তোষ রাম দাস বঃ গোড়াপাঠক 23 W. R. p. 22	৭৭
লাল নাথ মিশ্র বঃ সিউ বরণ পাণ্ডে 20 W. R. 92	৭৭
মুন্সি বজলুর রহিম বঃ সমস্মৃতিসা 8 W. R. P. C. 3	৭৮
বাই প্রেম ডুকার বঃ ভিকা কলিয়ানজি 5 Bomb 209	৭৮
লালা গোবিন্দ প্রসাদ বঃ দৌলত বতি 14 W. R. 451	৭৮
জীবধন বেগিয়া বঃ সন্ধু I7 W. R. 422	৭৮
সীতানাথ মুখোপাধ্যায় বঃ হৈমবতী 24 W. R. 377	৭৮
যমুনা বাই বঃ নারায়ণ 1 I. L R Bomb 164	৭৯
মুচু বঃ অর্জুন সাহু 5 W. R. 235	৭৯
রহেমদ বিবি বঃ ককিয়া বিবি Norton's L. C	৮০
রাহি বঃ গোবিন্দ I L. R. 1 Bomb 116	৮০

## চতুর্থ অধ্যায় ।

দ্রষ্টব্য প্রকরণ ।

রজমা বঃ আছামা 4 M I A 1	৮৪
নারায়ণ বঃ বেদাচল Mad Dec of 1860	৮৪
নাগাপাঃ বঃ সভাপাত্রী Mad H C 367	৮৪
রাজেন্দ্র নারায়ণ বঃ সারলা 15 W R 548	৮৪
শিয়ানি বঃ হরবংশি 19 W R 127	৮৪

## ହତୀପତ୍ର ।

ପୃଷ୍ଠା .

ଅକ୍ଷୟକୁମାରୀ ବ: ଗନ୍ଦାଧର ତେନ୍ନାରି 7 M I A 64	୮୫
ଭୁବନ ଯାସି ବ: ରାମ କିଶୋର 10 M I A 279	୮୫
ସମୁନା ବ: ବାମନାକ୍ଷରୀ 3 I A 72	୮୫
ପ୍ରମାଣନନ୍ଦ ବ: ଉତ୍ତମାକାନ୍ତ 4 S D 318	୮୬
ଗୌରନାଥ ଚୌଧୁରୀ ବ: ଅରୁଣପୁରୀ S D of 1852	୮୬
ମହେନ୍ଦ୍ର ବ: କାନ୍ତିନୀ ବା, ଦ, ୮୧୫	୮୬
ଆମଲାର ବ: ମୋଦାମିନୀ 5 B L R 362	୮୭
ବାମନ ଦାସ ବ: ତାରିନୀ 7 M I A 190	୮୭
ରାମ ଅକ୍ଷୟ ସିଂହ ବ: ସର୍ବଜୀ ଦାସୀ 22 W R 121	୮୭

## ତୃତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ ।

## ଦତ୍ତକ ଦାନାଧିକାରୀ ।

ହର ଅକ୍ଷୟ ବ: ଚନ୍ଦ୍ର ଯାସି Sevs 738	୮୭
ତାରାମାସି ବ: ଦେବନାରାୟଣ ରାୟ 3 S D 387	୮୭

## ଚତୁର୍ଥ ପରିଚ୍ଛେଦ ।

## କିରୁପ ବାଳକ ଦତ୍ତକ ହସ୍ତ । .

ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ବ: ଉତ୍ତମାଦାସ 15 B L R 405	୮୮
ଚିନାଗୋନ୍ଦନ ବ: କୁମାର ଶୋମ୍ଭନ 1 Mad H U 54	୮୯
ହରୁମାନ ତେନ୍ନାରି ବ: କିରାସି 2 All 164	୮୯
ରଞ୍ଜୁ ବାସି ବ: ଭଗୀରଥ ବାସି 2 Bomb 379	୮୯
ଉତ୍ତମେନ୍ଦ୍ର ଲାଲ ବ: ଜିମତି 1 B L R A C 221	୮୯
ଜାନକୀ ବ: ଗୋପାଳ 2 Cal 365	୮୯
ମାନିକ ଚନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ ବ: ଭଗବତୀ ଦାସୀ 3 Cal 443	୮୯

হুতীপত্র

গৃহী

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

দত্তক গ্রহণ পদ্ধতি ।

ওমরাও সিংহ বঃ মহাতাব 2 Agra	৯২
বিহারিলাল মল্লিক বঃ ইন্দ্রমনি 13 B L R 401	৯৩
লছমন বঃ মোহন লাল 16 W. R. 179	৯৩
সিদ্ধামা বঃ বেঙ্কাটা চারলু 4 Mad H. C. 165	৯৩
হৈবত রাও বঃ গোবিন্দ রাও 2 Bor 75	৯৪

বর্ষ পরিচ্ছেদ ।

দত্তক রহিতের নালিস ।

কানাই লাল বঃ রাধাচরণ 7 W. R. 338	৯৪
যোগীন্দ্র দেব বঃ ফনীন্দ্র দেব 14 M. I. A. 367	৯৪
শ্রীনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বঃ মহেশ চন্দ্র 4 B. L. R. F. B. 3	৯৫
তারক চন্দ্র বঃ হরপ্রসাদ 22 W. R. 267	৯৬

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

কৃত্রিম পুত্র ।

লছমন বঃ মোহন লাল 16 W. R. 179	৯৬
শিব কুন্ডারি বঃ জগন সিংহ 8 W. R. 155	৯৭
বশবন্ত সিংহ বঃ হুলিচাঁদ 25 W. R. 255	৯৭

নবম পরিচ্ছেদ ।

বন্ধুধনাধিকার ।

সজুচন্দ্র বঃ নারায়ণী 1 S. D. 209	১০০
গৌরহরি বঃ রত্নেশ্বরী 6 S. D. 203	১০০
ভারামোহন ভট্টাচার্য বঃ কৃপাময়ী 9 W. R 423	১০১

ষষ্ঠীপত্র ।

পৃষ্ঠা

দশম পরিচ্ছেদ ।

যাতায়াতাদি ধনাধিকার ।

কালিকমল মজুমদার বঃ উমাশঙ্কর মৈত্র 6 I. L. R.	১০১
গঙ্গাপ্রসাদ বঃ ব্রজেশ্বরী S. D. of 1859	১০২
মৃণ্ময়ী বঃ বিজয় কৃষ্ণ W. R. S. p. No 121	১০২
শ্যাম কুণ্ডার বঃ গয়াদিন 1 All 255	১০৩
চিন্না রামকৃষ্ণ বঃ মিনাহি 7 Mad H. C. 245	১০৩
তিন কড়ি বঃ দিননাথ 3 W. R. 49	১০৩

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

রাজকুমারী বঃ নবকুমার 1 Boul 137	১০৫
ঈশান কিশোর বঃ হরিশচন্দ্র 13 B. L. R. 42	১০৬

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

ধর্মদাস পাণ্ডে বঃ শ্যামা সূন্দরী 3 M. I. A. 229	১০৬
রকমা বাই বঃ রাধাবাই 5 Bomb 181	১০৭
রঘুনাথ বঃ ব্রজকিশোর 3 I. A. 154	১০৭
বেলাঙ্কি বঃ বেক্ট রাম লক্ষ্মী 4 I. A. 1	১০৮
বৈকুণ্ঠ মণি বঃ কৃষ্ণ সূন্দরী 7 W. R. 392	১০৮
রাম স্বামী বঃ বেক্ট রামিন 6 I A	১০৮
আন্নামা বঃ মাবু বালি 8 Mad H. C. 108	১০৮
কাল্লি প্রসন্ন বঃ গোকুল চন্দ্র 2 Cal 295	১০৯
প্রশান্ত মণি বঃ রামসুন্দর S. D. of 1859	১১০
নারায়ণ বঃ সারু বাদি Mad	১১০
চিকিত রঘুনাথ বঃ জানকী 11 Bomb H. C. 199	১১০
রাম স্বামী বঃ বেক্ট রামিন 6 I. A.	১১০

## পঞ্চম অধ্যায় ।

বালধন শরীর রক্ষণ ।

কালিচরণ বঃ ভগবতী 10 B. L. R. 231.	১১১
মথুরা মোহন বঃ সুরেন্দ্র নারায়ণ 1 Cal. 108	১১১
হুম্মান প্রসাদ পাণ্ডে বঃ বাবুইম্মুরাজ কুণ্ডার 6 M. I. A. 393	১১২
হেমনাথ বসু 1 Hyde 111	১১২
তারিণী চরণ বঃ অয়ার্টসন 12 W. R. 414	১১৪
মধুসূদন বঃ পৃথ্বী বল্লভ 16 W. R. 231	১১৪
জঙ্গিলাল বঃ শ্রামলাল মিত্র 20 W. R. 120	১১৪
রামচরণ বঃ মঙ্গল সরকার 16 W. R. 232	১১৪
লেখরাজ বঃ মাহাতাব চাঁদ 14 M. I. A. 393	১১৪

## ষষ্ঠ অধ্যায় ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

অবিভক্ত পরিবার ।

আপবিয়ার বঃ রামসর্কার 11 M. I. A. 89	১১৬
অভয় চন্দ্র বঃ পিয়ারি মোহন 5 B. L. R. 347	১১৯
সদানন্দ বঃ বনমালি 6 W. R. 256	১১৯
শিউবরণ বঃ চক্রধারী 15 W. R. 436	১১৯
চেত নারায়ণ বঃ বনয়ারি 23 W. R. 375	১২০
রাজা রাম বঃ লক্ষণ প্রসাদ 4 B. L. R. A. C. 718	১২০
জগদম্বা দাসী বঃ হারাগ চন্দ্র 10 W. R. 109	১২০
গোকুল প্রসাদ বঃ ইয়াত বারি 20 W. R. 134	১২০
রাঘবেল বঃ মিত্রাজিত 17 W. R. 420	১২০

### স্বচীপত্র ।

পৃষ্ঠা

গুরুদাস বঃ বিজয় গোবিন্দ 1 B. L. R. A. C. 108	১২০
শিউ প্রসাদ বঃ লীলাসিংহ 12 B. L. R. 188	১২০
লালা বিশ্বস্তর বঃ রাজা রাম 2 B. L. R. 67	১২০
নবীন চন্দ্র বঃ মহেশ চন্দ্র 12 W. R. 69	১২০
শ্রীমতি আম্লাদিনি বঃ শ্রীনাথ চন্দ্র 20 W. R. 258	১২১
গোবিন্দ চন্দ্র বঃ রামকুমার 24 W. R. 393	১২১
সদাত্ত প্রসাদ সাহ বঃ কুলবাস কুণ্ডার 3 B. L. R. F. B. 31	১২১
মহাবীর প্রসাদ বঃ রামদয়াল 12 B. L. R. 90	১২২
দিনদয়াল বঃ জগদীপ নারায়ণ 4 I. A. 247	১২২

### ষষ্ঠ অধ্যায় ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

পৈতামহ সম্পত্তি ।

রাম নারায়ণ বঃ প্রতাপ নারায়ণ 20 W. R. 189	১২৩
মদন গোপাল বঃ রাম বকস 6 W. R. 71	১২৪
তারচাঁদ বঃ রিবরাম 3 Mad H. C. 50	১২৪
মহাবীর বঃ যুবাসিংহ 16 W. R. 22	১২৪
বিশালাক্ষী বঃ আরা আমী 5 Mad H. C. 150	১২৪

### ষষ্ঠ অধ্যায় ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

স্বর্জিত সম্পত্তি ।

গজনারাধু বঃ নরাসিমা 7 Mad H. C. 47	১২৫
বাইমাধু বঃ সরোত্তম দাসী 6 Bomb A. C. 16	১২৫
চলা পরমল বঃ বীরাপরমাল 4 Mad Juris 54	১২৫



## দ্বিতীয় পত্র ।

পৃষ্ঠা

ধনুকধারী বঃ গণপত লাল 11 B. L. R. 201	১২৬
শিবপ্রসাদ বঃ কলন্দর 1 S. D. 76	১২৬
সদানন্দ মহাপাত্র বঃ সূর্যমণি 11 W. R. 436	১২৭
সুভদ্রা বঃ বলরাম W. R. sp 57	১২৭
অমৃত নাথ বঃ গোঁরী নাথ 13 M. I. A. 542	১২৭
জানকী বঃ কৃষ্ণমণ্ডল Marshal 1	১২৭
গোপী কৃষ্ণ বঃ গঙ্গাপ্রসাদ 6 M. I. A. 53	১২৭
বোধ সিংহ বঃ গণেশ চন্দ্র 12 B. L. R. 317	১২৮
রাম প্রসাদ বঃ শিবচরণ 10 M, I, A, 490	১২৮

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

অন্নপূর্ণা বঃ গঙ্গানারায়ণ 2 W, R, 296	১২৯
সুরাজবংশ কুন্ডার বঃ শিব প্রসাদ সিংহ 6 I, A, 58	১৩০
গিরিধারী লাল বঃ কাঠুলাল 1 I, A, 321	১৩০
রাম প্রতাপ বঃ গোপীকৃষ্ণ Sev 101	১৩০
রাম উত্তম বঃ উমেশ চন্দ্র 21 W, R, 155	১৩১
দিন দয়াল বঃ জগদীপ 4 I, A, 247	১৩১
উদারাম বঃ রামপাণ্ডাজি 11 Bomb H, C, 76	১৩১
সদাব্রত বঃ ফুলবাস কুন্ডার 3 B, L, R, F. B, 39	১৩২

## ষষ্ঠ অধ্যায় ।

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

#### পৈতামহ সম্পত্তি দান বিক্রয় ।

লক্ষণ দাদা বঃ রামচন্দ্র 1 Bomb L. R. 561.	১৩২
নারায়ণ বঃ হরিশচন্দ্র Mad H. C. 455	১৩৩
ঠাকুর কপিলনাথ বঃ গবর্ণমেণ্ট 13 B. L. R. 445.	১৩৪

সূচীপত্র ।

	পৃষ্ঠা
রাজারাম তেয়ারি বঃ লক্ষণ প্রসাদ 8 W. R.*16	১৩৪
হরদূত বঃ বীরনারায়ণ 11 W. R. 480	১৩৪
সদানন্দ বঃ সূর্যামণি 11 W, R, 436	১৩৪
মদীন গোপাল বঃ রামবকস 6 W, R, 71	১৩৪
বিক্র প্রকাশ বঃ বাবামিশ্র 12 B, L, R, 430	১৩৪
নন্দকুমার বঃ মৌলবি রাজিউদ্দিন 10 B, L, R, 183	১৩৫
লোচন সিংহ বঃ নিমহারী 20 W, R, 170	১৩৫
মধুদয়াল বঃ কুলবর সিংহ B, L, R, Sup vol	১৩৫
বরাকছত্র বঃ গিরিধারী 9 W R 337	১৩৫
গিরিধারিলাল বঃ কাঠু লাল 1 I, A, 321	১৩৫
মদন ঠাকুর বঃ কাঠু লাল 1 I, A, 321	১৩৫
শিবপ্রসাদ বঃ জজবাহাদুর 9 I L R Cal 399	১৩৬

সপ্তম অধ্যায় ।

উইল ।

ঈশানচন্দ্র বঃ ঈশ্বরচন্দ্র 1 S D 2	২৩৭
রামতনু মল্লিক বঃ রামগোপাল মল্লিক 1 P, C, J, 6	১৩৭
জামেশ্বরমোহন বঃ উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর 4 B L R 159, 9 B L R	১৩৭
ক্রীমতী সূর্যামণি বঃ দিনবন্ধু মল্লিক 6 M I A 526; 9 M I A 125	১৪০
অনঙ্গমঞ্জরী বঃ সোণামণি 8 I L R 637	১৪০
কুমারকৃষ্ণ বঃ অসীমকৃষ্ণ 4 B. L. R. 11	১৪৫

## অষ্টম অধ্যায় ।

দেবসেবা এবং দেবজ সম্পত্তি ।

কালীচরণ বঃ বংশীমোহন 15 W R 339	১৪৬
বনোয়ারিচাঁদ বঃ মদনমোহন 21 W R 41	১৪৬
গিরিধারী দাস বঃ নন্দকিশোর দাস 11 M I A 405	১৪৬
গোপাল দাস বঃ কুপারাম দাস S D of 1850	১৪৭
রাজাবর্ম বঃ রবিবর্ম 4 I A 76	১৪৭
জয়বংশী কুণ্ডার বঃ ছত্রধারী 5 B <sup>7</sup> L R 18	১৪৭
জগৎমোহিনী বঃ সখিমণি 14 M I A 289	১৪৭
মহেশচন্দ্র বঃ কৈলাশচন্দ্র 111 W R 443	১৪৮
নামনারায়ণ সিংহ বঃ রমণ পাণ্ডে 23 W R 76	১৪৮
পাঁচকোড়িমল বঃ চমু মল 3 Cal 563	১৪৮
মহারাজী ব্রজসুন্দরী বঃ লক্ষ্মীকুণ্ডারি 15 B L R 176	১৪৮
হুবোমিত্র বঃ জিনিবাস মিত্র 5 B L R 611	১৪৮
প্রমথ দাসী বঃ রাধিকা প্রসাদ দত্ত 14 B L R 76	১৪৯

## নবম অধ্যায় ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

বিভাগ ।

ছত্রসেন 1S. D. 108	১৫২
হলধর বঃ রামনাথ Marshal 55	১৫২
রাজ কুমারী বঃ গোপাল চন্দ্র 3 Cal 514	১৫২
হর লাল সিংহ বঃ জয়দান সিংহ 6 S. D. 169	১৫৩

## দ্বিতীয় পত্র ।

১৫৫

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিব প্রসাদ বঃ গঙ্গামণি 16 W R 291	১৫৫
সৌদামিনী বঃ বোম্বেশ চন্দ্র 2 Cal 262	১৫৫
বহুনাথ বঃ বিশ্বনাথ 9 W R	১৫৫
মহাবীর বঃ রামাদ সিংহ 12 B. L. R, 90	১৫৫
জগমোহন বঃ শারদাময়ী 3 Cal 149	১৫৭
ভরিত ভূষণ বঃ তারাপ্রসন্ন 4 Cal. 756	১৫৭
রাইমণি বঃ পদ্ম মুখী 12 W. R. 409	১৫৭

## নবম অধ্যায় ।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

## বিভাগানধিকারী ।

কালি দাস বঃ কৃষ্ণদাস 2 B. L. R. F. B. 118	১৫৯
মহেশচন্দ্র রায় বঃ চন্দ্রমোহন রায় 14 B. L. R. 273	১৫৯
পারেশমণি দাসী বঃ দীননাথ দাস 1 B L R 117	১৫৯
ব্রজভুকন লাল বঃ বিকন দোবে 9 B. L. R. 204	১৬০
ছারিকানাথ বসাথ বঃ মহেশনাথ বসাথ 9 B. L. R. 198	১৬০
জনার্দন বঃ গোপাল পাণ্ডুরাও 5 Bomb 145	১৬০
দেবরচন্দ্র বঃ রাণিদাসী 2 W. R. 125	১৬০
কালিকাপ্রসাদ দাস বঃ বজ্রিদাস 3 N. W, P. 297	১৬০
জয়কুন্ডার বঃ ভিকারি S. D. of 1848, 320	১৬০
ভোগীনাথ বঃ সাবিত্রা 6 S. D. 62	১৬০
বালগোবিন্দ বঃ লাল বাহাদুর S. D, of 1854 p 124	১৬০
ত্রিলোকচন্দ্র বঃ শ্রীমাচরণ 1 W. R. 209	১৬১

## নবম অধ্যায় ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

বিভাগ-প্রণালী ।

জীনারায়ণ বঃ গুরুপ্রসাদ 6 W. R. 219	১৬২
শিবদয়াল বঃ বহুনাথ 9 W. R. 61	১৬২
প্রহ্লাদ সিংহ বঃ লক্ষ্মণবড়ি 12 W. R. 256	১৬২
রতনমণি বঃ ব্রজমোহন 22 W. R. 333	১৬৩
জীমতী পদ্মমণি বঃ জগদম্বা 6 B. L. R. 140	১৬৩
আপুবিহার বঃ রামসর্কারাণ 11 M. I. A. 76	১৬৩
নারায়ণ বঃ লাল মনোহর 7 Bomb. A. C. 153	১৬৩
মারো বিশ্বনাথ বঃ গণেশ 10 Bomb 444	১৬৩
সনাতন নসাঁথ বঃ জগৎ সুন্দরী 8 M, I, A,	১৬৪
রামকৃষ্ণ বঃ শিবনন্দন 23 W, R, 412	১৬৪
মুকুন্দলাল বঃ গণেশচন্দ্র 1 Cal, 104	১৬৪
জীবনকৃষ্ণ বঃ রমানাথ 23 W, R, 297	১৬৪
আনন্দচন্দ্র বঃ প্রাণকৃষ্ণ 3 B, L, R, O, C, 14	১৬৪
অনাথ নাথ বঃ মাকিণ্টস 8 B, L, R, 60	১৬৪
প্রাণকৃষ্ণ বঃ মথুরামোহন 10 M, I, A, 403	১৬৫
গোপালচন্দ্র বঃ কেনারাম 7 W, R, 35	১৬৫
রামহরি বঃ ত্রিহিরাম শর্মা 15 W, R, 442	১৬৫

## দশম অধ্যায় ।

বর্ত্তন ।

ললিত কুন্ডার বঃ গঙ্গাবিহু 7 N, W, P, 261	১৬২
কেন্দ্রমণি বঃ কাশীনাথ 2 B, L, R, A, C, 15	১৬৩

## স্বতীপত্র

পৃষ্ঠা

মাজুমদারী জগবর বঃ বেঙ্কটেশ্বর 2 P, C, J, 395	১৬৯
শ্রেষ্ঠচাঁদ বঃ হুলাসচাঁদ 4 B, L, R, Ap, 23	১৭০
মম্বোহিনী বঃ বালকচন্দ্র 13 W, R, 498	১৭০
রাজানীলমণি সিংহ বঃ বাগেশ্বর 4 Cal 91	১৭০
রামায়ণ বঃ কণ্ঠমাল মাজাজ সদর আদালতের নিষ্পত্তি	১৭০
কল্যাণেশ্বরী বঃ ষ্টারিকানাথ শর্মা 6 W, R, 116	১৭০
লালাগোবিন্দ বঃ দৌলতবতী 14 W, R, 451	১৭১
বীরস্বামী বঃ আপ্পাস্বামী 1 Mad 375	১৭১
ইলাতামাবিত্র বঃ নারায়ণ 1 Mad H C 372	১৭১
হোনাঙ্গা বঃ ঠিমানা ভট্ট I Bomb L R 559	১৭২
মহারাজী বসন্তকুমারী বঃ মহারাজী কমলকুমারী 7 S D I44	১৭২
নিতাই লীলা বঃ সুন্দরী দাসী 9 W R 475	১৭২
পৃথ্বী সিংহ বঃ রাণী রাজকুমারী 12 B L R 238	১৭২
রঙ্গবিনায়ক বঃ যমুনা বাই 3 Bomb L R 44	১৭২
অনন্তারা বঃ সাবিত্রি Mad Dec of 1861	১৭২
রামাসুন্দরী বঃ পদ্মমণি S D of 1859 p 457	১৭৩
মঙ্গলা দেবী বঃ দীননাথ বসু 4 B L R 72	১৭৩
গঙ্গা বঃ জিবী 1 Bor 384	১৭৩
গোলাপ কুণ্ডার বঃ বারাগসীর কালেক্টর 4 M I A 246	১৭৩
জ্ঞানেন্দ্র মোহন চাকুর বঃ উপেন্দ্রমোহন চাকুর 9 B L R p 413	১৭৪
ভগবানচন্দ্র বঃ বিজ্ঞানবাসিনী 6 W R 286	১৭৪
মাধবচাঁদ বঃ গঙ্গা বাই 2 Bomb L R 639	১৭৪
শিবদাই বঃ হুর্গাপ্রসাদ 4 N W P 63	১৭৪
সাবিত্রি বঃ লক্ষ্মী বাই 2 Bomb L R 573	১৭৪
রুক্মিণী বাই বঃ গাঁদা বাই 1 All 594	১৭৪

## হুটীপত্র ।

পৃষ্ঠা

ভৈরবচন্দ্র ঘোষ বঃ নবচন্দ্র ঘোষ 5 W R 111	১৭৪
জীবি বঃ রামজি 3 Bomb L R 207	১৭৫
বাহুমণি দাসী বঃ ক্ষেত্রমোহন জীল ব্যবস্থা দপর্গণে ৩৩৫ পৃ	১৭৫
রামচন্দ্র দীক্ষিত বঃ সারিজি বাই 4 Bomb 73	১৭৫
ভগবানচন্দ্র বন্দ্য বঃ বিজ্ঞাবাসিনী 6 W R 286	১৭৫
ঈশতী ভগবতী বঃ কানাইলাল মিত্র 8 B L R 225	১৭৬
মহারাজী অধিরাজী নারায়ণ কুমারী বঃ সোনামণি 1 Cal 366	১৭৬
প্রসন্ন কুমার বঃ বারবোলা 6 W R 253	১৭৬
হীরলাল বঃ কোশল্যা 2 Agra 42	১৭৬
আবোদি বেগম বঃ আশারাম 2 All 162	১৭৬
জগন্নাথ সামন্ত বঃ মহারাজী অধিরাজী নারায়ণ কুণ্ডারি 20 W R 126	১৭৭
গোলকচন্দ্র বঃ অহল্যা 25 W R 100	১৭৭
লক্ষ্মণ রামচন্দ্র বঃ সত্যভামা বাই 2 Bomb L R 494	১৭৭
মহারাজী অধিরাজী নারায়ণ কুণ্ডারি বঃ সোনামণি 1 Cal 365	১৭৭
জহরা বিবি বঃ ঈগোপীল মিত্র 1 Cal 470	১৭৭
লক্ষ্মণ বঃ সত্যভামা 2 Bomb L R 494	১৭৭
শিবদাই বঃ ভূর্গাপ্রসাদ 4 N W P 63	১৭৮
গোলকচন্দ্র বঃ অহল্যা 25 W R 100	১৭৮
কমলমণি বঃ রামনাথ Fulton 189	১৭৮
বমুনা বঃ মাতুল সাহ 2 All 315	১৭৮
অর্জুণ বঃ মকুনা নারায়ণ 22 W R 225	১৭৮
নরসিংহ দেব বঃ রায় কৈলাসনাথ 9 M I A 55	১৭৮

স্বতীপত্র ।

পৃষ্ঠা

## একাদশ অধ্যায় ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

মিতাকরা মতে সংগোত্র সপিণ্ডাদির অধিকার ।

ঠাকুর জীবনাথ সিংহ বঃ কোর্ট আব ওয়াডস 5 B L R 549	১৮৭
গৌরী বঃ রকু I L R 3 All 45	১২২
ঠাকুরাণী সাহেবা বঃ মোহনলাল 11 M I A 386	১২২
লালু বাই বঃ মনকুবর বাই I L R 2 Bomb 388	১২২
লক্ষ্মী বাই বঃ জয়রাম 6 Bomb 152	১২২
ভরমানগাবদা বঃ কত্মপগাবদা 4 I L R Bom 187	১২৩
লালায়তিলাল বঃ হুগাণি কুণ্ডার B L R Sup 67	১২৪
লালকুণ্ডার বঃ জয়করণ লাল „ „	১২৪
কেশব বাই বঃ বলভরাওজি I L R 4 Bomb 208	১২৪

## একাদশ অধ্যায় ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

মিতাকরা মতে ভিন্নগোত্র সপিণ্ড অর্থাৎ বন্ধুর অধিকার ।

অমৃত কুমারী বঃ লক্ষ্মীনারায়ণ 10 W R 75	১২৫
গিরিধারী লাল বঃ গবর্ণমেন্টে 2 Suth P C R 160	১২৫
গণেশচন্দ্র বঃ নীলকমল রায় 22 W R 264	২০৬
উমেন বাহাদুর বঃ উদয়চাঁদ I L R 6 Cal 119	২০৬
মসলিপিতনের কালেক্টর বঃ নারায়ণ পা 8 M I A 500	২০৭



হুচীপত্র ।

পৃষ্ঠা

## দ্বাদশ অধ্যায় ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

দায়ভাগ মতে পুংধনাধিকার ক্রম ।

গুরুগোবিন্দ সাহা বঃ আনন্দলাল ঘোষ মজুমদার 5 B L R 14	২১৮
গোবিন্দ প্রসাদ তালুকদার বঃ মহেশচন্দ্র শর্মা ঘটক 15 B L R	২১৯

## দ্বাদশ অধ্যায় ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

দায়ভাগ মতে পুংধনাধিকার বিচার ।

ত্রিলোকচন্দ্র বঃ রামলক্ষ্মী 2 W R 41	২২৬
কৈলাসচন্দ্র বঃ গুরুচরণ 3 W R 43	২২৬
শিবনারায়ণ বঃ রামনিধি 9 W R 87	২২৬
রাজকিশোর বঃ গোবিন্দচন্দ্র 1 Cal 27	২২৬
ব্রজমোহন ঠাকুর বঃ গৌরীপ্রসাদ 15 W R 70	২২৭
গুরুচরণ বঃ কৈলাস 6 W R 93	২২৭
ব্রজকিশোর বঃ জ্ঞানার্থ বসু 9 W R 463	২২৭
সুদীরাম বঃ কল্পিনী 15 W R 197	২৩১
জগন্নাথ বঃ বিজ্ঞানন্দ 1 B L R 114	২৩১
হুঃখীরাম বঃ লক্ষ্মণ 4 Cal 954	২৩১
নারায়ণ ধাড়া বঃ রাখাল গায়েরন 1 Cal 1	২৩২
রাহি বঃ গোবিন্দ 1 Bomb 97	২৩৩
প্যাণ্ডিয়া বঃ পলি ভেলাবর 1 Mad H C 478	২৩৩
সরস্বতী বঃ মল্ল 2 All 134	২৩৩

## ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

পত্নী হুহিতা প্রভৃতির অধিকার বিচার ।

ঠাকুরদাই বঃ রায় বালকরাম 10 W R P C 3	২৩৮
ভগীরামদিন দোবে বঃ ময়না বাই ৭ W R P C 23	২৩৮
জিনারায়ণ রায় বঃ ভায়ী ঝা 2 S D 25	২৩৮
বিজয় রত্নম বঃ লক্ষ্মণ 8 Bomb 225	২৩৮
লক্ষ্মী বাই বঃ গণপত 4 Bomb 163	২৩৯
গজপতি নীলমণি বঃ গজপতি রাধামণি I L R 1 Mad 200	২৪০
অমৃতলাল বসু বঃ রজনীকান্ত 2 I A 113	২৪১
জগদহা বঃ কামিকা	২৪১
জানকীনাথ বঃ মথুরানাথ 9 I L R 580	২৪১
মণিরাম কলিতা বঃ কেরিকলিতানি 13 B L R 1	২৪১
আকোরা বঃ বরিয়ানি 2 B L R 199	২৪৩
গোপাল সিংহ বঃ ধনগাজি 3 W R 206	২৪৪
কাশিনাথ বসাপ বঃ হরমুন্দরী 2 Morl D 98	২৪৪
ইরিদাস দত্ত বঃ শ্রীমতি অপর্ণা 1 P C J 561	২৪৪
বিশ্বনাথ চন্দ্র বঃ ক্ষান্তমণি 6 B L R 747	২৪৪
চন্দ্রাবলী দেবি বঃ ব্রোডি 9 W R p 584	২৪৪
লালাগণপত বঃ গুরুচরণ 16 W R 52	২৪৪
জগজীবন বঃ দেবশঙ্কর 1 Bor 394	২৪৫
কপুরভবানী বঃ সেবকরাম ... 405	২৪৫
রণজিৎ বঃ মহাম্মদ ওয়ারিস 21 W R 49	২৪৫
চৌধুরী জয়েজর বঃ রসময়ী 11 B L R 418	২৪৫
হরমোহন বঃ আলকমণি 1 W R 252	২৪৫
মহম্মদ আসরফ বঃ ব্রজেশ্বরী 11 B. L. R. 118	২৪৫

১৬০  
সূচীপত্র ।

পৃষ্ঠা

মন্তিরাম বঃ গোপাল সাহু 11 B. L. R. 416	২৪৫
রাজচন্দ্র দেব বঃ শিশুরাম 7 W. R. 146	২৪৫
গোলকচন্দ্র বঃ মহেন্দ্র রহিম 9 W. R. 316	২৪৫
রামচরণ বঃ নরমণ্ডল 14 W. R. 147	২৪৬
লালা বৈজনাথ বঃ বিষ্ণু বিহারি 19 W. R. 80	২৪৬
চৌধুরী ভোলানাথ বঃ ভগবতী 7 B. L. R. 98	২৪৭
পদ্মমণি বঃ দ্বারিকানাথ বিশ্বাস 25 W. R. 335	২৪৭
থ্রোস বঃ অমৃতময়ি 4 B. L. R. 41	২৪৮
জীমতি রেবতী বঃ শিবচন্দ্র মল্লিক 1 P. C. J. p 488	২৪৮
কলনি কুণ্ডার বঃ লক্ষ্মী প্রসাদ 24 W. R. 395	২৪৮
জীমতি পবিত্রা বঃ দামোদর জানা ৩ 397	২৪৮
মহেশ চন্দ্র বঃ উগ্রকান্ত 14 W. R. 127	২৪৯
শঙ্করলালা বঃ বৃহৎশ 9 W. R. 285	২৫০
নগেন্দ্রচন্দ্র বঃ কামিনী 2 P. C. J. 275	২৫০
মহিমচন্দ্র বঃ রামকিশোর 15 B. L. R. 142	২৫০
কৃষ্ণময়ি বঃ প্রশন্ন 6 W. R. 304	২৫০
ত্রিলোক চন্দ্র চক্রবর্তী বঃ মদনমোহন 15 B. L. R. 143	২৫০
আলকমণি বঃ বানিমাধব 4 Cal 977	২৫১
কাশীনাথ বসাক বঃ হরমন্ডরী	২৫১
ভগবান দিন বঃ ময়নাবাই 2 P. C. J. 327	২৫১
দুর্গাদাই বঃ পুরণ দাই 5 W. R. 141	২৫১
গোবিন্দমণি বঃ শ্যামলাল B. L. R. S. Vol 48	২৫১
নবীন চন্দ্র চক্রবর্তী বঃ ঐশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী	২৫২
ব্রজ কিশোর বঃ জীনাথ বসু 9 W. R. 463	২৫২
রাজকিশোর দত্ত বঃ গ্রিন্স চন্দ্র 4 B. L. R. 136	২৫২

হুটীপত্র ।

পৃষ্ঠা ।

রাইচরণ পাল বঃ পিরারিমণি 3 B. L. R. 70	২৫২
রাজলক্ষ্মী দেবী বঃ গোকুল চন্দ্র চৌধুরী 2 P. C. J. 519	২৫২
নন্দলাল বঃ বলাকি বিবি S. D. of 1854 p 367	২৫৩
গৌলক মণি বঃ কৃষ্ণ প্রসাদ S. D. of 1859	২৫৩
শ্যামাসুন্দরী বঃ যমুনা চৌধুরাণী 2 W. R. 86	২৫৩
রাধামোহন বঃ রামদাস 24 W. R. 86	২৫৩
জয়মুরত বঃ বলদেব সিংহ 21 W. R. 444	২৫৩
গৌবিন্দ মণি বঃ সামলাল B, L, R, S, Vol p 48,	২৫৩
প্রাণপতি বঃ পুরণ কুণ্ডার S, D, of, 1856, 494	২৫৪
শ্রীনারায়ণ মিত্র বঃ শ্রীমতি কৃষ্ণ 11 B, L, R, 171	২৫৪
বিহারি লাল বঃ মধুলাল 13 B, L, R, 222	২৫৪
মনিরাম বঃ যদুবংশ 9 W R 284	২৫৫
ফুলচাঁদ বঃ রঘুবংশ 9 W, R, 108	২৫৫
মতিরাম বঃ গোপাল সাহু-11 B, L, R, 416	২৫৫
কামিকা প্রসাদ বঃ জগদম্বা 5 B. L. R. 508	২৫৫
লালজিৎ পাণ্ডে বঃ শ্রীধর পাণ্ডে 13 W R 457	২৫৫
ললিত পাণ্ডে বঃ সরদার দেবনারায়ণ সিংহ 3 B L R 176	২৫৫

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

তিমুমণি বঃ নিবারণ চন্দ্র গুপ্ত 9 I L. R. 154	২৫৮
রামনাথ তলাপত্র বঃ দুর্গাসুন্দরী 4 Cal 550	২৫৯
অমৃত লাল বসু বঃ রজনী কান্ত 2 I A, 113	২৫৯
ইষ্টলাল বঃ চন্দ্রলাল 22 W. R. 496	২৬০
বিজয় রত্ন বঃ লক্ষণ 8 Bomb,	২৬১
গোকুলানন্দ বঃ উমাদাই 15 B L R 405	২৬১
লক্ষ্মী যতীন্দ্র বঃ ভ্রামণি B. L. R, 5 Vol 67	২৬৩

হুটাপত্র ।

নুট।

## চতুর্দশ অধ্যায় ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

ক্রীধন স্বরূপ নির্ণয় ।

বিজয় রঙ্গম বঃ লক্ষণ 8 Bomb	২৬৮
বাকি রাজু বঃ বেঙ্কাটাপাহু 2 Mad 402	২৭১
সেঙ্গমল থামল বঃ বলরাম্বা মুদালি 3 Mad 312	২৭১
ক্রীনাথ গজোপাধ্যায় বঃ সর্বমঙ্গলা 10 W R 488	২৭৩
ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বঃ মদনমোহন সিংহ 1 Shomes L,R, 3	২৭৩
যদুনাথ সরকার বঃ বংশন্ত কুমার চৌধুরী 19 W R 264	২৭৪
ভূগাকুণ্ডার বঃ তেজুকুণ্ডার 5 W R 53	২৭৪
পদ্মমনি বঃ দ্বারিকানাথ 25 W R 335	২৭৪
লক্ষণ চন্দ্রগির গোসাইনী বঃ কালিচরণ সিংহ 19 W R 292	২৭৩
ব্রজেন্দ্র বহাদুর বঃ রানিজানকী C, L, R, 318	২৭৪
জার্ক লাস বঃ ,গবিন্দমনি S, D, of 1852	২৭৬
ব্রজমোহন মাইতি বঃ রাধাকুণ্ডারি W R 1864	২৭৬
গঙ্গাযতি বঃ ঘাসিতা I, L, R, 1, All 46	২৭৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

বিনোদ কুণ্ডার বঃ প্রধান গোপাল সাহু 2 W, R, 176	২৭৯
গঙ্গাযতি বঃ ঘাসিতা I L, R, 1 All 49	২৭৯
তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায় বঃ দিননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 3 W, R, 47	২৮০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

ত্রিভুতের কালেক্টর বঃ হরপ্রসাদ 7 W R 500	২৮২
মুসামত শিবু বঃ যুগল সিংহ 8 W R 155	২৮২

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

যদুনাথ সরকার লঃ বংশন্ত কুমার চৌধুরী 19 W, R, 264	২৯০
হরিমোহন দ্বাধা বঃ সনাতন সাহা I L R 1 Cal 275	২৯০

## TABLE OF CONTENTS.

---

### CHAPTER I. INTRODUCTION.

Section I.	(a) The basis of law according to Hindu Jurists <div style="text-align: right;">Modern European Jurists.</div>	
	(b) Nature of law and legal right as defined in old Hindu Law Books and in modern European Jurisprudence.	
	(c) Province of Jurisprudence determined.	
	(d) Classification of the province of Jurisprudence	1-27

Sec II.	(a) Source of Hindu Law.	
	(1) Vedas	
	(2) Smritis	
	(3) Purans	
	(4) Digests.	
	(b) An account of the English works on Hindu Law.	
	(c) Whether the Hindus have any such thing as can be called their law,	
	(d) The process by which the Institutes of Manu Jagnyavalkya & and the works of modern authors like Jimutavahana and Vigyaneshwar acquired the force of law	28-53
Sec III.	The different Schools of Hindu Law	53-57

### CHAPTER II,

The several enactments by which it is provided that all questions relating to Inheritance, Succession, marriage and caste between Hindus should be decided according to Hindu Law,

57-60

# CONTENTS.

## CHAPTER III,

### MARRIAGE

Sec I.	(a) The several forms of marriage among Hindus	
	(b) How far ceremonies are essential	60-65
Sec II.	(a) What sort of person entitled to marry	
	(b) Polygamy	66-68
Sec III.	Who can give a girl in marriage	68-70
Sec IV.	(a) Marriageable age of a girl	
	(b) Degrees of relationship within which marriage is prohibited	70-76
Sec V.	Legal rights and obligations which arise out of marriage	76-81

## CHAPTER IV

Sec I.	The several kinds of subsidiary sons	82-83
Sec II.	Who can adopt "	83-87
Sec III.	Who can give a boy in adoption	87
Sec IV.	Who can be adopted. (a) Only son (b) Eldest son (c) Limit of age	88-92
Sec V.	The ceremonies observed in adopting	92-94
Sec VI.	Suit to set aside an adoption	94-96
Sec VII.	Kritrima Putra	96-97
Sec VIII.	The rights of an adopted son	97-98
Sec IX.	The right of an adopted son to inherit as heir to the collateral relations of the adoptive father	98-101
Sec X.	The heritable rights of an adopted son in respect of maternal relations	101-103
Sec XI.	The rights of one whose adoption is void in law	104-106
Sec XII.	The rights of one who is adopted by a widow with the permission of her deceased husband	106-110

## CHAPTER V. "

Minority	111-114
----------	---------

## CHAPTER VI.

Sec. I.	Joint Family	114-122
Sec II.	Ancestral Property	122-124
Sec III.	Self-acquired property	124-129
Sec IV.	Liability of son of to pay father's debts	129-32
Sec V.	Alienation of ancestral property	132-136

## CHAPTER VII.

Wills	137-145
-------	---------

## CHAPTER VIII.

Religious endowment	146-149
---------------------	---------

## CHAPTER IX.

Sec I.	Partition	149-151
Sec II.	Things impartible	151-153
Sec III.	Who are entitled to partition	153-157
Sec IV.	Exclusion from partition	157-161
Sec V.	Mode of partition	161-165
Sec VI.	Share of an adopted son	165-167

## CHAPTER X.

Maintenance	167-178
-------------	---------

## CHAPTER XI.

Sec	(a) The law of succession by survivorship according to Mitakshera (b) Definition of Sapinda in Mitakshera. (c) Order of succession among Sagotra Sapindas	178-194
Sec II.	(a) Sapindas of different Gotra are Bandhus (b) Three kinds of Bandhus entitled to inherit (c) Their order of succession	194-207

## CHAPTER XII.

Sec I.	(a) The law of inheritance according to Dayabhaga (b) Widow, daughter, & entitled to inherit as heir, unless there is male issue, whether the deceased was a member of a joint family or not.
--------	--



	(c) Jimutavahana's definition of Sapinda. .	
	(d) The several kinds of Sapindas.	
	(1) Those who give primary Pindas to the deceased	
	(2) Those who give secondary Pindas to the deceased	
	(3) Paternal ancestors to whom the deceased gave primary Pindas in his lifetime.	
	(4) The sons, grandsons and great grandsons of the paternal ancestors who give Pindas of which the deceased obtains a share.	
	(5) Maternal ancestors to whom the deceased gave secondary Pindas in his lifetime but who do not give to the deceased any share of Pindas offered to them.	
	(6) The sons & of maternal ancestors who give Pindas to persons to whom the deceased also gave Pindas in his lifetime.	
	(e) The doctrine of 'spiritual benefit	207-222
Sec II.	Order of succession according to Daybhaga.	222-233

## CHAPTER XIII.

The rights of widow and other female heirs in respect of property inherited by them	233-263
---	---------

## CHAPTER XIV.

Sec I.	Stridhan	263-276
Sec II.	The law of succession in respect of Stridhan according to Mitakshera	276-281
Sec III.	Mithila law	281-282
Sec IV.	Bengal law	282-290

## APPENDIX.

Note I.	The doctrine of spiritual benefit.
Note II.	The doctrine of factum valet &
Note III.	Testamentary power of a Hindu father in Bengal.
Note IV.	Succession to Ajautaka Strreedhan.

---

## অনুক্রমণিকা ।

### প্রথম পরিচ্ছেদ ।

ধর্ম শাস্ত্রের মূল নির্ণয় এবং বিষয় প্রয়োজনও

সম্বন্ধ বিচার ।

১। আর্য্যগণের মতে ব্যবহার শাস্ত্র, নীতি শাস্ত্র, দুইই ধর্ম রাজধর্ম প্রভৃতি সকল শাস্ত্র বেদমূলক ; বেদ নিত্য অর্থাৎ অনাদি এবং অভ্রান্ত ; সুতরাং বেদবিহিত বিধি সমূহের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে না । বেদের প্রকৃত অর্থপর্য্য সম্বন্ধে নানা মতভেদ আছে ; কিন্তু বেদ অভ্রান্ত, ইহা যিনি স্বীকার না করেন তাহাকে আর্য্যগণ বিধর্মী বলিয়া থাকেন । যদিও আর্য্যগণ, তর্ক স্থলে, ব্যবহার শাস্ত্র বিবয়ক বাবদীয় বিধি ঐতিমূলক বলিয়া থাকেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সকল স্থলে নব্য ব্যবহার শাস্ত্রের ঐতিমূলক বাচনিক প্রমাণ পাওয়া যায় না । কিন্তু আর্য্যদিগের যেরূপ বিশ্বাস তাহাতে ঐতিমূলক না হইলে কোন বিধির প্রামাণিকতা স্বীকার করিতে পারেন না । সুতরাং ঐতিমূলক প্রমাণ প্রাপ্ত না হইলে আর্য্যস্বার্থগণ ঐতিকল্পনা করিয়া থাকেন । আর্য্যস্বার্থগণ বলেন বেদ অতি বিস্তীর্ণ ; সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করা কাহার পক্ষে সম্ভব নহে ; যে বিধি যুক্তি বা দেশাচার সম্মত তাহা বেদে নাই এমনত কদাচ বলা যাইতে পারে না ; বরং দেশাচার বা জ্ঞানানুসারে যে বিধি উপপন্ন হয় তাহা বেদের মধ্যে আছে ইহা কল্পনা করা সুংগত । পাশ্চাত্যগণ যে হোলাকা উৎসব করিয়া থাকেন তাহার ঐতিমূলক কোন

Hindu law is founded on the Vedas.

Vedas infallible.

When there is no express text it is usual to take for granted the existence of a text in the Vedas.

প্রমাণ নাই ; কিন্তু আৰ্য্যস্মার্তগণের মতে “হৌলাকা কৰ্তব্য”  
এই অতিকল্পনা করা উচিত ।

The neces-  
sity of ad-  
mitting the  
infallibility  
of the Ve-  
das.

২। ফলতঃ প্রাচীন আৰ্য্যগণের মধ্যে যে পর্য্যন্ত জ্ঞানের  
উন্নতি হইয়াছিল তাহাতে এইরূপ একটি মূল শাস্ত্রের প্রামা-  
নিকতা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার না করিলে উপায়ান্তর ছিল  
না । পণ্ডিতগণ যত দিন প্রাচীন শাস্ত্রের বিরোধী না হন,  
পণ্ডিতগণ যত দিন প্রাচীন শাস্ত্রের মান রক্ষা করেন, ততদিন  
সাধারণ লোকের শাস্ত্রের প্রতি ভক্তি থাকে ; ততদিন কেহ  
শাস্ত্রের বিধি উলঙ্ঘন করিতে সাহসী হয় না । কিন্তু প্রাচীন  
শাস্ত্র ভাস্ত বলিয়া পণ্ডিতগণ সকলে যদি স্ব স্ব মত স্থাপন  
করিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে সাধারণ লোকের শাস্ত্রে  
অশ্রদ্ধা হয় ; এবং সকলে স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিবার সম্ভব হয় ।  
এই সকল কারণে পণ্ডিতগণ প্রায় কেহ প্রাচীন শাস্ত্রের  
অবমাননা করিতে সাহসী হন না ; যিনি নূতন মত সংস্থাপন  
করেন তিনিও প্রাচীন শাস্ত্রের প্রামানিকতা স্বীকার করেন ।

Explana-  
tion of the  
circumstan-  
ces which  
led to the  
recognition  
of the Vedas  
as infallible

মানব সমাজের প্রাচীন তত্ত্ব পর্যালোচনা করিয়া  
দেখিলে জানিতে পারা যায় যে সমাজ বদ্ধ হইয়া বাস করিতে  
হইলে কতকগুলি নিয়ম অরূপ্য প্রতিপাল্য বা অবশ্যস্বাবী  
বলিয়া সহজে অনুভব হয় ; ক্রমশঃ সেইসমুদায় নিয়ম  
বদ্ধমূল হইয়া সর্ববাদি সম্মত দেশাচার হইয়া উঠে ; পরে  
বিদ্যার চর্চা আরম্ভ হইলে সেই সমস্ত নিয়ম গ্রন্থে লিপি-  
বদ্ধ হয় ; এবং কাল সহকারে সেই গ্রন্থ অত্রান্ত অনাদি  
বলিয়া পরিগণিত হয় । প্রাথমিক অবস্থায় যে সমুদায়  
নিয়ম এইরূপে সংস্থাপিত হয় তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য  
জ্ঞানের বিশেষ উন্নতি ব্যতীত উপলব্ধি হয়না । প্রায়  
সকল দেশে দাম্পত্য সম্বন্ধ বিবয়ক নিয়ম প্রচলিত আছে ;  
কিন্তু বিবাহের আবশ্যকতা কি ? এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা হইলে

প্রকৃত উত্তর দেওয়া সহজ নহে। এতদেশীয় পুণ্ডিত  
গণ বলিয়া থাকেন যে বিবাহ একটি সংস্কার; বিবাহ  
জনিত সংস্কার ব্যতীত শরীর শুদ্ধ হয়না; এবং ধর্মকাৰ্য্যে  
অধিকার হয় না। বস্তুতঃ যে উদ্দেশ্যে প্রাথমিক অবস্থায়  
উদ্ভাহ বিধি প্রচলিত হয়, সমাজের উন্নত অবস্থায় তাহা  
বোধগম্য হইবার উপায় থাকেনা। বিবাহবিধি প্রচলিত  
হওয়ায় সমাজ বদ্ধমূল হয়; কৃষিবাণিজ্যাদির উন্নতি হয়;  
অসভ্যাবস্থাজনিত দুর্বৃত্ত স্ভাব দমিত হইয়া লোক  
সাধারণ শাসনাই হয়; বংশমর্যাদা রক্ষার নিমিত্ত উচ্চ  
বংশীয়গণ উৎসাহশীল এবং পরিশ্রমশালী হয়; শিশু  
সন্তানের লালন পালন নিমিত্ত জীর্ণ পুরুষের সহায়তা  
প্রাপ্ত হয়; অপত্যস্নেহ এবং পারিবারিক সুখভোগ  
ইচ্ছা বৃদ্ধ হওয়ায় ক্রমশঃ সমাজ দৃঢ়তর রূপে বদ্ধ মূল  
হয়। কিন্তু সমাজের বর্তমান অবস্থা আমাদের আপাততঃ  
অবশ্যস্বীকার্য বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং বিবাহ বিধি  
অথবা অন্যান্য সামাজিক নিয়মের লৌকিক উদ্দেশ্য  
আমাদের সহজে বোধগম্য হয় না।

আমাদিগের শাস্ত্রানুসারে সগোত্র এবং সপিণ্ডকন্যা  
বিবাহ নিষিদ্ধ; প্রায় সকল দেশে এইরূপ নিকট সম্বন্ধি  
কন্যা বিবাহ নিষিদ্ধ আছে; কিন্তু এই নিষেধের লৌকিক  
উদ্দেশ্য কি তাহা আপাততঃ সাধারণ লোকের বুদ্ধিতে  
উপলব্ধি হওয়া কোনমতে সম্ভব নহে। আমাদের এক্ষণে  
বোধ হয় যে এই সম্বন্ধে শাস্ত্রে যে সকল নিয়ম আছে তাহা  
অবশ্যস্বীকার্য; শাস্ত্রে বহুকাল হইতে বিশেষরূপে নিষেধ  
না থাকিলে সপিণ্ড কন্যা বিবাহ করা যাইতে পারিত  
এরূপ সহসা অনুভব হয় না। ফলতঃ যে উদ্দেশ্যে শাস্ত্রকার-  
গণ নিকট সম্বন্ধি কন্যা বিবাহ নিষেধ করিয়াছেন তাহা

সাধিত হইয়াছে ; সুতরাং আর সেই বিধি সমূহের লৌকিক উদ্দেশ্য কি তাহা এক্ষণে বোধগম্য হয়না । যতদিন বেটাম সাহেব উক্ত বিধি সমূহের লৌকিক উদ্দেশ্য প্রতিপাদন না করিয়াছিলেন ততদিন কেহ প্রকৃত হেতু নির্দেশ করিতে পারেন নাই । বেটাম সাহেবের মতে যেরূপ সম্বন্ধস্থলে একত্র বাস করা প্রথা আছে সেইরূপ সম্বন্ধ বিশিষ্ট জীপুরুষগণের দাম্পত্যসম্বন্ধের সম্ভাবনা থাকা কোন ক্রমে উচিত নহে

In the primitive stage it is not possible to place the science of law or morality on any other foundation than the revealed scriptures

শাস্ত্রোক্ত নিয়ম সমূহের প্রকৃত হেতু নির্দেশ করিতে না পারিলে অলৌকিক হেতু নির্দেশ করিতে হয় ; লোকের যাহাতে সম্পূর্ণ প্রতীতি হয় এরূপ কারণ দর্শাইতে না পারিলে অগত্যা বলিতে হয় যে শাস্ত্রে এইরূপ নিষিদ্ধ আছে ; সুতরাং এই নিয়ম প্রতিপাল্য । লৌকিক হেতু নির্দেশ করিতে না পারিলে প্রাচীন শাস্ত্রের উপর নির্ভর ব্যতিরেকে অন্য উপায় থাকেনা ; সুতরাং কোন বিশেষ প্রাচীন শাস্ত্র অনাদি, অত্রান্ত, ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয় । যে সময়ে সাধারণ লোক সকলে অজ্ঞানতমসাম্পন্ন থাকে, তখন শাস্ত্রীয় বিধি সমূহের লৌকিক উদ্দেশ্য পণ্ডিতগণ বুঝিতে সক্ষম হইলেও সাধারণ লোককে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া সম্ভব হয় না ; বেদে এইরূপ বিধান আছে বেদ অনাদি অত্রান্ত ঈশ্বরের বাক্য ইহা বলিলে সকলে বুঝিতে পার ; কিন্তু লৌকিক উদ্দেশ্য স্পষ্টরূপে বলিলে সেই বিধান অনুসারে কার্য্যকর কর্তব্য এমনত অজ্ঞ লোকদিগের সহসা বোধ হয় না ।

লৌকিক উদ্দেশ্য নির্দেশ করিলে ভিন্নমত হইয়া শাস্ত্রের গৌরব হানি হইবেক এই বিবেচনায় পণ্ডিত মণ্ডলী মধ্যে সকল বিষয়ে অলৌকিক হেতু নির্দেশ করা প্রথা হইয়া উঠে ; ক্রমশঃ সংস্কার দৃঢ় হইয়া প্রাচীন শাস্ত্রের

গৌরব এত বৃদ্ধি হয়, যে কেহ প্রকৃত হেতু বুঝিতে পারিলে তাহা উল্লেখ করিতে সাহসী হয়না ; অথবা চিরসংস্কার বশবর্তী হইয়া সেই হেতুর প্রাধান্য স্বীকার করে না ।

Some of the precepts sanctioned by the Vedas declared obsolete in the present age

৩। যে কারণে ইউক আৰ্য্যধর্মের মূল বিশ্বাস এই যে বেল অজান্ত এবং নিত্য ; পরন্তু যাহাদের এইরূপ বিশ্বাস তাহারা শাস্ত্র বিহিত গবালন্তন, নিয়োগ ধর্ম, ক্ষেত্রজাদি পুত্রের পুত্রত্ব নিবেশ করিয়াছেন ; এবং কোন কোন স্থানে আৰ্য্যস্মার্ত্ত গণ সমাজ রক্ষার নিমিত্ত এই সকল রহিত করা আবশ্যক ইহা স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন । আদিত্য পুরাণের যে বচনে সমুদ্র যাত্রা স্বীকার, দেবর কতক স্মৃতোৎপত্তি, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, মধুপক্ষে পশুবধ প্রভৃতি নিষিদ্ধ আছে তাহার শেষ ভাগে উক্ত আছে যে

“এতানি লোকগুপ্তার্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ ।

নিবর্তিতানি কৰ্ম্মানি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ ॥”

The doctrine of utility recognized by Hindu Jurists in some cases

কলতঃ আৰ্য্যস্মার্ত্তগণ ধর্ম শাস্ত্র সংক্রান্ত নিয়মাবলীর সামাজিক মঙ্গল বর্দ্ধন হেতুই অনেক স্থানে স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন ; এবং সকলস্থলে স্পষ্ট স্বীকার না করিলেও সমাজের মঙ্গল বর্দ্ধনকরা তাহাদের উদ্দেশ্য ইহা স্পষ্ট লক্ষিত হয় । অত্যুক্ত প্রমাণ না থাকিলেও অতিকল্পনা করা, অত্যুক্ত বিশেষ প্রমাণ থাকিলেও কলিযুগে তাহা নিবেশ করা ইত্যাদি কেবল কৌশল মাত্র । যদি ধর্মশাস্ত্রের অত্যুক্ত প্রমাণ ভিন্ন অন্য মূল না থাকে, তাহা হইলে অত্যুক্ত প্রমাণভাবে অতিকল্পনা করিল্পে করা যাইতে পারে ; এবং যে অতিকল্পনা করা যায় তাহা অজান্ত বলিয়া করিল্পে নির্দেশ করা যাইতে পারে । আৰ্য্যস্মার্ত্তগণ এইরূপ কৌশলের দ্বারা প্রাচীন শাস্ত্রের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন ; অথচ

সময়ে সময়ে, নূতন মত সংস্থাপন অথবা প্রাচীন মত রহিত করিয়াছেন ।\*

The necessity of reconciling conflicting texts in the holy institutes

৪। সামাজিক মঙ্গল সাধনত নীতিশাস্ত্রের মূল ইহা যদি স্বীকার করা যায়—অর্থাৎ বেদ অথবা অন্য কোন শাস্ত্রসম্মত হউক বা না হউক যে নিয়মানুসারে সকলে কার্যানুবর্তী হইলে সামাজিক মঙ্গল সাধন হয় সেই নিয়ম অবশ্য প্রতিপাল্য ইহা যদি স্বীকার করা যায়—তাহা হইলে প্রাচীন কুপ্রথা রহিত অথবা আবশ্যক মতে নূতন নিয়ম সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত অতিকম্পনাদি করিয়া বহুক্লেশে আপনাকে আপনি প্রতারণিত করিবার আবশ্যক হয় না। নিয়োগ ধর্ম এবং বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে শাস্ত্রকার দিগৈর সম্পূর্ণ বিকল্প মত আছে ; আধুনিক আর্ধ্য পণ্ডিত গণ কষ্টকম্পনা করিয়া সেই বিরোধ নিরাস করিবার চেষ্টাকরেন ; কেহ বলেন বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ ; কেহ বলেন বিধবা বিবাহ শাস্ত্রানুসারে হইতে পারে না। যদি কেবল শাস্ত্রানুসারে বিচার করিতে হয় তাহা হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে কোন সিদ্ধান্ত স্থির হয় না। সামাজিক মঙ্গল সাধন ধর্মশাস্ত্রের মূল বলিয়া স্বীকার করিলে এইরূপ বিতর্কের কোন কারণ থাকেনা।

বেদ এবং সংহিতাদিতে যে সমস্ত বিধি আছে তাহা তৎকালীন দেশাচার মূলক ইহা যদি স্বীকার করা যায় তাহা হইলে উক্ত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে যে সমস্ত বিকল্প মত আছে তাহা মীমাংসা করিবার আবশ্যক হয় না ; বরং ইহা সহজে বুঝিতে পারা যায় যে সকল দেশে সকল সময়ে একরূপ আচার প্রচলিত থাকেনা। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দেশাচার মূলক যে সুমন্তগ্রন্থ লিখিত হয় তাহাতে পরস্পর বিকল্প মত থাকা সম্পূর্ণ সম্ভব ; এবং সেই সমস্ত বিরোধ

ভঞ্জন করিবার চেষ্টা পণ্ড্রম মাত্র । ধর্ম শাস্ত্র প্রাচীন বেদ সংহিতাদি মূলক বলিলে এই সমস্ত বিরোধ ভঞ্জন না করিলে উপায়ান্তর থাকে না । কিন্তু যদি বলা যায় যে ধর্মনীতি বেদ অথবা কোন গ্রন্থমূলক নহে ; যে নিয়ম অনুসারে সকলে কার্য করিতে সামাজিক মঙ্গল বর্জন হয় এবং অমঙ্গলের হ্রাস হয় তাহা অবশ্য প্রতিপাল্য হইবে যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে প্রাচীন শাস্ত্রের বিকল্প মত সমূহ মীমাংসা করিয়া একবাক্যতা করিবার আবশ্যক হয় না ।

৫। যতদিন সমাজ বদ্ধমূল না হয়, যত দিন লোকবিদ্বিষ্ট কার্য করিতে সকল লোকে ভীত না হয়, তত দিন একটি প্রাচীন শাস্ত্র অজান্তে, বলিয়া বিশ্বাস থাকিলে অনেক মঙ্গল হয় । আপণ্ড্রম সাধারণ সকল লোকের মধ্যে জ্ঞানের চর্চা আরম্ভ হইলে সকলে চিন্তা করিয়া কোন কার্য সমাজের হিতজনক এবং কোন কার্য সমাজের অনিষ্ট জনক তাহা বুঝিতে পারে ; কোন অজ্ঞায় কার্য করিলে সকলে স্থগণ করিবে, এই ভয়ে কেহ সমাজের উন্নত অবস্থায় লোক বিদ্বিষ্ট কার্য করিতে সাহসী হয় না । কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় লোকদিগের মধ্যে কোন কার্য সং বা কোন কার্য অসং তৎসম্বন্ধে স্থিরমত থাকে না ; ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে অতি আধুনিক সময়ে ও, ধর্মের নাম করিয়া, অনেক ধূর্ত লোক নরহত্যা পর্যন্ত করিয়াছে ; অথচ তাহাদিগের কার্য তৎকালে লোক বিদ্বিষ্ট বলিয়া স্থগিত হয় নাই । ফলতঃ যতদিন জ্ঞানের বিশেষরূপে চর্চা না হয় তত দিন ধূর্ত এবং ক্ষমতাশালী লোকগণ যে কোন কার্য করিতে সমর্থ হয় । এতদূশ অবস্থায় একটা প্রাচীন শাস্ত্র অনাদি আজ্ঞাস্ত বলিয়া সাধারণের মধ্যে পরিগণিত হইলে

The doctrine of utility can be recognized as the foundation of law and morality when the mass of the people learn to think for themselves and when there is a settled constitutional government.



বিশেষ মঙ্গল হয়; তাহা হইলে অতি ধূর্ত ধর্ম প্রচারক অথবা অতি কীমতাজালী নরপতি সেই শাস্ত্রের বিকল্প কার্য্য করিতে সাহসী হয় না। আমাদিগের দেশে কোন রাজার রাজত্ব বহুকাল স্থায়ী হয় নাই; রাজ শাসনের আধিপত্য কখন বহুমূল হয় নাই; প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ অজান্তে অবশ্য প্রতিপাল্য বলিয়া গণ্য না হইলে এতদেশে সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠিত। আমাদিগের দেশে কেবল এক জেগীর লোক শাস্ত্রনুশীলন এবং শাস্ত্র চিন্তা করিতেন; ব্রাহ্মণগণ বেদসংহিতাদি অজান্তে বলিয়া তৎকালে স্বীকার না করিয়া সকলে স্ব স্ব মত সংস্থাপন করিবার চেষ্টা করিলে কিরূপ বিশৃঙ্খলা হইত তাহা বলা যায় না।

যে পরিমাণ সামাজিক উন্নতি হইলে মঙ্গল সাধনত্ব নীতি শাস্ত্রের মূল বলিয়া প্রচার করা সম্ভব হয়, আর্থ দিগের মধ্যে সেরূপ সামাজিক উন্নতি কোন কালে হয় নাই। আমাদিগের দেশে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণ বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু দেশের অধিকাংশ লোক কোন কালে বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। যে কারণে ইউক বেদ অজান্তে এবং ন্তিত্য বলিয়া যে বিশ্বাস বহুমূল হইয়াছিল তাহা অতিক্রম করিয়া নীতি শাস্ত্রের অন্য মূল সংস্থাপন করিতে কেহ সাহসী বা সমর্থ হয় নাই।

৬। আমাদিগের এইরূপ বিশ্বাস যে নীতি শাস্ত্র ব্যবহার-শাস্ত্র প্রভৃতি সংক্রান্ত যাবতীয় বিধি বেদ মূলক; সুতরাং আপাততঃ এইরূপ বোধ হইতে পারে যে আমাদিগের শাস্ত্র-কারদিগের মতে নীতি শাস্ত্র এবং ব্যবহার শাস্ত্র স্বতন্ত্র নহে। বস্তুতঃ প্রাচীন সংহিতাদিতে নীতি শাস্ত্র ব্যবহার শাস্ত্র প্রভৃতি সমস্ত একত্র আলোচিত আছে; পরন্তু আধুনিক সংহিতা এবং সংগ্রহ গ্রন্থে আচারকাণ্ড ব্যবহার কাণ্ড

Law and morality being equally founded on the Vedas the province of the two sciences not distinguished in Hindu Law-

স্বতন্ত্র প্রকরণে উক্ত আছে । কিন্তু কি কারণে শাস্ত্রকারগণ ব্যবহার প্রকরণ স্বতন্ত্র করিয়াছেন, তাহা জানা যায় না । ব্যবহার শাস্ত্রের নিয়ম সমূহ অবশ্য প্রতিপাল্য ; কোন কোন বিধি উল্লঙ্ঘন করিলে রাজা দণ্ড করিতে পারেন এইরূপ উক্ত আছে । কিন্তু সকল স্থলে রাজা দণ্ড করিবেন এমন স্পষ্ট বিধান নাই ; কোন কোন স্থলে কেবল পাতিত্য হয় বা প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, এইরূপ নিন্দাশ্রবণ আছে মাত্র । আমাদের শাস্ত্রানুসারে পত্নীর আভরণ স্ত্রীধন বলিয়া গণ্য ; কাতায়ন বলেন ।

নভর্তা নৈবচ স্মৃতো ন পিতা ভাতরন্তথা ।

আদর্শে বা বিসর্গে বা স্ত্রীধনে প্রভবিষ্যৎ ॥

যদিহে কতরোমীবাং স্ত্রীধনং ভক্ষয়েদ্বলাং ।

সন্নদ্ধিং প্রতিগম্যঃ সঃ দণ্ডৈধেব সমাপ্নুয়াং ॥

কাতায়নের মতে স্ত্রীধন অপরাহণ করিলে রাজা দণ্ড করিতে পারেন ; বস্তুত আভরণ আদিতে পত্নীর স্বত্ব স্বীকার করিলে, স্মৃত্যং স্বীকার করিতে হয়, যে পত্নীর আভরণাদি কেহ বলপূর্বক লইলে তাহার দণ্ড ইওয়া উচিত । কিন্তু বিষ্ণু বচনে কেবল এই মাত্র উক্ত আছে যে বিধবার আভরণ দায়াদগণ লইলে পতিত হয় ।

“পত্যৌজীবতি যঃ স্ত্রীতি রলঙ্কারো ধৃতোভবেৎ ।

নতং ভজেরণ দায়াদা তজমানাপতন্তি তে ॥

আশাদিগের শাস্ত্রকারগণের মতে যে বিধিতে নিন্দাশ্রবণ আছে তাহা নিত্য অর্থাৎ অবশ্য প্রতিপাল্য ; এবং যে বিধিতে কেবল ফল শ্রুতি আছে তাহা কাম্য । কেবল ব্যবহার শাস্ত্র বিষয়ক বিধি সমূহে নিন্দাশ্রবণ আছে এমন নহে ; আচার সংক্রান্ত অদুষ্কার্থ নিয়ম সমূহে অনেক স্থলে নিন্দাশ্রবণ আছে । একাদশীর উপবাস না করিলে নিন্দা উক্ত

The distinction between precepts which are optional and injunctions which are mandatory

আছে ; সুতরাং আশাদিগের শাস্ত্রানুসারে একাদেশী অবশ্য কর্তব্য। ফলতঃ যে সকল বিধিতে নিন্দা প্রবণ আছে, সেই সমস্ত ব্যবহার বিষয়ক এমত বলা যাইতে পারে না।

Law and  
ritual dealt  
with in  
separate  
chapters in  
the later  
works

আধুনিক আৰ্য্য স্মার্তগণ ব্যবহার শাস্ত্রের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়াছেন ; কিন্তু কোন লক্ষণ করিয়া ব্যবহার শাস্ত্রের উদ্দেশ্য বা বিষয়ের স্বাতন্ত্র্য প্রতিপাদন করেন নাই। ফলতঃ আৰ্য্যস্মার্তগণ ব্যবহার শাস্ত্র বেদমূলক বলিয়া থাকেন ; সুতরাং লক্ষণ করিয়া ব্যবহার শাস্ত্রের বিষয় নিরূপণ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। লক্ষণ করিয়া ব্যবহার শাস্ত্রের বিষয় নিরূপণ করিলে, আর উক্ত শাস্ত্রের বিধি সমূহের বেদমূলকতা স্বীকার করিবার আবশ্যিক হয় না।

সমাজ বদ্ধ হইয়া বাস করিতে হইলে, প্রজাসমূহের শরীর এবং সম্পত্তিগত স্বত্ব নিরূপণ ও রক্ষার নিমিত্ত, কতকগুলি নিয়ম সংস্থাপন আবশ্যিক হয় ; সেই সমস্ত নিয়ম আইন বা ধর্ম বলিয়া উক্ত হয়। প্রাথমিক অবস্থায় কতকগুলি নিয়ম স্বতঃসিদ্ধ এবং অবশ্যস্বী বলিয়া বোধ হয় ; সেই সকল নিয়ম দেশাচার গণ্য হইয়া উঠে ; এবং কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে দেশের শাসনকর্ত্তা বা কর্ত্তৃপক্ষগণ সেই নিয়মানুসারে বিবাদ মীমাংসা করেন। ক্রমশঃ সেই সমস্ত নিয়ম শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হয় ; এবং কালসহকারে সেই শাস্ত্র অনাদি অভ্রান্ত বলিয়া গণ্য হয়। তখন অতি প্রবল প্রতাপশালী নরপতিগণ সেই নিয়মাবলীর দ্বারা শাসিত হয়। লোক নিন্দা ভয়ে কেহ সেই নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না। বস্তুতঃ ব্যবহার শাস্ত্র বিষয়ক বিধি সমূহ অবশ্য প্রতিপাল্য তাহাতে সন্দেহ নাই। সকল লোকে আপন আপন ইচ্ছানুসারে কার্য করিলে কোন মতে সমাজ রক্ষা হইতে পারে না ; সুতরাং ব্যবহার শাস্ত্র বিষয়ক বিধি সমূহের প্রতিমূলকতা স্বীকার

না করিলে, উক্ত বিধি সমূহের লৌকিক প্রয়োজন স্বীকার করিতে হয়।

৭। শাস্ত্রে বিধি থাকিলেই আইন বলিয়া গণ্য হয় এমন নহে; ইংরাজগণ এতদ্রূপে অধিকার করিয়া যদি এইরূপ নিয়ম করিতেন, যে তাহাদিগের আইন অনুসারে এতদ্রূপে দায়াদিকার হইবে, তাহা হইলে মিতাক্ষরা বা দায়ভাগে যে সমস্ত দায়বিভাগ বিধি আছে তাহা আইন বলিয়া গণ্য হইত না। আমাদিগের শাস্ত্রে যে ব্যবহারমাতৃকা আছে ইংরাজগণ তাহা গ্রহণ করেন নাই; ইংরাজ প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মাধিকরণ সমূহে, দেওয়ানি কার্যবিধি এবং ফৌজদারি কার্যবিধি অনুসারে সমস্ত অনুষ্ঠান হয়। অর্থবিবাদ বা মন্যুক্ত বিবাদ সম্বন্ধে ইংরাজগণ আমাদিগের শাস্ত্রের বিধি সমূহ গ্রহণ করেন নাই; স্মৃতাং সঙ্গিত্যতিক্রম, স্তেয়, সীমাবিবাদ প্রভৃতি অধুনা আমাদের শাস্ত্রানুসারে নিষ্পত্তি হয় না। ফলতঃ দেশের রাজা যে বিধি প্রচলিত করেন, যে বিধি উল্লঙ্ঘন করিলে রাজা দণ্ড করেন, তাহা আইন। রাজা কোন অত্যাচার নিয়ম করিলে তাহা যতক্ষণ রহিত না হয় ততক্ষণ আইন বলিয়া গণ্য। প্রায় কোন দেশে রাজা স্মরণ বা তাহার মন্ত্রীগণ নূতন নিয়ম সংস্থাপন করেন না; রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত এবং প্রত্নকর্তাগণ যে নিয়ম সংস্থাপন করা দেশের হিতজনক বলিয়া প্রতিপাদন করেন এবং যে সকল নিয়ম দেশাচার সম্মত, রাজা বা দেশের শাসনকর্তাগণ, প্রায় সেই নিয়ম অনুসারে বিবাদ নিষ্পত্তি করেন। পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্যোগে বিশ্ববিবাহ বিস্ময়ক আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু উক্ত মহাত্মার রচিত বিশ্ববিবাহ বিস্ময়ক প্রত্ন আইন বলা বাইতে পারে না; দেশের শাসনকর্তাগণ উক্ত আইনকর্তা; বিদ্যাসাগর মহাশয় যদিও প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহাকে উক্ত আইনকর্তা বলা

The nature of law explained according to modern European Jurisprudence.

যাইতে পারে না । জীবিতবাহন, বিজ্ঞানেশ্বর প্রভৃতির গ্রন্থও, সেইরূপ ; দেশের শাসনকর্তাগণ তাহাদের প্রতিপাদিত মতানুসারে দায়াধিকার বিধান এবং বিবাদ নিষ্পত্তি করিতেছেন ; তাহাদের মত এক্ষণে আইন বলিয়া গণ্য । ফলতঃ দেশের রাজা বা শাসনকর্তাগণ, সমাজ রক্ষার নিমিত্ত, যে সকল নিয়ম সংস্থাপন করেন তাহা আইন ; প্রাচীন বা নব্য গ্রন্থ সমূহে যে মত নিয়ম সংস্থাপিত হওয়া বিধেয় বলিয়া উল্লিখিত থাকে তদনুসারে রাজা বিচার বা দণ্ডবিধান না করিলে, তাহা আইন বলিয়া গণ্য হইতে পারে না ।

সমাজবন্ধ হইয়া থাকিতে হইলেই কতকগুলি নিয়ম সংস্থাপন আবশ্যক হয় ; কিন্তু সকল প্রকার সমাজের নিয়ম আইন বলা যাইতে পারে না । বিদ্যালয়, পুস্তকালয়, ঔষধালয় প্রভৃতির সভ্যগণ যে নিয়ম করেন তাহা আইন বলা যায় না । রাজকাৰ্য্য নিৰ্ব্বাহের নিমিত্ত, প্রজাগণের শরীর বা সম্পত্তিগত স্বত্ববিধান বা বিবাদ নিষ্পত্তি জন্ত, দেশের শাসনকর্তাগণ যে নিয়ম স্থাপন করেন তাহা আইন । রাজা যাহা আদেশ করেন তাহা আইন ; রাজা যে নিয়ম সংস্থাপন করেন তাহা কেহ উল্লঙ্ঘন করিলে রাজা যদি দণ্ডবিধান করিতে পারেন, তাহা হইলে সেই নিয়ম আইন বলিয়া গণ্য হয় । রাজার নিয়ম লোকে যদি কেহ পালন না করে এবং পালন না করিলে রাজা যদি দণ্ড বিধান করিতে না পারেন, তাহা হইলে সেই নিয়ম আইন বলিয়া গণ্য হইতে পারে না । দণ্ডবিধানক্ষম রাজা বা শাসন কর্তা দেশে না থাকিলে, সেই দেশে কোন আইন প্রচলিত থাকিতে পারে না ।

৮ । নরহত্যা করিও না ; পরস্ব অপহরণ করিও না ; সম্বিৎ ব্যতিক্রম করিও না, এইরূপ কোন আইনে লিখিত থাকেনা বটে ; কিন্তু এইরূপ আদেশ অনুসারে যাহাতে

লোকে কার্যকরে তজ্জন্য আইনে লিখিত থাকে যে নরহত্যা করিলে প্রাণদণ্ড হয় ; পরস্ব অপহরণ করিলে কারাদণ্ড হয় ; সশিখ ব্যতিক্রম করিলে ক্ষতি পূরণ দিতে হয় । রাজার আদেশ প্রতিপালন না করিলে কিরূপ দণ্ড বিধান বা কিরূপ ফল হয় আইনে কেবল তাহা লিখিত থাকে ; তদ্বারা রাজার আদেশ কি ? তাহা জানা যায় । লিখিত আইন না থাকিলে রাজা যেভাবে বিবাদ নিষ্পত্তি বা দণ্ড করেন তদ্বারা রাজার আদেশ কি তাহা জানা যায় । অনেকে দেশাচার আইন বলিয়া গণ্য করেন । বস্তুতঃ দেশাচার সমস্ত আইন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না ; যে দেশাচার অনুসারে দেশের শাসন কৰ্ত্তা গণ্য বিবাদ নিষ্পত্তি করেন কেবল তাহা আইন ।

The nature of legal right according to modern Jurisprudence

৯। আইনের দ্বারা স্বত্ব হয় ; দেশের রাজা বা শাসন কৰ্ত্তা বাহারি স্বত্ব রক্ষা করেন সেই স্বত্বই হয় । আমাদিগের শাস্ত্রানুসারে পিতার মৃত্যুর পরে পৈতৃক সম্পত্তিতে পুত্রের স্বত্ব হয় ; আমাদিগের শাস্ত্রকারগণ বলেন যে পিতার মৃত্যু পুত্রের স্বত্বের কারণ ; এবং কার্য কারণ নিয়মানুসারে পিতার সম্পত্তিতে পুত্রের স্বত্বাবতঃ স্বত্ব হয় । বস্তুতঃ পিতার মৃত্যু বা অথ কোন কারণে পৈতৃক সম্পত্তিতে পুত্রের স্বত্ব হইতে পারে না । আইনের দ্বারা স্বত্ব হয় ; দেশের শাসন কৰ্ত্তা এই নিয়ম করিয়াছেন যে ।

“ন ভ্রাতরঃ ন পিতরো পুত্রাঃ রিকৃথ হরাঃ পিতুঃ”

এই মনুবচন অনুসারে পিতার মৃত্যুর পরে পুত্রের স্বত্ব হইবে ; সন্তরাং পুত্রের স্বত্ব হয় । কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পরে তাহার সম্ভান দিগকে কেহ অধিকার চ্যুত করিলে রাজা সেই ব্যক্তিকে দণ্ডিত করেন ; এই নিমিত্ত বলা যায় যে পিতার মৃত্যুর পরে পুত্রের স্বত্ব হয় । কিন্তু রাজা যদি পুত্রের অধিকার রক্ষা না করিয়া অথ কাহার অধিকার সমর্থন করা নিয়ম করিতেন

তাহা হইলে পুত্র গণের স্বত্ব না হইয়া সেই ব্যক্তির স্বত্ব হইত । রাজা যুতধনীর পুত্রের স্বত্ব সমর্থন করিবেন ইহা সকলে জানে ; এই নিমিত্ত কেহ যুতধনীর পুত্রকে অধিকার চ্যুত করেনা ।

১০। স্বত্ব পদার্থ নির্ণয় সম্বন্ধে বিজ্ঞানেশ্বর ব্যবহার অধাণে বিচার করিয়াছেন ।

“স্বামী রিকথক্রয় সম্বিতাগ পরিগ্রহাধিমেষু ।

ব্রাহ্মণশা বিকং কত্রিয়শ্চ বিজিতং নির্বিকটং বৈশ্বহৃদয়োঃ”

The nature  
and origin  
of legal  
right according to  
Hindu Jurists.

এই গোঁড়ম স্মৃতি অনুসারে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে কেবল শাস্ত্রে যে সকল উপায় উক্ত আছে, তদ্বিত্ত অল্প উপায়ে কোন সম্পত্তি লাভ করিলে তাহাতে স্বত্ব হয় না । বিজ্ঞানেশ্বরের মতে স্বত্ব লোক প্রসিদ্ধ ; যেখানে উপার্জন করিলে লোকে স্বত্ব হয় স্বীকার করে, তাহাতেই স্বত্ব হয় । শাস্ত্রোক্ত উপায় ব্যতীত অল্প উপায়ে স্বত্ব হয় না, এমত বলিলে অসং প্রতিগ্রহ এবং বাণিজ্যাদি লব্ধবনে ব্রাহ্মণের স্বত্ব হইতে পারে না । যে কোন উপায়ে অর্জন করিলে স্বত্ব হওয়া বিজ্ঞানেশ্বর স্বীকার করিয়াছেন ; সুতরাং কেহ এমত বলিতে পারেন যে তাহা হইলে চৌর্য্যাদি লব্ধ বনে স্বত্ব স্বীকার করা উচিত । এই আপত্তি নিরাসার্থ বিজ্ঞানেশ্বর বলিয়াছেন যে স্বত্ব লোক প্রসিদ্ধ ; চৌর্য্যাদি দ্বারা স্বত্ব হয় না, ইহা লোক প্রসিদ্ধ আছে । কলতঃ স্বত্ব পদার্থ কি তাহার লক্ষণ বিজ্ঞানেশ্বর সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই ; কেবল এই মাত্র বলিয়াছেন যে স্বত্ব পদার্থ লোক প্রসিদ্ধ ; যেখানে উপার্জন করিলে লোকে স্বত্ব হয় স্বীকার করে সেই সেইরূপে স্বত্ব হইয়া থাকে । বস্তুতঃ স্বত্ব লোক প্রসিদ্ধ বটে ; কিন্তু যে উপায়ে অর্জন করিলে লোকে স্বত্ব হয় বলিয়া থাকে, তাহাতে স্বত্ব হয়, কেবল এই মাত্র বলিলে

অত্ম পদার্থ কি তাহা সম্পূর্ণ প্রতীতি হয় না । সাধারণ লোকে অত্ম স্বীকার ককক বা নাই ককক দেশের শাসন কর্তাগণ যাহার অত্ম স্বীকার করেন তাহারই অত্ম হয় ; সধারণ লোকে অত্ম স্বীকার করিলে ও দেশের শাসন কর্তাগণ যাহার অধিকার সমর্থন না করেন তাহার অত্ম হইতে পারে না । পরন্তু দেশের রাজা বা শাসন কর্তাগণের কৃতকার্যের দ্বারা প্রজাগণের অত্ম হয়, প্রাচীন পণ্ডিতগণ তাহা বুঝিতে পারিলেও কদাচ স্বীকার করিতেন না । রাজা এবং রাজ প্রতিনিধি গণের অর্থলোভ প্রবৃত্তি দমন করা তৎকালে শাস্ত্রকার দিগের উদ্দেশ্য ছিল ; রাজা বা শাসন কর্তা গণের কৃত কার্য দ্বারা স্বত্বোৎপত্তি হয় এই মত প্রতিপাদন করিলে তাহাদিগের অর্থলোভ আরও উত্তেজিত হইবার সম্ভব ছিল ; এই নিমিত্ত প্রায় সকল দেশের প্রাচীন শাস্ত্র কার গণের মতে অত্ম একটি সত্ত্ব পদার্থ ; প্রজাগণের অত্ম রক্ষাকরা রাজার অবশ্য কর্তব্য ।

১১ । রাজা যে সমস্ত নিয়ম সংস্থাপন করেন এবং যাহা উন্নয়ন করিলে দণ্ড করেন, সেই সমস্ত আইন ; আইনের দ্বারা স্বত্বোৎপত্তি হয় । অত্ম একটি স্বতন্ত্র পদার্থ নহে । যে ব্যক্তি যে বস্তু আপন ইচ্ছানুসারে দান আধমন বিক্রয় বা অন্য প্রকারে যথেষ্ট বিনিয়োগ করিতে পারে সেই ব্যক্তি সেই বস্তুতে স্বত্ববান বলা যায় ; কিন্তু রাজা অধিকার সমর্থন না করিলে প্রজাগণ আপন আপন ক্ষমতার কোন বস্তু অধিকার রাখিতে পারেনা । যদিও কেহ কোন বস্তু কিছু কালের জন্ত অধিকার রাখিতে সমর্থ হয়, কিন্তু অপর কোন বলবান প্রজা তাহাকে অধিকার হৃত করিলে, রাজা যদি প্রথম অধিকারী ব্যক্তিকে সেই বস্তু দেওয়াইয়া না দেন, অথবা কোন প্রকারে তাহার ক্ষতিপূরণের উপায় না করেন তাহা

The distinction between right and possession



হইলে প্রথম অধিকারী ব্যক্তির সেই বস্তুতে স্বত্ব থাকিবে বলি-  
বিস্কল হয়। অধিকার প্রত্যক্ষ এবং পরিদৃশ্যমান পদার্থ ;  
কিন্তু স্বত্ব অদৃষ্ট পদার্থ। অধিকার থাকিলে স্বত্ব হয় এমনত  
নহে ; যে ব্যক্তি অধিকারচ্যুত হইলে রাজার নিকট আবেদন  
করিয়া পুনরায় অধিকার লাভ করিতে পারে, সেই ব্যক্তি  
স্বত্ববান। অতএব প্রতীয়মান হইতেছে যে আইনের দ্বারা  
স্বত্ব হয় ; আইনের দ্বারা রাজা যে বস্তুতে যে ব্যক্তির অধিকার  
সমর্থন করিবেন নিয়ম করিয়াছেন, সেই বস্তুতে সেই ব্যক্তিকে  
স্বত্বাধিকারী বলা যায়। প্রায় সকল দেশের প্রাচীন ধর্ম-  
শাস্ত্রকার গণ বলেন যে ঋকথ, ক্রম, সম্বিভাগ, পরিগ্রহ  
অধিগমাদির দ্বারা স্বত্ব হয় ; এই সকল কারণে স্বত্ব হয়  
একরূপ বলিলে স্বত্ব একটি স্বতন্ত্র অদৃষ্ট পদার্থ বলিয়া স্বীকার  
করিতে হয়। বস্তুতঃ স্বত্ব স্বতন্ত্র অদৃষ্ট পদার্থ নহে ;  
ঋকথ ক্রমাদি দ্বারা যে ব্যক্তি অধিকার লাভ করে রাজা  
তাহার অধিকার আইনের দ্বারা সমর্থন করেন ; রাজা  
আইন করিয়া এইরূপ আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে পিতৃ-  
ধনে পুত্র থাকিতে অল্প কেহ অধিকার করিতে পারিবে না  
এই নিমিত্ত বলা যায় যে পিতার মৃত্যুর পরে পৈতৃক ধনে  
পুত্রের স্বত্ব হয়। কেহ রাজার আদেশ অর্থাৎ আইন উলঙ্ঘন  
করিয়া পুত্র দিগকে অধিকারচ্যুত করিলে রাজা তাহার দণ্ড  
বিধান করেন ; এই নিমিত্ত রাজার আদেশ অনুসারে কার্য  
করিতে সকল লোকে বাধ্য হয়।

Legal right  
is correlati-  
ve of duties  
positive  
and nega-  
tive crea-  
ted by law

১২। এতাবত প্রতীয়মান হইতেছে যে স্বত্ব একটি  
স্বতন্ত্র পদার্থ নহে ; স্বত্ব শব্দের তাৎপর্য অল্পপদ সীমাপেক্ষ।  
প্রজাসমূহ পরস্পরের সহকে যেরূপ আচরণ করা রাজার  
অভিপ্রেত, রাজা সেইরূপ আট্টন বা আদেশ প্রচার করেন ;  
এবং রাজদণ্ড পরিহারের নিমিত্ত প্রজাগণ সেই আদেশ বা

আইন অনুসারে কার্যকরিতে বাধ্য হয়। রাজা এইরূপ আদেশ করেন যে কেহ অস্ত্রের অধিকৃত বস্তু বল পূর্বক অধিকার করিবে না ; এই আদেশ অনুসারে সকলে কার্য করিতে বাধ্য ; এই আদেশ সকলের অবশ্য প্রতিপাল্য ; এবং সকল লোকে সেই আদেশ অনুসারে কর্তব্য কার্য করিলে যে ব্যক্তির অধিকার যে বস্তুতে রক্ষিত হয় সেই বস্তুতে সেই ব্যক্তির স্বত্ব হয়। আইন অর্থাৎ রাজার আদেশ প্রচার দ্বারা প্রজাগণের পরম্পর সম্বন্ধে যেসকল আচরণ কর্তব্য তাহা অবধারিত হয় ; সেই কর্তব্যাবধারণ দ্বারা স্বত্বোৎপত্তি হয়। এই বস্তুতে অমুকের স্বত্ব আছে বলিলে, এই মাত্র বুঝায় যে সেই বস্তু উপভোগ বা অধিকার করা, অস্ত্র সকল লোকের অকর্তব্য।

Incorporeal right.

১৩। প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান দ্রব্য দান বিক্রয় প্রভৃতি নানা প্রকারে উপভোগ করিতে পারা যায় ; এই নিমিত্ত প্রত্যক্ষ বস্তুতে সকলে স্বত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু যে বস্তু দান বিক্রয়াদি করা যায় না তাহাতেও উক্ত লক্ষণ অনুসারে স্বত্ব হইতে পারে। দান বিক্রয় আদি দ্বারা উপভোগ করিতে না পারিলে স্বত্ব হয়না বলিলে আত্মশরীর বা সস্ত্রম সম্বন্ধে স্বত্ব থাকা বলা যাইতে পারে না। সচরাচর লোকে বলিয়া থাকে যে পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণাদি করিতে পিতার স্বত্ব আছে ; কন্যা দান করিতে পিতার স্বত্ব আছে। কলতঃ যে সকল বস্তু দান বিক্রয় হইতে পারে কেবল সেই সকল বস্তু সম্বন্ধে স্বত্ব শব্দ প্রয়োগ করা যায় এমত নহে। রাজার আদেশ অর্থাৎ আইনের বিকল্প কার্য কেহ করিলে, যে ব্যক্তির আইন অনুসারে নালিস করিবার অধিকার হয়, সেই ব্যক্তি সেই নালিস করিতে স্বত্ববান। পিতার অমতে, কেহ অপ্রাপ্ত ব্যবহার পুত্রকে পিতার আয়ত্বের বহির্ভূত করিয়া লইয়া গেলে, আইন অনু-

সারে তাহার দণ্ড হইতে পারে ; রাজার ঘেরণ আদেশ প্রচার আছে, তদনুসারে অপ্রাপ্ত ব্যবহার বালককে পিতার আরক্তের বহির্ভূত করিয়া নইয়া যাওয়া কর্তব্য নহে । সুতরাং বলা যায় যে অপ্রাপ্ত ব্যবহার বালকের পিতা, সেই বালকের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে স্বত্ববান । কলতঃ যে সকল দ্রব্য দান বিক্রয় আদির দ্বারা উপভোগ করা যায়, কেবল সেই সকল দ্রব্য সম্বন্ধে স্বত্ব হয় এমত নহে ; স্বত্ব শব্দ রাজার আদেশ অর্থাৎ আইন বিহিত কর্তব্য কার্যের সম্বন্ধাপেক্ষ । আইন মতে জনসাধারণের মধ্যে কার্য করিতে বাধ্য, তাহা সকলে করিলে যে ব্যক্তির ইচ্ছা হয় এবং তদনুসারে কেহ ক্লান্ত না করিলে যে ব্যক্তির অনিচ্ছা হয় এবং যে ব্যক্তি প্রার্থনা করিলে রাজা তাহার নিয়ম উল্লঙ্ঘনের দণ্ড বিধান করেন, সেই ব্যক্তিকে স্বত্ববান বলা যায় ।

The right to sue arises only when any one does or is about to do any act in breach of law.

১৪ । প্রজাগণ পরস্পর সম্বন্ধে ঘেরণ কার্য করা রাজার অভিপ্রেত তাহা আইন করিয়া রাজা প্রকাশ করেন । তদনুসারে কর্তব্য কার্য কেহ না করিলে যে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেই ব্যক্তি নালিস করিতে পারে । আইন অনুসারে কর্তব্য কার্যের কেহ বিপরীতাচরণ না করিলে নালিসের কারণ হয় না । কোন কোন স্থলে রাজার আদেশ অর্থাৎ আইন অনুসারে কার্য না করিলে রাজা অস্বস্তি দণ্ড করেন ; তাদৃশ স্থলে কর্তব্য কার্যের বিপরীতাচরণ করিলে কোন প্রজা নালিস করিতে পারে না ; অথবা প্রজা নালিস না করিলেও রাজা দণ্ড বিধান করেন । কিন্তু প্রজা নালিস না করিলেও যে স্থলে রাজা দণ্ডবিধান করেন, সেই স্থলে কেবল সেই প্রজার স্বত্ব রক্ষা করা রাজার উদ্দেশ্য এমত বলা যায় না । অনেকে বলিয়া থাকেন যে আইনের বিপরীতি কার্য করিলে দণ্ডবিধান করিতে রাজার স্বত্ব আছে ; প্রজার নিকট কর আদার

করিতে রাজার স্বত্ব আছে । কিন্তু এই সকল স্থলে স্বত্ব শব্দ প্রয়োগের কোন সার্থকতা নাই ; রাজা আপন ইচ্ছানুসারে আদেশ প্রচার এবং দণ্ডবিধান করিতে পারেন ; যে আদেশ অগ্র প্রচার করেন, পর দিন তাহা রহিত করিতে পারেন ; রাজা যে আইন বা আদেশ প্রচার করেন তদ্বারা প্রজার স্বত্ব হইতে পারে ; কিন্তু রাজার স্বত্ব হইতে পারে না । আইন অনুসারে দণ্ড করিতে রাজার স্বত্ব আছে এইরূপ কখন কখন বলা যায় ; কিন্তু তাহার প্রকৃত তাৎপর্য এই যে রাজা যেসকল আইন সংস্থাপন করেন তদনুসারে দণ্ডবিধান করা তাহার কর্তব্য ; অর্থাৎ আইনের বিপরীতাচরণকারীকে দণ্ড করিলে রাজা নির্দোষ হন না । ফলতঃ আইন অনুসারে প্রজাগণ যেসকল কার্য করিতে বাধ্য হয়, তাহার কেহ বিপরীতাচরণ করিলেও সকল স্থলে অগ্র কোন প্রজার নালিস করিবার অধিকার অর্থাৎ স্বত্ব হয় না ।

The sovereign can have no legal right.

১৫ । এক ব্যক্তি আরএক ব্যক্তির কৃতকার্যের দ্বারা ক্ষতি প্রাপ্ত হইলেই নালিসের কারণ হয় না । আমি যে সম্পত্তি ক্রয় করিবার চেষ্টা করিতেছি, আর এক জন যদি সেই সম্পত্তি অধিক মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে স্বীকার করে, তাহা হইলে আমার ক্ষতি হইতে পারে ; কিন্তু তন্নিবন্ধন ক্ষতিকারী ব্যক্তির নামে নালিসের কোন কারণ হয় না । আইন বিকল্প কার্য করিয়া যদি কেহ ক্ষতি করে, তাহা হইলে নালিসের কারণ হয় ।

১৬ । একব্যক্তির আইন বিকল্প কার্যের দ্বারা অপর ব্যক্তি ক্ষতিপ্রাপ্ত হইলে নালিসের কারণ হয় ; কোন প্রজা নালিস করিলে নিম্নলিখিত তর্ক সমূহ যীমান্স করা আবশ্যক হয় ।

১ । রাজার আদেশ অর্থাৎ আইনের অর্থ কি ?

২ । রাজার আদেশ অনুসারে বামির সম্বন্ধে প্রতিবাদী কিরূপ কার্য করিতে বাধ্য ।

৩। প্রতিবাদী সেই আদেশের বিপরীতাচরণ করিয়া থাকিলে বাদী কিরূপ প্রতিকার পাইতে পারে ।

৪। প্রতিবাদী আইনের বিপরীতাচরণ করিয়াছে কি না ।

প্রতিবাদী আইন বিরুদ্ধ আচরণ না করিলে বাদী যে অবস্থার থাকিতে পারিত, সেই অবস্থার থাকিতে বাদী স্বস্থান । বাদির কিরূপ স্বত্ব তাহা জানিতে হইলে, আইন অনুসারে বাদির সম্বন্ধে প্রতিবাদী বা অন্য সকল লোকে কিরূপ আচরণ করিতে বাধ্য, তাহা নির্ণয় করিতে হয়; তন্নিম্ন বাদির কি স্বত্ব ছিল তাহা কোন মতে নির্ণয় হইতে পারে না । স্বত্ব অদৃষ্ট পদার্থ; এই সম্পত্তিতে অমুকের স্বত্ব আছে কি না তাহা কে বলিতে পারে; তবে এই মাত্র বলা যায় যে এই সম্পত্তি আইন অনুসারে অমুক অধিকার এবং উপভোগ করিতে পারে; তন্নিম্ন অন্য কেহ উপভোগ বা অধিকার করিতে পারেনা । সচরাচর বলা যায় যে দ্বাদশ বৎসর কোন সম্পত্তি অধিকার করিলে তাহাতে অধিকার নিবন্ধন স্বত্ব হয়; ইহার তাৎপর্য্য এই যে দ্বাদশ বৎসর কোন সম্পত্তি যে ব্যক্তি ভোগ করে, সেই ব্যক্তি তির অন্য কেহ সেই সম্পত্তি অধিকার বা ভোগ করা আইন বিরুদ্ধ ।

১৭। স্বত্ব একটি স্বতন্ত্র পদার্থ নহে; স্বত্ব একটি ব্যক্তি গত অবস্থা বা তাঁর মাত্র । আইনের দ্বারা স্বত্বোৎপত্তি এবং স্বত্ব রক্ষা হয়; আইন অনুসারে পিতার মৃত্যুর পরে পুত্রগণের স্বত্ব হয়; মূল্য দিয়া ক্রয় করিলে স্বত্ব হয়; দ্বাদশ বৎসরের উর্দ্ধকাল অধিকার করিলে স্বত্ব হয়; কিন্তু আইনে অন্তর্ভুক্ত বিধান থাকিলে পিতার মনে পুত্রের অথবা বিক্রেতার মনে ক্রেতার কদাচ স্বত্ব হইত না । মুসলমান বাদসাহ দিগের সময়ে কোন প্রধান অমাত্যের মৃত্যু হইলে, পুত্র পৌত্রাদি সত্বে সেই

অমাত্যের সমস্ত সম্পত্তি বাদসাহ অধিকার করিয়া লইতেন। জোত স্বত্ববান প্রজা আপন স্বত্ববিক্রয় করিলে ও আইন অনুসারে ক্রেতার স্বত্ব হয় না। কলতঃ ঋক্ণ, ক্রয়, পরিগ্রহাদি স্বত্বের কারণ নহে; কেবল আইনের দ্বারা স্বত্ব হয়। আইন অনুসারে ঋক্ণ পরিগ্রহাদির দ্বারা স্বত্ব হইয়া থাকে; এই নিমিত্ত সচরাচর এমত বলা যায় যে ঋক্ণ ক্রয় পরিগ্রহাদি স্বত্বের কারণ ; পরন্তু এই রূপ বলা সম্পূর্ণ সংগত নহে।

১৮। আইনের দ্বারা স্বত্বোৎপত্তি হয় ; এবং আইনেরদ্বারা স্বত্বরক্ষা হয়। রাজার আদেশ অনুসারে বিশেষ বিশেষ সম্পত্তিতে ব্যক্তি বিশেষের স্বত্ব হয়। সেই স্বত্বের কেহ বিয় জনক কার্য্য করিলে রাজা তাহার দণ্ড বিধান করেন। আইনের দ্বারা প্রজাদের স্বত্বোৎপত্তি এবং স্বত্ব রক্ষা হয়। স্বত্ববিধান এতৎ স্বত্বরক্ষা আইনের উদ্দেশ্য। অতএব স্বত্বের স্বরূপ ভেদে আইন অর্থাৎ ধর্ম শাস্ত্রের বিষয় নানা ভাগে বিভক্ত করা যায়। এই গ্রন্থে ধর্ম শাস্ত্রের বিষয় আনুপূর্ব্বিক অবধারণ করা উদ্দেশ্য নহে; তবে উদাহ, দায়াদিকার, দত্তক গ্রাহণ, ত্রীধন প্রভৃতি সংক্রান্ত আইন সমূহের সহিত ধর্ম শাস্ত্রের অন্ত বিভাগের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা জানিতে হইলে ধর্ম শাস্ত্রের বিষয় নিরূপণ কথঞ্চিৎ আবশ্যক। ধর্ম শাস্ত্রের বিষয় নানা প্রকারে বিভাগ করা হইতে পারে; তবে স্বত্ব বিধান এবং স্বত্ব রক্ষা ধর্ম শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য; এই নিমিত্ত স্বত্বের স্বরূপ অনুসারে ধর্ম শাস্ত্রের বিষয় বিভাগ করিলে প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত হয়

Classification of the province of Jurisprudence.

১। ব্যক্তি গত স্বত্ব বিষয়ক আইন।

২। জগৎগত স্বত্ব বিষয়ক আইন।

১। পিতা পুত্র, পতি পত্নী, প্রভৃ ভৃত্য, ইত্যাদি সম্বন্ধ নিবন্ধন স্বত্ব বিধান এবং রক্ষার নিমিত্ত যে সকল আইন আছে, তাহা

Law relating to persons

ব্যক্তি বিষয়ক আইন। পিতা পুত্রের শৈশবাবস্থায় লালন পালন করিতে বাধ্য; পুত্র শৈশবাবস্থায় পিতার অধীনে থাকিতে বাধ্য। পতি পত্নী উভয়ে সহবাস করিতে বাধ্য; পতি পত্নীর ভরণ পোষণ করিতে বাধ্য। প্রভু ভৃত্যকে বেতন দিতে বাধ্য; ভৃত্য প্রভুর কার্য যথা সাধ্য করিতে বাধ্য। এই সকল সম্বন্ধ হেতু পিতা পুত্রাদির পরস্পর স্বত্ব বিধান এবং রক্ষার জন্য যে আইন আছে, তাহা ব্যক্তি বিষয়ক আইন।

Law relating to things

২। দ্রব্য স্বত্ব বিষয়ক আইন দ্বিবিধ।

১। মুখ্য স্বত্ব বিষয়ক আইন।

২। গোণ স্বত্ব বিষয়ক আইন।

আইনের দ্বারা স্বত্ব বিধান হয়; এবং স্বত্ব রক্ষা হয়। যে আইনের দ্বারা স্বত্ব বিধান হয়, সেই আইন মুখ্য স্বত্ব বিধায়ক আইন বলা যায়। মুখ্য স্বত্বের কেহ বিয়্য করিলে সেই ব্যক্তির যে আইন অনুসারে দায়িত্ব হয়, সেই আইন গোণ স্বত্ব বিষয়ক আইন অথবা দণ্ডবিধাত্মক আইন বলা যায়।

Primary rights

১। মুখ্য স্বত্ব চতুর্বিধ

১। সর্বজন কর্তব্য সাপেক্ষ স্বত্ব।

২। নির্দিষ্ট ব্যক্তির কর্তব্য সাপেক্ষ স্বত্ব।

৩। কিয়ৎ পরিমাণে সর্বজন কর্তব্য সাপেক্ষ, কিয়ৎ পরিমাণে নির্দিষ্ট ব্যক্তির কর্তব্য সাপেক্ষ

Rights in rem

৪। সমগ্র স্বত্ব।

১। প্রত্যেক পরিশুদ্ধমান দ্রব্যো দান বিক্রয়াদি যথেষ্ট বিনিয়োগ করিবার যে স্বত্ব থাকে, তাহা সর্বজন কর্তব্য সাপেক্ষ স্বত্ব; প্রত্যেক বস্তুতে যে ব্যক্তির আইন অনুসারে অধিকার থাকে, তাহাকে বল পূর্বক অধিকার চ্যুত করা অন্য, সকল লোকের অকর্তব্য। অপরের অধিকৃত বস্তু অপহরণ আইনে

নিষিদ্ধ আছে; যদি কেহ অপহরণ করে তাহা হইলে রাজা তাহার দণ্ড করেন; এবং অধিকারী ব্যক্তি অধিকার চ্যুত হইলে ও পুনরায় অধিকার প্রাপ্ত হয়। এই নিমিত্ত প্রথম অধিকারী ব্যক্তিকে স্বত্ত্বান বলা যায়; তাহার স্বত্ত্ব অন্য সকল লোকের সম্বন্ধীয় নিষেধ বিধি সাপেক্ষ। অপরের দ্রব্য অপহরণ নিষিদ্ধ না হইলে, কোন দ্রব্যে কাহার স্বত্ত্ব হইত না। যে বস্তুকণ যে দ্রব্য অধিকারে রাখিতে, পারিত ততকণ সেই দ্রব্য উপভোগ করিত মাত্র।

Rights in personem

২। সম্বৎ মূলক অর্থাৎ চুক্তি মূলক স্বত্ত্ব নির্দিষ্ট ব্যক্তির কর্তব্য সাপেক্ষ। কেহ যদি কোন দ্রব্য বিক্রয় করিতে চুক্তি করে, তাহা হইলে সেই চুক্তি অনুসারে কেবল সেই ব্যক্তি দায়ী হয়; চুক্তি অনুসারে কার্য না করিলে সেই ব্যক্তির নামে নালিস করা যাইতে পারে। চুক্তি অনুসারে যে স্বত্ত্ব হয় তাহা নির্দিষ্ট ব্যক্তির কর্তব্য সাপেক্ষ।

৩। যদি কাহার নিকট এমত সরতে কোন দ্রব্য ক্রয় করা যায়, যে সেই দ্রব্যে কোন দোষ প্রকাশ হইলে বিক্রেতা মূল্যের টাকা প্রত্যর্পণ করিবে, তাহা হইলে সেই দ্রব্য সম্বন্ধে ক্রেতার, উপরের লিখিত উভয় বিধ স্বত্ত্ব হয়।

University of rights

৪। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে কেহ অধিকারী হইলে, উত্তরাধিকারী মৃত ব্যক্তির সর্ব প্রকার স্বত্ত্ব স্বত্ত্বান হয়; এবং সর্ব প্রকারে দায়ের জন্য দায়ী হয়। উত্তরাধিকারির স্বত্ত্ব মৃত ব্যক্তির ন্যায় হয়; সূত্রে উত্তরাধিকারির স্বত্ত্ব কোন কোন বিষয়ে সর্বজন কর্তব্য সাপেক্ষ; কোন কোন বিষয়ে নির্দিষ্ট ব্যক্তির কর্তব্য সাপেক্ষ।

Sanctioning rights

মুখ্য স্বত্ত্বের কেহ বিলম্ব করিলে ক্ষতি পূরণ পাইবার অধিকার



বিষকারী ব্যক্তিকে দণ্ড দেওয়াইবার যে অঙ্গ হয়, তাহা যৌগ অঙ্গ বলি যায় । যৌগ অঙ্গ বিধরক আইন বিধি,—

১। অর্থ বিবাদ বিধরক আইন ।

২। মন্যুকৃত বিবাদ বিধরক আইন ।

মুখ্য অঙ্গ চতুর্বিধ প্রকারে বিভক্ত করা হইয়াছে ; অর্থ বিবাদ বিধরক আইন সেই চতুর্বিধ প্রকারে বিভক্ত করা যাইতে পারে । সম্পত্তি, শরীর, সম্ভব ইত্যাদিতে যে অঙ্গ থাকে তাহা সর্বজন কর্তব্য সাপেক্ষ । সম্পত্তি, শরীর বা সম্ভবের কেহ হানি করিলে তাহার নামে নালিস করিয়া

১। সেই সম্পত্তি পুনরায় পাওয়া যায় ।

২। অথবা ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায় ।

৩। অথবা ভবিষ্যতে ক্ষতি করিতে না পারে তাহার উপায় বিধান করাইতে পারা যায় ।

নির্দিষ্ট ব্যক্তির কর্তব্য সাপেক্ষ অঙ্গ চুক্তি অনুসারে হইয়া থাকে ; চুক্তি অনুসারে কেহ কার্য না করিলে ক্ষতি পূরণ অথবা বিশেষ প্রতিকার পাওয়ার অঙ্গ হয় ।

অর্থ বিবাদ যে পদ্ধতি অনুসারে নিষ্পত্তি হয় তাহা (অর্থাৎ দেওয়ানি কার্য বিধি) অর্থ বিবাদ বিধরক আইনের অন্তর্গত—

কোন অঙ্গের বিয় না করিলে মন্যুকৃত অপরাধ হয় না ; সুতরাং চতুর্বিধ অঙ্গ অনুসারে মন্যুকৃত অপরাধ বিধরক আইন বিভক্ত করা যাইতে পারে । মন্যুকৃত অপরাধের, যে পদ্ধতি অনুসারে, দণ্ড হয় (অর্থাৎ মন্যুকৃতকার্য বিধি) মন্যুকৃত অপরাধ বিধরক আইনের অন্তর্গত ।

১৩। অনুমান ইংরাজ প্রতিষ্ঠিত স্বরাধিকরনে, হিন্দুদিগের মধ্যে উদ্বাহ এবং দায়াদিকার সম্বন্ধে কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বিবাদ নিষ্পত্তি হয় । ইংরাজগণ

একগে এতদেশের অধিপতি ; তাঁহারা আমাদের শাস্ত্রের যে অংশ, আমাদের সম্বন্ধে, আইন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, কেবল সেই অংশ একগে আইন স্বরূপ প্রচলিত আছে। ব্যক্তিগত সম্বন্ধ বিষয়ক আইনের মধ্যে পিতা, পুত্র এবং পতি পত্নী গত সম্বন্ধ নির্ণয় আমাদের শাস্ত্রে যেরূপ আছে তাঁহা এবং দাসাদিকার হুত্রে যেরূপ মুখ্য স্বত্ব আমাদের শাস্ত্রানুসারে হয় তাঁহা ব্যতীত আমাদের শাস্ত্রের অন্ত কোন অংশ আইন স্বরূপ প্রচলিত নাই।

মুখ্য স্বত্বের কেহ হানি করিলে যেরূপ গোণ স্বত্ব হয় অথবা গোণ স্বত্ব বিষয়ক অর্থ বিবাদ বা মনুষ্যকৃত বিবাদ সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রে যেরূপ ব্যবস্থা আছে, তদনুসারে ইংরাজ প্রতিষ্ঠিত ধর্মাদিকরণে বিচার হয় না।

১। ভুক্তি বিষয়ক।

২। দানাদানম বিবরণ বিষয়ক ॥

৩। দীর্ঘকাল ভুক্তি বিষয়ক।

৪। বিশেষ প্রতিকার বিষয়ক ॥

৫। দেওয়ানি কার্যবিধি বিষয়ক।

৬। সাক্ষী প্রমাণ বিষয়ক ॥

৭। ব্যবহার হানি বিষয়ক।

৮। দণ্ডবিধি বিষয়ক ॥

৯। মনুষ্যকৃত অপরাধ বিচার পদ্ধতি বিষয়ক ॥

যে সকল আইন ইংরাজগণ করিয়াছেন, সেই আইন অনুসারে ইংরাজ প্রতিষ্ঠিত ধর্মাদিকরণে, দাসাদিকার উদ্বাহ ব্যতীত, আর সমস্ত প্রকার বিবাদ নিষ্পত্তি হয়।

ব্যবহার শাস্ত্রের বিবরণ সম্বন্ধে রাজকল্যাণ বলিয়াছেন।

“মৃত্যুচার ব্যপেতেন মার্গেণাধর্ষিতঃ” পরৈঃ।

আবেদনটি চোরায়ে ব্যবহারপদং হিতং” ॥

অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্র এবং সমরচাচার বিরুদ্ধ কার্যের দ্বারা অন্তর্কর্তৃক কেহ ক্ষতিপ্রাপ্ত হইলে, রাজার নিকট যে আবেদন করে, সেই আবেদন প্রতিষ্ঠিত প্রতিজ্ঞা উত্তর সংশয় প্রমাণ নির্ণয় ইত্যাদি ব্যবহার বলিয়া উক্ত হয়। ধর্মশাস্ত্র অর্থাৎ আইন বিরুদ্ধ কার্যের দ্বারা বাদী ক্ষতি প্রাপ্ত না হইলে নালিসের কারণ হয় না। আশাদিগের শাস্ত্রকার দিগের মতে নীতি-শাস্ত্র, গৃহস্থ-ধর্ম প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম শাস্ত্রের অন্তর্গত ; সুতরাং ব্যবহার শাস্ত্রের বিশেষ লক্ষণ এই মাত্র উক্ত হইয়াছে যে অন্তর্কর্তৃক ধর্ম শাস্ত্র বিরুদ্ধ কার্যের দ্বারা কেহ ক্ষতিপ্রাপ্ত হইয়া, রাজার নিকট আবেদন করিলে, সেই আবেদন ব্যবহার শাস্ত্রের বিষয়। ফলতঃ প্রজাগণের বিবাদ নিষ্পত্তি করা ফিজানেশ্বরের মতে ব্যবহার শাস্ত্রের বিষয়। বিবাদ নানা প্রকার হয় ; এই নিমিত্ত বিবাদের রূপ ভেদে নারদ সংহিতায় ব্যবহার শাস্ত্রের বিষয় বিভক্ত আছে। নারদ বলেন যে অভিযোগ্য বিবিধ

১। শত্ৰুভিযোগ, (অনুজাত সংসর্গাৎ)

২। তদ্বাভিযোগ (ছোঢ়াভিদর্শনাৎ) •

তদ্বাভিযোগ বিবিধ।

১। প্রতিবেদ্যাত্মক বিধির অন্যথা মূলক

২। বিধাত্মক শাস্ত্র বিরুদ্ধাচরণ মূলক।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে অষ্ট প্রধানতঃ বিবিধ।

১। সর্বজন কর্তব্য সাপেক্ষ।

২। নির্দিষ্ট ব্যক্তির কর্তব্য সাপেক্ষ।

সর্বজন কর্তব্য সাপেক্ষ অষ্ট বিধক বিধি সমূহ প্রতিবেদ্যাত্মক ; নির্দিষ্ট ব্যক্তির কর্তব্য সাপেক্ষ অষ্ট বিধক শাস্ত্র বিধাত্মক। পরস্ব অপহরণ করিওনা, এই শাস্ত্র

প্রতিবেদ্যক ; সূক্তি অনুসারে কার্য করিবা, এই শাস্ত্র  
বিধাস্বক ।

২০ । মনুসংহিতার বিবাদ পদ অষ্টাদশবিধ উক্ত আছে—

ভেদাশ্রয় মৃগাদানং নিক্ষেপো দ্বাদশ বিক্রমঃ ।

সংভূতচ সমুখানং দত্তস্তানপকর্ষচ ।

বেতনসৈ বচাদানং সংবিদশচ ব্যতিক্রমঃ ।

ক্রম বিক্রয়ানু শরে। বিবাদ আদিপালনোঃ ॥

সীমাবিবাদ ধর্মশচ পাকব্যে দণ্ড বাচিকে ।

স্তোরক সাহসকৈব জী সংগ্রহণমেবচ ॥

জী পুংধর্মো বিভাগশচ দ্যুতমাহবর এবচ ।

পদাষ্টকর্দৈশৈতানি ব্যবহার হিতাবিহ ॥

পরন্তু ব্যবহার শাস্ত্রের বিষয় এইরূপ অষ্টাদশ ভাগে  
বিভাগ করিলে অব্যাপ্তি এবং বাক্যভেদ দোষ হয় ।  
নাহুদ সংহিতার পক্ষ উক্ত আছে যে এতদ্ভিন্ন আর বহু-  
বিধ বিবাদ পদ আছে ; ফলতঃ মনুসংহিতার যে অষ্টাদশ  
বিবাদ পদের উল্লেখ আছে, তাহা কেবল প্রদর্শনার্থ ।  
আমাদের শাস্ত্রের নিয়ম এই ।

“সম্ভবতোক বাক্যে বাক্যভেদ ন চেবাতে” ।

কিন্তু মনুসংহিতা প্রোক্ত অষ্টাদশ বিবাদ পদের মধ্যে  
মৃগাদান, নিক্ষেপ, সমুখান, বেতনাদান, ক্রম, বিক্রম  
ইত্যাদি সমস্ত সম্বিং বা প্রতিষ্ঠাতি ব্যতিক্রমের অন্তর্গত ।  
ফলতঃ ধর্ম শাস্ত্রের বিষয় বিশুদ্ধরূপে বিভাগ, নহা বা প্রাচীন  
কোন গ্রন্থে লক্ষিত হয় না ।

Classifica-  
tion of law  
according  
to Menu.-

## অনুক্রমণিকা ।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

ধর্মশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ সমুদায়ের বিবরণ ।

Law, not  
systemati-  
cally dealt  
with in the  
Vedas.

The state of  
society de-  
picted in  
the Vedas.

The power  
of Griha-  
pati.

১। আমাদিগের এই রূপ বিশ্বাস যে আমাদিগের ব্যবহার শাস্ত্র বেদ মূলক। প্রকৃত প্রস্তাবে বেদ চতুর্ভুজের মধ্যে ব্যবহার তত্ত্ব আনুগম্বীক আলোচিত নাই। বস্তুতঃ যে সময়ে বেদ সঙ্কলিত হইয়াছিল, সেই সময়ে সমাজের যেরূপ অবস্থা থাকা জানা যায়, তাহাতে তৎকালে ব্যবহার শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি হওয়া সম্ভব বোধ হয়না। ঋগ্বেদের গাথা সমুদয় পাঠ করিলে, তদানিন্তন আর্ধ্যগণ অসত্য, জাতির ন্যায় বন্য কলমূল আহাার অথবা মৃগয়া দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন, এমন বিবেচনা হয় না। ঋগ্বেদ রচনার সময় কৃষিকাৰ্য্য প্রচলিত থাকার পক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়; এবং ইহা জানা যায় যে তৎকালিক আর্ধ্যগণ বস্ত্র বরন, রথনিৰ্ম্মাণ নৃচিকিৎসা, অগ্নব পোত নিৰ্ম্মাণ ও চালানা প্রভৃতি জামিতেন। ঋগ্বেদে অতি বৃহৎ নগর ও প্রবল প্রভাপশালী নিরপতি গণের উল্লেখ আছে; সুতরাং তৎকালে আর্ধ্যগণ সভ্যতার সোপানে আরোহণ করিয়া ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। পরন্তু আর্ধ্যগণ প্রাথমিক অবস্থায় যেরূপে সমাজ বদ্ধ ছিলেন তাহাতে ব্যবহার শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি হওয়া সম্ভব নহে। অতি প্রাচীন কালে সকল দেশে গৃহপতির যেরূপ আধিপত্য থাকা জানা যায়, বৈদিক সময়ে সেই রূপ ছিল। রাজ শাসনের বিশেষ প্রাচুর্য্য না হইলে, গৃহপতির আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে

কেহ সাহসী বা সন্মত হয়না। গৃহপতি যাহা আদেশ করেন তাহার অধীনস্থ সকলে তাহ প্রাতিপালন করে; সুতরাং এতাদৃশ অবস্থায় ব্যবহার শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি হওয়া সম্ভব পর নহে।

\*২। আমাদেরিগের দেশীয় পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে বৈদিক গ্রন্থে ব্যবহার তত্ত্ব সমকল্পে আলোচিত নাই এবং নহে; তবে বেদের যে যে অংশে ব্যবহার তত্ত্বের আলোচনা আছে সেই সমস্ত অধুনা বিলুপ্ত হইয়াছে। তাহাদিগের এই বিশ্বাস কতদূর অজ্ঞাত, তাহা এক্ষণে সপ্রমাণ করিবার উপায় নাই।

৩। মনুষ্য সমাজে জ্ঞানের চর্চা আরম্ভ হইলে, মত ভেদানুসারে নানা সম্প্রদায় ভেদ হয়। আদৌ বেদ চতুর্বিধ ছিল এমত বোধ হয়না। কাল সহকারে সম্প্রদায় ভেদ হইয়া যজু সাম যজু অথর্ব এই চারি বেদ স্বতন্ত্র হওয়া সম্ভব। অদ্যাপি আমাদিগের দেশের সকল ব্রাহ্মণের একটি নির্দিষ্ট বেদ আছে। যদিও বহুকাল হইতে বৈদিক চর্চা লোপ হইয়াছে কিন্তু কাহার কোন বেদ তাহা আমাদিগের মধ্যে সকলে অবগত আছেন। ইহাতে অনুমান হয় যে একদেশে, অতি প্রাচীন কালে, বেদাধ্যয়নের বিশেষ উন্নতি হইতে আরম্ভ হইলে, পণ্ডিত মণ্ডলী মধ্যে সম্প্রদায় ভেদ হইয়া বেদের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে আবৃত্ত হয়; তদনুসারে বেদ আদৌ চারি ভাগে বিভক্ত হয়; এবং যে সম্প্রদায়ে যে বেদ গৃহীত হইয়া ছিল সেই সম্প্রদায়িক গণ পুরুষাবৃত্তকমে সেই বেদী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। পৈতৃক সম্প্রদায় পরিভ্যাগ করিয়া ভিন্ন সম্প্রদায়িকের নিকট পাঠ শ্রীকার করা একদেশীয় পণ্ডিত গণের রীতি নহে; সুতরাং পুরুষাবৃত্তকমে কোন বংশ সামবেদী কোন

Causes which probably led to the division of the Vedas into different branches or schools.

বংশ যজুর্বেদী, কোন বংশ ঋগ্বেদী বলিয়া পরিচিত হইরা-  
ছেন ; এবং স্বশ্রব বেদ অনুসারে তাহাদিগের ক্রিয়া কর্য  
নির্দিষ্ট হইতেছে ।

৪। বেদ চতুষ্টয়ের প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত ; প্রথমত  
মন্ত্রভাগ ; দ্বিতীয়তঃ ব্রাহ্মণ ভাগ । মন্ত্র ভাগে অগ্নি ইন্দ্র মরুৎ  
প্রভৃতির উদ্দেশে আরাধনা স্তুতি বাদ মাত্র আছে ; ব্রাহ্মণ  
ভাগে কর্য কাণ্ড পদ্ধতি এবং নানা বিধ দর্শন শাস্ত্র বিবরক  
আলোচনা আছে । প্রাচীন তত্ত্ববিৎ গণের মতে ব্রাহ্মণ  
ভাগ অপেক্ষাকৃত আধুনিক । আর্য গণের মতে বেদ  
অনাদি । কলতঃ বেদ কোন সময়ে রচিত হইরাছিল তাহা  
নির্ণয় করা দুঃসাধ্য ; ইউরোপিয় পণ্ডিতগণ বলেন যে  
অন্যু্যন তিন হাজার বৎসর পূর্বে বেদের মন্ত্র ভাগ রচিত  
হয় । বস্তুতঃ বেদের রচনা কাল নিশ্চিত রূপে স্থির করা যায়  
এরূপ প্রমাণ অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই ।

৫। বেদ চতুষ্টয়ের আলোচনা সহকারে ক্রমশঃ প্রত্যেক  
বেদ বহু সংখ্যক শাখায় বিভক্ত হয় । যে কারণে আদৌ  
বেদ চারি অংশে বিভক্ত হয়, বোধ হয় সেই কারণে  
প্রত্যেক বেদ নানা শাখায় বিভক্ত হয় । এইরূপ বিভক্ত আছে  
যে ঋগ্বেদের ৫ শাখা, যজুর্বেদের ৮৬ শাখা, সাম বেদের  
সহস্র শাখা এবং অথর্ব বেদের ২ শাখা আছে । বেদের  
চর্চা দেশে লুপ্ত প্রায় হইরাছে ; অদ্যাপি আমরা অমুক  
বেদের অমুক শাখা বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি । প্রাচীন  
তত্ত্ববিৎ গণ বলেন যে বৈদিক সময়ে জাতি ভেদ ছিলনা ;  
পরে যাহারা পুরুষানু ক্রমে বেদাধ্যয়ন অধ্যাপনাদিতে জীবন  
অতিবাহিত করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহারা ব্রহ্ম অর্থাৎ  
বেদ জ্ঞাতেন, এই হেতু ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইরাছিলেন ।  
সুতরাং ব্রাহ্মণ মাত্র কোন বেদের অন্যতম শাখা অধরন

করিতেন। অথবা প্রকৃত প্রস্তাবে অধ্যয়ন না করিলেও অধ্যায়ী বলিয়া পরিচয় দিতেন ;

৬। বেদ চতুর্ভুজের নানা শাখা হওয়ার এবং ব্রাহ্মণ ভাগ অতি বিস্তৃত হওয়ার বেদ শিক্ষার সুবিধার নিমিত্ত প্রাচীন ঋষিগণ নান প্রবেশিকা, গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল প্রবেশিকা গ্রন্থ বেদোক্ত এবং উপবেদ বলিয়া প্রসিদ্ধ। বেদোক্ত এবং উপবেদ সমূহ কেবল বেদের সার সংক্ষিপ্ত নহে। ক্রমশঃ যত জ্ঞানের উন্নতি হইতেছিল তত নূতন তত্ত্ব সমূহ আবিষ্কৃত হইতেছিল ; সেই সকল তত্ত্ব স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে অধ্যাপন। ব্যতীত বেদাধ্যয়নের সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া কোন যতে সম্ভব ছিল না। বেদে যে কথা নাই, তাহা কে শিক্ষা করিবে ; বিশেষতঃ বেদে এই কথা নাই, ইহা স্বতন্ত্র গ্রন্থ পাঠের দ্বারা জানা আবশ্যিক, এরূপ ছাত্রদিগকে বলিলে, ছাত্র দিগের বেদের উপর অজ্ঞার খর্ব্বত হইতে পারে, বোধ হয় এইরূপ বিবেচনার প্রাচীন আর্ষগণ, বেদোক্ত উপবেদ ইত্যাদি নাম দিয়া নূতন নূতন গ্রন্থ রচনা এবং অধ্যাপন। করিতেন।

৭। বেদোক্ত ষট্ সংখ্যক ; তন্মধ্যে একটি অঙ্গ কম্পহৃত্ত বেরূপ প্রত্যেক বেদের বহু শাখা হইয়াছিল, সেইরূপ প্রত্যেক শাখার, কম্পহৃত্ত ভেদে, নানা সম্প্রদায় হইয়াছিল। কম্প হৃত্ত আদৌ কতছিল তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা হুঃসাধ্য। কম্পহৃত্যাক্ষক গ্রন্থ এক্ষণে আর পাওয়া যায়না ; যে হুই এক শাসি পাওরা যায় তাহা অসম্পূর্ণ। কম্পহৃত্ত গ্রন্থ সমুদয় তিন ভাগে বিভক্ত ; প্রথম ভাগে কর্ষ কাণ্ড পদ্ধতি, দ্বিতীয় ভাগে গৃহ্য হৃত্ত, তৃতীয় ভাগে সম্রাজ্যচরিত্র অর্থাৎ বর্ষশাস্ত্র হৃত্তাকারে আলোচিত থাকে। গৃহ্য হৃত্ত সমস্ত আর পাওয়া যায় ; কিন্তু বর্ষ হৃত্যাক্ষক অংশ আর লোপ হইয়াছে।



৮। পণ্ডিত গণ বলেন যে আৰ্য্য স্মিগের ধর্ম শাস্ত্র আদৌ হুত্রাকারের লিখিত ছিল ; সেই সকল হুত্রাস্থক গ্রন্থের মধ্যে কতক গুলি পরে পদ্যে লিখিত হয় । ধর্ম শাস্ত্র বিবরণক পদ্য হয় গ্রন্থ অনেক গুলি পাওয়া যায় ; কিন্তু যে হুত্রাস্থক গ্রন্থের মূলে সেই সকল পদ্যময়গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে পাওয়া যায়না ।

The Institu-  
tes of Menu  
Jagnyaval-  
kya and  
other sages  
the real so-  
urce of  
Hindu Law

আর্য্যগণের মতে ধর্মশাস্ত্র বেদমূলক ; কিন্তু যতদূর জানা যায় বেদের কোন অংশে, ধর্মশাস্ত্র বিস্তারিত রূপে আলোচিত নাই । মনু বাজবল্ক্য প্রভৃতির গ্রন্থ আধুনিক ধর্মশাস্ত্রের মূল । মনু বাজবল্ক্য প্রভৃতির গ্রন্থ স্মৃতি বলিয়া প্রসিদ্ধ । আর্য্যগণের এইরূপ বিশ্বাস যে মনুপ্রভৃতি স্মৃতি-কারক গণ যেরূপ বেদ জানিতেন আধুনিক কোন লোক তাদৃশ বেদজ্ঞ হওয়া সম্ভব নহে । স্মৃতিকারকগণ যাহা বলিয়াছেন সেই সমস্ত বেদ মূলক , সুতরাং তৎসমস্ত প্রামাণিক ।

৯। , যে সময়ে হুত্রাস্থক সংহিতা সমুদয় প্রথম রচিত হইয়াছিল, তখন বোধহয় ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ হইয়াছিল । আশাদিগণের দেশে বিনি শাস্ত্রজ্ঞতা নিবন্ধন বিশেষ প্রতিষ্ঠানান্ত করেন, তাহার নিকট বহুহাজি পাঠ স্বীকার করে । অধ্যাপক, লব্ধ প্রতিষ্ঠ এবং হাজিগণের ভক্তিতাজন হইলে, হুতন গ্রন্থ এবং হুতন মত প্রচার করিতে চেষ্টা করেন । হাজিসংখ্যা অধিক হইলে হুতন গ্রন্থ বা হুতন মত প্রচারিত করা অসম্ভব হয় । কিন্তু একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ হইয়া হুতন মত প্রচার করিবার চেষ্টা করিলে অনেক লোক প্রতিবাদী হয় ; এবং সেই প্রতিবাদের মত প্রচলন করিবার জন্য অস্তান্ত মূল্যবান পণ্ডিতগণ চেষ্টিত হন । কিছুকাল ঘোরতর বিবাদ হয় ; আধুনিক আর্য্য পণ্ডিত গণের মধ্যে

At the pre-  
sent day, it  
happens not  
unfrequent-  
ly, that a  
Pundit who  
becomes fa-  
mous for  
learning  
and has a  
large num-  
ber of pu-  
pils suc-  
ceeds in set-  
ting up a  
new school  
by having

এইরূপে সম্প্রদায়ভেদ এবং মতভেদ হইতে সচরাচর দেখা যায় । এবং ইহা নিঃসংশয় অনুমান হয় যে পূর্বকালে এইরূপ মতভেদ ও সম্প্রদায়ভেদ হইয়া, বিকল্প মতাত্মক ধর্মশাস্ত্র গ্রন্থ সমূহ রচিত হইয়াছিল । আদৌ সেই সমস্ত ধর্মশাস্ত্র, সম্প্রদায়বিশেষে আদৃত ছিল ; কিন্তু মতভেদ নিবন্ধন যে বিরোধ হয় তাহা অধিক কাল স্থায়ী হয় না । পরস্পর বিরোধ করিলে সাধারণ লোকের শাস্ত্রের প্রতি অভক্তি হইবে এই আশঙ্কায়, কিছুকাল পরে, ভিন্ন ভিন্ন সাম্প্রদায়িক গণ পরস্পর বিবাদ না করিয়া, বিকল্প মতাত্মক গ্রন্থ সমুদায়ের প্রামাণিকতা স্বীকার করেন ; এবং মীমাংসার দ্বারা সকল গ্রন্থের একবাক্যতা স্থাপন করিবার চেষ্টা করেন । অধুনা আর্ষগণ, মনু বাজবল্ক্য নারদ প্রভৃতি যত স্মৃতি আছে, সকলের প্রামাণিকতা স্বীকার করেন ; এবং ভিন্ন স্মৃতি গ্রন্থে যে সমুদায় বিকল্প মত আছে তাহা মীমাংসা করা, বিজ্ঞানেশ্বর জীমূতবাহন প্রভৃতি নব্য স্মার্তগণের উদ্দেশ্য ।

his own work recognized as an authoritative text book. Extreme bitterness of feeling arises at first which afterwards subsides. Applying this known fact to account for the conflict which exists between the different ancient Institutes.

১০। আর্ষগণের মতে সকল স্মৃতি প্রামাণিক হইলেও মনুস্মৃতি, অত্মাশ্রয় স্মৃতি অপেক্ষা, অধিক আদৃত । ব্রহ্মস্পতি বলিয়াছেন ।—

Menu

“বেদার্থোপনিবন্ধুর্দ্বাং প্রাধাত্যং হি মনোঃ স্মৃতম্ ।

মম্বর্ষবিপারীতা য়া সা স্মৃতির্ন প্রশস্ততে” ॥

মনুস্মৃতি বাস্তবিক অত্মাশ্রয় স্মৃতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ; স্মৃতরাং মনুস্মৃতির বিশেষ আদর হওয়া আশ্চর্য্য নহে । পরন্তু আমাদিগের বিশ্বাস এই যে স্মৃতিকারকগণ সকলেই অজ্ঞান ; স্মৃতিকারকদিগের বিকল্প মত লক্ষিত হইলে আর্ষ পণ্ডিতগণ কোন মত জ্ঞাত বা কোন মত অজ্ঞাত বলেন না । আমাদিগের বিশ্বাস এই যে আপাততঃ বিকল্প বোধ হইলেও উভয় মত অজ্ঞাত ; স্মৃতরাং মীমাংসকগণ ভিন্ন স্থল দেখাইয়া অথবা

ব্যাখ্যার ইত্যর বিশেষ করিয়া সেই বিরোধভঙ্গ করিবার চেষ্টা করেন। যুগ্মযাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি, আমাদের ধর্মশাস্ত্রের মূল হইলেও, বিজ্ঞানেশ্বর জীমূতবাহন প্রভৃতি, সকল স্মৃতি একবাক্যতা করিয়া, যেসকল মত সংস্থাপন করিয়াছেন, অধুনা আর্ধ্যগণ তাহা মান্য করিয়া থাকেন।

৯১। ধর্মশাস্ত্র বিবরণক মূলগ্রন্থ সমূহের অধিকাংশ সোপ হইয়াছে। আদৌ ধর্মশাস্ত্র বিবরণক গ্রন্থ কত ছিল তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য; যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির মধ্যে উনবিংশ সংখ্যক স্মৃতিকারক ঋষির নাম আছে যথা।

“মহর্ষিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যকাশনাজিরাঃ।

যমাপস্তম্বসম্বর্তাঃ কাত্যায়নরুহম্পতী ॥

পরশরব্যাসশংখলিখিতা দক্ষগৌতমৌ।

সাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্মশাস্ত্রপ্রয়োজকাঃ” ॥

এই উনবিংশ স্মৃতি ব্যতীত আর অনেক স্মৃতি আছে।

আধুনিক মীমাংসা গ্রন্থ সমুদয়ে অহ্মান ১৩১ স্মৃতির নাম পাওয়া যায়; এবং অহ্মান ১০২ স্মৃতি গ্রন্থের সম্পূর্ণ অথবা অংশ বিশেষ পাওয়া গিয়াছে।

১২। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার লিখিত উনবিংশস্মৃতির মধ্যে কতকগুলি হৃত্রাস্তক আর কতকগুলি পঞ্চময়; কতকগুলি সম্পূর্ণ পাওয়া যায়; কতকগুলির অংশমাত্র পাওয়া যায়।

সকল স্মৃতির মধ্যে গৌতম বোধায়ন আপস্তম্ব সর্কাপেক্ষা প্রাচীন; এবং নারদ সংহিতা সর্কাপেক্ষা আধুনিক এইরূপ অনেকে অনুমান করেন। যনুসংহিতা অতিশয় প্রাচীন বটে; কিন্তু যনুসংহিতা আদৌ যে আকারে রচিত হইয়াছিল সেই আকারে এক্ষণে পাওয়া যায় না। আদৌ যনু সংহিতা হৃত্রাকারে লিখিত ছিল এইরূপ অনেকে অনু-

The names of holy sages whose works are regarded in fallible.

মান করেন। কিন্তু এক্ষণে যে গ্রন্থ মনুসংহিতা বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহা পঞ্চময় এবং অতি সংক্ষিপ্ত। মনুসংহিতার বোধহয় দুই তিন বার আকার পরিবর্তন হইরাছে। মীমাংসা গ্রন্থ সমুদায়ে, বৃহৎ মনু এবং বৃহৎ মনু হইতে যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত আছে, প্রচলিত মনুসংহিতার সেই সমস্ত পাওয়া যায় না। গৌতম, বোধায়ন, বশিষ্ঠ প্রভৃতির সংহিতায় মনুসংহিতার হৃদ উদ্ধৃত আছে; কিন্তু প্রচলিত মনুসংহিতার সেই সমস্ত পাওয়া যায় না। যজুর্বেদিগণের মধ্যে এক মানব ধর্ম সপ্রদায় থাকা জানা যায়; সেই সপ্রদায়ের হৃদ হৃদ পাওয়া যায়; কিন্তু তাহার ধর্মহৃদ পাওয়া যায় না। এইরূপ অনুমান হয় যে মানব ধর্মহৃদ মনুসংহিতার মূল। প্রচলিত মনুসংহিতা অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইলেও। অন্যান্য পঞ্চময়সংহিতা অপেক্ষা প্রাচীন, ইহা নিশ্চয় জানা যায়।

১৩। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা বৌদ্ধধর্ম প্রচার হওয়ার পরে রচিত হওয়ার প্রমাণ উক্ত গ্রন্থে পাওয়া যায়। বর্তমান সময়ের ২৪০০ বৎসর পূর্বে বুদ্ধ অবতার হইরাছিলেন এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়; যদি সেই প্রমাণ ভ্রান্ত না হয়, তাহা হইলে যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা সম্বৎ শতাব্দী প্রারম্ভের কিঞ্চিৎ কাল পূর্বে রচিত হওয়া স্বীকার করিতে হয়। মনুসংহিতার আচার, ব্যবহার, প্রারম্ভিত ইত্যাদি স্বতন্ত্র রূপে আলোচিত নাই; কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার এই সকল বিষয় স্বতন্ত্ররূপে পৃথলাক্রমে আলোচিত আছে। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, মনুর পরে বিরচিত তাহাতে সন্দেহ নাই। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা মিথিলা দেশে সর্ব প্রথমে প্রচারিত হইরা ছিল।

Jangyaval-  
ka.

১৪। অন্যান্য সকল সংহিতা অপেক্ষা নারদসংহিতা

Narad.

আধুনিক ; নারদসংহিতায় ব্যবহারশাস্ত্র যেসকল বিশদরূপে আলোচিত আছে অন্য কোন সংহিতায় সেসকল নাই ।

১৫। সংহিতা সমুদায়ের প্রামাণিকতা আধ্যাত্মিকতার মতে স্বতঃসিদ্ধ । কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সংহিতার বিকল্প মত লক্ষিত হয় ; সুতরাং সংহিতাবলী পাঠ করিয়া কোন মত জ্ঞাত বা কোন মত অজ্ঞাত তাহা জানা যায় না । এই সকল বিকল্প মতের এক-বাক্যতা করিতে না পারিলে সাধারণ লোকের ধর্মশাস্ত্রে অভক্তি হইবার সম্ভব, ইহা বোধ হয় এতদেশীয় পণ্ডিত-গণ বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন । যে কারণে হউক বোধ ধর্মের আধিপত্য লোপ হওয়ার অনতি দীর্ঘকাল পরে, মীমাংসা গ্রন্থ লিখিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে ।

Medhatithi

১৬। এক্ষণে যে সমস্ত মীমাংসাগ্রন্থ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে মেধাতিথিকৃত মমুসংহিতার টীকা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । মেধাতিথি কেবল মমুসংহিতার মূল্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এমত নহে । মেধাতিথি মমুসংহিতার টীকায় অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রের বচন প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া পরস্পর বিরোধ নিরাস করিয়াছেন । মেধাতিথি ঠিক কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল তাহা নিশ্চয় জানা যায় না ; এইমাত্র জানা যায় যে শঙ্করাচার্যের পরে এবং বিজ্ঞানেশ্বরের পূর্বে মেধাতিথি বর্তমান ছিলেন । শঙ্করাচার্য ৮০০ শতাব্দীতে এবং বিজ্ঞানেশ্বর একাদশ শতাব্দীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ; সুতরাং মেধাতিথি ৯০০ শতাব্দীতে বর্তমান থাকা সম্ভব বোধ হয় । বিজ্ঞানেশ্বর বিশেষ সম্মানের সহিত মেধাতিথির নাম উল্লেখ করিয়া থাকেন ; সুতরাং ইহা অনুমান হয় যে বিজ্ঞানেশ্বরের কিছুকাল পূর্বেই মেধাতিথির টীকা বিদ্যমান মনের আদৃত হইয়াছিল ।

১৭। মেধাতিথির পরে স্রীকর, ধারেশ্বর এবং বীষ্মরূপের গ্রন্থ প্রচারিত হয় । এই সকল গ্রন্থ এক্ষণে কোথা পাওয়া

যায় না। মিতাকর দায়ভাগাদিতে উল্লিখিত না থাকিলে এই সকল গ্রন্থের নাম পর্যন্ত বিলুপ্ত হইত। বিষ্ণুরূপ রাজ বঙ্ক্যসংহিতার বিস্তৃত টীকা করিয়াছিলেন; তাহার ছাত্র বিজ্ঞানেশ্বর সেই টীকা সংক্ষিপ্ত করিয়া মিতাকরা নামক গ্রন্থ প্রচার করেন।

১৮। বিজ্ঞানেশ্বরের মিতাকরা অধুনা, বঙ্গদেশ ব্যতীত, ভারতবর্ষের সর্বত্র অমূল্য গ্রন্থ অপেক্ষা প্রামাণিক। বিজ্ঞানেশ্বর স্বীয় গ্রন্থে নিম্নলিখিত আত্মপরিচয় দিয়াছেন।

নাসীদন্তি ভবিষ্যতি কিতিতলে কল্যাণকম্পং পূরম্ ।

নোদৃষ্টঃ ক্ষতএববাকিতিপতিঃ শ্রীবিজ্ঞানেশ্বরোপমঃ ॥

বিজ্ঞানেশ্বরপণ্ডিতো ন ভজতে কিংচাত্তদন্তেপমু ।

শচাকম্পং হিরমন্তকম্পনভিকাকম্পং তদেতত্ত্রয়ম্ ॥

শ্রীপদ্মনাভভট্টোপাধ্যায়স্বজ্ঞাত শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকবিজ্ঞানেশ্বরভট্টঃ কৃতৌ মিতাকরায়ং রাজবঙ্ক্য স্বর্গশাস্ত্রং বিবৃতম্

১৯। এতদ্বারা জানা যাইতেছে যে বিজ্ঞানেশ্বর মধ্য ভারতবর্ষের অন্তর্গত কল্যাণ নামক নগরের রাজা বিক্রমের অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। কল্যাণের রাজগণের যে সমস্ত তাত্ত্বশাসন পাওয়া গিয়াছে তদ্ব্যতীত জানা যায় যে ১০৭৬ অব্দে বিক্রম কল্যাণের রাজা ছিলেন। বিষ্ণুরূপের কাব্যে বর্ণিত আছে যে বিষ্ণুরূপ স্বয়ং রাজা বিক্রমের সভাসদ কবি এবং বিজ্ঞানেশ্বর রাজা বিক্রমের মন্ত্রী ছিলেন। বিষ্ণুরূপের কাব্যে চালুক্য রাজগণের ইতিহাস যেরূপ বর্ণিত আছে, উক্ত রাজগণের প্রদত্ত তাত্ত্বশাসন সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে তাহার অনেক অংশ সত্য প্রমাণ হয়। কলতঃ ইহা নিঃসংশয় প্রমাণ হইয়াছে, যে একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিক্রম কল্যাণের রাজা ছিলেন; এবং বিজ্ঞানেশ্বর তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন।

Vigyane-  
shwar.

২০। বিজ্ঞানেশ্বর আত্মপরিচয় স্থানে বলিয়াছেন যে বিক্র-  
মের তুল্য রাজ্য পৃথিবীতে নাই ; এবং তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ  
পণ্ডিত পৃথিবীতে নাই । ফলতঃ বিজ্ঞানেশ্বর অতি প্রসিদ্ধ  
পণ্ডিত ছিলেন ; তাহাতে আবার রাজ্য বিক্রমের মস্তিষ্ক পদে  
নিযুক্ত ছিলেন ; সুতরাং তাঁহার ঐহু অতি অল্প কাল মধ্যে  
প্রচলিত হইরাছিল । বিজ্ঞানেশ্বরের পূর্বে জীকর, ধারেশ্বর,  
বিশ্বরূপ প্রভৃতি যে সমস্ত ঐহু রচনা করিয়াছিলেন, সেই  
সমস্ত লোপ হইরাছে ; কিন্তু মিতাকরার আদর পুরীপার  
সমভাবে আছে । মিতাকরা অতি অল্প কাল মধ্যে আদৃত  
হইরাছিল, তাহার প্রমাণ এই যে উক্ত ঐহুর অরবোধিনী  
নামক টীকা দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত হইরাছিল । বিবেশ্বর  
ভট্ট প্রণীত অরবোধিনী নামক টীকা ব্যতীত আরও কয়েক  
খানি মিতাকরার টীকা আছে ; তন্মধ্যে নন্দ পণ্ডিত এবং  
বালম ভট্টের টীকা বিশেষ প্রসিদ্ধ ।

Apararka.

২১। বিজ্ঞানেশ্বরের অনতি দীর্ঘকাল পরে মহারাষ্ট্র  
প্রদেশের অন্তর্গত কঙ্কন দেশের রাজা অপরাদিত্য দেব  
অপরাক নামক ঐহু রচনা করেন । অপরাকের ঐহু মিতা-  
করার কোন উল্লেখ নাই ; পরন্তু অপরাক প্রায় সর্বত্র  
মিতাকরার মত অবলম্বন করিয়াছেন । মহারাষ্ট্র দেশে যে  
সমস্ত প্রাচীন তাত্ত্বশাসন পাওঁয়া গিয়াছে, তন্মারা জানা  
যায় যে অপরাদিত্য দেব দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে  
কঙ্কন দেশের রাজা ছিলেন । বোম্বাই নগরের অনতিদূরে  
খানা নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল । অপরাকের  
মত জারিড প্রদেশে আদৃত হইয়া থাকে ।

Smriti Ch.  
andrika  
Madan Pa-  
rijata

২২। দেবানন্দ ভট্টের স্মৃতিচক্রিকা এবং বিবেশ্বর ভট্টের  
মদন পারিজাত দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত হয় । স্মৃতিচক্রিকা  
এবং মদনপারিজাতে অপরাকের মত উদ্ধৃত আছে ; স্মৃতি-

চন্দ্রিকার মত মদনপারিজাতে উদ্ধৃত আছে । মদনপারিজাত ষাটশ শতাব্দীর শেষ ভাগে লিখিত হওয়ার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় ; সুতরাং প্রতীক্ষমান হইতেছে যে দেবানন্দ ও বিশ্বেশ্বর ভট্ট অপরাধের প্রায় সমকালীন ছিলেন । দেবানন্দ ভট্টের স্মৃতিচন্দ্রিকা মাদ্রাজ প্রদেশে বিশেষ আদৃত ।

২৩ । যমুনাভীরসম্বিহিত কান্থনগরের রাজা মদনপালের আদেশ অনুসারে মদনপারিজাত ও মদনবিনোদ রচিত হয় । মদনপারিজাত কোন শকে রচিত হইয়াছিল, তাহা উক্ত গ্রন্থে লিখিত নাই । কিন্তু মদন বিনোদ সংবৎ ১২৩১ অব্দে লিখিত হইয়াছিল ; সুতরাং মদনপারিজাত ঐ সময়ে রচিত হওয়া স্বীকার করিতে হইবে ।

২৪ । পরাশরমাধব্য নামক পরাশরসংহিতার টীকা জাবিড়, মহারাষ্ট্র, বারানসী প্রভৃতি প্রদেশে বিশেষ আদৃত । পরাশর মাধব্য বিখ্যাত মাধবাচার্য্য বিদ্যারণ্যের বিরচিত । মাধবাচার্য্য এবং তাঁহার ভ্রাতা সায়ণাচার্য্য বিজয়নগরের রাজা হরিহর ও বকুর মন্ত্রী ছিলেন । মাধবাচার্য্যের উদ্যোগে ও বুদ্ধিকোশলে বিজয়নগরের রাজত্ব সংস্থাপিত হয় । তুঙ্গভদ্র নদীর তীরে পম্পা নামক গ্রামে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মাধবাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করেন । মাধবাচার্য্য মেরুপ দেশহিতৈষী এবং রাজনীতিক ছিলেন, ভারতবর্ষের হিন্দু শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ সেইরূপ হওয়া আপাততঃ অসম্ভব বোধ হয় । মাধবাচার্য্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে যখনদিগের আধিপত্যের খর্ব্বতা সাধন করিতে না পারিলে হিন্দু রাজত্ব সমস্ত ক্রমশঃ লোপ হইবে ; এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ধর্ম্মের লোপ হইবে । যখনদিগের আধিপত্যের বিস্তার দেখিয়া মাধবাচার্য্য বার পুনঃ নাই ব্যথিত হইয়াছিলেন ; তিনি



বহু আকারে বিজয়নগরের যে হিন্দু রাজত্ব সংস্থাপন করিয়া-  
ছিলেন, তাহা এক সময়ে কত দূর পরাক্রান্ত এবং সমৃদ্ধিশালী  
হইয়াছিল ইতিহাসপাঠক মাত্র তাহা অবগত আছেন।  
আধুনিক ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ যৎকিঞ্চিৎ তিকা প্রাপ্ত হইলে  
সন্তুষ্ট। সার্বভৌম রাজ্যের সচিবত্ব করিবার মত উচ্চ আশা  
এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়াছে। মাধবাচার্য এবং তাঁহার  
জাতা সারণাচার্য বৈষ্ণব অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন  
বিষ্ণুগুণী মধ্যে সেইরূপ তাঁহাদের সমকক্ষ লোক অতি  
বিরল। মাধবাচার্য এবং সারণাচার্যের নাম পণ্ডিতগণের  
মধ্যে চিরস্মরণীয়। পরাশরসংহিতার ব্যবহার অধ্যায় লুপ্ত  
হইয়াছে; পরাশরমাধব্যে ব্যবহার শাস্ত্র সম্বন্ধে বাহা  
লিখিত আছে তাহা অন্য স্মৃতি হইতে সংলিখিত।

২৫। অরব্বতীবিলাস বরঙ্গলের রাজা প্রতাপকব্দের  
বিরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। মুসলমানদিগের ইতিহাস  
মধ্যে দিল্লীর বাদসাহের সৈন্তগণের সহিত বরঙ্গলের রাজা  
প্রতাপকব্দের ১৩২৩ অব্দে যুদ্ধ হওয়ার বিবরণ আছে। তাত্র  
শাসন আদিতে যে প্রমাণ পাওয়া যায় তদ্বারা উক্ত সময়ে  
বরঙ্গলে প্রতাপকব্দ নামক অতি পরাক্রান্ত রাজা থাকা জানা  
যায়। অরব্বতীবিলাস বরঙ্গলের এই প্রতাপকব্দ রাজার  
বিরচিত হইলে উক্ত প্রায় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লিখিত  
হওয়া বলিতে হইবে। অরব্বতীবিলাসের মত মান্দ্রাজ  
প্রদেশে আদৃত।

২৬। লক্ষ্মীধরের কল্পতরু মিথিলা প্রদেশে আদৃত।  
কল্পতরু চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিরচিত।

২৭। চণ্ডেশ্বরের বিদ্যাসুন্দরকর মিথিলা প্রদেশে বিশেষ  
আদৃত। চণ্ডেশ্বর মিথিলার রাজা হরসিংহ দেবের মন্ত্রী  
ছিলেন; চণ্ডেশ্বর খ্যাত প্রবেশ বৈষ্ণব পরিচয় দিয়াছেন তদ্বারা

জানা যায় যে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি বর্তমান ছিলেন ।

২৮ । বিবাদচন্দ্র মিথিলা দেশে প্রচলিত আছে । মিথিলার রাজা হরসিংহের পৌত্র চন্দ্রসিংহের পত্নী শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবী বিবাদচন্দ্রের রচয়িত্রী । রাজা হরসিংহ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্তমান ছিলেন ; সুতরাং বিবাদচন্দ্র চতুর্দশ অব্দের শেষ ভাগে রচিত হওয়া সম্ভব ।

Laksmi  
Devi.

মিথিলা প্রদেশে বাচস্পতিমিশ্রের বিবাদচিন্তামণি অন্যান্য গ্রন্থাপেক্ষা অধিক আদৃত । বিবাদচিন্তামণি পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত হওয়া সম্ভব । বাচস্পতিমিশ্রের বংশাবলী অদ্যাপি মিথিলা প্রদেশে সিমূল নামক স্থানে আছে ।

Bachaspati  
Misra.

২৯ । জীমূতবাহনের পূর্বে বঙ্গদেশে মিতাকরার মত প্রচলিত থাকা সম্ভব বোধ হয় । জীমূতবাহন মিতাকরার মত আদ্যোপান্ত খণ্ডন করিয়া বঙ্গদেশে তাঁহার অমূল্য প্রচার করেন । জীমূতবাহন আত্মপ্রসঙ্গের শেষ ভাগে এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন যে তিনি পারিভ্রাজ্যলোভিত ; ইহাতে বিবেচনা হয় যে বঙ্গদেশের পার্শ্ববর্তী নামক কৰ্ণাটপ্রদেশের রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণকুলে তাঁহার জন্ম হয় । মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত কৰ্ণাট প্রদেশে জীমূতবাহন নামে এক রাজা ছিলেন ; তিনি সম্ভবতঃ দারভাগ প্রণেতা, কোলকাক সাহেব এইরূপ বলিয়াছেন । সম্ভবতঃ কৰ্ণাটবিপতি জীমূতবাহন দারভাগের রচয়িতা এরূপ অনুমানের কোন কারণ নাই । কৰ্ণাটবিপতি জীমূতবাহন রিজাশেখরের বহু পূর্বকালীন ; কিন্তু দারভাগ মিতাকরার পরে রচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই । দারভাগের মধ্যে মিতাকরার নাম যদিও কোথায় লিপ্যঙ্কিত নাই, কিন্তু মিতাকরার মত খণ্ডন করা জীমূত

Jimutavah  
ana.

বাহনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তাহা দায়ভাগের প্রতিপংক্তিভে  
প্রকাশ পায় । \* কোন কোন স্থানে জীমূতবাহন বিশ্বরূপের  
মত উদ্ধৃত করিয়া আত্মমতের সাধক দিয়াছেন । কলতঃ  
জীমূতবাহন বঙ্গদেশবাসী ছিলেন ; এবং তাঁহার ঐহু মিভা-  
করার বহুকাল পরে রচিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় । \*

৩০ । জীমূতবাহন পাট্টিয়ান বংশোদ্ভব হওয়া প্রকৃত  
হইলে, বঙ্গদেশের কর্তৃক কুলীন প্রোত্রিয় বিভাগ হওয়ার  
পরকালীন লোক ইহা নিশ্চয় হয় । অনেক অনুমান করেন  
যে জীমূতবাহন স্থানে স্থানে বাচস্পতিমিশ্রের উপর কটাক্ষ  
করিয়া বিচার করিয়াছেন ; তাহা হইলে জীমূতবাহন  
বাচস্পতিমিশ্রের সমকালীন অথবা পরকালীন\* । পঞ্চদশ  
শতাব্দীতে বঙ্গদেশের পণ্ডিতগণের সহিত মৈথিল পণ্ডিত-  
দিগের যোরতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকার প্রবাদ আছে । জীমূত-  
বাহন বাচস্পতিমিশ্রের সমকালীন হইলে তাঁহার মত  
খণ্ডন করা অসম্ভব নহে । মিথিলাদেশে জীকরাচার্যের  
দায়ভাগ সম্বন্ধে যে ঐহু প্রচলিত আছে তাহাতে দায়-  
ভাগের মত উদ্ধৃত আছে । জীকরের পুত্র জীনাথ আচার্য্য  
চুড়ামণি দায়ভাগের প্রথম টীকা করেন । কথিত আছে  
যে রঘুনন্দন জীনাথ আচার্য্য চুড়ামণির ছাত্র ; রঘুনন্দন পঞ্চ-  
দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বর্তমান ছিলেন । সুতরাং জীমূত-  
বাহন পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমে অথবা তৎপূর্বে বর্তমান  
ছিলেন ইহা স্বীকার করিতে হয় । কলতঃ জীমূতবাহন  
বাচস্পতিমিশ্রের সমকালীন থাকা নিতান্ত অসম্ভব নহে ।

৩১ । পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে জীমূতবাহন পার্শ্বভর  
কুলোদ্ধৃত বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন । এতদ্বারা তিনি  
বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া নিশ্চয় না হইলেও, দায়ভাগকার  
এতৎপ্রদেশীয় লোক ছিলেন তাহাতে সন্দেহ বোধ হয় না ।

অন্য দেশে কোন গ্রন্থের বিশেষ আদর হইলে বঙ্গদেশের পণ্ডিতগণ সেই গ্রন্থ প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করেন । কিন্তু যে গ্রন্থ কোন দেশে প্রচলিত নাই সেই গ্রন্থ বিদেশীয়ে লিখিত হইলে, বঙ্গদেশের পণ্ডিতগণ তাহার মত অবলম্বন করা কোন মতে সম্ভব বোধ হয় না । বিচারকালে সাধক দিব্যর জ্ঞান যে কোন গ্রন্থের প্রামাণিকতা স্বীকার করা যায় ; কিন্তু কোন বিশেষ কারণ না থাকিলে পুরাতন গ্রন্থ সমুদায় অপ্রচলিত হইয়া নূতন গ্রন্থ প্রচলিত হয় না । আমাদিগের দেশে কোন পণ্ডিত খ্যাতনামা হইলে তাঁহার অনেক ছাত্র হয় ; অধ্যাপকের প্রতি ছাত্রগণের ভক্তি থাকিলে ছাত্রগণ অধ্যাপকের গ্রন্থ পাঠ করে ; এবং পদে যখন তাহার অধ্যাপনা কার্যে প্রবৃত্ত হয়, তখন সেই গ্রন্থ হইতে আপন আপন ছাত্রদিগকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করে । যে নূতন গ্রন্থ পাঠ করিলে সভার বিচারের সুবিধা হয়, সেই গ্রন্থ এই রূপে প্রচলিত হয় । নতুবা কোন নূতন গ্রন্থ এতদেশে হঠাৎ প্রচলিত হয় না । ফলতঃ দায়-ভাগকার বঙ্গদেশীয় ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই ; এবং যে রূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তিনি পাটনাল নামক কচ্ছৌত্রিয় রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন ।

৩২ । কেবল দায়বিভাগ সম্বন্ধে বঙ্গদেশে জীমুতবাহনের দায়ভাগ প্রচলিত ; তন্ত্রি আচার সংস্কার প্রারম্ভিত ইত্যাদি এইরূপ প্রবাদ আছে যে রঘুনন্দন চৈতন্য এং রঘুনাথ শিরো-মণি ইঁহার তিন জন সমকালীন ছিলেন । রঘুনন্দন স্মার্ত বলিয়া বৈষ্ণব প্রসিদ্ধ, রঘুনাথ শিরোমণী তর্কশাস্ত্রে সেইরূপ প্রসিদ্ধ । ইঁহাদিগের পূর্বে এতদেশের পণ্ডিতগণ মিশিলার বাইরা পাঠ সমাধান করিতেন । কিন্তু অধুনা মববীপের পণ্ডিতগণ বিদেশীয়ে নিকট পাঠ স্বীকার করেন না ।

Raghunun-  
dan.

স্মৃতি সম্বন্ধে জীমুতবাহন এবং রঘুনন্দনের মত বঙ্গদেশের সর্বত্র প্রচলিত; বঙ্গদেশের সকল স্থানের পণ্ডিতগণ নবদ্বীপে পাঠ লিপ্যপন করেন।

৩৩। দার সম্বন্ধে যদিও রঘুনন্দনের দারভাগ নামক গ্রন্থ আছে, কিন্তু আর সকল স্থলে রঘুনন্দন দারভাগের মত অনুসরণ করিয়াছেন। একদেখীর পণ্ডিতগণ দারভাগ রীতিমত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া থাকেন; ও দারভাগের মতানুসারে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

৩৪। দারভাগের অত্মন ৭ খানি টীকা আছে; তন্মধ্যে জীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের টীকা সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। জীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের কৃত দারভাগের টীকা একদেখীর পণ্ডিতগণ পাঠ করিয়া থাকেন। জীকৃষ্ণ গত শতাব্দীর প্রারম্ভে জীবিত ছিলেন। কোলকাতা নাহেব দারভাগের অনুবাদগ্রন্থের অনুক্রমণিকায় বলিয়াছেন যে ১৮০৬ অব্দে জীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বর্তমান ছিলেন। প্রবাদ আছে যে জীকৃষ্ণের আদিম নিবাস ঝালদহ জেলায় ছিল; পরে বিবাহ করিয়া নবদ্বীপের নিকটবর্তী পূর্বহুলী নামক পরীতে বাস করেন। অতি অল্পকাল পূর্বে পূর্বহুলীতে তাঁহার বংশ ছিল; কিন্তু এক্ষণে সেই বংশ লোপ হইয়াছে। নবদ্বীপের প্রাচীন লোকগণ বলিয়া থাকেন যে রামগোপাল জ্ঞানালঙ্কার ও তাহার ছাত্র রামনাথ তর্কসিদ্ধান্তের সময় জীকৃষ্ণের টীকা নবদ্বীপে প্রথম প্রচলিত হয়। জীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের যেরূপ পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা প্রকৃত হইলে রামগোপাল জ্ঞানালঙ্কারের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ থাকা সম্ভব। সুতরাং রামগোপাল কর্তৃক জীকৃষ্ণের টীকা প্রচলন হওয়া আশ্চর্য্য নহে। রামগোপাল ইংরাজরাজত্বের প্রথম সময়ে নবদ্বীপের একজন লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন; তিনি গরগম্বেষ্ট

Sriki-hen  
Tarkalankar

হইতে রুতি পাইউন ; এবং সময়ে সময়ে ব্যবস্থা দিতেন ।

৩৫। মিত্রমিশ্রের বীরমিত্রোদয় বাগানসী প্রদেশে বিশেষ আদৃত । বাগানসী প্রদেশে বীরমিত্রোদয়ের প্রামাণিকতা প্রিবি কৌশিল স্বীকার করিয়াছেন । রঘুনন্দনের পরে বীরমিত্রোদয় রচিত হয় ।

Mitraniisra

৩৬। নন্দপণ্ডিতের দত্তমিমাংসা দত্তক গ্রহণ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র প্রামাণিক বলিয়া গুণ্য । নন্দ পণ্ডিতকৃত কেশববৈজয়ন্তী নামক বিষ্ণু স্মৃতির টীকা ১৬৮৩ সম্বৎ অঙ্গে রচিত হয় । নন্দপণ্ডিতের বংশাবলী অদ্যাপি বাগানসী প্রদেশে বর্তমান আছে ।

Nunda  
Pandit.

৩৭। বঙ্গদেশে দত্তকগ্রহণসম্বন্ধে দত্তকচন্দ্রিকার মত প্রচলিত । দত্তকচন্দ্রিকা দেবানন্দ ভট্টের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ ; কিন্তু অনেকে সন্দেহ করেন যে এই গ্রন্থ বাস্তবিক দেবানন্দের বিরচিত নহে ; নবদ্বীপের রাজগুরু রঘুমণি বিদ্যাভূষণ ইহার রচয়িতা । দত্তকচন্দ্রিকার শেষে নিম্নলিখিত যে শ্লোক আছে তাহার প্রত্যেক চরণের আদ্য এবং শেষ অক্ষর সংযোজনা করিলে রঘুমণি নাম পাওয়া যায় ; রঘুমণি গাত পতাবীর শেষ ভাগে বর্তমান ছিলেন ।

Devanand  
Bhatta.

রমৈবো চন্দ্রিকা দত্তপুঙ্ক্তভেদর্শিকা লঘু ।

মনোরমাসন্নিবেশৈরজিগাং ধর্মভারগিঃ ॥

৩৮। লক্ষী দেবী, বাসমতট্ট নাম অবলম্বন করিয়া, মিতাকরার টীকা করিয়াছিলেন । সেই টীকার নন্দপণ্ডিতের মত খণ্ডিত আছে ; সুতরাং বাসমতট্টের টীকা নন্দপণ্ডিতের পরে, সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিরচিত ।

৩৯। কমলাকরের নির্ণয়সিদ্ধ ও বিবাদতাণ্ডব বাগানসী প্রদেশের এবং দক্ষিণ প্রদেশে বিশেষ আদৃত । নির্ণয়সিদ্ধ সম্বৎ ১৬৬৮ অঙ্গে রচিত ।

Nilkanta

৪০। গুজরাট এবং মহারাষ্ট্র প্রদেশে ব্যবহারময়ূখের মত প্রচলিত। ব্যবহারময়ূখের রচয়িতা নীলকণ্ঠ আত্ম গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন যে তিনি আপন পিতা শঙ্করভট্টের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। যমুনা এবং চবল নদীর মন্ডন স্থানে তারা নামক নগরের রাজা ভগবন্ত দেব নীলকণ্ঠকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। সেই নিমিত্ত নীলকণ্ঠ আপন গ্রন্থের ভগবন্তভাস্কর নাম দিয়াছিলেন। নিলকণ্ঠ সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য কালে বর্তমান ছিলেন। নীলকণ্ঠ কমলাকরের পিতৃব্যপুত্র।

Kulluka  
Bhatta.

৪১। কুল্লুকভট্ট কৃত মনুসংহিতার টীকা স্তোত্রাঙ্ক টীকা অপেক্ষা প্রসিদ্ধ। কুল্লুকভট্ট আপন কৃত মন্বর্ষমুক্তাবলী নামক মনুসংহিতার টীকার প্রারম্ভে এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন যে তিনি বঙ্গদেশীয় বারেন্দ্রজৈনীর ব্রাহ্মণ ছিলেন ; এবং গোড় নগরের নিকটবর্তী নন্দন নামক পল্লীতে তাহার পিতা দিবাকরভট্টের বাস ছিল। কুল্লুকভট্ট বারাণসীতে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ; এবং তথায় মন্বর্ষমুক্তাবলী রচনা করেন। কুল্লুকভট্টের টীকা সম্বন্ধে পণ্ডিত সার উলিয়াম জোন্স বলিয়াছেন যে পৃথিবীতে অত্র কোন গ্রন্থের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট টীকা নাই।

৪২। কুল্লুকভট্টের টীকা ব্যতীত মনুসংহিতার আর অনেক টীকা আছে। মেধাতিথির টীকা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন তাহার বিবরণ পূর্বে উক্ত হইয়াছে। এইরূপ প্রবাদ আছে যে মনুসংহিতার ঋষিপ্রণীত বহুতর টীকা আছে ; কিন্তু তদ্বধ্যে তাণ্ডুরিতাষ্য ব্যতীত আর কোন ঋষিপ্রণীত ভাষ্য বা টীকা পাওয়া যায় না। আধুনিক টীকার মধ্যে মেধাতিথি যোবিন্দরাজ বরদ্বার অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ ছিল ; কিন্তু এক্ষণে কুল্লুকভট্টের টীকা সর্বত্র অধিক আদৃত হইয়াছে।

মাধবী এবং নন্দরাজ নামক তীকা মহারাষ্ট্র প্রদেশে প্রচলিত আছে । এতদ্ব্যতীত মধ্যচন্দ্রিকা এবং কণ্ঠমধেহু নামক মনুসংহিতার তীকা আছে ।

৪৩। বঙ্গদেশে শূলপাণি কৃত আত্মবিবেক বিশেষ আদৃত । শূলপাণি কৃত দীপকলিকা নামক বাজবল্লভীকাক্ষর বঙ্গদেশের পণ্ডিতগণ কর্তৃক আদৃত হইয়া থাকে । শূলপাণি বঙ্গদেশীয় সাহিত্যি ভ্রামণ ছিলেন ।

৪৪। উল্লিখিত সংগ্রহগ্রন্থ ব্যতীত আরও বহুতর গ্রন্থ আছে ; সেই সকলের বিবরণ এই স্থলে অনাবশ্যক । সংগ্রহ গ্রন্থ সমুদায়ে ঐতিহ্য পুরাণ এবং তত্ত্বোক্ত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া সকল প্রমাণের একবাক্যতা করত গ্রন্থকারগণ ধর্মশাস্ত্রবিষয়ক বিধিসমূহ নিরূপণ করিয়াছেন । প্রাচীন সংগ্রহগ্রন্থ সমুদায়ে পুরাণ বা তত্ত্বোক্ত প্রমাণ কোথা উদ্ধৃত লক্ষিত হয় না । কিন্তু আধুনিক সংগ্রহগ্রন্থকারগণ পুরাণ এবং তত্ত্বের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া অনেক স্থলে ব্যবস্থা করিয়াছেন । সংগ্রহগ্রন্থকর্তৃগণ কোন স্থলে প্রাচীনতর গ্রন্থের মত খণ্ডন করিয়া নূতন মত সংস্থাপন করেন ; এবং কোন স্থলে প্রাচীনতর গ্রন্থবিশেষের মত উদ্ধৃত করিয়া স্বমতের সাধক দেন । সংগ্রহগ্রন্থকর্তৃগণ সকলে ঐতিহ্য এবং স্মৃতির প্রামাণিকতা স্বীকার করেন ; কিন্তু ঐতিহ্য এবং স্মৃতির প্রমাণসমূহ ভিন্ন রূপে ব্যাখ্যা করার সংগ্রহগ্রন্থের মধ্যে সম্পূর্ণ পরিকল্পিত মত লক্ষিত হয় । এতদ্ব্যতীত কোন সংগ্রহগ্রন্থের অনাদর করেন না ; কিন্তু দেশবিশেষে কোন গ্রন্থের মত বিশেষ আদৃত । ফলতঃ দেশের মধ্যে কোন পণ্ডিত বিশেষ লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠা হইয়া যদি কোন গ্রন্থ রচনা করেন এবং সেই গ্রন্থ হইতে ছাত্রদিগকে উপদেশ দেন তাহা হইলে সেই গ্রন্থ নীতি প্রচলিত হইয়া উঠে ; গ্রন্থ রচয়িতার ছাত্রগণ

The style in which digests are written.



How any  
digest ac-  
quires au-  
thority.

যখন অধ্যাপনা কর্ষ্য আরম্ভ করে তখন সেই গ্রন্থ হইতে উপদেশ দেয় ; এবং কালসহকারে অল্প গ্রন্থ পাঠ রহিত হইয়া কেবল সেই গ্রন্থ প্রচলিত হয়। প্রাচীন গ্রন্থাধ্যাপনা নব্য গ্রন্থ পাঠ করিলে যদি সভার বিচারের সুবিধা হয় তাহা হইলে অতি অল্পকাল মধ্যে নব্য গ্রন্থ প্রচলিত হয়।

৪৫। এতদ্ব্যতীত ইংরাজদিগের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে কয়েক বৎসর পরে গবর্ণর সাহেবের আদেশ মতে বিবাদার্ণব-সেতু নামে এক খানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল ; ঐ গ্রন্থ হলহেড নামক একজন সাহেব ইংরাজি ভাষার অনুবাদ করিয়াছিলেন। হলহেড সাহেব সংস্কৃত জানিতেন না ; এক জন মুন্সি মূল সংস্কৃত হইতে উক্ত গ্রন্থ পারস্য ভাষার অনুবাদ করিয়াছিলেন ; হলহেড সাহেব পারস্য অনুবাদ হইতে ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। এইরূপ অনুবাদ হওয়া প্রযুক্ত উক্ত গ্রন্থ কোন কার্যকর হয় নাই তাহা বলা বাহুল্য।

Vivadar-  
nava Setu

Vivada Sar  
arnava  
Vivada Va  
ngarnava

১৭৮৮ সালে পণ্ডিত স্যার উলিয়াম জোন্সের প্রস্তাব অনুসারে বিবাদসারার্ণব ও বিবাদভঙ্গার্ণব নামে দুই খানি সংগ্রহ গ্রন্থ রচিত হয় ; বিবাদসারার্ণব মর্দোখ ত্রিবেদী নামক মিথিলা প্রদেশীয় জনৈক স্মার্তের রচিত ; বিবাদ-ভঙ্গার্ণব বিখ্যাত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বিরচিত। জগন্নাথের বিবাদ ভঙ্গার্ণব পণ্ডিত স্যার উলিয়াম জোন্স সাহেব অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ; কিন্তু অকালে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার মৃত্যুর পরে কোলকাতা সাহেব উক্ত গ্রন্থের অনুবাদ সমাপন করিয়াছিলেন ; কোলকাতা সাহেব। কত বিবাদভঙ্গার্ণবের অনুবাদ কোলকাতা ডাইজেস্ট নামে প্রসিক ; হিন্দু ধর্মমাত্র বিবরণ বিবাদ-বীথাদাসার জন্ত হাই কোর্ট এবং প্রিবি কাউন্সিলের বিচারপতিগণ কোলকাতা

ডাইজেক্টের মতের বিশেষ আদর করিয়া থাকেন। জগন্নাথের বিবাদভঙ্গার পাঠ করিলে আপাততঃ বোধ হয় উক্ত গ্রন্থ কেবল বিকল্প মতে পরিপূর্ণ। এবং কোন্ মত গ্রন্থকারের অনুমোদিত অথবা কোন্ মতের তিনি বিপক্ষ তাহা জানা যায় না। সংগ্রহগ্রন্থ যে প্রণালীতে রচিত হয় তাহা না জানিলে, এইরূপ বোধ হয় বটে; কিন্তু সংগ্রহগ্রন্থরচনার প্রণালী যিনি অবগত থাকিয়া উক্ত গ্রন্থ পাঠ করেন, তাহার এরূপ বিদ্রোহ জন্মাইতে পারে না। পণ্ডিতগণ সভার যে প্রণালীতে বিচার করেন, গ্রন্থ লিখিতে হইলে সেই প্রণালীতে লিখিয়া থাকেন। প্রথমতঃ যেন কোন বিপক্ষবাদী পূর্বপক্ষ করিতেছেন; তৎপরে গ্রন্থকার তাহা খণ্ডন করিতে আরম্ভ করেন। গ্রন্থকার বিপক্ষবাদীর মত খণ্ডন করিতে আরম্ভ করিয়া প্রথমতঃ সর্বাপেক্ষা দুর্বল যুক্তি প্রদর্শন করেন; তৎপরে ক্রমশঃ অপেক্ষাকৃত বলবত্তর যুক্তি প্রদর্শন করেন। গ্রন্থকারের ভাব এই যে প্রথম যুক্তিতে বিপক্ষবাদী নিরস্ত না হইলে, তিনি আরও যুক্তি দর্শাইতে পারেন। বিপক্ষবাদীর যে আপত্তি আশঙ্কা করিয়া গ্রন্থকার দ্বিতীয় যুক্তি দেন তাহা প্রায় গ্রন্থে লিখিত থাকে না। বিপক্ষবাদীকে পরাজিত করিয়া স্বমতাবলম্বী করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য; যে অস্ত্রের দ্বারা গ্রন্থকারের মত খণ্ডন হইতে পারে গ্রন্থকার তাহা প্রকাশ করেন না; তবে প্রথমপ্রদর্শিত যুক্তি সম্বন্ধে যে আপত্তি হইতে পারে, তাহা যে গ্রন্থকার অবগত আছেন ইহা দেখাইবার জন্য দ্বিতীয় যুক্তি দেন। গ্রন্থকার এক স্থলে একরূপ বলিয়া আর এক স্থলে অপর মত প্রকাশ করেন। প্রথম মত গ্রন্থকারের সম্পূর্ণ অনুমোদিত নহে; সর্বশেষে যে মত প্রকাশ করেন তৎসম্বন্ধে গ্রন্থকারের বিবেচনার কোন আপত্তি হইতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণ ভকালঙ্কার দায়ভাগের ভীকার বেরূপ জীমূতবাহনের  
মনোগত আশঙ্কা সমুদায় প্রকাশ করিয়াছেন, বিবাদভজা-  
গবের সেইরূপ কেহ ভীকা করিলে, উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে বেরূপ  
দোষ আরোপিত হয় তাহা অমূলক প্রমাণ হয় ।

Sir William  
Jones.

৪৬। ইংরাজদিগের মধ্যে সার উইলিয়ম জোন্স সর্ব-  
প্রথমে আমাদের গুরুশাস্ত্র পাঠ করেন ; এবং তিনি প্রথমে  
মনুসংহিতা ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করেন ।

Colebrooke

বর্তমান শতাব্দীর আরম্ভে কলিকাতার সদর আদালতের  
অন্ততম বিচারক কোলক্লক সাহেব দায়ভাগ এবং মিতা-  
করা ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করেন । দায়ভাগ এবং  
মিতাকরা বেরূপ দুইই গ্রন্থ তাহাতে উক্ত গ্রন্থদ্বয় ইংরা-  
জিতে অনুবাদ হওয়া আপাততঃ অসম্ভব বোধ হয় । যদিও  
কোলক্লক সাহেব কৃত অনুবাদ পাঠ করিলে, সকল স্থান  
বোধগম্য হয় না, কিন্তু তাহা অনুবাদকের দোষ নহে । কোল-  
ক্লক সাহেব স্বকৃত অনুবাদে বেরূপ পাণ্ডিত্য এবং কৌশল  
প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিদ্রোচনা করিয়া দেখিলে আশ্চর্য্য  
বোধ হয় । কোলক্লক সাহেবের অনুবাদে কোন্ কোন স্থানে  
দুই একটি ভ্রম আছে ; কিন্তু সেই ভ্রম অতি সামান্য । কলতঃ  
সংস্কৃত ভাষায় কোলক্লক সাহেব বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিলেন ;  
এবং তিনি অতিশয় পরিশ্রম করিয়া দায়ভাগ এবং মিতাকরা  
পাঠ করিয়াছিলেন । মূলগ্রন্থের সহিত একত্র পাঠ করিলে  
অতি সহজে উক্তর গ্রন্থ বোধগম্য হয় ; কিন্তু কেবল অনুবাদ  
পাঠ করিলে, দুইই দুইসমূহের অর্থপ্রতীতি হয় না ।

কোলক্লক সাহেবের ভাষাভিনয়ের সদরলাও সাহেব দত্তক-  
নীমাংস এবং দত্তকচন্দ্রিকা এই দুইই গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া-  
ছিলেন । কোলক্লক সাহেবের ভ্রায় সদরলাও সাহেবকৃত অনু-  
বাদদ্বয় অতীব প্রশংসনীয় । শ্রীকৃষ্ণ ভকালঙ্কার প্রণীত দায়ভাগ

সংগ্রহ নামক গ্রন্থ উইক নামক একজন সাহেব অনুবাদ করিয়াছেন।

বোরাডেল নামক একজন সাহেব ব্যবহারময় অনুবাদ করিয়াছেন।

ঐ প্রসিদ্ধ ব্যবহারবিৎ \*প্রসন্নকুমার ঠাকুর বিবাদচিন্তা-  
মণি, ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। পণ্ডিত গোলাব-  
চন্দ্র শাস্ত্রী বীরমিত্রোদয় ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করিয়া-  
ছেন।

কোন, গ্রন্থবিশেষের অনুবাদ ভিন্ন অঙ্গাদিগের ধর্মশাস্ত্র  
সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ ইংরাজিতে লিখিত আছে তদ্ব্যতী  
মেকনটন সাহেব এবং হ্রীক সাহেব এবং মেইন সাহেবের  
রূত গ্রন্থত্রয় অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ।

\* প্রসন্নকুমার ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত হস্তিভোগী অধ্যা-  
পকগণ কর্তৃক হিন্দু ধর্মশাস্ত্র বিষয়ক করেক খানি উৎ-  
কৃষ্ট গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সেই সকল গ্রন্থের নাম অথবা  
বিবরণ এস্থলে অনাবশ্যক।

ইংরাজদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে মনু রাজ-  
বল্ক্য প্রভৃতি সংহিতা আইন বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।  
নেলসন নামক একজন ইংরাজ পণ্ডিত বলেন যে হিন্দুদিগের  
আইন নামক কোন পদার্থ পৃথিবীতে নাই। নব্য ব্যবহার  
বিদগণের বিশ্বাস যে রাজার আদেশ বাস্তবিক আইন  
হইতে পারেনা; তাঁহাদের আপাততঃ বোধ হইতে  
পারে যে হিন্দুদিগের মধ্যে কোন আইন ছিল না। বস্তুতঃ  
রাজাআপনি ইচ্ছানুসারে আইন করিতে পারেন, কোন প্রাচীন  
জাতির এরূপ বিশ্বাস ছিল না; হিন্দুগণের মতে আইন ঈশ্ব-  
রের বাক্য অনাদি অজ্ঞাত হ্রদয়লবক। কোন রাজা ইচ্ছা  
করিলে সেই আইনের পরিবর্তন করিতে পারিতেন না,

The Codes  
of Manu  
Jaghyva-  
valkya &c  
and the di-  
gests of  
Vigyane-  
shwar Ji-  
mutavab-  
ana&c were  
real codes  
of law.  
From time  
immemo-  
rial the  
Brahmins  
alone had

the right of studying the revealed scriptures. They generally studied one book which they considered of superior merit and thus practically made its rules the law of the land until the authority of that text book was superseded by the adoption of some other text book.

রাজার আদেশ ব্যতীত আইন হইতে গাৱে না বখাৰ্খ বটে; কিন্তু দেশের মধ্যে যে ব্যক্তি কর আদায় করেন অথবা যিনি রাজা নামে প্রসিদ্ধ তিনি রাজা এমন নহে। হিন্দুরাজ্য সময়ে এতদেশে ব্রাহ্মগণ প্রকৃত রাজা ছিলেন; তাঁহারা হুকুম করিতেন না; করদান করিতেন না; দণ্ডবিধান করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা তাঁহাদের হস্তে ছিল না। দেশের রাজা এই সমস্ত কার্য করিতেন; কিন্তু অতি প্রবল প্রতাপশালী নরপতিগণ ব্রাহ্মদিগের নিকট অবনত মস্তক থাকিতেন। ব্রাহ্মগণ শাস্ত্রালোচনার নিমিত্ত ঐহিক ভোগ মুখ চেকা পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রালোচনার দিন যাপন করিতেন। জ্ঞানের আলোচনা ক্ষমতার মূল; ব্রাহ্মদিগের সেই ক্ষমতা ছিল। ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রীগণ প্রকৃত প্রস্তাবে রাজা হইয়াও যে রূপ পারলিয়ামেন্টের সভ্যগণের নিকট অবনতমস্তক থাকেন, ব্রাহ্মগণের নিকট হিন্দুরাজগণ ততোধিক বৃদ্ধতা স্বীকার করিতেন। ব্রাহ্মগণ ধর্মশাস্ত্রের যে রূপ মত সংস্থাপন করিতেন রাজা তাহা মান্য করিতে বাধ্য হইতেন। ব্রাহ্মগণ যে দেশে যে গুহের মত অনুসারে ব্যবস্থা দিতেন কেহ তাহা অমান্য করিতে পারিত না; সুতরাং সেইগুহ তৎকালে সেই দেশের আইন বলিয়া গণ্য করা কোন দ্বিতে অসম্ভব নহে। দেশের পণ্ডিতগণ কোন প্রাচীন গ্রন্থ পরিত্যাগ করিয়া কোন নব্য গ্রন্থ অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করিলে, দেশের আইনের পরিবর্তন হইত; নতুবা করগ্রাহী রাজার আদেশ অনুসারে কোন আইন পরিবর্তন হইতে পারিত না। কলভ: এতদেশের পণ্ডিত ব্রাহ্মগণ আইনকর্তা ব্যবস্থাপক ছিলেন; তাঁহাদের কৃত ব্যবস্থার অন্তর্গত পরিচালনা করিলে কখন তাঁহারা আপনাদের দণ্ডবিধান করিতেন; কখন বা তাঁহাদের ব্যবস্থা-

মুসারে রাজা দণ্ড করিতেন। ব্রাহ্মগণ স্বয়ং ঐহিক দণ্ড করিতেন না ; কিন্তু রাজা তাঁহাদের আদেশ অনুসারে দণ্ড করিতেন। পারলিয়ারমেণ্টের সভ্যগণ আইন করেন ; তাঁহাদের রূত আইন অনুসারে বিচারকগণ দণ্ডবিধান করেন ; সেইরূপ ব্রাহ্মদিগের রূত আইন অনুসারে হিন্দুরাজগণ দণ্ডবিধান করিতেন।

ব্রাহ্মগণ স্বয়ং সকল স্থলে দণ্ডবিধান করিতেন না, বা করিতে পারিতেন না বলিয়া, তাঁহাদের রূত ব্যবস্থা আইন গণ্য হইতে পারে না বলা কোন মতে সঙ্গত নহে। ব্রাহ্মগণ স্বয়ং দণ্ডবিধান করিতে না পারিলেও তাঁহাদের রূত ব্যবস্থানুসারে রাজা দণ্ডবিধান করিতেন ; সুতরাং ব্রাহ্মদিগের রূত ব্যবস্থা সর্বতোভাবে আইন বলিয়া পরিগণিত না হইবার কোন কারণ নাই। কখন কোন রাজা বা কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মদিগের ব্যবস্থা অমান্য করিতেন না এমন নহে ; অধুনা শাসনকর্তৃগণ যে সকল আইন কটরন তাহা সকল স্থলে সকল লোকে মান্য করে না। কেহ কখন কোন ব্যবস্থা অমান্য করিলে আইন গণ্য হয় না এমন নহে। সচরাচর দেশের রাজা এবং আপামর সাধারণ সকল লোকে ব্রাহ্মদিগের রূত ব্যবস্থা মান্য করিতেন। কলতঃ ঈহারা বলেন যে হিন্দুদিগের আইন নামক কোন পদার্থ নাই, তাঁহাদের মত অবশ্য ভ্রান্ত বলিতে হইবে। ইংরাজগণের মধ্যে ঈহারা বিশেষরূপে আমাদের শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা কেহ এরূপ বলেন না।

## অনুক্রমিকা ।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যে যে গ্রন্থের ।

মতানুসারে দায়াদিকারব্যবস্থা হয় ।

১। দায়বিভাগ সম্বন্ধে হিন্দুগণের মধ্যে অধুন।  
প্রবানতঃ ৫ সম্প্রদায় আছে ।

১। বঙ্গ ।

২। বারাণসী ।

৩। মিথিলা ।

৪। মহারাষ্ট্র ।

৫। আব্বিড় ।

১। বঙ্গদেশে নিম্নলিখিত গ্রন্থসমুদায়ের মত প্রচলিত ।

১। দায়ভাগ ( জীমূতবাহন )

২। দায়ভত্ত্ব ( রঘুনন্দন )

৩। দায়ক্রমসংগ্রহ ( ঐক্কক তর্কালকার )

৪। ঐক্ককরূপ দায়ভাগটীকা ।

৫। দত্তকচন্দ্রিকা ।

২। বারাণসী প্রদেশে নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলীর মত  
প্রচলিত ।

১। মিতাক্ষরা ( বিজ্ঞানেশ্বর )

২। সুবোধিনীনামক মিতাক্ষরার টীকা ( বিশ্বেশ্বরভট্ট )

৩। মদনপারিজাত ( ঐ )

৪। পদাংশরমায়ণ ( মাধবভাট্ট )

- ৫। কল্পলতাক (নন্দমীধর)
- ৬। বিবাদভাণ্ডব (কমলাকর)
- ৭। কেশববৈজয়ন্তী (নন্দপণ্ডিত)
- ৮। বীরমিত্রোদয় (মিত্রমিত্র)
- ৯। বালমতটীকৃত লীকা।
- ১০। দত্তকদীপাংসা (নন্দপণ্ডিত)
- ৩। মিথিলাপ্রদেশপ্রচলিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েক খানি প্রসিদ্ধ।

- ১। মিতাকরা।
- ২। বিবাদচিন্তামণি (দ্বৈতম্পতি মিত্র)
- ৩। বিবাদরত্নাকর (চণ্ডেশ্বর)
- ৪। বিবাদচন্দ্র (নন্দমীদেবী)
- ৪। জ্যোতিষ সম্প্রদায়ের প্রচলিত গ্রন্থ।
- ১। মিতাকরা।
- ২। স্মৃতিচন্দ্রিকা (দেবানন্দভট্ট)
- ৩। পরাশরমাহব্য (মাহবাচার্য্য)
- ৪। স্বরস্বতীবিলাস (রাজা প্রতাপকান্ত দেব)
- ৫। মহারাষ্ট্র প্রদেশে।
- ১। মিতাকরা।
- ২। ব্যবহারময়ূখ (লীলকণ্ঠ)
- ৩। কৌশলভ।
- ৪। পরাশরমাহব্য;

এই সকল গ্রন্থ প্রচলিত। গুজরাট প্রদেশে লীলকণ্ঠের মত সর্কাপেকা অধিক আদৃত।

উৎকল একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় বলিয়া গণ্য নহে। উৎকল দেশে মিতাকরা এবং লঙ্কুর বাজপেয়ী ও উদয়কর বাজপেয়ীর মত প্রচলিত।



যে প্রদেশে যে এতদ্বের মত প্রচলিত, সেই প্রদেশে সকল লোকেই সম্বন্ধে দায়িত্বিকার ব্যবস্থা সেই মত অনুসারে হয় এমনত নহে। বঙ্গদেশে দায়ভাগ প্রচলিত; কিন্তু যদি কোন পশ্চিমপ্রদেশীয় লোক বঙ্গদেশে বাস করে, তাহা হইলে কেবল তদ্বিবন্ধন তাহার সম্বন্ধে দায়ভাগের মত প্রয়োগ হয় না। দায়ভাগ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন সাম্প্রদায়িক মত ব্যক্তিগত; দেশব্যাপক নহে। বঙ্গদেশের কোন ব্যক্তি যদি প্রমাণ করিতে পারে যে তাহার পূর্ব পুরুষ বারাণসী প্রদেশ হইতে আসিয়া এতদেশে বাস করিয়াছিল এবং বারাণসীর মতে তাহাদিগের ক্রিয়া কর্তব্য নির্বাহ হইয়া আসিতেছে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির সম্বন্ধে মিতাক্ষরার মত প্রয়োগ হয়; বঙ্গদেশবাসী বলিয়া দায়ভাগের মতে তাহার সম্বন্ধে ব্যবস্থা হয় না। সম্পত্তি যে দেশে থাকুক, বাদী প্রতিবাদীর বাসস্থান যে দেশে হউক, যে সম্ভদরের মতানুসারে ক্রিয়া কর্তব্য নির্বাহ হয়, সেই সম্ভদারের শাস্ত্রানুসারে দায়ব্যবস্থা হয়।

রচপতিদত্ত ওয়াং বঃ রাজেন্দ্র নারায়ণ রায়। d.P.C.J. 161

রাজচন্দ্র নারায়ণচন্দ্র চৌধুরী বঃ গোবিন্দচাঁদ। 1 Sel Rep p56

যে দেশে যে ব্যক্তির বাস সেই দেশের মত তাহার সম্বন্ধে সচরাচর প্রয়োগ হয়। বাদী প্রতিবাদীর মধ্যে যে অন্য মতের প্রয়োগ সাব্যস্ত করিতে চাহে, তাহার উপর প্রমাণের ভার অর্পিত হয়। অন্য দেশের মত প্রয়োগ হইবার বিশিষ্ট কারণ দেখাইতে না পারিলে, যে দেশে বাস সেই দেশের মতানুসারে ব্যবস্থা হয়। কিন্তু যদি এমন প্রমাণ হয় যে কোন পক্ষ অথবা তাহার পূর্ব পুরুষের যে দেশে আদৌ বাস ছিল, সেই দেশ পরিভাগ করিয়া অন্য দেশে বাস করিতেছে, তাহা হইলে যে দেশে আদৌ বাস থাকা প্রমাণ হয়,

সেই দেশের মতানুসারে ব্যবস্থা হয় ; বাদী প্রতিবাদির মধ্যে যে অত্র মত প্রমাণ করিতে চাহে তাহার উপর প্রমাণের ভার হয় । সে যদি প্রমাণ করিতে পারে যে হুতন বাসস্থানের প্রচলিত মতানুসারে ক্রিয়া কর্তব্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই মতে মারামিকার ব্যবস্থা হয় ; নতুবা পূর্বের যে দেশে বাস থাকা প্রমাণ হয়, সেই দেশের মতে ব্যবস্থা হয় ।

নবীন চন্দ্র প্রধান বঃ জনার্দন মিত্র । Suth F. B. 67.

রাণী পদ্মাবতী বঃ হুলার সিংহ । 1. P. C. J. 348.

হীরামনি বঃ সুরেন্দ্র । 2 P. C. J. p 372.

## দ্বিতীয় অধ্যায় ।

হিন্দুদিগের সংক্রান্ত দারাদিকার উদ্বাহুটিত বিবাদ  
হিন্দুশাস্ত্রানুসারে বিচার হইবার আইন ।

১। ১৭৫৭ সালে পলাসির যুদ্ধের পরে ইংরাজদিগের  
এতদ্দেশে আধিপত্যের হস্ত হয় ; কিন্তু প্রথম কয়েক বৎসর  
তাহারা একান্তভাবে রাজ্য শাসনসম্বন্ধে হস্তক্ষেপ  
করিতে সাহস করেন নাই । ১৭৭২ অব্দে ইংরাজগণ এত-  
দ্দেশের আভ্যন্তরিক শাসনকার্যে প্রথম কর্তৃত্ব আরম্ভ  
করেন । ১৭৬৫ অব্দে লর্ডক্লাইব মোগল সম্রাটের নিকট  
বাজালার রাজস্ব আদায়ের নিষিদ্ধ দেওয়ানি সনন্দ লইয়-  
ছিলেন ; দেওয়ানি সনন্দ পাওয়ার পরেও রাজস্ব আদায়  
পূর্ববৎ ঘূর্ণিদাবাদে হইতেছিল । ১৭৭২ অব্দে ইষ্টইণ্ডিয়া  
কোম্পানি আপনাদিগের নিয়োজিত কর্মচারিগণের দ্বারা  
রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ; এবং রাজস্ব সংগ-  
হকদিগকে বিচার কার্যের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন ।  
বিচার কার্য নিকটাই জম্ম গবর্ণর জেনারল যে নিয়মাবলী  
করিয়াছিলেন তাহার ২৩ দফার এইরূপ বিধিবদ্ধ হয় যে দায়-  
দিকার, বিবাহ, জাতিগত বিবাদ, ধর্মসংক্রান্ত আচার ব্যবহার  
আদি সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে হিন্দুদিগের বিচার হইবে ।  
১৭৮০ সালে এবং ১৭৮১ সালে যে আইন বিধিবদ্ধ হয়  
তাহাতে উক্ত নিয়ম সম্মিলিত হইয়াছিল । পরে লর্ড কর্ণো-  
ওয়ালিসের সময় ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ১৫ ধারায় উক্ত-  
নিয়ম পূর্ববৎ বিধিবদ্ধ হইয়াছিল । এক্ষণে ১৮৭১ সালের  
৬ আইনের ২৪ ধারা অনুসারে দারাদিকার উদ্বাহু প্রভৃতি

Questions  
concerning  
inheritance  
succession  
marriage  
& between  
Hindus to  
be decided  
according  
to Hindu  
Law. \*

কয়েক বিষয় সম্বন্ধে হিন্দুগণের মধ্যে হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে বিচার হয়।

১৭৭৪ অব্দে প্রথম কলিকাতার সুরপ্রিমকোর্ট স্থাপিত হয়। যে শাসনের দ্বারা সুরপ্রিমকোর্ট প্রথম স্থাপিত হয় তাহাতে হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে হিন্দুদিগের বিচার হইবে এরূপ কোন কথা ছিল না। ১৭৮১ অব্দে কলিকাতার সুরপ্রিমকোর্ট সম্বন্ধে যে আইন পারলিয়ামেন্ট মহাসভা কর্তৃক জারি হইয়াছিল, তদ্বারা প্রথম বিধিবদ্ধ হয় যে দায়াধিকার প্রতিষ্ঠাতি ব্যতিক্রম আদি সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে হিন্দুদিগের মকদ্দমার বিচার হইবে। অধুনা যে সকল শাসন অনুসারে, কলিকাতা মান্দ্রাজ বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে, হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই সকল শাসনের মর্ম্ম মতে কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে পূর্বতন সুরপ্রিমকোর্টে যে রূপ আইন অনুসারে হিন্দুদিগের বিচার হইত, অধুনা সেইরূপ হইয়া থাকে।

২। হিন্দুদিগের মধ্যে দায়াধিকার উদ্বাহাদি সংক্রান্ত বিবাদ উপস্থিত হইলে, হিন্দুশাস্ত্রানুসারে বিচার করিবার বিধান আছে; কিন্তু কাছাদিগকে হিন্দু বলা যায় তাহা নিশ্চয় করা সহজ নহে। যাহারা বেদ অত্রান্ত বলিয়া স্বীকার করে, ত্রাঙ্গদিগকে শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া মান্য করে তাহাদিগকে অবশ্য হিন্দু বলা যাইতে পারে। কিন্তু এমন অনেক ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে যাহারা বেদ অথবা সংহিতা অত্রান্ত স্বীকার করেন না; অথচ তাহারা হিন্দুসমাজে যবন বা সেন্ধ বা পতিত বলিয়া গণ্য হয় না। অধুনা অনেক লোকে, হিন্দুধর্ম্মে আস্থা না থাক, প্রকাণ্ড ভাবে স্বীকার করেন; এই সকল লোক সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে ব্যবস্থা হওর আইন সংক্রান্ত নটে কি না, এই তর্ক উপস্থিত

Who are  
Hindus.

হইতে পারে। বস্তুতঃ যদিও হিন্দুশাধী হিন্দুকুলে জাত এবং হিন্দুধর্মাবলম্বীকে বুঝায় কিছু প্রতিকৌলস এইরূপ অভি-  
যত প্রকাশ করিয়াছেন যে হিন্দুকুলে জাত কোন ব্যক্তি  
হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করিলে তাহার সম্বন্ধে হিন্দুশাধীর  
প্রয়োগ হয় না এমন নহে। আত্মা বঃ আত্মাহ্বান ২ P.C.J.10  
উক্ত মিস্ত্রি ১৮৬৫ সালের ১০ আইন জারি হইবার পূর্বে  
হইয়াছিল; এক্ষণে যাহারা হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করিয়া অল্প  
ধর্ম অবলম্বন করেন তাহাদের সম্বন্ধে ১৮৬৫ সালের ১০ আইন  
অনুসারে দাসাধিকার ব্যবস্থা হইবার বিধান হইয়াছে। পরন্তু  
এতদ্ব্যতীত এমন অনেক লোক আছে যাহাদিগের হিন্দু  
ধর্মে কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই; অথচ কখন এমন ইচ্ছা করেন না  
যে হিন্দুশাধী ভিন্ন অল্প কোন আইন অনুসারে তাহাদের  
সম্বন্ধে দাসাধিকার ব্যবস্থা হয়। বৌদ্ধ জৈন শিখ প্রভৃতি  
ধর্মাবলম্বীগণ হিন্দুধর্মাক্রান্ত না হইলেও হিন্দু শাস্ত্রানুসারে  
তাহাদিগের দাসাধিকার ব্যবস্থা হয়। লালমহাবীরপ্রসাদ  
বঃ কুম্ভকর ৪ W. R. 116; ভগবানদাস তেজমল বঃ  
রাজমল 10 Bomb. 258; শিবসিংহ রায় বঃ দাখো  
I. L. R. 1 All 688.

## তৃতীয় অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উদ্ভাষ প্রকরণ।

সমাজের প্রাথমিক অবস্থার বিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকে  
সম্ভব বোধ হয়না। \* যখন লোক সমূহ সমাজ বদ্ধ হইয়া এক  
স্থানে স্থায়ী ভাবে বাস করিতে আরম্ভ করে, যখন কৃষি অথবা

পশু পালনাদি দ্বারা জীবন যাত্রা নির্বাহ সুসাধ্য হয়, তখন  
ত্রেী পুরুষ গাত সম্বন্ধ ক্রমে দৃঢ়তর হয় ; এবং অন্য পুৰ্ব্বাত্নী  
সহবাস করিতে সকলে উৎসুক হয় । আদৌ বল পূৰ্ব্বক  
অপহরণ করিয়া অবকজাবস্থায় রাখিতে অনেকে চেষ্টা করে ;  
কিন্তু সমাজ শাসনের প্রাহুর্ভাব হইলে বল পূৰ্ব্বক অপহরণ  
অথবা বলপূৰ্ব্বক অবকজ রাখা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না ।  
তখন সচরাচর পিতা মাতার নিকট কন্যা ক্রয় কবা প্রথা  
প্রচলিত হইয়া উঠে । প্রকাশ্য ভাবে কন্যা ক্রয় করিলে  
চিরকাল আয়ত্তাধীন রাখা সুসাধ্য হয় ; এই কারণে কন্যা  
ক্রয় বিক্রয় প্রকাশ্য ভাবে হইয়া থাকে । পরন্তু গবাদির  
জ্ঞায় কন্যা বিক্রয় করিতে লোকের কদাচ প্রবৃত্তি হয়না ;  
ক্রমশঃ সমসারোহে বিবাহ প্রথা প্রচলিত হইয়া উঠে ।

আমাদিগের শাস্ত্রে অষ্ট প্রকার বিবাহ প্রথা উল্লেখ  
আছে ।

- ১। ব্রাহ্ম , ২। দৈব ; ৩। আৰ্ব ; ৪। প্রাজা-  
পত্য ; ৫। গান্ধার্ব ; ৬। আশ্বর ; ৭। ঋক্ষস ;  
৮। ঈশনাচ ;

১। ব্রাহ্ম বিবাহের লক্ষণ নিম্নোদ্ধৃত বচনে ব্যক্ত আছে  
আচ্ছাদ্য চারুগ্নিত্বা চু ক্ষত শীল বতে অয়ং ।

আহুয় দানং কস্তান্নাঃ ব্রাহ্মো বর্ষ্যঃ প্রকীর্তিতঃ ॥

ক্ষতবাণ পাত্রকে আচ্ছাদন করিয়া যথাশক্তি অলঙ্কার সহ  
কস্তাদান ব্রাহ্মবিবাহ বলিয়া উক্ত হয় । আমাদিগের দেশে  
ব্রাহ্মণ গণ বৈদ্য অধ্যয়ন করিতেন ; এবং তাঁহারা বর্ষশাস্ত্রের  
রচয়িতা ; সুতরাং ক্ষতবাণ পাত্রকে আচ্ছাদন করিয়া বস্ত্র  
অলঙ্কারাদির সহিত কস্তাদান করা বিশেষ পুণ্য জন্মক বলিয়া  
শাস্ত্রে উক্ত আছে । ব্রাহ্মণগণ সাংসারিক উন্নতির চিন্তা  
পরিভ্রাণ করিয়া শাস্ত্রানুশীলনে জীবন অতিবাহিত করিতেন ;

The eight  
forms of  
marriage  
according  
to Hindu  
shasters

Brahmo

তাহারা সাধারণ লোকের নিকট এইরূপ সমাদৃত এবং উৎসাহ পাইবার যোগ্য পাত্র ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

Daiva

২। দৈব—বজ্রকালে পুরোহিতকে কন্তাদান করিলে দৈব বিবাহ বলিয়া উক্ত হয়।

Arsha

৩। আর্ষ—বরের নিকট গৌরুগ গ্রহণ করিয়া কন্তা দান করা আর্ষ বিবাহ বলিয়া উক্ত আছে। অতি প্রাচীন কালে আর্ষ দিগের মধ্যে এইরূপ বিবাহ প্রচলিত থাকা সম্ভব বোধ হয়।

Prajapatya

৪। প্রাজাপত্য;—ঋতবানপাত্র কন্তার্থী হইলে তাহাকে কন্তাদান প্রাজাপত্য বিবাহ বলিয়া উক্ত হয়; ঋতবানপাত্রকে আহ্বান করিয়া কন্তাদান করিলে ব্রাহ্ম বিবাহ হয়। ব্রাহ্ম বিবাহে কন্তাদানে যে রূপ ফল প্রাজাপত্য বিধানে কন্তার্থী ঋতবান পাত্রকে কন্তাদান করিলে তাদৃশ ফল হয় না।

Ashur

৫। আশুর—মূল্য লইয়া কন্তা বিক্রয় করিলে আশুর বিবাহ বলিয়া উক্ত হয় পূর্বকালে অসভ্য জাতিগণের মধ্যে এইরূপ কন্তা বিক্রয় প্রচলিত থাকা সম্ভব বোধ হয়; তন্নিমিত্ত ইহা আশুর বলিয়া উক্ত। অধুনা এতদ্দেশে কেহ কেহ কন্তা বিক্রয় করিয়া থাকে; কিন্তু কন্তা বিক্রয় অতি গরম মুণ্ডিতকার্য্য বলিয়া হিন্দুসমাজে পরিগণিত; বাহারা কন্তা বিক্রয় করে তাহারা ব্রাহ্ম বিবাহের পদ্ধতি অনুসারে কন্তা দান করিয়া থাকে।

Gandharv-  
ya

৬। গান্ধর্ব—বরকন্তা আপন ইচ্ছামুসারে উদ্বাহরূপে বন্ধ হইলে গান্ধর্ব বিবাহ বলিয়া উক্ত হয়। এইরূপ বিবাহ উৎকল দেশে এবং রাজপুতানায় কিয়ৎ পরিমাণে প্রচলিত আছে।

Rakshash

৭। রাক্ষস—যুদ্ধে জয় করিয়া বলপূর্ণক অপহরণ করতঃ বিবাহ করিলে রাক্ষস বিবাহ বলিয়া উক্ত হয়। যথা-প্রদেশে বন্দ জাতি নবম কন্তার পিতৃপক্ষের সহিত

কৃত্রিম যুদ্ধ করিয়া বিবাহ করা অজ্ঞাপি প্রচলিত আছে ।

৮। পৈশাচ বিবাহ প্রতারণামূলক ; প্রতারণাদ্বারা যেব্যক্তি কোন কন্যাভিগমণ করে সে দাম্পত্য ভারগ্রহণ করিতে বাধ্য না হইলে বিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভব এই বিবেচনার বোধহয় পৈশাচ বিবাহ শাস্ত্রকারগণ বিবাহ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন ।

Paishach

উল্লিখিত অষ্ট প্রকার বিবাহ আমাদের শাস্ত্রসম্মত হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের দেশে ব্রাহ্মবিধান ব্যক্তিরেকে অথকোন বিধানে বিবাহ হয় না । বেদজ্ঞ পাত্র ব্যক্তিরেকে অপরকে কন্যা দান করিলে শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্ম বিবাহ হইতে পারেন ; অধুনা বেদের চর্চা লোপ হইয়াছে ; তথাপি ব্রাহ্মবিধান ব্যতীত অত্র কোন বিধানে বিবাহ হয় না । ফলতঃ ধনাঢ্য লোকেরা সম্মানের জন্ত যেরূপ কার্য করে, সকল লোকে সাধ্যমতে সেইরূপ করিবার চেষ্টা করে । এতদ্দেশে উচ্চ শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে ব্রাহ্মবিধানে কন্যা-দান অবশ্য কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে ; এবং অল্পপাক-রূত দরিদ্র লোকদিগের মধ্যে কেহ মূল্য লইয়া কন্যা বিক্রয় করিলে ও ব্রাহ্ম বিধানে বিবাহ সম্পাদিত হয় ।

যে অষ্ট প্রকার বিবাহ শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, তন্মাতীত ভারত বর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিশেষ বিশেষ জাতির মধ্যে অন্যান্য প্রকার বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে । সেই সমস্ত • বিবাহবিধি শাস্ত্রসম্মত না হইলেও, দেশাচার অথবা কুলোচার অনুসারে সিদ্ধ । আসাম প্রদেশে কোন কোন জাতির মধ্যে তাবুল আদান প্রদানের দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হয় । সাঁওতালদিগের মধ্যে জীপুকর আপন ইচ্ছানুসারে বিবাহ করিতে পারে ; কিছু সচরাচর পিতামাতার দ্বারা বিবাহ সম্পাদিত হয় । সাঁওতালগণ আসুর বিধানে কন্যার

Marriage ceremony among the aboriginal tribes.



পিতাকে নির্দিষ্ট মূল্য দিয়া থাকে; এবং কন্যার মন্তকে সিন্দুরদিয়া একত্র ভোজন করিলে বিবাহ সম্পন্ন হয়।

ছুটিরানাগপুর প্রদেশে বিবাহ প্রথা প্রায় সাঁওতাল দিগের ন্যায়। জীপুকব একত্র পুরাণান করিলে বিবাহ সম্পন্ন হয়; ছুটিরানাগপুর প্রদেশে কোন কোন জাতির মধ্যে নিরোগ প্রচলিত আছে অর্থাৎ জ্যেষ্ঠজাতার মৃত্যু হইলে কনিষ্ঠের সহিত তাহার পত্নীর বিবাহ হয় এইরূপ বিবাহ সাংগাই বলিয়া উক্ত হয়। সিংহভূমি প্রদেশে কুর্খি-জাতিগণের মধ্যে জীপুকব উভয়ে আপন কনিষ্ঠ অম্বুলী কত করিয়া কবিরের দ্বারা পরস্পরের মন্তক চিহ্নিত করিয়া দিলে বিবাহ সম্পাদিত হয়।

পশ্চিম প্রদেশে জাতিদিগের মধ্যে নিরোগ প্রচলিত আছে। বোম্বাই প্রদেশে হীনজাতিগণের মধ্যে বিধবা-বিবাহ এবং পরিত্যক্তা পত্নীর বিবাহ হয়। মহারাষ্ট্রদেশে পুর্নোক্তা জীর দ্বিতীয় বিবাহ পাঠ বলিয়া উক্ত হয় এবং গুজরাট প্রদেশে ঐরূপ বিবাহ মাজা বলিয়া উক্ত হয়।

দক্ষিণ প্রদেশে বিবাহ প্রথা হিন্দুশাস্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। বেরূপ পাণ্ডবগণ পঞ্চজাতা একপত্নী বিবাহ করিয়াছিলেন দক্ষিণ প্রদেশে কোন কোন স্থানে সেইরূপ প্রথা অস্তাশি আছে। মাদেবর প্রদেশে যদিও জীলোকের একবার বিবাহ হয় কিন্তু বরঃপ্রাপ্ত হইলে বধেচ্ছা অন্য পুরুষ সংসর্গকরে; কলতঃ দক্ষিণ প্রদেশে আর্যদিগের ধর্মশাস্ত্রের আধিপত্য সম্পূর্ণরূপে কোন কালে সংস্থাপিত হয় নাই।

Whether ceremonies essential to constitute a valid marriage.

আমাদিগের ধর্মশাস্ত্রানুসারে বিবাহ দশসংক্রান্তের মধ্যে একটি সংস্কার। বঙ্গদেশের প্রচলিত রহস্যময়নের শ্রুতির দ্বারা কন্যা গ্রহণ করিলে আত্মীর স্বত্ব হয়; কিন্তু

পতি পত্নীরূপ অঙ্গৌকিক সম্বন্ধ অঙ্গৌকিক কারণ অর্থাৎ মন্ত্রপাঠ হোমাদি ব্যতীত হইতে পারে না। বস্তুতঃ মন্ত্রপাঠ হোমাদি ব্যতীত হিন্দুসমাজে বিজ্ঞাতিগণের মধ্যে বিবাহ হয় না। মৃতগণের বিবাহে স্বেচ্ছা করা রীতি নাই। কলিকাতার হাইকোর্ট অবধারণ করিয়াছেন যে গাছদ্বর্ক বিধানে বিবাহ করিলেও মন্ত্রপাঠ হোমাদি আবশ্যিক ; কেবল কন্যাদানের মন্ত্র আবশ্যিক হয় না। ( 1 W. R. 194 )

বাগ্দানের পরে অপর পাত্রে কন্যা দান করা হইতে পারে কি না তৎসম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রে বিবর্তিত মত আছে। নিম্নোদ্ধৃত মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য বচনের দ্বারা প্রতীতমান হয় যে কেবল বাগ্দানের দ্বারা বিবাহ সিদ্ধ হয় না ; এবং বাগ্দানের পরে অন্য পাত্রে কন্যা দেওয়া হইতে পারে।

“পাণিগ্রহনিকামন্ত্রানিরতংদারলক্ষণং।

‘তেবাংমির্ভাতু বিজ্ঞেরা বিবর্তিঃ সপ্তমে পদে।’ মনু  
‘দতামপি হরেৎ পূর্ব্বাচ্ছেদ্রাংশ্চেষর আত্রজেৎ’।

The effect of  
betrothal.

দিতাক্রমভে যে ব্যক্তি বাগ্দান করিয়া, বিবাহ কারণ না থাকা সত্ত্বে, কন্যাদান না করে সেইব্যক্তি রাজার নিকট দণ্ডীয়। মনুসম্বন্ধের মতে বাগ্দানের দ্বারা বিবাহ সম্পাদিত হয় না। কলতঃ এক ব্যক্তিকে বাগ্দান করিয়া অপরকে কন্যাদান করা দেশের রীতি আছে। বাগ্দানরূপ চুক্তির মূলে বিবাহ দ্বিবার আদেশ হইতে পারে না ( মণপতি দ্বারা 1 I. L. R. Cal. 74 ; ১৮৭৭ সালের ১ আইনের ২১ ধারা, ) বাগ্দানের পরে বিবাহ না দিলে সন্ধিৎসাক্রম নিবন্ধন অতিপূরণের আইন চলিবে। বাগ্দান কন্যা বিবাহ প্রাপ্ত না হইলেও অশাস্ত্র নহে ( লক্ষীপ্রিয়া বঃ তৈরবচন, চৌধুরী 5 Sel. Rep. 374 )°

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

## বিবাহাধিকারী বিচার ।

Marriage of  
a male prohi-  
bited before  
the age of  
24 by Me-  
nu.

আমাদিগের শাস্ত্রানুসারে বর স্বয়ং বিবাহ কর্তা ; সুতরাং অপ্রাপ্ত ব্যবহারাবস্থায় বিবাহ হইতে পারে কি না সন্দেহ স্থল । আমাদিগের শাস্ত্রানুসারে চতুর্বিংশ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্বে বিবাহ অপ্রশস্ত ।

“ত্রিংশম্বর্ষোবহেৎকন্যাং হুত্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং ।

ত্ৰ্য্যম্বর্ষোহম্বর্ষাং বা ধর্ম্মেসীদতি সত্বরঃ ॥” মনু

বস্তুতঃ অপ্রাপ্ত ব্যবহারাবস্থায় পুরুষের সচরাচর বিবাহ হইয়া থাকে; এবং পাত্র প্রাপ্তব্যবহার হইলে ও বিবাহ সম্বন্ধে পিতা পিতামহ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যিনি কর্তা থাকেন, তিনি কর্তৃত্ব করেন; পরন্তু অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধে কে কর্তৃত্ব করিতে অধিকারি শাস্ত্রে তাহার কোন বিধান নাই । এখন অপ্রাপ্ত বয়স্ক পাত্রের বিবাহ প্রকারান্তরে নিষিদ্ধ, তখন তাদৃশ পাত্রের বিবাহ সম্বন্ধে কে কর্তৃত্ব করণে অধিকারী তাহার বিধান থাকা সম্ভব নহে । তবে বিবাহের পূর্বে যে বন্ধিপ্রাদ করিতে হয় তাহা পিতার কর্তব্য । ১৮৭৫ সালের ৯ আইন অনুসারে অষ্টাদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইলে প্রাপ্তব্যবহার হওয়া যায় ; কিন্তু উক্ত আইনের প্রয়োগ বিবাহ সম্বন্ধে বর্জিত আছে । সুতরাং বিবাহ করণ সম্বন্ধে পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ হইলে প্রাপ্ত ব্যবহার হইয় । বস্তুতঃ পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের পূর্বে হিন্দুগণের বিবাহ হইয়া থাকে ; এবং তাদৃশ বিবাহ রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মৃতিকারকগণ শাস্ত্রসিদ্ধ গণ্য করিয়াছেন (শুদ্ধিতত্ত্ব)

জড় উদ্বৃত্ত প্রভৃতির বিবাহ শাস্ত্রানুসারে হইতে পারে কি না নিশ্চিত বলা যায় না । গ্রহণ এবং স্বীকার ব্যতীত শাস্ত্রানুসারে বিবাহ হয়না ; কিন্তু পিতা কর্তৃক বালকের বিবাহ

Raghu Na-  
ndan and  
other mode-  
rn text  
writers ad-  
mit the va-  
lidity of a  
marriage  
by a minor

Insane

Idiot

Eunuch

Marriage of  
younger  
brother  
prohibited  
while elder  
unmarrie

Polygam

যদি শাস্ত্র সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে উম্মাদ অথবা জড়ের বিবাহ অশাস্ত্র এমত বল যায় না। কলিকাতার সুপ্রিম কোর্ট এই রূপ নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে হিন্দু শাস্ত্রানুসারে উম্মাদের বিবাহ হইতে পারে। (দেবী চরণ মিত্র বঃ রাধাচরণ মিত্র 2 Morley's digest 99.) কিন্তু বাগদানের পরেও উম্মাদ পাত্রকে কন্যা না দিলে দোষ হয় না।

„কুলশীলবিহীনস্ত পণ্ডাদি পতিতস্তচ ।

অপস্মারীবিধর্ম্মস্ত রোগীণাংবেশধারিণাং ॥

দত্তমপি হরেৎ কন্যাং সগোত্রোচ্চাং তথৈবচ ।” ইতি বশিষ্ঠ

পূর্বকালে ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদন শাস্ত্র সম্মত ছিল ; সুতরাং ক্রীবের বিবাহ তখন নিষিদ্ধ ছিলনা ; কিন্তু ইদানীন্তন ক্রীবের বিবাহ হইতে পারে এমত বোধ হয়না।

“নম্বে মৃত্তত প্রব্রজিতে ক্রীবে চ পতিতে পতৌ ।”

এই বচন অনুসারে বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সিদ্ধ হইলে, ক্রীবের পত্নী অথ পতি গ্রহণ করিতে পারেন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অবিবাহিত থাকিলে কনিষ্ঠের বিবাহ হইতে পারে না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেশান্তর বাসী, উম্মত, জড়, ক্রীব অথবা পতিত হইলে জ্যেষ্ঠের পূর্বে কনিষ্ঠের বিবাহ হইতে পারে।

আর্য্যগণ এক স্ত্রী বর্তমানে অথ স্ত্রী বিবাহ করিয়া থাকেন।

”সুরাপী ব্যাধিতা ধূর্তা বহ্ম্যর্থম্ম্যপ্রিয়দা ।

স্ত্রীপ্রম্ভচাধিবেতব্য পুরুষে দ্বেষিনী তথা ।

এই বচনোক্ত কারণ থাকিলে অধিবেদন শাস্ত্র সিদ্ধ। কিন্তু শাস্ত্রোক্ত কোন কারণ না থাকিলে অধিবেদন করা যাইতে পারে কি না তৎসম্বন্ধে মত ভেদ আছে। পূজ্যপাদ পণ্ডিত জীহুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন যে বিবাহ দ্ব্যর্থ এবং রাগ ঐশু ; সুতরাং অধিবেদন সম্বন্ধে

যে সকল বচন শাস্ত্রে, আছে সেই সমস্ত বিধি বা নিয়ম বলা যায় না ; অধিবেদন সম্বন্ধীয় বচন সমূহ পরি সংখ্যা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে । যে রূপ "পঞ্চ পঞ্চমথাঃ ভক্ষণা" এই বিধির দ্বারা বিহিত শশ প্রভৃতি পঞ্চ ব্যতিরিক্ত কুকুরাদি যাবতীয় পঞ্চমথ জন্তুর ভক্ষণ নিবেদ্য হইয়াছে, সেইরূপ বিশেষ কারণ থাকিলে অধিবেদন বিহিত বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হওয়ার বিহিত কারণ না থাকিলে অধিবেদন নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিতে হইবে । বস্তুতঃ অধিবেদন শাস্ত্র সম্মত এমত বোধ হয়না ; তবে দেশাচার অনুসারে বহুবিবাহ অসিদ্ধ বলিতে পারা যায় না ।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

#### কস্তাদানাদিকার ।

নিম্নোক্ত বাজবলকা বচনে কস্তাদানাদিকারি ক্রম লিখিত আছে ।

“পিতা পিতামহো জাতা সকুল্যো জননী তথা” ।

কস্তা প্রদঃ পূৰ্ব্ব নাশে প্রকৃতিহুঃ পরঃ পরঃ ।

নারদ এবং বিষ্ণু স্মৃতি অনুসারে কস্তাদানাদিকারী ক্রম কিঞ্চিৎ ভিন্ন রূপ লিখিত আছে । রঘুনন্দন সমস্ত বচনের এক-বাক্যতা করিয়া, অবধারণ করিয়াছেন যে কস্তাদানে পিতা পিতামহ জাতা সকুল্য মাতামহ মাতুল এবং মাতার বধাক্রমে অধিকার হয় ।

জানকী প্রসাদ আগরওয়ালার মকদ্দমার কলিকাতার সুপ্রিম কোর্ট এইরূপ নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন যে কস্তার মাতা জীবিত থাকিলেও কস্তার জাতা দানাদিকারী । পরন্তু কয়েক

Who can  
give a girl  
in marriage

বৎসর অতীত হইল মাতাজ হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে মাতা যদি উপযুক্ত বর মনোনীত করিয়া কন্যা সম্প্রদান করে, তাহা হইলে কন্যার পিতৃব্য সেই বিবাহ রহিত করিবার জন্ত নালিস করিতে পারে না । মাতা যদি কোন উপযুক্ত বর মনোনীত না করে এবং অসংলক্ষ্য পিতৃব্য যদি উপযুক্ত পাত্র স্থির করিয়া দেয়, তবে সেই পাত্রে কন্যার মৃত পিতার সম্পত্তি হইতে ব্যয় নির্বাহ করতঃ বিবাহ দিবার জন্ত পিতৃব্য নালিস করিতে পারে । পিতৃব্যের মনোনীত পাত্র সর্বাংশে উপযুক্ত হইলে তাহার সহিত বিবাহ দিবার জন্ত মাতার প্রতি আদালত আদেশ করিতে পারেন ; কিন্তু মাতা সঙ্গত আপত্তি দর্শাইতে পারিলে পিতৃব্যের প্রস্তাবিত বরে বিবাহ দিবার আদেশ হইতে পারেনা ( নমঃশিবার পিলে বঃ আত্মামরি উম্মাল 4 Mad 339. )

বিমাতার, সঁপত্নী কন্যাদানে, অধিকার নাই ( মহারাণীরাম বংশি কুণ্ডারি বঃ মহারাণী শুভ কুণ্ডারি 7 W. R. 324. )

যদিও পিতা কন্যাদানের মুখ্য অধিকারী, কিন্তু বিশেষ কারণে পিতার স্বত্ব লোপ হইতে পারে । কলিকাতার হাইকোর্ট অবধারণ করিয়াছেন যে কুলীন দিগের মধ্যে পিতা বর্তমানে মাতা কন্যাদান করিতে পারে । মধুহৃদন যুখোপাধ্যায় বঃ বাদব চন্দ্র যুখোপাধ্যায় 3 W. R. 194. )

“স্বতন্ত্রোপিহি যৎ কার্যং কুর্যাদ প্রকৃতিংগতঃ ।

তদপ্যকৃত মেব স্তাৎ অস্বাতন্ত্র্যস্য হেতুতঃ ॥”

এই বচনের ব্যাখ্যা। স্থলে রঘুনন্দন বলেন যে অপ্রকৃতিস্থ পিতা বাগ্‌দান করিলে অসিদ্ধ হয় ; কিন্তু বিবাহ সম্পন্ন হইলে নিবৃত্ত হয় না ।

কন্যাদানাদিকারি সন্ততি ব্যতিরেকে বল পূর্বক অথবা প্রত্যারণা পূর্বক বিবাহ হইলে আদালত সেই বিবাহ রহিত

করিতে পারেন । অল্পমা দানী বঃ প্রহ্লাদাশ্বষ 14 W. R.  
403

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

#### কন্ডার বিবাহতা ।

Marriage-  
able age of  
a girl.

শাস্ত্রানুসারে অষ্টম বর্ষে কন্ডার বিবাহ দেওয়া উচিত ।  
ঋতু দর্শনের পূর্বে কন্ডাদান না করিলে বহু দোষ কীর্তিত  
আছে ।

“যাবমোদ্ভিদ্যোতে স্তনোতাবদেব দেয়া । অথ ঋতুমতী ভবতি  
দাতাপ্রতি গ্রহীতা চ নরক যাপ্নোতি ; পি তৃপিতামহ  
প্রপিতামহা শচ বিষ্ঠায়াং জায়ন্তে । তন্মাত্রমিকা দাতব্য”  
পৈঠিনসি ।

অতএব দৃষ্ট হইতেছে যে কন্ডার বিবাহ শৈশব কালে হওয়া  
শাস্ত্র সম্মত । ঋতু দর্শনের পূর্বে কেহ দান না করিলে কন্ডা  
শ্মশ্রুং দত্তা হইতে পারে ।

কিরূপ কন্ডা বিবাহ করা যাইতে পারে তাহা নিম্নলিখিত  
কয়েকটি বচনের দ্বারা জানা যায় ।

১ । অসপিণ্ডা চ যা মাতু রসংগোত্রাচ যাপিতুঃ

সা প্রশস্ত, বিজাতীনাং দারকর্ষণি মৈথুনে ॥

মনুসাতীতপো ॥

২ । সগোত্রাং মাতুরপ্যেকে নেচ্ছন্ত্যুদ্বাহ কর্ষণি । ব্যাস

৩ । অপ্ৰজ্ঞানাং তথাক্রীণাং সাপিণ্ডাং সাপ্তপৌত্রবৎ  
প্রজ্ঞানাং ভর্তৃসাপিস্তাং প্রাহ দেব পিতামহঃ ॥

৪ । পঞ্চমাং সপ্তমাদুর্দ্ধাং মাতৃতঃ পিতৃতঃ ক্রমাং ।

সপিণ্ডতা নিবর্ত্তেত সর্ববর্ণেষু স্ত্রীঃ ॥

Degrees of  
relation-  
ship within  
which mar-  
riage is pro-  
hibited.

৫। আসপ্তমাং পঞ্চমাক্ত বন্ধুভ্যাঃ পিতৃমাতৃতঃ ।

অবিবাহ। সগৌত্রাচ সমান প্রবরা তথা ॥

৬। সপ্তমে পঞ্চমেবাপি যেবাং বৈবাহিকী ক্রিয়। ।

তেচ সন্তানিনঃ সর্বে পতিতাঃ শূদ্রতাং গতাঃ ॥

৭। সগৌত্রাঞ্চোদমত্যা উপযজ্ঞেং মাতৃবদেনাং বিভ্রাং

৮। পিতৃ অশ্বশ্রুতাং মাতৃ অশ্বশ্রুতাং মাতুল শ্রুতাং

মাতৃসগৌত্রাং অসমাধেয়ীং বিবাহ চান্দ্রায়নং চরেং ;

পারিত্যজ্য চৈনাং বিভ্রাং ॥

৯। সন্নিকর্ষেপি কর্তব্যং ত্রিগৌত্রাং পরতোষদি । মৎস্তপুরাণ

১০। পানিগ্রহণ সংস্কারঃসবর্ণাবুপদিশ্রুতে ।

১১। অবিধুত ব্রাহ্মচর্যোলক্ষণাংস্ত্রিয়মুদহেং

অনন্য পূর্বিকাং কাস্তামসপিণ্ডাং যবীয়সীং । যাজ্ঞবল্ক্য

১২। পিতুঃ পিতৃশ্রুতঃ পুত্রাঃ পিতৃশ্রুতঃ শ্রুতঃ শ্রুতাঃ ।

পিতৃ মাতুল পুত্রাশচ বিজ্ঞেয়া পিতৃবান্ধবাঃ ॥

১৩। মাতুঃ পিতুঃ শ্রুতঃ পুত্রাঃ মাতৃশ্রুতঃ শ্রুতঃ শ্রুতাঃ ।

মাতৃ মাতুল পুত্রাশচ বিজ্ঞেয়া মাতৃবান্ধবাঃ ॥

পূর্বকালে আৰ্য্যদিগের মধ্যে উচ্চজাতিগণ অপেক্ষাকৃত

নিম্নজাতীয় কন্যা বিবাহ করিতে পারিতেন ; কিন্তু বর্তমান

যুগে অসবর্ণা বিবাহ নিষিদ্ধ আছে । শূদ্র দিগের যে সকল

ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছে তাহাদিগের পরস্পর বিবাহ সম্বন্ধে

শাস্ত্রে নিষেধ নাই ; কিন্তু দেশাচার বিরুদ্ধ হইলে অসিদ্ধ

হয় । ( নারায়ণ ধাত্তা বঃ রাখাল গায়ের 1 I. L. R. P. 1 ;

মেলারাম নদিয়াল বঃ তানুরাম বামুন 9 W. R. 552 )

যে সকল বচন উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে তদ্বাধ্যে প্রথম

বচনের দ্বারা দ্বিজাতির পক্ষে পিতৃসগৌত্র পিতৃসপিণ্ড

মাতামহ সমানোদক মাতামহ সপিণ্ডের কন্যা বিবাহ নিষিদ্ধ ।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এইভিন্ন জাতি অগৌত্রজ্ঞা এবং মাতা-



মহ সমানোদক কন্যা বিবাহ করিতে পারে না । ক্ষত্রিয় বৈশ্যের যদিও প্রাতিম্বিক গোত্রনাই, "কিন্তু পুরোহিত গোত্রানুসারে তাহাদের গোত্র আছে । শূদ্রগণের কোন গোত্র নাই ; যদিও পুরোহিত গোত্রানুসারে তাহাদের কোন গোত্র থাকে, তাহা হইলেও, তাহারা সগোত্রে অথবা মাতামহ গোত্রে বিবাহ করিতে পারে । মনুবচন শূদ্র দিগের সম্বন্ধে নহে ; উক্ত বচন কেবল দ্বিজাতি সম্বন্ধীয় । দ্বিজাতি গণ অমক্রেমে সগোত্রকন্যা বিবাহ করিলে (৭) চিহ্নিত বোধায়ণ স্মৃতি অনুসারে পরিত্যাগ করিয়া মাতৃবৎ ভরণ করিতে হয় ।

সকল জাতির পক্ষে পিতৃসপিওকন্যা এবং মাতামহ সপিওকন্যা বিবাহ নির্বিঘ্ন । অতএব বিবাহা অবিবাহা নির্ণয় করিতে হইলে, সপিও কাহাকে বলা যায় তাহা জানা আবশ্যক । (৪) চিহ্নিত নারদ বচন অনুসারে পিতৃপক্ষে সপ্তম পুরুষ এবং মাতামহ পক্ষে পঞ্চম পুরুষ পর্য্যন্ত সপিও । মিতাক্ষরা মতে শরীরগত সম্বন্ধ নিবন্ধন সপিওতা হয় ; রঘুনন্দন, উষাহ, তদ্বৈ, মিতাক্ষরারমত অবলম্বন করেন নাই । বাহাদিগের শরীরগত সম্বন্ধ আছে তাহারা মিতাক্ষরার মতে সপিও ; মাতা পিতা মাতামহ মাতামহসন্তান পিতৃসন্তান পিতামহ সন্তান সকলের সহিত শরীরগত সম্বন্ধ থাকায় সকলে সপিও । এইরূপে শরীরগত সম্বন্ধ নিবন্ধন সপিওতা হইলে সংসারে সকল লোক সপিও হয় ; এই নিমিত্ত মিতাক্ষরামতে নারদ বচনের দ্বারা সপিও শব্দের সন্কেচ হইরাছে । নারদ বচনানুসারে পিতৃপক্ষে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত এবং মাতৃপক্ষে পঞ্চম পুরুষ পর্য্যন্ত সপিও । অতএব প্রতীয়মান হইতেছে যে ।

১। আত্মসন্তান সপ্তম পর্য্যন্ত ।

২। পিতা পিতামহ প্রভৃতি উর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষ এবং তাহাদের প্রত্যেকের সন্তান সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত ॥

৩। মাতামহ প্রমাতামহ প্রভৃতি উর্দ্ধতন ৫ পুরুষ এবং তাঁহাদের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ পর্য্যন্ত।

ইহারা সকলে সপিও। পিতৃ সপিও কত। এবং মাতামহ পক্ষীয় সপিও কন্যা বিবাহ নিষিদ্ধ হইলে ও “সন্নিকর্ষেপি কৰ্ম্মনাং ত্রিগোত্রানাং পরতো যদি” এই মন্ত্র পুরানোক্ত বচনানুসারে ত্রিগোত্রান্তরিতা কন্যা বিবাহ করা বাইতে পারে; পিতা জাতা অথবা পিতৃব্যের দৌহিত্রীর দৌহিত্রী পিতৃ পক্ষে সপ্তম পুরুষের অধগত হইলেও বিবাহ করা বাইতে পারে। পিতামহের দৌহিত্র মাতামহের দৌহিত্র প্রভৃতি বান্ধব; বান্ধব গোত্র হইতে ত্রিগোত্রান্তরিতা না হইলে পিতামহ মাতামহ প্রভৃতি হইতার বংশজাত কন্যা ত্রিগোত্রান্তরিতা হয় না। রঘুনন্দনের মতে পিতৃপক্ষে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত এবং মাতৃপক্ষে পঞ্চম পুরুষ পর্য্যন্ত (৪) নারদ বচনানুসারে সপিও। কিন্তু শরীরগত সম্বন্ধ থাকিলে সপিওতা হয় ইহা রঘুনন্দন স্বীকার করেন না। সুতরাং রঘুনন্দনের মতে পিতার মাতামহ, পিতামহের মাতামহ মাতার মাতামহ প্রভৃতিকে সপিও করা যায় না। বন্ধুগণের সপ্তমী পঞ্চমী কন্যা বিবাহ নিষেধ থাকার, পিতার মাতুল, পুত্র এবং মাতার মাতুল পুত্রকে গণনার প্রতিবেগী করিয়া তাহাদের সপ্তমী পঞ্চমী কন্যা বিবাহ রঘুনন্দন নিষেধ করিয়াছেন; কিন্তু পিতামহের মাতামহ অথবা প্রপিতামহের মাতামহ বংশজাত কন্যা বিবাহ রঘুনন্দনের মতে নিষিদ্ধ নহে। (১২) ও (১৩) চিহ্নিত বৃদ্ধ শাতাতপ বচনের আপাততঃ যেসকল অর্থ প্রতীতি হয় তাহাতে পিতার পিতৃস্বাজের, পিতার মাতৃস্বাজের এবং পিতার মাতুলপুত্র ইহারা সকলে পিতৃবন্ধু

এবং মাতার পিতৃস্বাস্ত্রের মাতার মাতৃস্বাস্ত্রের এবং মাতার মাতুল পুত্র ইহার। সকলে মাতৃবন্ধু । (৫) চিহ্নিত বচনানুসারে পিতৃবন্ধু হইতে সপ্তমীকন্যা এবং মাতৃবন্ধু হইতে পঞ্চমী কন্যা বিবাহ নিষিদ্ধ । পর, পৃষ্ঠার সাক্ষেতিক চিহ্ন দ্বারা কে কাহার পিতৃবন্ধু বা মাতৃবন্ধু এবং পিতৃ বন্ধু মাতৃবন্ধুর উর্দ্ধতন কোন পক্ষের সপ্তমী পঞ্চমী কন্যা বিবাহ নিষিদ্ধ তাহা লিখিত হইল ।

(১) এবং (২) চিহ্নিত বন্ধুর পিতৃপক্ষের সহিত বরের কোন সম্বন্ধ না থাকায় সেই পক্ষের সপ্তমী কন্যা বিবাহ নিষিদ্ধ নহে । বিজ্ঞানেশ্বর সপিণ্ডতার যেরূপ, লক্ষণ করিয়াছেন তাহাতে উল্লিখিত পিতৃবন্ধু এবং মাতৃবন্ধু দিগকে প্রতিযোগী করিয়া সপ্তমী পঞ্চমী গণ্য করিতে হয় না । যে আদি পুরুষ হইতে সম্বন্ধের ভেদ হয় সেই আদি পুরুষ মিতাক্ষরায় গণনার প্রতিযোগী গণ্য হয় ।

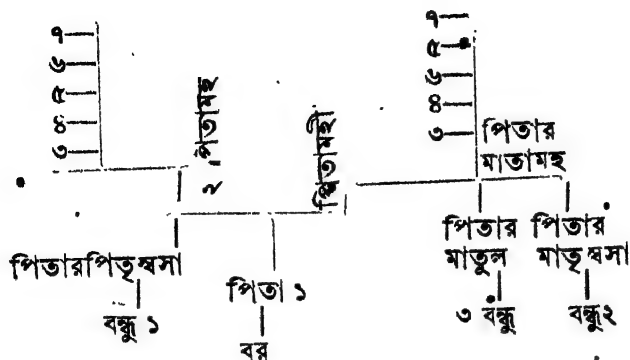
Adopted  
son cannot  
marry in  
the family  
of his natu-  
ral father  
Shulpani .  
Dattaka  
Chandrika

দত্তকাদি দ্বিপিতৃকের উভয় পিতৃনপিও সগৌত্র কন্যা বিবাহ নিষিদ্ধ । জনক গোত্রে দত্তক পুত্র বিবাহ করিতে পারে না শূলপাণি বলিয়াছেন, রঘুনন্দন উক্তমত উদ্ধৃত করিয়া স্পষ্ট কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করেন নাই । (১) চিহ্নিত বচনে পিতৃসগৌত্রা বিবাহ নিষিদ্ধ থাকায় পিতৃ পদের সার্থকতা প্রতিপাদনজন্ত শূলপাণি বলেন যে ক্ষেত্রজাদি পুত্রের জনক গোত্রে বিবাহ নিষেধ জন্ত পিতৃ সগৌত্র বিবাহ নিষিদ্ধ আছে ; নতুবা কেবল সগৌত্র নিষেধ করিলেই হইত । রঘুনন্দন বলেন যে, বচনে পিতৃশব্দ থাকায় সপিণ্ড শব্দের সম্বন্ধে সার্থকতা আছে । দত্তক চন্দ্রিকার মতে দত্তক পুত্র জনক গোত্রে বিবাহ করিতে পারে না । দং চং (৪) অ (৪)

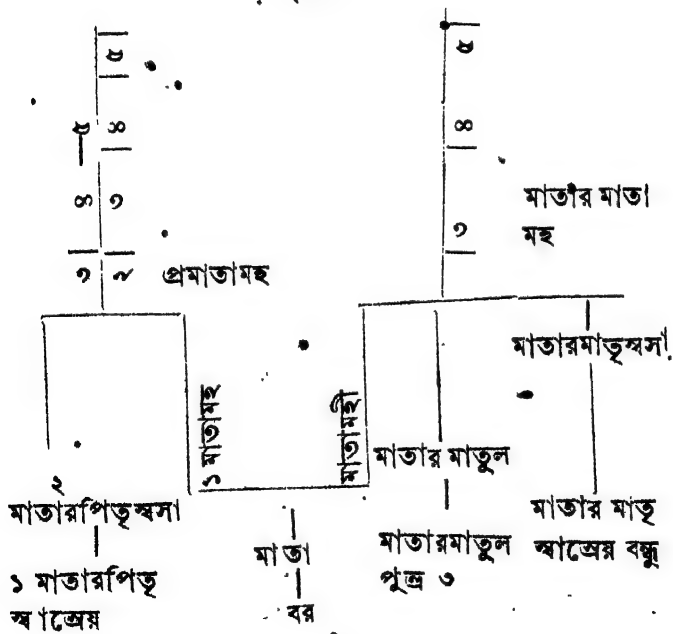
Widow  
marriage

বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত হইলেও অতীতকালাবধি এতদ্দেশে প্রচলিত নাই । প্রাচীন সংহিতা সমুদয় রচিত হইবার পূর্বে

১ নং



২ নং



বিধবা বিবাহ অপ্রাপ্ত গণ্য হইতে আরম্ভ হইয়া ছিল। সে  
 বাহা হউক এক্ষণে ১৮৫৬ সালের ১৫ আইন অনুসারে  
 বিধবা বিবাহ আইনসিদ্ধ হইয়াছে ; এবং পৌনর্ভব সন্তান  
 ওরস পুত্রের ন্যায় অধিকারী হয়। ১৮৫৬ সালের ১৫ আইন  
 মতে বিধবা বিবাহ করিতে হইলে, হিন্দুশাস্ত্রের বিধান মতে  
 সমস্ত অনুষ্ঠান করিতে হয়। বিধবা স্বয়ং অপ্রাপ্ত ব্যবহার  
 হইলে তাহার পিতা, পিতামহ, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, মাতা অথবা অন্য  
 আত্মীয় পুরুষ তাহাকে দান করিতে পারে। বিধবা পূর্ণ-  
 বয়স্ক হইলে, স্বয়ং দত্তা হইতে পারে। বালিকা বিধবাকে  
 আইন অনুসারে তাহার দান করিবার ক্ষমতা থাকে সে, দান  
 না করা সত্ত্বে, যদি কেহ বিবাহ দেয় তাহা হইলে সেই বিবাহ  
 রহিত জন্ত নালিস চলিতে পারে ; কিন্তু সহবাসের পরে  
 আর বিবাহ রহিতের নালিস চলেনা।

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

#### দাম্পত্য সম্বন্ধ ।

বিবাহের দ্বারা স্ত্রীপুরুষের, পরস্পর সম্বন্ধে, যেরূপ স্বয়ং  
 হয় তাহা আইন মূলক ; অতরাং চুক্তির দ্বারা সেই স্বত্বের  
 অন্যথা হইতে পারে না। সিতারাম বঃ আহিরি হারিণির  
 মকদ্দমার হাইকোর্ট

Legal conse-  
 quence of  
 marriage

“ননিকু রবিসর্গাভ্যাং ভর্তু ভার্ঘ্যা বিমুচ্যতে।”

এই মনুবচনের অভিপ্রায় অনুসারে অবধারণ করিয়াছেন  
 যে বিবাহের পূর্বে কোন চুক্তি থাকিলে সেই চুক্তির মূলে  
 বিবাহ রহিত হইতে পারে না। উক্ত মকদ্দমার পক্ষগণের  
 মধ্যে এইরূপ চুক্তি ছিল যে স্বামী, পত্নীর পিতার বাসগ্রাম

পরিভ্রাণ করিয়া অত্রস্থানে গমন করিলে, বিবাহ রহিত হইবে। কিন্তু হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে তাদৃশ চুক্তি আইন বিরুদ্ধ। সিতারাম বঃ আহিরি হারিণী ( 20 W. R. 49 )

পত্নী অপ্রাপ্তবয়স্কা হইলেও স্বামীর অধীনে বাস করিতে বাধ্য (কার্টিরাম দুখিনি বঃ গৌদিনি 23. W.R. 178 ) শৈশবাবস্থায় বিবাহ হইলে পরে, কোন নির্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত পিত্রালয়ে বাস দশাচার প্রমান হইলে, সেই নির্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত স্বামী আপন শিশু পত্নীকে স্বীয় অধীনে রাখিবার কারণ নালিস করিতে পারে না। সন্তোষরাম দাস বঃ গেড়া পাঠক ( 23 W. R. 22 )

স্বামীস্বয়ং অপ্রাপ্ত ব্যবহার হইলে, স্বামীর কর্তৃপক্ষগণের অধীনে তাহার স্ত্রী থাকিতে বাধ্য। কিন্তু কোন বিশেষ কারণ থাকিলে অপ্রাপ্ত ব্যবহার স্বামীর শিশু পত্নীকে আদালত পিত্রালয়ে থাকিবার অনুমতি দিতে পারেন।

শিশু পত্নীকে নিজ আরতাহীনে আনিবার কারণ স্বামী ১৮৬১ সালের ৯ আইন অনুসারে নালিস করিতে পারে। যদি কেহ অত্রায়মতে স্বামীকে প্রতিবন্ধক দেয় তাহার নামে স্বামী নিষেধ আজ্ঞার নালিস করিতে পারে ; শিশুপত্নীকে স্বামীর নিকট পাঠাইয়া দিবার আদেশ হইতে পারে না ; কেবল এইমাত্র আদেশ হইতে পারে যে স্বামী শিশু পত্নীকে আপন আরতাহীনে লইয়া যাইতে উত্তত হইলে কেহ প্রতিবন্ধক না দেয়। লালনাথ মিত্র বঃ সিউবরণ পাণ্ডে ( 20 W. R. 92 )

চতুর্দশ বর্ষের হীন বয়স্কা স্ত্রীকে কেহ হরভিসন্ধিতে বল পূর্বক অথবা প্রতারণার দ্বারা লইয়া গেলে অথবা আশ-

ভাষীনে রাখিলে সেই স্ত্রী, স্বামী পিতা অথবা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের ৫৫১ ধারা অনুসারে জেলার মাজিস্ট্রেটের নিকট নালিস করিতে পারে ; এবং যাহাতে স্বামী পিতা অথবা অন্য কর্তৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ দখল পায় জেলার মাজিস্ট্রেট এরূপ আদেশ দিতে পারেন ।

• আপন স্ত্রীকে আর্তে রাখিতে স্বামীর সম্পূর্ণ অধিকার আছে । স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রী অন্যায় অবরোধের নালিস করিতে পারেন ।

Suit for re-  
stitution  
of conjugal  
rights

পূর্ণ বয়স্কা স্ত্রী স্বামীসহবাস করিতে অসম্মত হইলে তাহার নামে দাম্পত্যস্বত্ব সংস্থাপনের নালিস চলিতে পারে । মুন্সি বজলুর রহিম বঃ সমসুন্নিসা বেগম ( 8 W. R. P. C. 3 ) যদিও উক্ত মকদ্দমায় পক্ষগণ মুসলমান ছিল কিন্তু যে হেতুবাদে উক্ত মকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়াছিল, তাহা হিন্দুদিগের সম্বন্ধে প্রয়োগ হয় । দাম্পত্য স্বত্ব সংস্থাপনের নালিস করিয়া বাদি কৃতকার্য হইলে, পত্নী দখল পাইবার আদেশ হইতে পারে না ; পত্নী আদালতের আদেশ অনুসারে স্বামী সহবাস না করিলে দেওয়ানি কার্যবিধি আইনের ২৬০ ধারা অনুসারে পত্নীর সম্পত্তি বিক্রয় অথবা কারাদণ্ডের আদেশ হইতে পারে । স্বামী যদি কুষ্ঠ রোগগ্রস্থ হয় অথবা যবনাভিগমন করে অথবা অন্য কোন বিশেষ কারণ থাকে তাহা হইলে সেই স্বামীর সহিত সহবাস করিতে পত্নী বাধ্য হয় না ।

Form of  
decree

Wife not  
bound to  
live with  
a husband  
who has  
become out  
caste

বাই প্রেমভুকার বঃ ভিকা কলিয়ানজি ( 5 Bom. 209 )  
লাল। গোবিন্দপ্রসাদ বঃ দৌলতবতি ( 14 W. R. 451 )  
পতি অন্য পত্নী বিবাহ করিলেও পূর্বপত্নী স্বামীসহবাস  
করিতে বাধ্য ( জীবধন বেনিয়া বঃ সন্ধু ( 17 W. R. 422 )  
সীতানাথ মুখোপাধ্যায় বঃ হৈমবতী ( 24 W. R. 377 )  
স্বামী পত্নীর প্রতিশ্রুতকর্ত্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলে, পত্নীর প্রতি

স্বামীসহবাসের আদেশ হইতে পারে না । ( ৪ W. R. ৪ ; 11 L. R. Bomb. 164 ) স্বামী হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করিয়া যখন ধর্ম অবলম্বন করিলে পত্নীর প্রতি স্বামীসহবাসের আদেশ হইতে পারে কি না তৎ সম্বন্ধে বিবর্তন নিম্পত্তি আছে । কলিকাতা হাইকোর্ট এইরূপ নিম্পত্তি করিয়াছেন যে ১৮৫০ সালের ২১ আইন অনুসারে হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করিয়া কোন স্বত্ব নষ্ট না হইলেও, তাহার পত্নীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বামী সহবাসের আদেশ হইতে পারে না । মুচু বঃ অর্জুন সাহ ( 5 W. R. 235 ) কিন্তু এই সম্বন্ধে অন্যান্য হাইকোর্টের কতকগুলি বিবর্তন নিম্পত্তি আছে ।

কোন ব্যক্তি হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করিলে তাহার পতি বা পত্নী যদি তাহার সহবাস করিতে অসম্মত হয় তাহা হইলে ১৮৬৬ সালের ২১ আইন অনুসারে সেই ব্যক্তি আপন পতি বা পত্নীর বিরুদ্ধে দাম্পত্য স্বত্ব সংস্থাপনের নালিস করিতে পারে ; তাহাতে বিবাদী বাদির সহিত সহবাস করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাহাদের বিবাহ জনিত সম্বন্ধ বিলোম্বের আদেশ হয় । হিন্দুশাস্ত্রানুসারে পতিত ব্যক্তি মৃত বলিয়া গণ্য হয় ; এবং তাহার সম্পত্তিতে যাহারা অধিকারী হয় তাহারা পতিতের পত্নীকে ভরণ পোষণ করিতে বাধ্য । এক্ষণে ১৮৫০ সালের ২১ আইন অনুসারে পতিত্যাহেতু কোন স্বত্ব লোপ হয় না ; সুতরাং পতি সহবাস না করিলেও, পতিতের পত্নী আপন পতির নিকট বর্তন পাইতে পারে । যে রূপ জীর বিরুদ্ধে স্বামীদাম্পত্য স্বত্ব সংস্থাপনের নালিস করিতে পারে, সেইরূপ স্বামীর বিরুদ্ধে পত্নী নালিস করিতে পারে ; জী হুশ্চরিত্রা হইলে স্বামীর প্রতি, সেই জীর সহিত সহবাসের আদেশ হয় ন ।

হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে স্বামী জীবিত থাকিতে জী অন্য



বিবাহ করিতে পারে না। কিন্তু পত্নী এমনধর্ম অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিলে তাহার সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্র প্রয়োগ হয় না। রহমেদ বিবি বঃ কবির বিবি (Norton L. C.)

Hindu married woman cannot re-marry even if deserted by her husband

বোম্বাই প্রদেশে কোন কোন জাতির মধ্যে স্বামীর অগণের নিকট ছাড়চিঠি লইয়া, স্বামীর জীবন কালে, স্ত্রী অন্য স্বামী গ্রহণ করা প্রথা আছে ; কিন্তু এইরূপ প্রথা আইন দ্বারা বলিয়া অবধারিত হইয়াছে ( I. L. R. 1 Bombay 347 )

স্বামীর জীবন কালে হিন্দুস্ত্রী অন্য বিবাহ করিলে দণ্ড-বিধি আইনের ৪৯৪ ধারামতে তাহার দণ্ড হইতে পারে।

হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে দাম্পত্য সম্বন্ধের বিচ্ছেদ করিবার জন্য নালিস হইতে পারে না ; পতি ইচ্ছা করিলে অধিবেদন করিতে পারে ; কিন্তু পতির জীবনকালে পত্নী পারিত্যক্ত হইলেও বিবাহ করিতে পারে না।

Married woman can have separate property under Hindu law

ইংলণ্ডের আইন অনুসারে পতি পত্নীর এক দেহ হেতু পত্নীর সমস্ত সম্পত্তিতে পতির অধিকার হয়। কেবল স্ত্রীর শিল্পলব্ধ এবং পরিশ্রমলব্ধ সম্পত্তিতে অধুনা কোন স্বত্ব হয় না। আমাদিগের শাস্ত্র অনুসারে পতি পত্নীর একদেহ হইলেও, পত্নী স্বতন্ত্র ভাবে সম্পত্তির অধিকারিনী হইতে পারে ; এবং পত্নীর জীধন পতি শাস্ত্রোক্ত কারণ ব্যতিরেকে লইলে তাহার চৌরসংদণ্ড হইবার বিধান আছে।

মতর্তা নৈবচ স্মৃতো ন পিতা ভ্রাতরন্তথা।

আদানে বা বিসর্গে বা স্ত্রীধনে প্রভবিকবঃ ॥

যদিহে কতরো মীবাং স্ত্রীধনং তদ্বরেহলাৎ ।

সহস্রিং প্রতিদাপ্যঃ স্যাৎ দণ্ডকৈব সমাপ্তুরাৎ ॥ কাত্যায়ন  
ছুর্ভিক্ষের সময় বর্তমানের নিমিত্ত অথবা সম্পত্তিরোধ রূপ  
আপত্ত্ব্যের নিমিত্ত স্বামী পত্নীর জীধন লইতে পারে।

হুজিরে ধর্মকার্যেচ কার্যে সম্মতিরোধকে ।  
 গৃহীতংক্রোধমতর্জ। নাকারোদাতুমর্হতি ॥ বাজবন্দ্য  
 পত্নী ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বামীকে ক্রীধন দিলে, স্বামী তাহা  
 প্রত্যর্পন করিতে বাধ্য হয় ।

তদেব বদনুজাপ্য ভক্রেৎ ক্রীতিপূর্ব্বকং ।  
 মূলমেবভূদাপ্যঃস্যাৎ সযদা ধনবান ভবেৎ ॥  
 অথচেৎ স বিভার্যঃস্তাৎ নচতাৎ ভজতে পুনঃ ।  
 ক্রীত্যা বিনষ্টমপি চেৎপ্রতিদাপ্যঃ সতদলাৎ ॥

কাত্যারন ।

চুক্তিবিষয়ক আইনের ১১ ধারা অনুসারে হিন্দুদিগের  
 মধ্যে বিবাহিতা স্ত্রী, স্বামী বর্তমানে, স্বতন্ত্র ভাবে চুক্তি  
 করিতে পারে । ইংলণ্ডের আইন অনুসারে বিবাহিতা স্ত্রীর  
 নামে নালিস করিতে হইলে স্বামীর নাম যোগ ব্যতিরেকে  
 নালিস হয় না । কিন্তু আমাদিগের দেশে বিবাহিতা স্ত্রীর  
 নামে নালিস করিতে হইলে স্বামীকে পক্ষ করিতে হয় না ।

ইংলণ্ডের আইন অনুসারে পতি অথবা পত্নী, পরস্পরের  
 বিক্কে বা অনুকূলে সাক্ষী হইতে পারে না ; কিন্তু আমা-  
 দিগের দেশে, প্রমান বিবয়ক আইনের ১২০ ধারা অনুসারে,  
 পক্ষগণের পতি বা পত্নী অনুকূলে বা বিক্কে সাক্ষী দিতে  
 পারে ; কিন্তু পতি পত্নীর মধ্যে যে কথাবার্তা হয় তাহা  
 আদালতে প্রকাশ করিতে পতি বা পত্নী বাধ্য নহে । পতি  
 বা পত্নীর সম্মতি ব্যতিরেকে পত্নী বা পতি পরস্পরের কথা  
 প্রকাশ করিতে পারে না । ১৮৭২ সালের ১ আইনের ১২২  
 ধারা ।

## চতুর্থ অধ্যায়

## দত্তক প্রকরণ ।

সমাজের আদিম অবস্থায় দুর্বল এবং সহায় ছীন লোক গণ অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাশালী লোকদিগের সহিত নানা প্রকারে কাপ্পনিক সম্বন্ধ সংঘটন করে। এইরূপ সম্বন্ধ সংঘটিত হওয়ার দুর্বল ব্যক্তি সহায় প্রাপ্ত হয় ; এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তির অমুগত লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার তাহার ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি হয়। আমাদিগের দেশে বৈরূপ দত্তক গ্রহণ প্রথা অদ্যাপি আছে, প্রাচীন কালে গ্রিক ও রোমানদিগের মধ্যে সেইরূপ ছিল। গ্রিক দিগের বিশেষ এই ছিল যে তাহাদিগের দত্তক পুত্র ইচ্ছা করিলে, গৃহীতার কুল পরিত্যাগ করিতে পারিত। রোমান দিগের মধ্যে পুত্রের উপর পিতার সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকিত; দত্তক দান করিলে জনকের স্বত্ব লোপ হইয়া গৃহীতার স্বত্ব হইত। ফলতঃ গ্রিক রোমান হিন্দু প্রভৃতি তাবৎ আৰ্য্য জাতি গণের যৌগ পুত্র করা প্রথা ছিল। আমাদিগের শাস্ত্রকারগণ একাদশ বিধ যৌগপুত্রের পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

১ ঔরসো ২ ধর্মপত্নীজ স্তব্ধসমঃ পুত্রিক স্মৃতঃ ।

৩ ক্ষেত্রজঃ ক্ষেত্রজাতস্ত সগৌত্রেণৈতরেন বা ॥

৪ গৃহে প্রস্বর্ণ উপর গৃহজন্ত স্মৃতঃ স্মৃতঃ ।

৫ কানীনঃ কন্যকাজাতো মাতামহ স্মৃতোমতঃ ॥

৬ অকতার্নাং কতার্নাং বা জাতঃ পৌনর্ভবঃ স্মৃতঃ ।

৭ দদ্যাদ্বাতা পিতা বায়ং সপুত্রো দত্তকো ভবেৎ ॥

৮ ক্রীতশ্চ তাভ্যাং বিক্রীতঃ ক্রত্বিযঃ স্যাৎ অয়ং কৃতঃ ।

Eleven kinds of subsidiary sons recognized by Hindu Shasters in the early ages

১০

১১

দত্তাত্মা তু স্বয়ং দত্তোগভ বিয়ঃ সহোদ্রজঃ ॥

১২

উৎসৃষ্টো গৃহ্যতেষস্তু সোপবিদ্ধো ভবেৎ সূতঃ ।

পিণ্ডদোহঃ শহরশ্চৈবাং পূর্বাভাবে পরঃ পরঃ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য

উল্লিখিত বচন জাতে যে দ্বাদশ প্রকার পুত্রের উল্লেখ আছে তন্মধ্যে, ঔরস এবং দত্তক এই দুই প্রকার ভিন্ন, অন্য প্রকার পুত্র কলিযুগে হইতে পারে না। তবে মিথিলা প্রদেশে কৃত্রিম পুত্র করণের প্রথা আছে।

ধর্ম্য পত্নীর গর্ভজাত সন্তান ঔরস পুত্র। “সবর্ণায়াং সংস্কৃতার্নাং স্বয়মুৎপাদিত মৌরসং বিজ্ঞাৎ” এই বোধায়ন স্মৃতি আছে। ঔরস পুত্র মুখ্য পুত্র বলিয়া গণ্য। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় বৈরূপ লক্ষণ উক্ত আছে, তাহাতে পিতা বা মাতা দান করিলে দত্তক পুত্র হয়। নিম্নোদ্ধৃত মনু বচনানুসারে পিতা মাতা আপৎ কালে সদৃশ-প্রীতিসংযুক্ত যে বালককে দান করে সেই দত্তক পুত্র।

“মাতা পিতা বা দদাতাং যমন্তিঃ পুত্র মাপদি ॥

সদৃশং প্রীতি সংযুক্তং স জ্ঞেয়ে দত্তিমঃ সূতঃ ।”

“আপৎকাল” “সদৃশ” “প্রীতি সংযুক্ত” ইত্যাদি যেসকল শব্দ এই বচনে আছে তাহা পরে ব্যাখ্যাত হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

দত্তক গ্রহণাধিকার ।

“অপুত্র্যেণৈব কর্তব্যঃ পুত্র প্রতিনিধিঃ সদা ।

পিণ্ডোদক ক্রিয়াহেতোঃ নাম সন্ধীর্তনায় চ” ।

এই অত্রি বচন অনুসারে কেবল অপুত্রক লোকে দত্তক গ্রহণ করিতে পারে। ঔরস পুত্র, পৌত্র অথবা প্রপৌত্র

In the present age there can be no other subsidiary son except the son given.

A man without a son can adopt a son given.

থাকিলে দত্তক গ্রহণ করা যায় না । এক দত্তকপুত্র জীবিত থাকিতে অন্য দত্তক গ্রহণ করা যায় না । (রজামা বঃ আছামা 4 M. I. A. 1) প্রথম দত্তকের জীবন কালে যদি দ্বিতীয় দত্তক গ্রহীত হয় এবং তৎপরে যদি পূর্বে গ্রহীত দত্তকের মৃত্যু হয়, তাহা হইলেও দ্বিতীয় দত্তক শাস্ত্রানুসারে পুত্র বলিয়া গণ্য হয় না । পণ্ডিত শ্রামাচরণ সরকারের মতে, এক ব্যক্তির বহুপত্নী থাকিলে, সকলের সুগবৎ এক দত্তক গ্রহণ করিতে পারে (ব্য দং পৃ ৮৭৪) পত্নী অন্তঃসত্ত্বা থাকা কালে দত্তক গ্রহণ করিলে সিদ্ধ হয়না (নারায়ণ বঃ বেদাচল Madras. Dec. of. 1860 ) অসুস্থ অথবা মৃতপত্নীক ব্যক্তি দত্তক গ্রহণ করিতে পারে (নাগাপা বঃ সত্যশাস্ত্রী 2 Mad. H. C. 367)

অটিকিৎসরোগাগ্রস্ত প্রভৃতিস্বয়ং অংশভাক না হইলেও, যদি বৈদিক কর্ত্তে অধিকার থাকে, তাহা হইলে দত্তক গ্রহণ করিতে পারে । মিতাক্ষরামতে নিরংশের কেবল ঔরস এবং ক্ষেত্রজপুত্রের অধিকার হয় । দত্তক চন্দ্রিকার মতে নিরংশের দত্তক অধিকারী হয় না । অপ্রাপ্ত ব্যবহার, হিতাহিত জ্ঞান বিশিষ্ট হইলে, দত্তক গ্রহণ করিতে পারে ( রাজেন্দ্র নারায়ণ বঃ শারদা 15 W. R. 548 ; শিরারি বঃ হরবংশি 19 W. R. 127 )

পত্নীর সঙ্গতি না থাকিলেও পতি দত্তক গ্রহণ করিতে পারে ( 4 M. I. A. 2 )

Adoption  
by widow.

Bengal.

Mithila.

“নত্নীপুত্রং দত্তাৎ প্রতিগ্রহীত্বা অমত্র তর্করহুজ্ঞানাত্ ।”

এই বিশিষ্ট বচনানুসারে তর্কর অহুজ্ঞা ব্যতিরেকে পত্নী দত্তক গ্রহণ করিতে পারে না । বঙ্গদেশের মতে তর্ক জীবন কালে অহুমতি দিলে তর্কর মৃত্যুর পরে বিধবা পত্নী সেই অহুমতি অনুসারে দত্তক গ্রহণ করিতে পারে । মিথিলা

প্রদেশের মধ্যে, ভর্তার মৃত্যুর পরে, পত্নী দত্তক গ্রহণ করিতে পারে না । মহারাষ্ট্র দেশের প্রচলিত মনুখ এবং কৌন্তের মধ্যে ভর্তার মৃত্যুর পরে অনুমতি না থাকিলেও, পত্নী দত্তক গ্রহণ করিতে পারে । মাজাজ এবং পাঞ্জাব প্রদেশে সপিণ্ডগণের সম্মতি লইয়া, ভর্তার মৃত্যুর পরে, পত্নী দত্তক গ্রহণ করিতে পারে । বীরমিত্রোদয়ের মধ্যে সপিণ্ডগণের সম্মতি লইয়া বিধবা পত্নী দত্তক গ্রহণ করিতে পারে । কিন্তু বারানসী প্রদেশে, মৃত ভর্তার অনুমতি না থাকিলে, দত্তক গ্রহণ সিদ্ধ হয় না । উল্লিখিত বশিষ্ঠ বচন ভিন্নরূপে ব্যাখ্যাও হওয়ার এইরূপ ভিন্নমত প্রচলিত হইয়াছে । জৈনদিগের মধ্যে ভর্তার অনুমতি না থাকিলে পত্নী দত্তক গ্রহণ করিতে পারে । মৃতভর্তার বাচনিক অনুমতি থাকিলে দত্তক গ্রহণ সিদ্ধ হইতে পারে । ( স্মরণকুমারী বঃ গদাধর তেয়ারি 7 M. I. A. 64 )

Moharashtra.

Madras.  
Panjab.

Benares.

উইল ভিন্ন অন্য প্রকার দলিলের দ্বারা দত্তক গ্রহণের অনুমতি দিলে, দশ টাকার ক্যাপ্পা লিখিত এবং রেজক্ট হওয়া আবশ্যক । অনুমতি পত্র রেজক্ট না হইলে তাহার মূলে দত্তক গ্রহণ হইতে পারে না । ( ১৮৭৭ সালের ৩ আইনের ৪২ ধারা ) ওরস পুত্র, অথবা ভর্তার জীবন কালে গৃহীত দত্তক পুত্র, ভর্তার মৃত্যুর পরে অপুত্রক লোকান্তর হইলে, দত্তক গ্রহণের অনুমতি থাকিলে, পত্নী সেই অনুমতি অনুসারে দত্তক গ্রহণ করিতে পারে ( ভূবন য়ি বঃ রাম-কিশোর 10 M. I. A. 279 ; যমুনা বঃ বামাস্মরী 3 I. A. 72 )

A deed conferring authority to adopt must be register

অনুমতি পত্রে যদি কোন বালকের নাম উল্লিখিত থাকে, তাহা হইলে সেই বালক ভিন্ন অন্য ক্কাহাকে পত্নী দত্তক গ্রহণ করিতে পারে না । কলকাতা অনুমতি পত্রে বেরপ

আদেশ থাকে, তদতিরিক্ত কোন কার্য পত্তী করিতে পারে না। যদি একটি দত্তক গ্রহণের অনুমতি থাকে তাহা হইলে প্রথম গৃহীত দত্তক অপুত্রক লোকান্তর হইলেও পত্তী অন্য দত্তক গ্রহণ করিতে পারে না। (পরমানন্দ বঃ উমাকান্ত 4 S. D. 818 ; গৌরনাথ চৌধুরী বঃ অন্নপূর্ণা S. D. of. 1852) ভর্তার মৃত্যুকালে পত্তী অন্তঃসত্ত্বা থাকায় ভর্তা এইরূপ অনুমতি দিয়াছিলেন যে পত্তীর গর্তজাত পুত্রের মৃত্যু হইলে পত্তী দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবে ; বস্তুতঃ পত্তীর গর্তে পুত্র না জন্মাইয়া কন্যা জন্মিয়াছিল। এই অবস্থার নিষ্পত্তি হইয়াছে যে পত্তী ভর্তার অনুমতি পত্রানুসারে দত্তক গ্রহণ করিতে পারে না। (মহেন্দ্র বঃ কল্পিনীবা দং ৮১৪) কিন্তু উক্ত নিষ্পত্তি সম্বন্ধে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে, যে বংশরক্ষার উপায় বিধান করাই ভর্তার উদ্দেশ্য ছিল। যে সকল নিমিত্ত হেতু বংশলোপের আশঙ্কা ছিল, সেই সকল নিমিত্তের মধ্যে, কেবল একটি মাত্র নিমিত্ত, অনুমতি পত্রে উল্লিখিত থাকায় অপর নিমিত্ত হেতু বংশ লোপের উপক্রম হইলে, অনুমতি দাতার অনুমতি অনুসারে গোণপুত্র করণ নিবিদ্ধ গণ্য করা যাইতে পারে না। আমাদিগের ধর্মশাস্ত্রের আদি মীমাংসক ভট্টপাদ বলেন।

কাকেভ্যো রক্ষতা মন মিত্তি বালোপ দেশতঃ ।

উপযাত্তু প্রধানত্যাং কিংখাদিভ্যো নরক্ষতি ।

অর্থাৎ অন্ন রক্ষার নিমিত্ত কাক তাড়ন অনুমতি মাত্র থাকিলে, যে রূপ কুকুরাদি তাড়না করা উচিত হয় সেই রূপ প্রধান উদ্দেশ্য বিবেচনা করিয়া, সর্বত্র ব্যবস্থা করা উচিত। প্রস্তাবিত স্থলে বংশ লোপের উপক্রম হইলে গোণপুত্র করণের উপায় বিধান করাই অনুমতি দাতার উদ্দেশ্য ছিল। যে কারণেই হউক, যখন বংশ লোপের উপক্রম হইয়াছিল,

তখন অনুমতি পত্রের মৰ্মানুসারে পত্নী দত্তক গ্রহণ করিতে  
অক্ষম এইরূপ অবধারণ করা সম্ভব কি না সন্দেহ নহল ।

পত্নী হুশ্চরিত্রা হইলে দত্তক গ্রহণ করিতে পারে না ।  
শ্রীমলাল বঃ সৌদামিনী ( 5 B. L. R. 362 )

দত্তক গ্রহণের অনুমতি থাকিলেও বিধবা পত্নী দত্তক  
গ্রহণ করিতে বাধ্য নহে । ( বামনদাস বঃ তারিণী 7 M. I. .  
A. 190 ) ভর্তার অনুমতি অনুসারে যাবৎ দত্তক গ্রহণ  
না করে, তাবৎ মৃতস্বামীর সম্পত্তিতে পত্নী অধিকারিণী গণ্য  
হয় । দত্তক গ্রহণের অনুমতি থাকা হেতু, পত্নীর অধিকার  
তাঁহি দত্তকের অভিভাবকত্ব মূলক গণ্য হয় না ।

ভর্তার মৃত্যুর বহুকাল পরে ও পত্নী দত্তক গ্রহণ করিতে  
পারে । (রাম সুনন্দ সিংহ বঃ সর্দারী দাসী 22 W.R. 121)

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

#### দত্তকদানাদিকারী ।

মনু যাজ্ঞবলক্য এবং বশিষ্ঠ বচনানুসারে পিতা এবং মাতা Who can  
দত্তক দিতে পারে ; পিতা আপন ক্ষমতায় দত্তক দান করিতে give in  
পারে; কিন্তু পিতা জীবিত থাকিলে মাতা দত্তক দান করিতে adop tion.  
পারে না । ( দত্তক মীমাংসা ৪ অ ; দত্তক চন্দ্রিকা ১ অ  
হর সুনন্দরী বঃ চন্দ্রমণী Serest 738 )

ভ্রাতা পিতামহ অথবা অন্ত কেহ দত্তক দান করিতে  
পারে না । ( তারামণী বঃ দেবনারায়ণ রায় ৩ S. D. 387 )  
এতদ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে পিতৃ মাতৃ হীন বালক  
দত্তক হইতে পারে না ।



## চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

কিরূপ বালক দত্তক হইতে পারে ।

Who may  
be adopted

ভাতৃ পুত্র দত্তক গ্রহণ সৰ্বাপেক্ষা প্রশস্ত ; ভাতৃ সন্তান-  
ভাবে সপিও সন্তান, তদভাবে সন্তান সন্তান প্রশস্ত । 'ভাতৃ  
সন্তান অথবা নিকট সপিও বর্তমান থাকি সন্তে দূরবর্তী  
সপিও বা সন্তান সন্তান দত্তক গ্রহণ অপ্রশস্ত হইলে ও  
অসিদ্ধ হয় না (গৌরীলা নন্দ বঃ উমাদাই 15 B. L. R. 405)

মহুবচনে সদৃশ শব্দে সজাতীয় বুঝার এইরূপ দত্তক  
চন্দ্রিকা ও দত্তক যীমাংসার মত ; অতরাং ভিন্ন জাতীয় পুত্র  
দত্তক হইতে পারেনা । শৌনক বলেন

ব্রাহ্মণানাং সপিওয়ু কর্তব্যঃ পুত্রসংগ্রহঃ ।

তদভাবেই সপিও বা হস্ত্র তুন কারণে ॥

কজিরাণাং সজাতৌ বৈ শুক গোত্র সর্মপিবা ।

বৈশ্যানাং বৈশ্যজাতিয়ু শূদ্রাণাং শূদ্রজাতিয়ু ॥

সর্বেবার্ধৈব বর্ণাণাং জাতিষেব নুচাশ্রয়তঃ ॥

The child's  
mother  
must be so  
related to  
the adopter  
that the  
latter could  
lawfully be-  
get a son  
on her.

দত্তক পুত্র, চন্দ্রিকা ও যীমাংসা উত্তর মতে, পুত্রদ্বারা বহু  
হওয়া আবশ্যিক । অর্থাৎ যে রূপ বালক নিরোগানুসারে  
গৃহীত কর্তৃক উপাদিত হইতে পারিত, সেইরূপ সন্তান দত্তক  
রূপে গৃহীত হইতে পারে । অতরাং যে বালকের মাতার  
সহিত বিবাহ সম্বন্ধ থাকে, সেই বালক দত্তক হইতে পারেনা ।  
অতএব প্রতীয়মান হইতেছে যে ভাতৃ পিতৃব্য মাতুল দৌহিত্র  
ভাগিনের প্রভৃতি দত্তক হইতে পারেনা ।

শূদ্রজাতিগণের ভাগিনের দৌহিত্র প্রভৃতি দত্তক হইতে  
পারে ।

দৌহিত্রো ভাগিনেরূপ শূদ্রে ক্রিয়তে শ্রুতঃ ।

ব্রাহ্মণাদিগণে নাস্তি ভাগিনেরঃ শ্রুতঃ কচিৎ ॥

“নত্বেকং পুত্রং দত্ত্বাঃ প্রতিগৃহীয়াৎ বা” ।

এই স্মৃতি অনুসারে একপুত্র দত্তক দান এবং গ্রহণ নিষিদ্ধ । কিন্তু এক পুত্র দত্তক গ্রহণ করিলে সেই পুত্র দত্তক গণ্য হয় কিনা, তৎ সম্বন্ধে বিবদ্ধ নিষ্পত্তি আছে । মাদ্রাজ একাধাবাদ এবং বোম্বাই হাইকোর্টের মতে এক পুত্র দান বা গ্রহণ করিলে প্রত্যবায় হয় ; কিন্তু দত্তক গ্রহণ অসিদ্ধ হয় না ( চিনা গোন্দন বঃ কুমার গোন্দন (1 Mad. H. C. 54) হুম্মান তেওয়ারি বঃ কিরাই 2 All. 464 ; রঘুবাই বঃ ভগীরত বাই 2 Bomb. 379 । )

An only son cannot be adopted

কলিকাতার হাইকোর্টের মতে এক পুত্র দত্তক গ্রহণ করিলে সেই দত্তক গ্রহণ সিদ্ধ হয় না । [ উপেন্দ্র লাল বঃ জীমতী 1 B. L. R. A. C. 221 ; জানকী বঃ গোপাল 2 Cal. 365 ; মাণিকচন্দ্র দত্ত বঃ ভগবতী দাসী 3 Cal 443 ]

দ্বায়ুধ্যায়ণ বিধানে একপুত্র দত্তক হইতে পারে । জ্যেষ্ঠ পুত্র দত্তক দান করা নিষিদ্ধ । কিন্তু কলিকাতা হাইকোর্ট অবধারণ করিয়াছেন যে জ্যেষ্ঠপুত্র দত্তক দান করিলে সেই দত্তক অসিদ্ধ হয় না । [ জানকী বঃ গোপাল আচার্য্য 2 Cal. 365 ]

Eldest son

কত বৎসর বয়ঃক্রম প্রাপ্ত বালক দত্তক গ্রহণ করা যাইতে পারে তৎ সম্বন্ধে দত্তক বিষয়ক আইনকার গণের মতভেদ আছে । নিম্নোক্ত কালিকা পুরাণ বচনানুসারে পঞ্চমবৎসরাবধি বয়স্ক বালক এবং যে জনকহুলে চূড়াকরণ পর্যন্ত সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাকে দত্তক গ্রহণ করা যাইতে পারে না ।

Limit of age

“দত্তাত্মা অপিতুমরা নিজগোত্রেন সংস্কৃতাঃ ।

আমাস্তি পুত্রত্বাং সম্যক অন্যবীজ সমুদ্ভবাঃ ।

শিত্তগোত্রেন যঃ পুত্রঃ সংস্কৃতঃ পৃথিবীপতে ।

আচুড়ান্তং ন পুত্রঃ স পুত্রতাং যাতি চান্যতঃ ॥

চুড়ান্তা যদি সংস্কারা নিজগোত্রেন বৈ কৃত্যঃ ।

দত্তাচ্ছান্তন্যাস্তে স্মরণাধাদাস উচ্যতে ॥

উক্ত পঞ্চমাবধাং ন দত্তাচ্ছান্তাঃ স্মৃতা হুপ ।

গ্রহীত্বা পঞ্চবীৰ্যং পুত্রোক্তিং প্রথমং চরেৎ ॥

নন্দপণ্ডিত উক্ত কালিকা পুরাণ বচনানুসারে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে

১। যে বালকের জনক হুলে কোন সংস্কার হয় নাই সেই অত্যন্ত প্রশস্ত । এহীতা কর্তৃক সংস্কৃত হওয়ার পুত্র হয় ।

২। যে বালকের চুড়ার পূর্ববর্তী সংস্কার জনক গোত্রে হইয়াছে কিন্তু চুড়া হয় নাই সে অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত হইলেও তাহাকে দত্তক গ্রহণ করা যাইতে পারে ।

৩। যে বালকের চুড়াকরণ জনক গোত্রে হইয়াছে কিন্তু বয়ঃক্রম ৫ বৎসরের অনধিক সেই বালক গ্রহণ করিলে পুত্রোক্তি যাগ করিতে হয় ; তাদৃশ পুত্রের চুড়াকরণ উভয় হুলে হওয়াতে সে দ্ব্যমুখ্যাগ্ন অর্থাৎ বিশিষ্টক হয় ; শুদ্ধ দত্তক হয়না ।

রঘুনন্দন উক্ত কালিকা পুরাণ বচন উদ্ধৃত তত্ত্বের মধ্যে দত্তক প্রকরণে উদ্ধৃত করিয়াছেন ; কিন্তু এই সম্বন্ধে তাহার নিজের কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করেন নাই । ইহাতে বোধ হয় যে তাহার মতে উক্ত কালিকা পুরাণ বচন অনুসারে পঞ্চ বর্ষের উক্ত বয়ঃক্রম প্রাপ্ত বালক দত্তক হইতে পারে না ।

বঙ্গদেশে দত্তক গ্রহণ সম্বন্ধে দত্তক চন্দ্রিকার মত প্রচলিত । চন্দ্রিকাকার বলেন যে উক্ত বচনজাত অমূলক ; সমূলক হইলে ও চন্দ্রিকাকারের মতে এহীতা কর্তৃক সংস্কৃত

হওয়ার পূজ্য হয়, এমনত নহে । অনতীত পঞ্চমবর্ষ অকৃত সৎ-  
কার বালকের পূজ্য প্রতিগ্রহের দ্বারা হয় । দত্তক মীমাংসা  
মতে গ্রহীতার গোত্রে সংস্কারের দ্বারা পূজ্য হয় ; এবং  
উভয় গোত্রে সংস্কার হইলে দ্বিগিত্বক হয় । চন্দ্রিকা  
কারের মতে প্রতিগ্রহের দ্বারা দত্তকের পূজ্য হয় ; স্মৃতরাং  
জনক গোত্রে চূড়া সংস্কার হইলেও শুদ্ধ দত্তক হইতে পারে ।  
চন্দ্রিকাকারের মতে দ্বিজাতি গণের মধ্যে উপনয়নের পূর্ব  
পর্যন্ত দত্তক গ্রহণ হইতে পারে । উপনয়নের প্রশস্ত কাল  
অষ্টম বর্ষ । অতএব দ্বিজাতি গণের পক্ষে অনতীত অষ্টম  
বর্ষ বালক দত্তক গ্রহণ চন্দ্রিকার মতে বিহিত । ষোড়শ  
বৎসর পর্যন্ত উপনয়নের গৌণকাল । চন্দ্রিকার মতে জনক  
কর্তৃক উপনয়ন নাহিলেও, ষোড়শ বৎসর পর্যন্ত দত্তক হইতে  
পারেনা । চন্দ্রিকাকার বলেন যে মুখ্যকালে যে কর্ণে বাহার  
অনধিকার, সেই কালে তাহার সেকর্ণে অধিকার হয় না ।  
পঞ্চমবর্ষে উপনয়ন দিলে বিশেষ ফল হয় । এই নিমিত্ত পঞ্চম-  
বর্ষীয় বালক দত্তক গ্রহণ সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত । চন্দ্রিকাকারের  
মতে চূড়াদ্যা এই শব্দ অতদাণু বহুত্ৰীহি ; অর্থাৎ চূড়াদা  
শব্দের দ্বারা যে সংস্কারের পূর্বে চূড়া হয় তাহা বুঝায় ।  
চূড়াদ্যা শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করতঃ চন্দ্রিকাকার বলেন  
যে ত্র্যম্বক অগ্নি বৈশ্বদিত্যের মধ্যে, উপনয়নের পূর্ব পর্যন্ত  
এবং শূদ্রগণ বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত দত্তক হইতে পারে ।  
বঙ্গদেশের মতানুসারে দ্বিজাতিগণের মধ্যে উপনীত বালক  
এবং শূদ্রগণের মধ্যে বিবাহিত ব্যক্তি দত্তক হইলে সেই  
দত্তক অসিদ্ধ হয় ।

Dattaka  
chandrika

বারাণসী প্রদেশে দত্তক মীমাংসার মত প্রচলিত ;  
স্মৃতরাং উক্ত প্রদেশে পঞ্চম বৎসরের উর্দ্ধ বালক অকৃতকৃত  
হইলেও দত্তক হইতে পারে না । কিন্তু আশ্রা হাইকোর্ট

Mimansa

নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে বারাণসী প্রদেশে ছয় বৎসর পর্য্যন্ত দত্তক হইতে পারে । ( ওয়াওসিংহ বঃ মহাত্মা ২ Agra ) বঙ্গদেশে দত্তক পুত্রের বয়ঃক্রম সম্বন্ধে যে মত প্রচলিত যাত্রাজ প্রদেশে সেই মত ।

পাঞ্জাব প্রদেশে বয়ঃক্রমের কোন নিয়ম নাই । মহাপাই প্রদেশে বিবাহের পরেও দত্তক হইতে পারে ; নীলকণ্ঠের মতে বিবাহিত পুত্রবান্ ব্যক্তি দত্তক হইতে পারে ।

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

#### দত্তক গ্রহণ পদ্ধতি ।

দত্তক গ্রহণ প্রয়োগ সম্বন্ধে বর্ণিত বলেন—

পুত্রংপ্রতিগ্রহীত্বান্ বন্ধুনাহুয় রাজনি নিবেত্ত  
নিবেশনশ্চ মধ্যে ব্যাহুতিতি হৃতা অদূরবান্ধবং বন্ধু  
সম্বিকৃতমেব গৃহীয়াৎ ।

What cere-  
monies  
essential

৭। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জনক কর্তৃক দান এবং গ্রহীতা কর্তৃক গ্রহণ আবশ্যক । লেখ্য পত্রের দ্বারা দত্তক দান বা গ্রহণ হইতে পারে না । ( জিনারায়ণ মিত্র বঃ জীমতীকৃত ২ B. L. R. 279 ) রাজার নিকট নিবেদন এবং বন্ধু নিমন্ত্রণ করিবার বিধির আছে বটে ; কিন্তু না করিলে তদ্বিবন্ধন দত্তক গ্রহণ অসিদ্ধ হয় না ।

দত্তক যীমাংসা এবং দত্তক চন্দ্রিকার মতে দত্তক হোম ব্যতীত দত্তক গ্রহণ নিবন্ধন পুত্রস্ব সম্বন্ধ হয় না । দান এবং গ্রহণ দ্বারা জনকের স্বয়ং লোপ এবং গ্রহীতার স্বহোমপত্তি হইতে পারে ; কিন্তু যত্রোচ্চারণরূপ অলৌকিক কারণ ব্যতীত জনকের সহিত পুত্রস্ব সম্বন্ধ লোপ হইয়া গ্রহীতার

সহিত পুত্রত্ব সম্বন্ধ হইতে পারে না । ব্যবস্থাদর্পণের মতে হোমাদি আবশ্যিক । বা দং ৮৭৪ ।

শূদ্রগণের মন্ত্রোচ্চারণে অধিকার নাই ; এবং এইরূপ নিষ্পত্তি হইয়াছে যে, শূদ্রগণের মধ্যে দত্তক গ্রহণ হোমাদি ব্যতীত সিদ্ধ হয় । (বিহারি লাল বঃ ইন্ডিয়ান 13 B.L.R 401 ।)

Dattaka  
Hom not  
necessary  
in the case  
of Sudars

বাচস্পতি মিত্রের মতে স্ত্রী এবং শূদ্রের দত্তক গ্রহণ করিবার অধিকার নাই । “পুত্রং প্রতিগৃহীষ্যন্” এই স্মৃতিতে “বাহতিতি হৃত্বা গৃহীয়াৎ” এইরূপ উক্ত থাকারি, বাচস্পতি মিত্রের মতে যে হোম করিতে না পারে সে গ্রহণ করিতে পারে না । কিন্তু “শূদ্রাণাং শূদ্রজাতিয়ু” এই বচনের দ্বারা শূদ্রজাতিগণের অধিকার স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে । দত্তক মীমাংসার মতে স্ত্রী বা শূদ্র মন্ত্রোচ্চারণ ব্যতীত দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবে । পুরোহিত দ্বারা হোম করিতে হয় ; কিন্তু গ্রহণের মন্ত্র গ্রহীতার উচ্চারণ করিতে হয় না । ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যদিগের মধ্যে দত্তক হোম ব্যতীত দত্তক গ্রহণ সিদ্ধ হয় কি না তৎসম্বন্ধে অষ্ট্রালি বঙ্গদেশের হাইকোর্টের হুডাস্ত নিষ্পত্তি হয় নাই । জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মতে দ্বিজাতিগণের মধ্যেও দত্তক হোম ব্যতীত দত্তক সিদ্ধ হইতে পারে ; কিন্তু বিচারপতি ৮ দ্বারিকানাথ মিত্র এইরূপ অভি-প্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, দত্তক হোম ব্যতীত ব্রাহ্মণ-গণের মধ্যে দত্তক গ্রহণ হইতে পারে না ; \* লছমন বঃ মোহনলাল ( 16 W. R 179 ) বস্তুতঃ দত্তক হোমাদি ব্যতীত শাস্ত্রানুসারে গোত্রান্তর এবং গ্রহীতার সহিত পুত্রত্ব হইতে পারে না ।

Change of  
sonship and  
Gotra  
cannot be  
effected  
without  
Hom

মাত্রাজ হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও দত্তক হোম ব্যতীত দত্তক গ্রহণ সিদ্ধ হইতে পারে, সিদ্ধম বঃ বেকটাচারলু ( 4 Mad H. C 165 ) ।

ট্রেজ, ব্যাকনটন, কাওয়েল প্রভৃতি সাহেবগণের দ্বারা  
দত্তক হোম ব্যতীত দত্তক সিদ্ধ হয় । বোম্বের হাইকোর্ট এই-  
রূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে  
দত্তক হোম ব্যতীত দত্তক সিদ্ধ হয় না ; তবে জাতপুত্র দত্তক  
গ্রহণ করিতে হইলে কোন অমুতান আবশ্যক হয় না ।  
হৈবতরাও বঃ গোবিন্দরাও ।

---

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

---

দত্তক রহিতের নালিস ।

Suit for se-  
tting aside  
an adoption

লেখ্য পত্র ব্যতীত দত্তক গ্রহণ প্রমাণ হইতে পারে ;  
কিন্তু লেখ্য পত্র না থাকিলে দত্তক গ্রহণের বিশেষ প্রমাণ  
আবশ্যক হয় । গ্রহীতার, বার্কাক্য অথবা পীড়ানিবন্ধন, সম্তান  
সম্ভাবনা না থাকা প্রমাণ হইলে দত্তক গ্রহণ সম্ভব পর অমু-  
মান হয় ; অতরাং বিশেষ বিবৃতি প্রমাণ না থাকিলে তাদৃশ  
অবস্থাপন্ন ব্যক্তি কর্তৃক দত্তক গ্রহণ সহজে প্রমাণ হয় ।  
একবার কোন ব্যক্তির সহিত মকদ্দমার যদি দত্তক গ্রহণ  
প্রমাণ হয় তাহা হইলেও অন্য ব্যক্তি অন্ততঃ মকদ্দমার সেই  
দত্তক গ্রহণ অসিদ্ধ করিতে পারে ( কানাইলাল বঃ রাধাচরণ  
7 W. B. 338 ; বোগীন্দ্র দেব বঃ কনীন্দ্রদেব 14 M. I. A  
367 ) যদিও পূর্বে মকদ্দমার ডিক্রী, পর মকদ্দমার প্রমাণ  
বলিয়া গণ্য না হউক, কিন্তু পূর্বে যে একটি মকদ্দমা  
হইয়াছিল সেই বিবরণ দ্বিতীয় মকদ্দমার প্রমাণ গণ্য হইতে  
পারে । ১৮৭৭ সালের ১৫ আইনের ১১৮ প্রকরণ অনুসারে  
দত্তক রহিতের নালিস করিতে হইলে, যে সময়ে বাদি দত্তক  
গ্রহণের সত্যাদি জানিতে পারে, সেই সময় হইতে ছয় বৎ-

সরের মধ্যে নালিস করিতে হয় । সুতরাং দত্তক গ্রহণের বহুকাল পরে কোন নিকট উত্তরাধিকারী জন্মগ্রহণ করিলে সেই ব্যক্তি দত্তক রহিতের নালিস করিতে পারে । ১৮৭১ সালের ৯ আইন যে সময় জারি ছিল সেই সময় দত্তক গ্রহণের তারিখ হইতে অথবা গ্রহীতার মৃত্যুর তারিখ হইতে ১২ বৎসরের মধ্যে দত্তক রহিতের নালিস চলিতে পারিত ।

Period of  
limitation

১৮২৪ সালের পূর্বে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয় ; তাহার মৃত্যুর পরে তাহার পত্নী দত্তক গ্রহণ করে ; সেই দত্তক পুত্র এক পুত্র রাখিয়া লোকান্তর হয় ; তৎপরে ১৮৬১ সালে মূলধনীর পত্নীর মৃত্যু হয় । যতদিন দত্তক পুত্র জীবিত ছিল ততদিন সে মূলধনীর সম্পত্তিতে দখলিকার ছিল ; এবং তাহার মৃত্যুর পরে তাহার পুত্র সেই সম্পত্তি ভোগদখল করিতে ছিল । মূলধনীর দৌহিত্র ১৮৬৬ সালে সেই সম্পত্তিতে স্বত্বস্বীকৃত্যে দখল পাইবার কারণ নালিস করায়, প্রথম আদালত কালাতীত দোষ হেতু, তাহার নালিস অগ্রাহ করেন । হাইকোর্টে ফলবেধ কর্তৃক উক্ত মকদ্দমার অবধারিত হয় যে মূলধনীর পত্নীর মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত বাদির নালিসের কারণ হয় নাই ; সুতরাং কালাতীত দোষে বাদির নালিস অগ্রাহ হইতে পারে না ( জিনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বঃ মহেশচন্দ্র ৪ B. L. R. F. B. ৪ ) ।

একগে ১৮৭৭ সালের ১৫ আইন অনুসারে দত্তক গ্রহণ জাত হওয়ার তারিখ হইতে ৬ বৎসর মধ্যে নালিস না করিলে দত্তক রহিত হইতে পারে না । কিন্তু মূলধনীর পত্নীর মৃত্যুর পরে, ১২ বৎসরের মধ্যে, আসন্ন উত্তরাধিকারী মূলধনীর সম্পত্তিতে দখল পাইবার কারণ নালিস করিতে পারে । মূলধনীর জীবন কালে মৃত্যু হওয়া প্রকাশ করিয়া মূলধনীর সম্পত্তিতে, তাহার পত্নীর বিরুদ্ধে আবেদন, যদি দত্তক



পুত্র ১২ বৎসরের উক্ত কাল দখলিকার থাকে, তাহা হইলে  
মৃতদেহীর পত্নীর মৃত্যুর পরে অল্প আসন্ন উত্তরাধিকারী সেই  
সম্পত্তিতে দখল পাইবার কারণ নালিস করিতে পারে  
কি না সন্দেহ স্থল ।

যে ব্যক্তি স্বীয় কার্যে দ্বারা কোন দত্তক গ্রহণ স্বীকার  
করে সে সেই দত্তক রহিতের নালিস করিতে পারে না ।  
( তাম্রকচন্দ্র বঃ হরিশঙ্কর ২২ W. R. ২৬৭ )

### সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

#### কৃত্রিম পুত্র ।

Kritrima  
son.

মিথিলা প্রদেশে কৃত্রিম পুত্র গ্রহণের রীতি প্রচলিত  
আছে । দত্তক মীমাংসার মতে আদিত্য পুরানোক্ত বচন-  
দ্বারা কৃত্রিমপুত্র গ্রহণ নিষিদ্ধ নহে । বস্তুতঃ মিথিলাপ্রদেশ  
ব্যতীত আর কোথা কৃত্রিম পুত্র গ্রহণের রীতি নাই । কৃত্রিম  
পুত্র গ্রহণ করিতে হইলে গৃহীত পুত্রের সম্মতি আবশ্যক ;  
এহীতার জীবন কালে গৃহীত পুত্রের সম্মতি মতে গ্রহণ  
ব্যতীত কৃত্রিম পুত্র হয় না । [ লছমন বঃ মোহনলাল ১৬ W.  
R. ১৭৭ ] অতএব প্রতীক্ষণ হইতেছে যে প্রাপ্ত ব্যবহার  
ব্যতীত কৃত্রিম পুত্র হইতে পারে না । উপনয়ন বিবাহ প্রভৃতি  
সংস্কার হওয়ার পরেও কৃত্রিম পুত্র হইতে পারে । ৪ W.  
R. ১৫৫ ] জন্মদাতা পিতার সহিত কৃত্রিম পুত্রের সম্বন্ধ  
বিলুপ্ত হয় না । সজাতীয় যে কোন ব্যক্তি কৃত্রিম পুত্র  
হইতে পারে । দৌহিত্র ভাগিনের এমন কি সহোদর  
জাতা কৃত্রিম পুত্র হইতে পারে ।

কৃত্রিম পুত্র উক্তর পিতার ঋকৃৎভাগী হয়। কৃত্রিম পুত্র  
এহীতার সম্বন্ধে এহীতার পিতা অথবা অন্য ক্রীড়ার উত্তরা-  
ধিকারী হয়না। [ শিবু কুণ্ডারি বঃ জগন সিংহ 8 W. R.  
155 ] কৃত্রিম পুত্রের পুত্র এহীতার সম্পত্তিতে অধিকারী  
হয় না [ বশবন্ত সিংহ বঃ হুনিচাঁদ 25 W.R. 255

যিখিনা এদেশে পতির মৃত্যুর পরে পত্নী দত্তক গ্রহণ  
করিতে পারে না। কিন্তু উক্ত এদেশে পতির জীবন কালে  
বা মৃত্যুর পরে, পত্নী কৃত্রিম পুত্র গ্রহণ করিতে পারে ; পত্নী  
স্বতন্ত্র ভাবে কৃত্রিম পুত্র গ্রহণ করিলে সেই পুত্র কেবল  
পত্নীর সম্পত্তিতে অধিকারী হয় [ শিবু কুণ্ডারি বঃ জগন  
সিংহ 8 W. R. 155 ] কৃত্রিম পুত্রের জন্মদাতা পিতার  
সহিত সম্বন্ধ বিমোহ হয় না।

### অষ্টম পরিচ্ছেদ।

#### \* দত্তক পুত্রের স্বত্ব বিচার।

দত্তক পুত্রের সহিত জন্মদাতা পিতার স্বাভাবিক  
সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য সম্বন্ধ থাকে না। যথাশাস্ত্র দত্তক গৃহীত  
হইলে সেই দত্তক পুত্র আপন ইচ্ছাসম্মত এহীতার কুল  
পরিভাগ্য করিতে পারে না।

The rights  
of an adop-  
ted son.

গোত্রঋকৃৎ জন্মিতুর্ন হরেকৃত্রিমঃ সূতঃ।

গোত্রঋকৃৎসুগঃ পিও বাপৈতিদত্তঃ স্বহা।

এই বহুশ্রুতি অনুসারে দত্তক পুত্র জন্মদাতা পিতার  
গোত্র ঋকৃৎভাগী হয় না। পিওদান কন্যতা, গোত্র ও ঋকৃৎসু-  
গামী; সূতরাং দত্তক পুত্র জন্মদাতা পিতার পিওদান করিতে  
পারে না।

দত্তকীতাদি পুত্রসম্যং বীজবণ্ডুঃ সপিওতা।

পক্ষী সন্তানী তদ্বৎ গোত্রং তৎপালকত্ব চ।

এই বহু গ্রন্থবচন অনুসারে জন্মদাতা পিতার সহিত দত্তক

পুত্রের অবরোধের সাপিতা থাকে ; পুত্রবীহিত, বচন অনুসারে  
সাপিতার সাপিতা থাকেনা । এই তার সহিত দত্তকের  
অবরোধের সাপিতা সম্বন্ধ থাকেনা ; কেবল সাপিতার  
সাপিতা সম্বন্ধ হয় ; সুতরাং এই তার সহিত দত্তক পুত্রের  
সাপিতা সম্বন্ধ ত্রৈপুণ্যিক । ব্রহ্মসুতন অনুসারে দত্তক  
পুত্র এই তার গোত্রভাগী হয় ।

দত্তক পুত্রের এই তার কুলে জ্যেষ্ঠশৌচ হয় ; জনককুলে  
অশৌচ হয় না । দত্তক যীমাংসার মতে সগোত্র সাপিতার  
পুত্র দত্তক হইলে তাহার পূর্ণাশৌচ হয় ; অর্থাৎ ত্রাদশ হইলে  
দশ দিবস, কজির হইলে দ্বাদশ দিবস, বৈশ্য হইলে পঞ্চদশ  
দিবস এবং শূত্র হইলে একমাস অশৌচ হয় । প্রতি এই তার  
আজ করিলে দত্তক যীমাংসার মতে দত্তকের পূর্ণাশৌচ  
হয় ।

ঔরসপুত্র বর্তমান থাকিতে দত্তক গ্রহণ হইতে পারে  
না ; দত্তক গ্রহণের পরে ঔরসপুত্র জন্মাইলে যে রূপ স্বত্ব  
হয় তাহা পরে উক্ত হইয়াছে । ঔরস পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র  
না থাকিলে দত্তক পুত্র সমগ্র সম্পত্তির অধিকারী হয় ।  
ঔরস পুত্রাদি না থাকিলে ঔরস পুত্রের দত্তক অথবা দত্তক  
পুত্রের পুত্র অধিকারী হইতে পারে ।

### নবম পরিচ্ছেদ ।

#### এই তার বন্ধু বন্যাদিকার ।

The right of  
adopted  
son to in-  
heritance

দত্তক পুত্র, এই তার সহিত বন্ধু বন্যাদিকার হইতে  
পারে কিনা তাহা উক্ত হইল । এই তার সহিত বন্ধু বন্যাদিকার  
বিধ পুত্রের উত্তর করিয়া সংহিতাকার প্রদর্শিত বলিয়াছেন

যে প্রথমোক্ত বড়বিধ পুত্র দাদাদ এবং বাজুব ; এবং to relations  
শেবোক্ত বড় বিধ পুত্র অদাদাদ বাজুব । মতু বলিয়াছেন of the adop-  
tive father.

উরসঃ কেজজঠৈবদন্তঃ কুত্রিৎ এবচ ।

যুচোৎপন্নো পবিক্রান্ত দাদাদাবাজুবাজুবট্ ।

কানীদন্ত মহোক্তক্রীতঃ পৌনর্ভবস্তথা ।

অরংদন্তশ্চ পৌজীচবড়দাদাদ বাজুব ।

এই বচন অনুসারে কেহ এমত বলিতে পারেন যে—

প্রথমোক্ত বড়বিধ পুত্র পিতৃধনে অধিকারী হয়; শেবোক্ত বড়বিধ পুত্র পিতৃধনে অধিকারী হয় না । কিন্তু বাজুবাক্য সংহিতার দাদাদ বিধ পুত্রের লক্ষণ যে বচন জাতে আছে তাহার শেষ ভাগে উক্ত আছে ।

“পিওদোৎশ হরশৈবাত্ পূর্ক্সাভাবেপরঃপরঃ” ।

অতরাং দাদাদবিধ পুত্র সকলে পিতৃধনে অধিকারী হইতে পারে সন্দেহ নাই । বিজ্ঞানেশ্বর বলেন যে এহীতার সপিও সমানোদক প্রভৃতি সন্নিহিত ঋকৃথভাগী অস্ত্র কেহ না থাকিলে, মনুবচন অনুসারে প্রথমোক্ত বড়বিধ পুত্র সেই পিতৃ সপিও সমানোদকাদির দাদাদ হয় । দাদাদশব্দে বিজ্ঞানেশ্বরের ব্যাখ্যানুসারে পুত্র ব্যতিরিক্ত অস্ত্র ঋকৃথ ভাগী বুঝায় ; অতরাং মনুবচনে শেবোক্ত পুত্রগণ “অদাদাদ বাজুব” বলিয়া উক্ত থাকিলেও সেই সকল পুত্র পিতৃধনে অধিকারী হয় না এমত নহে । যেথাতিথি বলেন যে মনুবচন অনুসারে শেবোক্ত গোণপুত্রগণ অদাদাদ বাজুব অর্থাৎ দাদাদ অর্থাৎ বাজুব বলিয়া গণ্য হয়না । বিজ্ঞানেশ্বর বলেন যে শেবোক্ত গোণপুত্রগণ এহীতার সপিও সমানোদকাদির ধনে অধিকারী হয়না ; এই বিক্ষিপ্ত ভাষার অদাদাদ । কিন্তু মহানুগোক্ত—এবং উদক দাদাদিকর্ষিকরত্ব হেতু সকল প্রকার গোণপুত্র বাজুব বলিয়া গণ্য হয় । বলি-

জারি শ্রুতিতে গোণপুজগণের পৌর্বাশ্রয় সম্বন্ধে পাঠের ইচ্ছা বিশেষ থাকার বিজ্ঞানেশ্বর বলেন গুণবান শিশু গ ইত্যাদি ভেদ স্বীকার করিয়া যীমাংসা করা কর্তব্য । দিতাকরার জীকাকার বিবেচনায় ভট্ট বলেন যে যদু শ্রুতিতে যে পাঠক্রম আছে তাহা অবলম্বন করিয়া কে দাদাদি বান্ধব এবং কে দাদাদি বান্ধব তাহা স্থির করা কর্তব্য নহে । বিবেচনায় ভট্টের মতে রাজ্যবান্ধব শ্রুতিতে বৈরপ পাঠক্রম আছে তাহা তার সংকতঃ; সুতরাং বিবেচনায় ভট্টের মতে দত্তক পুত্র দাদাদি বান্ধব বলিয়া গণ্য হয় ।

দায়ভাগে উক্ত যদুবচনধর উদ্ধৃত নাই ; জীমূত বাহন দেবল শ্রুতি অনুসারে গোণপুজগণের উল্লেখ করিয়া

“তেবাং বড় বন্ধু দাদাদাঃ পূর্বে হন্যে পিতুরের বট্” ।

এই দেবল বচন উদ্ধৃত করতঃ বলিয়াছেন যে ঔরসাদি বড়বিধ পুত্র, কেবল পিতার সম্পত্তিতে অধিকারী হয় এমত নহে ; কিন্তু সপিতাদি বন্ধুগণের দায়ভাগী হয় । শেবোক্ত বড়বিধ পুত্র কেবল পিতার দায়ভাগী হয় ; সপিতার দায়ভাগী হয় না । গোণপুজগণের পৌর্বাশ্রয় দায়ভাগে বৈরপ উক্ত আছে তদনুসারে “দত্তক পুত্র বন্ধু ধনে অধিকারী গণ্য হয় । ( দায়ভাগ ১০ অ ৭৮ ) শ্রুতি চন্দ্রিকার মতে যদুবচন অনুসারে দত্তক পুত্র বন্ধুধনে অধিকারী হয় ।

দত্তক চন্দ্রিকার মতে দত্তকপুত্র এইতার বন্ধুধনে অধিকারী হইতে পারে । দত্তক চন্দ্রিকা ৫ অ ২৪ ।

দত্তক পুত্র এইতার বন্ধুধনে অধিকারী হইতে পারে অস্বাক্ষিত হইয়াছে ( শব্দচন্দ্র বঃ দায়ভাগী 1 S. D 209 ; গৌরহরি বঃ রত্নেশ্বরী 6 S. D 203 ) ।

দত্তক পুত্র এইতার পরে ঔরস পুত্র জন্মাইলে এইতার জাতা অথবা অন্য বন্ধুধনে যদি এইতার পুত্রগণের অধিকার

হয়, তাহা হইলে এইতীর ধনে দত্তক এবং ঔরসের বৈরূপ বিভাগ হয় এইতীর বন্ধুধনেও দত্তক এবং ঔরস উভয়ের সেইরূপ স্বত্ব হয়। এইতীর ঔরস পুত্র তিন অংশর কোন ব্যক্তির সহিত দত্তকের অধিকার হইলে দত্তকের স্বত্ব ঔরসের স্থায় হয়। তিন জাতার মধ্যে এক জাতা ১ দত্তক পুত্র আর এক জাতা ২ ঔরস পুত্র রাখিয়া লোকান্তর হওয়ার পরে যদি তৃতীয় জাতা সন্তান না রাখিয়া লোকান্তর হয় তাহা হইলে তাহার সম্পত্তিতে পূর্ব মৃত জাতার পুত্র পুত্র তুল্যাংশে অধিকারী হয় (আরামোহন ভট্টাচার্য্য বঃ রূপায়ী ৭ W. R. 423)।

দত্তক পুত্রের পুত্রগণ ঔরস পুত্রের স্থায় বন্ধুধনে অধিকারী হয়।

দশম পরিচ্ছেদ।

মাতামহাদি ধনাধিকার।

এইতীর বন্ধুধনে দত্তক পুত্র অধিকারী হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ঔরস পুত্রের স্থায় মাতামহ মাতুলাদির ধনে দত্তক পুত্র অধিকারী হইতে পারে কি না তৎসম্বন্ধে বিকল্প মিস্যতি ছিল; সম্রাতি কলিকাতার হাইকোর্ট এবং প্রিভিকৌন্সল কর্তৃক মিস্যতি হইয়াছে যে কজা অথবা ভগিনীর দত্তক পুত্র, ঔরস পুত্রের স্থায়, মাতামহ মাতুলাদি ধনে অধিকারী হইতে পারে। কালীকমল মজুমদার বঃ উমাশঙ্কর মৈত্র।

The right of adopted son to inherit as heir to adoptive mother's relations.

১৮৫২ সালে কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালত মিস্যতি করিয়াছিলেন যে ভগিনীর দত্তক পুত্রের ধনে

মাতুল অধিকারী হইতে পারে ; কিন্তু মাতুলের ধনে ভগিনীর দত্তক পুত্র অধিকারী হইতে পারে কি না তাহা তৎকালে তর্কের স্থল ছিল (গঙ্গাশ্রমাব বঃ ব্রজেশ্বরী) ।

শোধোক্ত তর্ক পূরে আর এক বক্তব্যের উপস্থিত হইলে এইরূপ পূর্ব পক্ষ হয় যে ভগিনীর দত্তক পুত্রের ধনে যখন মাতুল উত্তরাধিকারী হইতে পারে, তখন মাতুলের ধনে ভগিনীর দত্তক পুত্র অধিকারী হইতে পারে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে । কিন্তু বিচারপতি শঙ্কনাথ পাণ্ডিত বলিয়াছেন “যে উত্তরাধিকার বিষয়ে এমন কোন নিয়ম নাই যে এক ব্যক্তির সম্বন্ধে আর এক ব্যক্তি উত্তরাধিকারী হইলে তাহার সম্বন্ধেও সেই ব্যক্তি উত্তরাধিকারী হইতে পারে । কন্যা পিতার সম্পত্তিতে অধিকারিণী হয় ; কিন্তু পিতা কন্যার সম্পত্তিতে অধিকারী হয় না । পত্নীর সম্পত্তিতে পতি সকল স্থানে অধিকারী হয় না ; বিমাতার জীধনে সপত্নী পুত্র কখন কখন অধিকারী হইতে পারে ; কিন্তু সপত্নী পুত্রের সম্পত্তিতে বিমাতা কদাচ অধিকারিণী হইতে পারে না ।” পরন্তু ইহা বিবেচনা করা উচিত যে জীধনাধিকার অত্যন্ত বিবর ; পুংধনে সম্বন্ধিগণের দারাদিকারযোগ্যতা উত্তর পক্ষগত । এক ব্যক্তির মৃত্যু সময়ে যে সম্বন্ধি উত্তরাধিকারী হয় সেই সম্বন্ধির সম্বন্ধে মৃত ব্যক্তি জীবিত থাকিলে উত্তরাধিকারী হইতে পারিত না এমন প্রার কোথা দৃষ্ট হয় না । মৃত্যুর দেবীর মকদ্দমার বিচারপতিগণ বলিয়াছিলেন পুংধনের সম্বন্ধে দত্তক গ্রহণের বিধি আছে ; কিন্তু জীপোক্তের সম্বন্ধে দত্তক গ্রহণের কোন বাচনিক বিধি নাই । কিন্তু “অপুত্র্যণৈব কর্তব্যঃ পুত্রপ্রতিনিধিঃ সদা” এই বচনে পুংধন একই বিধের বিশেষণ হইলেও অবিকলিত মত চঃ ১ অঃ ৭ ।

বিচারপতিগণ বাহা বলিয়াছিলেন তাহা প্রকৃত হইলেও

দত্তকচলিত। এবং যীশাংসার মতে গ্রহীতার পত্নীর সহিত দত্তকের পুত্রের সম্বন্ধ হয় ; সুতরাং পতির দত্তক পুত্র পত্নীর সম্বন্ধে পুত্র গণ্য হয় না এমন বলা যায় না । পতির দত্তক পুত্র পত্নীর সম্বন্ধে পুত্র গণ্য ; এবং সেই দত্তক মাতাবহাদির পার্জন্য পিও নিতে পারে । সুতরাং হুহিতার দত্তক পুত্র অধিকারী হইতে পারেন। এইরূপ কলিকাতা হাইকোর্ট উক্ত দত্তকমার অবধারণ করিলেও এই বিষয় সন্দেহ স্থল ছিল ; এক্ষণে হাই কোর্টের বিচারপতিগণের পূর্ণাধিনেতানে অবধারিত হইয়াছে যে হুহিতা ভগিনী প্রভৃতির দত্তক পুত্র মাতা মহামাতুলাদির ধনে অধিকারী হইতে পারে ; এবং উক্ত নিষ্পত্তি প্রিভি কাউন্সিল অনুমোদন করিয়াছেন ( কালিকমল মজুমদার বঃ উমাশঙ্কর মৈত্র ) ।

আলাহাবাদ হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে কস্তার দত্তক পুত্র মাতামহ ধনে অধিকারী হইতে পারে ( শ্রাম কুস্তার বঃ গরাদিল 1 All 255 )

মাদ্রাজ হাই কোর্টের বিকল্পে নিষ্পত্তি আছে ( চিন্না রাম কুস্ত বঃ মিসাহি 7 Mad. H. o. 245 )

দত্তক চলিত। এবং দত্তক যীশাংসার মতে পতি দত্তক গ্রহণ করিলে পত্নীর সম্বন্ধে সেই দত্তক পুত্র গণ্য হয় ; এবং দত্তক পুত্র ওরসের ভ্রাতা মাতামহের পার্জন্য পিও নিতে পারে ( দায়ী ২ অ ৬২ ; হ চ ১ অ ২৩—২৬ )

দত্তক পুত্র গ্রহীতার পত্নীর জীর্ণসে অধিকারী হয় ; ভিন্ন কতি বঃ মিল লাম 3 W. R. 49



দশম পরিচ্ছেদ।

The rights  
of one  
whose adop-  
tion is vo-  
id in law.

যথা শাস্ত্র দত্তক গ্রহণ না হইলে গৃহীত পুত্র জনকের ঋদ্ধতাগী হইতে পারে কি না তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। যে দত্তক গ্রহণ করিতে লক্ষ্য মতে সে দত্তক গ্রহণ করিলে অথবা যে রূপে বাসক দত্তক গ্রহণ করা যায় না তাহাকে দত্তক গ্রহণ করিলে অথবা যে ব্যক্তির দত্তক দান করিবার শাস্ত্রানুসারে ক্ষমতা নাই সেই ব্যক্তি দত্তক দান করিলে দত্তক অনিচ্ছ হয়; সুতরাং আপাততঃ বোধ হইতে পারে যে ভাদ্রশ্রমে সেই পুত্র জনকের ঋদ্ধতাগী হয়। কিন্তু কোন কোন বচনে উক্ত আছে যে যথাশাস্ত্র দত্তক গ্রহণ না হইলে গৃহীত বাসক গ্রহীতার দাস বলিয়া গণ্য হয়।

আমাদের শাস্ত্রানুসারে দান এবং গ্রহণের দ্বারা স্বত্ব-লোপ এবং স্বত্বোৎপত্তি হয়; কিন্তু শাস্ত্রানুসারে দান গ্রহণ না হইলে স্বত্বলোপ বা স্বত্ব উৎপত্তি হইতে পারে এমন বলা যায় না। যদি শাস্ত্রানুসারে দান গ্রহণ না হয় এবং গ্রহীতার কুলে কোন সংস্কার না হয় তাহা হইলে গ্রহীত পুত্র জনকের ঋদ্ধতা হওয়ার পক্ষে কোন প্রতিবন্ধক দৃষ্ট হয় না। যদি শাস্ত্র অনুসারে দান গ্রহণ হয় তাহা হইলে পুত্র দ্বিগের মধ্যে দত্তক গ্রহণ সিদ্ধ হয়; ব্রাহ্মণ কজির যৈশ্বেদ্যের মধ্যে ব্যাহতি হোম ব্যতিরেকে দত্তক গ্রহণ হইতে পারে কি না নিশ্চয় স্থির হয় নাই। বিজাতি গণের মধ্যে হোম ব্যতীত দত্তক পুত্র হইতে পারে না এমন স্থির হইলে, হোমাদি না করিয়া যে পুত্র গৃহীত হয় সে জনকের ঋদ্ধতাগী হওয়া সম্ভব। কালিকা পুরাণ বচনে উক্ত আছে যে গ্রহীতার কুলে সংস্কার না হইলে গৃহীত বাসক গ্রহীতার

দাস হয়। পূর্বকালে পুত্র দান বিক্রয় করিবার ক্ষমতা পিতার ছিল; সুতরাং জনক দান করিলে এইভার সম্বন্ধে দত্ত বালক, পুত্র বা দাস হইত। কিন্তু এক্ষণে দাস হইতে পারে না; এবং দাস হইলেও জনকের সহিত পুত্র সম্বন্ধ বিলম্ব হয় না। যদি এইভা যথা শাস্ত্র হোমাদি না করিলে দত্তক অসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সেই বালক তাহার জনকের ঋণভাগী হইতে পারে। পতির প্রদত্ত ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বে পত্নী দত্তক গ্রহণ করিলে দত্তক সিদ্ধ হয় না। এতাদৃশ স্থলে, এইভার কুলে কোন সংস্কার না হইলে, কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টের নিষ্পত্তি অনুসারে, সেই দত্তক জনকের ঋণভাগী হয়। (রাজকুমারী বঃ নবকুমার মল্লিক 1 Boul. 137)

By gift and acceptance the natural father lost and the adoptive father acquired dominion over the boy in former times, so that if no ceremonies

were performed then the boy became the slave of the acceptor.

At the present time no one can be a slave; and a boy whose adoption proves invalid would inherit as heir to his natural father even if ceremonies of tonsure & were performed by adoptive father.

যথা শাস্ত্রদান গ্রহণ না হওয়া স্থলে এইভার কুলে চূড়াদি সংস্কার হইলেও জনকের সহিত সম্বন্ধ বিলম্ব হয় এমত বোধ হয় না। এতাদৃশ স্থলে অসং প্রবৃত্ত ঋষিকের ভার এইভা কর্তৃক সংস্কার সিদ্ধ হইবে; সংস্কারের সময় হুজি আদাদিতে এইভার পূর্বপুরুষ গণের পিণ্ডদেওয়া হয়; কিন্তু হুজিপ্রাক অঙ্গমাত্র। হুজি আদ্য রূপ অঙ্গীভূত কার্য যথা শাস্ত্র না হইলেও সংস্কার রূপ প্রধান কর্তব্য অসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। হনোংগ পরিশিষ্টে উক্ত আছে:

প্রধানতাক্রিয়ায়ত্র সাধং তৎক্রিয়তে পুনঃ।

তদঙ্গস্তা ক্রিয়াভূনাত্তিষ্ঠত তৎ ক্রিয়া।

দত্তক দীর্ঘাংসার মতে এইভার কুলে সংস্কারের দ্বারা পুত্র সিদ্ধ হয়। যে বালকের জনক কুলে সংস্কার হয়, সে সার্বদা দত্তক হইতে পারে না। জনককুলে সংস্কার হওয়ার পর জনক কর্তৃক প্রদত্ত হইলে, শাস্ত্রানুসারে এইভার দান হয়। কিন্তু অধুনা আইন অনুসারে কেহ কাহার দান হইতে

পারে না । গ্রহীতার দাম হইলেও সেই বালক জনকের স্বত্ব ভাগী নাহিইবার কোন কারণ দেখা যায় না ।

কোন প্রকার লাভের উদ্দেশে নতক দান করিতে কেহ চুক্তি করিলে, সেই চুক্তির ফলে জনপত্র প্রদত্ত হইতে পারে না । লাভের উদ্দেশে পুত্র দান করিলে সেই পুত্র ক্রীত পুত্র হয় ; কলিযুগে ক্রীতপুত্র হইতে পারে না ; অতরাং লাভের উদ্দেশে পুত্র দানের চুক্তি করিলে সেই চুক্তি অসিদ্ধ হয় ( ইমান কিশোর বঃ হরিশচন্দ্র 13 B. L. R. 42 )

### দাম্পত্য পরিচ্ছেদ ।

পতির মৃত্যুর পরে পত্নী নতক গ্রহণ করিলে  
গ্রহীত পুত্রের স্বত্ব নির্ণয় ।

বঙ্গদেশে পতির অনুমতি থাকিলে পতির মৃত্যুর পরে পত্নী নতক গ্রহণ করিতে পারে । অনুমতি পত্র থাকিলে পত্নী নতক গ্রহণ করিতে বাধ্য নহে । অনুমতি পত্র অনুসারে বাবৎ নতক গ্রহণ না করে তাবৎ পত্নী নিজ স্বত্রে পতির সম্পত্তিতে অধিকারিনী থাকে ( বাবদ দাম বঃ তারিণী ওরফে সরাস্বতী 7 M. I. A. 169 ) ;

Adoption of  
a son after  
the adop-  
tive father's  
death.

পতির অনুমতি অনুসারে নতক গ্রহণ করিলে তৎকালে পত্নীর স্বত্ব লোপ হইয়া সেই নতক পুত্রের স্বত্ব হয় ( বর্ষ দাম পাণ্ডে বঃ ভাবানন্দস্বামী 3 M. I. A. 229 )

হই বা তিন পত্নীর মধ্যে এক পত্নীর প্রতি নতক গ্রহণের অনুমতি থাকিলে এক পত্নীর কৃত কার্যের দ্বারা সকল পত্নীর স্বত্ব লোপ হইতে পারে ; এই সম্বন্ধে বঙ্গদেশে কোন

সম্পত্তি হয় নাই ; তবে বোম্বাই প্রদেশে যে সম্পত্তি হই-  
রাছে তাহা বঙ্গদেশে প্রদোষ না হইবার কোন কারণ দৃষ্ট  
হয় না । বোম্বাই প্রদেশে পতির সিম্বের মাধ্যমে পতির  
মৃত্যুর পরে পত্নী দত্তক গ্রহণ করিতে পারে । বোম্বাই হাই  
কোর্ট সম্পত্তি করিরাছেন যে বহু পত্নীর মধ্যে জ্যেষ্ঠ পত্নী  
দত্তক গ্রহণ করিলে অন্য সকল পত্নীর অংশ লোপ হয় ( রকনা  
বাই বঃ রাধা 5. Bomb. 181.

The estate  
of the wi-  
dow or other  
heir in  
whom the  
property  
vested is di-  
vested in  
favour of  
the subse-  
quently  
adopted  
son.

বারাণসী জাভিড প্রভৃতি দেশের মতে অবিভক্ত দারাদ  
লোকান্তর হইলে তাহার অংশ লোপ হয় ; কিন্তু অবিভক্ত  
দারাদ লোকান্তর হওয়ার পরে তাহার পত্নী দত্তক গ্রহণ  
করিলে সেই দত্তক তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া অবিভক্ত সম্প-  
ত্তির অংশ পাইবার অধিকারী হয় । অবিভক্ত রাজ্যের রাজার  
মৃত্যুর পরে তাহার জ্ঞাতা অধিকারী হইলে অনন্তর মৃত  
রাজার পত্নী দত্তক গ্রহণ করিলে সেই দত্তক অধিকারী হয় ।  
( রঘুনাথ বঃ ব্রজ কিশোর 8. I. A. 154.

দত্তক পুত্র বয়ঃ প্রাপ্ত হইয়া বিবাহ কবতঃ অপুত্রক লোকা-  
ন্তর হইলে তাহার সম্পত্তিতে তাহার পত্নীর অধিকার হয় ।  
তাদৃশ অবস্থার অধীভার পত্নী পতির অনুমতি অনুসারে পুন-  
রায় দত্তক গ্রহণ করিলে পূর্ব গৃহীত দত্তকের পত্নীর অংশ  
লোপ হয় না । মৃত ধনীর জ্ঞাতার অপেক্ষা পত্নীর অধিকার  
অগ্রাণ্য ; পিতার ঔরস পুত্র বর্তমান থাকিলে ও পত্নীর  
অধিকার অগ্রাণ্য হয় ; সুতরাং পিতার অন্য দত্তক পুত্র গৃহীত  
হইলেও পূর্ব গৃহীত মৃত দত্তকের পত্নীর অংশ লোপ হইতে  
পারে না ( ভুবন মণী দেবী বঃ রাম কিশোর আচার্য্য চৌধুরী

ঔরস পুত্র অথবা পূর্ব গৃহীত দত্তক, সম্ভাবন বা পত্নী না  
রাখিয়া লোকান্তর হইলে, মাতা বহিঃ অধিকারিণী না হয় এবং  
সেই মাতা বহিঃ আপন পতির অনুমতি অনুসারে অথবা

A second  
adoption  
after the  
death of the

first adopted son without issue does not divest the estate of one who inherited at the death of the first adopted son

প্রতিবিম্ব প্রদেশে সপিতৃ গণের অনুমতি অনুসারে দত্তক গ্রহণ করে তাহাই হইলে গ্রহীত্ৰী মাতার স্বত্ব লোপ হইয়া সেই দত্তকের স্বত্ব হয় এইরূপ নিষ্পত্তি হইয়াছে (বেলাকি বঃ বেক্ট রাম লক্ষী 4. L. A. 1. বৈষ্ণুঠমনি বঃ কৃষ্ণস্বামী ; 7. W. R. 392.

• পরন্তু মাতার অধিকার অগ্রগণ্য ; সুতরাং মাতা দত্তক গ্রহণ করিলে মাতার স্বত্ব লোপ হইয়া সেই দত্তকের স্বত্ব হয় এরূপ অবধারণ করা কতদূর সংগত তৎসম্বন্ধে প্রিবি-কোলস আর এক মকদ্দমায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন (রাম স্বামী বঃ বেক্ট বামিন ।

মৃত ধনীর পত্নী দত্তক গ্রহণ করিলে পত্নীর স্বত্ব লোপ হইয়া গ্রহীত দত্তকের স্বত্ব হয় ; মৃত ধনীর মাতা দত্তক গ্রহণ করিলে মাতার স্বত্ব লোপ হয় কি না সন্দেহ স্থল । মৃত ধনীর বিমাতা দত্তক গ্রহণ করিলে মৃত ধনীর লোকান্তর হইবার সময়ে যে তাহার সম্পত্তিতে অধিকারী হয় তাহার স্বত্ব লোপ হয় না । বিমাতা স্বয়ং উত্তরাধিকারিণী নহে ; তবে বিমাতা সপত্নী পুত্রের মৃত্যুর পরে দত্তক গ্রহণ করিলে সেই দত্তক মৃত ধনীর ভ্রাতার স্থানীয় হয় ; কিন্তু পিতৃব্যাদি অন্য কেহ অধিকারী হইলে অনন্তর গ্রহীত দত্তক পুত্র স্বত্ব-বান হইতে পারে না ; আমাদের শাস্ত্রানুসারে পূর্বস্বামীর মৃত্যুকালে পুত্র বর্তমান না থাকে সে অধিকারী হইতে পারে না । আশ্রমা বঃ মাঝুলি রেডি । ( 8 Mad H. C. 108 )

মূলধনীর মৃত্যুর পরে তাহার জাতপুত্রের পত্নী আপন মৃতস্বামীর অনুমতি অনুসারে দত্তক গ্রহণ করিলে সেই দত্তক আপন পিতার পিতৃব্যের সম্পত্তিতে অধিকারী হইতে পারে না । মূলধনীর মৃত্যুর সময়ে যে নিকট উত্তরাধিকারী অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার অধিকার লোপ হইয়া

যে জাতপুত্রের অন্তর গৃহীত দত্তক অধিকারী হইতে পারেন। (কালি প্রায়ঃ ২২ যোক্তুল চন্দ্র (2 Cal 295) ।

এতাবত প্রতীক্ষার অন্তর হইতেছে যে

১। মূল ধনীর মৃত্যুর পরে তাহার সমস্ত তাহার পত্নী কর্তৃক দত্তক গৃহীত হইলে, মূল ধনীর মৃত্যুকালে পত্নী বা দারাদ যে অধিকারী হয়, তাহার অর্থ লোপ হইয়া সেই দত্তকের অর্থ হয়।

২। মূলধনীর মৃত্যুর পরে তাহার পিতার সমস্ত তাহার মাতা কর্তৃক দত্তক গৃহীত হইলে তদ্বারা মূলধনীর মাতার অর্থ লোপ হয় নিষ্পত্তি হইয়াছে।

৩। মূলধনীর মৃত্যুর পরে তাহার পিতার সমস্ত তাহার বিমাতা দত্তক গ্রহণ করিলে, সেই দত্তক গ্রহণ নিবন্ধন মূল ধনীর মৃত্যুর কালে পিতৃব্য বা অন্য যে কেহ অধিকারী হয়, তাহার অর্থ লোপ হইতে পারে না।

৪। মূল ধনীর মৃত্যুর পরে তাহার মৃত জাতা বা জাতপুত্রের পত্নী দত্তক গ্রহণ করিলে সেই দত্তক অধিকারী হয় না।

পতির অনুমতি থাকিলে, প্রথম গৃহীত দত্তকপুত্র অপুত্রক লোকান্তর হইলে পত্নী দ্বিতীয় দত্তক গ্রহণ করিতে পারে। পতির মৃত্যুর বহুকাল পরে প্রথম গৃহীত দত্তক লোকান্তর হইলেও দ্বিতীয় দত্তক গৃহীত হইতে পারে (রায় সুন্দর বঃ সর্বদ্বীপী ২২ W. R. 121 )

বঙ্গদেশের মতে পিতা আপন জীবনকালে আর্জিত পৈতামহ সর্বপ্রকার সম্পত্তি পুত্রগণের অমতে দান-বিক্রয় করিতে পারেন; কিন্তু দত্তক গ্রহণ করিয়া দত্তক পুত্রের স্বত্বের বিরাজনক কার্য করিতে পারেন কিন, তাহা নিশ্চয় বল যায় না। মেকনটন সাহেবের মতে বঙ্গদেশে দত্তক পুত্র পিতৃকৃত দান বিক্রয় রহিত করিতে পারে।

The validity of a contract on behalf of the adopted son entered into between the adoptive and the natural father

মূলধনীর প্রদত্ত অনুমতি পত্রে যদি নির্দিষ্ট থাকে যে পত্নী দত্তক গ্রহণ করিলে পরেও পত্নী অধিকারিণী থাকিবেন, তাহা হইলে বঙ্গদেশে সেইরূপ অনুমতি অনুসারে জীবনকাল পর্যন্ত পত্নীর স্বত্ব থাকে (প্রসন্নময়ী বঃ রামসুন্দর । S.D. of 1859 162)

কিন্তু বারানসী প্রদেশে দিতাকর। যত্নে জন্মদিবদ্ধন পিতৃসম্পত্তিতে পুত্রের স্বত্ব হয় ; সুতরাং স্বাক্ষরিত এবং পৈতামহ উত্তরবিধ সম্পত্তি সম্বন্ধে গ্রহণের সময়ে দত্তক পুত্রের স্বত্ব হয় । বারানসী প্রদেশে মূলধনীর মৃত্যুর পরে দত্তক গৃহীত হইলে, গৃহীত পুত্র সমস্ত সম্পত্তিতে সম্পূর্ণ অধিকারী হয় ; এইতর যে স্বত্ব ছিল তাহা মৃত্যুকালে লোপ হইয়া যায় ; সুতরাং এইতর নির্দিষ্ট অনুসারে গৃহীত দত্তক পুত্রের স্বত্বের বিরূপ হইতে পারে না । (নারায়ণ বঃ সাবুবাঙ্গি Madras) মূলধনীর পত্নীকে দত্তক দান করিবার সময়ে বালকের জনক যদি এমন চুক্তি করে যে মূলধনীর পত্নী জীবনকাল পর্যন্ত অধিকারিণী থাকিবেন, 'তাহা হইলে বালক সেই চুক্তিতে বাধ্য হয় । ( চিকত রমুনাথ বঃ জামকী 11 Bomb H. C. 109 ; রামস্বামী বঃ বেদট বামিন । 6 L. A. 1)

পত্নির অনুমতি অনুসারে দত্তক গ্রহণ করিবার পূর্বে পত্নী কোন সম্পত্তি দান বিক্রয় করিলে গৃহীত পুত্র তাহা রহিত করিবার নালিস করিতে পারে ; পত্নী গর্ভস্থ বালকের অতিভাবক গণ্য হয় না বটে ; কিন্তু পত্নী হুহিতা প্রভৃতি কোন সম্পত্তি দান বিক্রয় করিতে পারে না এই হেতু রহিত হয় । বামন দাস বঃ ভারিনী । ( 7 M. L. A. 169 )।

## পঞ্চম অধ্যায় ।

### অপ্রাপ্তব্যবহারাবস্থা ।

আমাদিগের শাস্ত্রানুসারে বোড়শ বর্ষে প্রাপ্ত ব্যবহারস্থ  
হয় । বঙ্গদেশের মতে পঞ্চদশ বর্ষ অতিক্রম করিলে প্রাপ্ত  
ব্যবহার হয় ; ( কালী চরণ বঃ ডগবডী 10 B. L. R. 281 )  
( মধুর মোহন বঃ সুরেন্দ্র দারাদ্রণ 1 Cal 108 ) ।

Minority.

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের মতে বোড়শ বর্ষ পূর্ণ হইলে  
প্রাপ্ত ব্যবহারস্থ হয় ।

১৮৫৮ সালের ৪০ আইন অনুসারে অর্ধদশ বর্ষের হীন  
বয়স্ক বালকের অতিভাবক নিযুক্ত এবং সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষ-  
ণের ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা জেলার জজের আছে । উক্ত  
আইন অনুসারে কোন বালকের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ জজ  
জেলার জজ সাহেব কর্তা নির্বাহক নিযুক্ত করিলে অথবা  
কোন জমিদার কোর্ট অব ওরডের অধীন থাকিলে ১৮৭৫  
সালের ৯ আইন অনুসারে ২১ বৎসর পূর্ণ হইলে প্রাপ্তব্য-  
বহার হয় । তন্নিম্ন অন্যান্য লোক এক্ষণে অর্ধদশ বর্ষ পূর্ণ  
হইলে প্রাপ্ত ব্যবহার হয় ।

Act XL of  
1858.

Act IX  
of 1875.

আমাদের শাস্ত্রানুসারে রাজা বালধনের রক্ষক । অথবা  
১৮৫৮ সালের ৪০ আইন অনুসারে জেলার জজ সাহেব বাল  
ধন রক্ষণের ব্যবস্থা এবং বালকের অতিভাবক নিযুক্ত করিয়া  
থাকেন । পিতা বর্তমান থাকিলে পিতা বাল ধন রক্ষক  
এবং বালকের অতিভাবক নিযুক্ত হইবার অধিকারী ; পিতার  
অভাবে মাতা ; মাতার অভাবে অগৌত্রজ ; অগৌত্রজের  
অভাবে মাতামহ গৌত্রজ বালকের অতিভাবক নিযুক্ত  
হইতে পারে ।



অবিত্তক পরিবারের মধ্যে মিতাকরার মতে অবিত্তক দারাদগানের কর্তা বালধনের রক্ষক । অবিত্তক পরিবারের মধ্যে পিতার অভাবে মাতা বালকের রক্ষণাবেক্ষণ করিবার অধিকারিণী ।

দত্তক দান করিলে বালকের উপর জন্মদাতা পিতার কোন অধিকার থাকে না ।

Validity of  
sale on be-  
half of a  
minor.

১৮৫৮ সালের ৪০ আইন অনুসারে যে ব্যক্তি বাল ধনের রক্ষক নিযুক্ত হয় সে জেলার জজ সাহেবের বিশেষ অনুমতি ব্যতীত কোন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় অথবা ৫ বৎসরের উর্দ্ধ কালের জন্ত পাট্টা দিতে পারেনা । ১৮৫৮ সালের ৪০ আইন অনুসারে জেলার জজ সাহেবের নিকট ক্ষমতা পত্র না লইয়া যে ব্যক্তি বাল ধন রক্ষণাবেক্ষণ করে, সে বিশেষ আবশ্যক হইলে হিতার্থে বাল ধন বিক্রয় করিতে পারে (4 I. L. R.) কিন্তু বিশেষ আবশ্যক ব্যতীত বাল ধন বিক্রয় করিলে সেই বিক্রয় সিদ্ধ হয় না (হুম্মান প্রসাদ পাণ্ডে বঃ বাবুই মুনরাজ কুটার 6 M. I. A. 393) ।

পিতা স্বধর্ম পরিত্যাগ করিলেও তাহার অপ্রাপ্ত ব্যবহার পূজগণ তাহার অধীনে থাকিতে বাধ্য । মাতা স্বধর্ম পরিত্যাগ করিলে অপ্রাপ্ত ব্যবহার পুত্রের উপর তাহার কর্তৃত্ব থাকে না । অপ্রাপ্ত ব্যবহার বালক স্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া পিতার কর্তৃত্বাধীনে থাকিতে আপত্তি করিতে পারে না । (হেমনাথ বসু 1 Hyde. 111)

অনভীত চতুর্দশবর্ষ বয়স্ক বালক এবং অনভীত বোদ্ধ-ধর্ম রক্ষা বালিকা আইন অনুসারে তাহার নিকটে থাকিতে বাধ্য, তাহার নিকট হইতে যদি কেহ মন্ত্রণা দিয়া লইয়া যায় তাহা হইলে সেই ব্যক্তি দণ্ডবিধি আইনের ৩৬১ ও ৩৬৩ ধারা অনুসারে শাস্তি পায় ।

জারজ সন্তান, মাতার কর্তৃত্বাধীন । কিন্তু জারজ সন্তান জন্মদাতা পিতার নিকট অথবা তদীয় আদেশ অনুসারে অত্র কাহার নিকট থাকিরা প্রতিপালিত হইলে তাহার উপর আর তাহার মাতার কর্তৃত্ব থাকে না । বালক বাহার অধীনে থাকিতে বাধ্য তাহার অধীনে ন্য থাকিয়া অন্তের কর্তৃত্বাধীনে থাকিলে সেই ব্যক্তির নামে ১৮৬১ সালের ৯ আইন দ্বারা নালিশ করিতে পারে । অপ্রাপ্ত ব্যবহার বালক কোন চুক্তি করিলে সেই চুক্তি সকল স্থলে অসিদ্ধ গণ্য হয় না । আবশ্যক ক্ষেত্রের নিমিত্ত চুক্তি করিলে সেই চুক্তিতে বালক সম্পূর্ণ বাধ্য হয় ।

Act 1X of  
1861.

অপ্রাপ্ত ব্যবহারাবস্থার চুক্তি করিয়া পূর্ণ বয়স্ক হওয়ার পরে অন্তথা না করিলে সেই চুক্তি বলবৎ গণ্য হয় ।

বালকের হিতের জন্য বালকের অভিভাবক প্রবিবেচনার সহিত যে কার্য করে তাহাতে বালক বাধ্য হয় ।

১৮৫৮ সালের ৪০ আইন অনুসারে ক্ষমতা পত্র না লইয়া কেহ বালকের পক্ষে নালিশ করিতে পারে না । তবে অল্প সম্পত্তি হইলে অথবা অত্র কোন বিশেষ কারণ থাকিলে বালকের যে কোন আসন্ন বন্ধুকে আদালত বালকের পক্ষে অভিভাবক হইয়া নালিশ করিবার অনুমতি দিতে পারেন । বালকের নামে নালিশ করিতে হইলে দেওয়ানি কার্যবিধি আইন অনুসারে অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া সেই অভিভাবকের নাম বোঝে নালিশ করিতে হয় । রীতিমত নিযুক্ত অভিভাবকের সমক্ষে বিচার হইলে বালক বিকল্প ভিত্তিতে বাধ্য হয় । বালকের অভিভাবক আপস রক্ষা করিলে বালক তাহাতে বাধ্য হয় । বালকের অভিভাবক আপস রক্ষা করিতে অস্বীকার হইলে সেই আপস রক্ষা বালকের হিতজনক বটে কিনা তাহা না জামিয়া আদালত অনুসারে

Suit on be-  
half of a  
minor.

ডিক্রি দিও পারেন না। ( ১৮৮২ সালের ১৪ আইনের ৪৬২ ধারা ; ত্বরীণী চরণ বঃ ওয়াটসন 12 W. R. 414 ; মধুসূদন বঃ পৃথ্বীবল্লভ 16 W. R. 231 ; জহিলাল বঃ শ্যামলাল মিশ্র 20 W. R. 120 ; রামচরণ বঃ এঙ্গল সরকার 16 W. R. 232 )

অভিভাবকের তথ্যকতা হেতু বালকের বিরুদ্ধে ডিক্রি হইলে "রহিত হইতে পারে ( লেখরাজ বঃ মাহাতাপচান্দ 14 M. 1. A. 393 )

অভিভাবকের তথ্যক এবং আইন বিরুদ্ধ কার্য হেতু বালকের ক্ষতি হইলে বালক সেই অভিভাবকের নামে ক্ষতি পূরণের নালিস করিতে পারে।

## ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

### অবিভক্ত পরিবার।

Joint ownership the rule in early times.

আদিম অবস্থায় প্রায় সকল দেশে পুরুষানুক্রমে অবিভক্ত ভাবে থাকিয়া লোক সকল কৃষিকার্যাদির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। প্রাথমিক অবস্থায় লোক সংখ্যা অল্প থাকে ; এবং কৃষি যোগ্য ভূমি যথেষ্ট পাওয়া যায়। সুতরাং তৎকালে স্বতন্ত্ররূপে কোন ভূমি অধিকার পরিবার নিমিত্ত এক পরিবারের অন্তর্গত কোন ব্যক্তির চেষ্টা হয় না। ক্রমশঃ যখন লোকসংখ্যা অধিক হয় এবং সন্নিহিত প্রদেশে কৃষিযোগ্য ভূমি যথেষ্ট পাওয়া না যায়, তখন স্বতন্ত্ররূপে ভূমি অধিকার করা আবশ্যক হইয়া উঠে। যতদিন লোক সংখ্যা অল্প থাকে এবং কৃষিযোগ্য ভূমি যথেষ্ট পাওয়া যায়, তত-

দিন এক পরিবারের অন্তর্গত ব্যক্তি গণের মধ্যে স্বতন্ত্র হইবার ইচ্ছা হওয়ার কোন কারণ থাকে না ।• বরং তাদৃশ অবস্থায় অবিভক্ত থাকিলে নিঃশঙ্কায় কৃষিকার্যের ফলভোগের আশী থাকে । শিল্পবাণিজ্য রাজ সেবাদির দ্বারা এক ব্যক্তি বহুঅর্থ উপার্জন করিতে সক্ষম হয় ; এবং অপরকে আপন পরিশ্রম লব্ধবস্তু ফলভাগী করিতে ইচ্ছা করে না । পরন্তু কৃষি জীবদিগের মধ্যে প্রায় সকল ব্যক্তির দ্বারা সম পরিমাণে ফলোদয় হয় ; সুতরাং অবিভক্ত রূপে বাস করার কৃষিজীবদিগের ক্ষতি বোধ হয় না । বতদিন শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি ন। হয় ততদিন ভোগবিলাসের উপকরণ সমুদায় পাওয়া যায় না ; সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে থাকিয়া ভোগ বিলাস করিবার কাহার ইচ্ছা হয় না ; বরং বহুপরিবার প্রতি পালন করা এবং বহু পরিবারে বেষ্টিত থাকা সুখজনক গণ্য হয় । শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি হইলে একব্যক্তি বহু অর্থ উপার্জন করিতে সক্ষম হইল ; এবং ভোগ বিলাস করিবার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা সম্ভব হয় । শিল্প বাণিজ্যাদির জন্য লোক সকল দেশান্তরে প্রবাস করিতে আরম্ভ করে ; ক্রমশঃ অবিভক্ত পরিবার সমূহ বিভক্ত হইতে থাকে ।

Causes which lead to the dissolution of the joint family corporation

যে কারণে ইউক আদিমাবস্থায় আর্থ্যাগণ অবিভক্তরূপে বাস করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই ; এবং অद्याপি সেই প্রথা সম্পূর্ণ লোপ হয় নাই । অতএব অবিভক্ত অবস্থায় কাহার কিরূপ স্বত্ব থাকে তাহা জানা আবশ্যক । অনুক্রমগণিকাধায়ে উক্ত আছে যে বঙ্গদেশ বাতীত ভারত বর্ষের সর্বত্র মিতাক্ষরার মত প্রচলিত ; মিতাক্ষরার মতে জন্মনিবন্ধন পিতৃ ধনে স্বত্ব হয় । অবিভক্ত দায়াদগণের মধ্যে কাহার সন্তান হইলে সেই সন্তান অবিভক্ত সম্পত্তির এক জন অধিকারী গণ্য হয় ; এবং অবিভক্ত দায়াদগণের মধ্যে কেহ

The nature of the right which the individual members of a joint family possess in respect of joint family property.

Mitakshera

লোকান্তর হইলে তাহার স্বত্বলোপ হয়। মিতাক্ষরাকার সামুদায়িক স্বত্বাদী; অর্থাৎ মিতাক্ষরা মতে অবিভক্ত দায়াদ গণের প্রত্যেকের স্বত্ব সর্বধন ব্যাপক। একজন দায়াদের মৃত্যু হইলে তাহার স্বত্ব লোপ হয়; কিন্তু অবিভক্ত সম্পত্তি অত্র দায়াদ গণের স্বত্ব দ্বারা ব্যাপ্ত থাকে। যত দিন বিভাগ না হয়, ততদিন অবিভক্ত দায়াদ গণের মধ্যে কাহার কোন বিশেষ সম্পত্তিতে অধিকার থাকে না। অবিভক্ত ভাবে ভোগ করিবার অথবা বিভাগ করিয়া লইবার স্বত্ব থাকে নাজ। বিভাগ হইলে পরে দায়াদ গণের দ্রব্য বিশেষে সম্পূর্ণ স্বত্ব হয়। মিতাক্ষরাকৃত নিম্নলিখিত বিভাগ লক্ষণের তাৎপর্য্য বিবেচনা করিয়া দেখিলে, মিতাক্ষরা মতে অবিভক্ত দায়াদ গণের স্বত্বের স্বরূপ জানিতে পারা যায়। আপুবিয়ার বঃ রামসওয়ান ( 11 M. I. A. 89 )

“দ্রব্যসমুদায় বিষয়ানাং অনেক স্বাম্যানাং দ্রব্য বিশেষেষু-  
ব্যবস্থাপনং বিভাগঃ। মিতাক্ষরা ২ অধ্যায়ঃ।”

Sons and  
grandsons  
become co-  
owners from  
the date of  
their birth

Obstructed  
and unob-  
structed  
succession,

মিতাক্ষরা মতে পৈতৃক সম্পত্তিতে পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র এইতিনের জন্ম নিবন্ধন যে স্বত্ব হয় তাহা অপ্রতিবন্ধ দায় বলিয়া উক্ত হয়। কোন দায়াদ অপুত্রক লোকান্তর হইলে তাহার সম্পত্তিতে শাস্ত্রানুসারে অত্র দায়াদ গণের যে স্বত্ব হয় তাহা সপ্রতিবন্ধ দায় বলিয়া উক্ত হয়। স্বামী সম্ভাব-  
রূপ প্রতি বন্ধক থাকিতে অত্র দায়াদের স্বত্ব হয় না; সুতরাং অপুত্রক লোকান্তর হইলে তখন অত্র দায়াদের স্বত্ব হয়; এই নিমিত্ত অপুত্রক দায়াদের মৃত্যুর পরে অত্র দায়াদের যে স্বত্ব হয় তাহা সপ্রতি বন্ধ দায় বলিয়া মিতাক্ষরায় উক্ত আছে।

Father's  
right res-  
tricted.

জন্ম নিবন্ধন পৈতৃক সম্পত্তিতে পুত্র পৌত্রাদির স্বত্ব হয়; সুতরাং পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র থাকিলে সকলে তুল্য

স্বত্ববিশিষ্ট অবিভক্ত দায়াদ গণ্য হয় ; এবং শাস্ত্রোক্ত কারণ ব্যতীত পিতা কোন সম্পত্তি একাকী দান বিক্রয় করিতে পারেননা।

Jimuta vahana does not recognize the distinction between obstructed and unobstructed succession.

দায়ভাগের মতে জন্মনিবন্ধন পৈতৃক সম্পত্তিতে পুত্রের স্বত্ব হয় না। পিতৃ মরণ কালে পুত্রের জীবন দায়ভাগের মতে পুত্রের স্বত্বের কারণ। সুতরাং পিতা জীবিত থাকিতে স্বাধিকৃত বা ক্রমাগত কোন প্রকার সম্পত্তিতে পুত্রের অধিকার হয় না। দায়ভাগকার সপ্রতিবন্ধ এবং অপ্রতিবন্ধ দায়ের ভেদ স্বীকার করেন না। পুত্র প্রভৃতি সকল উত্তরাধিকারীর স্বত্ব পূৰ্ব্বস্বামীর মৃত্যুর পরে হয় ; সুতরাং দায়ভাগের মতে সপ্রতিবন্ধ এবং অপ্রতিবন্ধদায় এরূপ ভেদ হইতে পারে না।

দায়ভাগকার প্রাদেশিক স্বত্ববাদী ; দায়ভাগেরমতে অবিভক্ত দায়াদগণের প্রত্যেকের স্বত্ব সমস্ত অবিভক্ত সম্পত্তি ব্যাপ্ত নহে। জীমূতবাহন বলেন যে অবিভক্ত দায়াদগণের প্রত্যেকের স্বত্ব অবিভক্ত সম্পত্তির স্তব্ধ প্রদেশ ব্যাপ্ত। দায়ভাগকার বিভাগের নিম্নলিখিত লক্ষণ করিয়াছেন।

Sons & inherit after the father's death.

Co-owners hold in quasi severalty according to Jimuta.

“এক দেশোপার্জ্যম্যেব ভূহিরণ্যাদাবুৎপন্নশ্চ স্বত্বশ্চ বিনিগমনা প্রমাণাতাবেন বৈশেষিক ব্যবহারানইতয়া। অব্যবস্থিতশ্চ গুটিকাপাতাদিনা ব্যঞ্জনং, বিশেষণে তজনং স্বত্বজ্ঞাপনং বা বিভাগঃ।

দায়ভাগের মতে কোন অবিভক্ত দায়াদ অপুত্রক লোকান্তর হইলে তাহার স্বত্ব লোপ হয় না। শাস্ত্রানুসারে তাহার যে নিকট উত্তরাধিকারী সেই তাহার স্বত্ব অধিকারী হয়। যদি কোন ব্যক্তি অবিভক্ত জ্ঞাতা এবং অবিভক্ত ভ্রাতৃপুত্র রাখিয়া অপুত্রক লোকান্তর হয় তাহা হইলে

Difference between survivorship and succession.

১। মিতাকরা মতে মৃতব্যক্তির স্বত্ব লোপ হইয়া অবিভক্ত ভ্রাতৃপুত্রের এবং ভ্রাতার তুল্য স্বত্ব হয়।

২। দায়ভাগের মতে ভ্রাতৃ পুত্র অপেক্ষা ভ্রাতা নিকট উত্তরাধিকারী ; সুতরাং মৃত ভ্রাতার অংশে কেবল ভ্রাতার অধিকার হয়।

Position  
and power  
of a Karta  
in a joint  
family.

অবিভক্ত দায়াদ গণের মধ্যে যিনি কর্তৃত্ব করেন তাহার ক্ষমতা বা দায়িত্ব অগ্রাগ্র দায়াদ গণের সম্বন্ধে চুক্তি মূলক নহে। চুক্তির মূলে কার্য নির্বাহক নিযুক্ত হইলে সেই কার্য নির্বাহক অতিরিক্ত ব্যয় করিতে পারে না। কিন্তু অবিভক্ত দায়াদ গণের কর্তা দায়াদ গণের ভরণ পোষণ অথবা অবশ্য কর্তব্য ক্রিয়া কৰ্মাদিতে অতিরিক্ত ব্যয় করিলে তজ্জন্ত স্বয়ং দায়ী হয় না। কর্তা অতিরিক্ত ব্যয় করিলে দায়াদ গণ পৃথক হইতে পারে। সাধারণ সম্পত্তি কর্তা আত্মসাৎ করিলে কর্তার নামে নালিস চলিতে পারে। বিশেষ আবশ্যক হইলে কর্তা সাধারণ সম্পত্তি দান আধমন বা বিক্রয় করিতে পারে।

Validity of  
a sale by  
Karta

“একোপি স্থাবরে কুৰ্যাদানাদধমন বিক্রয়ঃ।

আপৎকালে কুটুম্বার্থে ধর্মার্থেচ বিশেষতঃ ॥

এই ব্রহ্মস্পতি স্মৃতি অনুসারে ‘মিতাকরা’কার বলিয়াছেন “অগ্রাণ্ড ব্যবহারেষু পুত্রেষু পৌত্রেষু বা অনুজাদানাদা ব সমর্থেষু ভ্রাতৃষু বা তথাবিধেষু বিভক্তেষুপি সকল কুটুম্ব ব্যাপিন্যা মাপদি তৎপোষণে বাবশ্যঃ কর্তব্যেষু পিতৃশ্রাদ্ধা-  
দিস্থ স্থাবরস্য দানাদধমন বিক্রয়মেকোপি সমর্থঃ কুৰ্য্যাৎ।

অর্থাৎ পুত্র পৌত্র বা অবিভক্ত ভ্রাতা অগ্রাণ্ড ব্যবহারত্ব হেতু অনুজাদানা সমর্থ হইলে কর্তা আপন ক্ষমতার বিশেষ আবশ্যক হইলে অবিভক্ত সম্পত্তি দানাদধমন বিক্রয় করিতে

পারে ( হুম্মান প্রসাদ পাণ্ডে বঃ বারুই মুনরাজ 6 M. I. A. 393 )

অবিভক্ত দায়াদ গণের মধ্যে একজনের বহু পরিবার থাকায় তাহার যদি অতিরিক্ত ব্যয় হয় তথাপি সেই ব্যয় অবিভক্ত পরিবারের জায্য ব্যয় বলিয়া গণ্য হয় ( অভয়চন্দ্র বঃ পিয়ারি মোহন 5 B. L. R. 347 )

অবিভক্ত সম্পত্তির কিরূপ আর ব্যয় হইতেছে তাহা দায়াদ গণের জানিবার অধিকার আছে । দায়াদ গণের মধ্যে পরস্পর চুক্তি না থাকিলে সাধারণ সম্পত্তির আয়ের অংশ পাইবার কারণ কর্তার নামে নালিস চলিতে পারে না ।

Mode of enjoyment of joint family property.

মিতাক্ষরামতে জন্মনিবন্ধন পৈতৃক সম্পত্তিতে পুত্রের স্বত্ব হইলেও, পুত্র পিতার নামে হিসাব অথবা ফলানুসরণ পাইবার নালিস করিতে পারে না ( সদানন্দ বঃ বনমালী 6 W. R. 256 ) পুত্র ইচ্ছাকরিলে পৈতামহ সম্পত্তি বিভাগ করিয় লইতে পারে ।

A son though coowner cannot bring a suit for mesne profits against father.

অপ্রাপ্ত ব্যবহার দায়াদ কর্তার নামে হিসাব এবং ক্ষতি পূরণ পাইবার জন্য নালিস করিতে পারে । অভয় চন্দ্র বঃ পিয়ারি মোহন 5 B. L. R. 347 )

Minor co-sharer.

দায়াদ গণ যত দিন অবিভক্ত থাকে তত দিন অবিভক্ত সম্পত্তির আয়ের উদ্ধৃত্তাংশ অবিভক্ত সম্পত্তির অন্তর্গত গণ্য হয় । দায়াদ গণ সেই উদ্ধৃত্তাংশ বৎসর বৎসর পাইবার কারণ কর্তার নামে নালিস করিতে পারে না । দায়াদ গণের মধ্যে বিশেষ চুক্তি থাকিলে, তদনুসারে সকলে আয়ের উদ্ধৃত্তাংশ পাইতে পারে ।

অবিভক্ত দায়াদগণের কোন সম্পত্তি স্বত্বকে, একজন দায়াদ আপন অংশের নিমিত্ত নালিস করিতে পারে না । সিউবরণ বঃ চক্রধারী 15 W. R. 436 ; চৈত নারায়ণ

Suits by the members of a joint family-



বঃ বনয়ারি 23 W. R. 375 ; রাজারাম বঃ লক্ষণ প্রসাদ 4 B. L. R. 718 ; যদি দায়াদগণ সকলে একত্র হইয়া নালিস করিতে সম্মত না হয় তাহা হইলে যে সকল দায়াদ বাদী না হয় তাহাদিগকে প্রতিবাদী করা যাইতে পারে (জগদম্বা দাসী বঃ হারাগ চন্দ্র 10 W. R. 109 ; গকুল প্রসাদ বঃ ইয়াত বারি 20 W. R. 134 )

অবিভক্ত দায়াদ গণের মধ্যে একজন স্বাধিকার চ্যুত হইয়া আর একজনের নামে দখল পাইবার নালিস করিতে পারে না ; যতক্ষণ বিভাগ না হয় ততক্ষণ মি তাকরার মতে স্বতন্ত্র ভাবে কোন দায়াদের কোন সম্পত্তিতে অধিকার থাকে না । গোবিন্দ চন্দ্র বঃ রামকুমার 24 W. R. 393 )

একজন অবিভক্ত দায়াদ সাধারণ সম্পত্তির কোন প্রকার নামে আপন অংশের রাজস্ব পাইবার অথবা দখল উচ্ছেদের নালিস করিতে পারে না ।

বঙ্গ দেশের মতে অবিভক্ত দায়াদ গণ আপন অংশ দান বিক্রয় হস্তান্তর করিতে পারে ( রাম দেবল বঃ মিত্রাজিত 17 W. R. 420 ) বঙ্গদেশের মতে অবিভক্ত দায়াদ গণের মধ্যে কেহ অন্য দায়াদ গণের সম্মতি না লইয়া অবিভক্ত সম্পত্তির উপর গৃহ নির্মাণ করিতে পারেন ( গুণদাস বঃ বিজয় গোবিন্দ 1 B. L. R. 108 সিউ ; প্রসাদ বঃ লিলাসিংহ 12 B. L. R. 188 ) কিন্তু সকল স্থলে সেই গৃহ ভগ্নের ডিক্রি হয় না ( লাল বিম্বন্তর বঃ রাজারাম 2 B. L. R. 67 ; নবীন চন্দ্র বঃ মহেশ চন্দ্র 12 W. R. 69 )

অবিভক্ত দায়াদ গণের মধ্যে কেহ অবিভক্ত সম্পত্তির কোন অংশ একাকী দখল করিলে ও বিশেষ চুক্তি ব্যতিরেকে খাজনা দিতে দায়ী হয় না । জীমতীআলাদিন বঃ

ক্রীনাথ চন্দ্র 20 W. R. 258 গোবিন্দ চন্দ্র বঃ রামকুমার ১  
24 W. R. 393

মিতাক্ষরা মতে অবিভক্ত দায়াদগণ ইচ্ছামতে আপন অংশ বিক্রয় করিতে পারে কি না তৎসম্বন্ধে ভিন্ন হাইকোর্টের ভিন্ন রূপ নিষ্পত্তি আছে। মাদ্রাজ এবং বোম্বে হাইকোর্টের নিষ্পত্তি অনুসারে অবিভক্ত দায়াদ আপন অংশ বিক্রয় করিতে পারে। মাদ্রাজ হাইকোর্টের মতে পিতা অথবা অন্য অবিভক্ত দায়াদ আপন অংশ জীবন কালে দান করিতে পারে; কিন্তু উইল করিতে পারে না। বোম্বে হাইকোর্টের মতে অবিভক্ত দায়াদ আপন অংশ বিক্রয় করিতে পারে; কিন্তু দান বা উইল করিতে পারে না। অবিভক্ত দায়াদগণের অংশের পরিমাণ সকল সময় সমান থাকে না; দায়াদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে অংশ হ্রাস হয়; এবং অবিভক্ত দায়াদ কেহ অপুত্রক লোকান্তর হইলে অপর সকলের অংশের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। মাদ্রাজ বোম্বে হাইকোর্টের মতে অবিভক্ত দায়াদ আপন অংশ আধমন করিতে পারে; কিন্তু আধমনের সময় আধমনকারীর যে পরিমাণ স্বত্ব থাকে আধমনের পরে তাহার হ্রাস বৃদ্ধি হইলে, কি পরিমাণ অংশ সেই ঋণ জন্ম দায়ী হয় তৎসম্বন্ধে কোন নিষ্পত্তি হয় নাই।

Power of a  
co-sharer to  
sell his own  
share  
without the  
consent of  
other co-sh  
arers.

কলিকাতা হাইকোর্টের নিষ্পত্তি অনুসারে মিতাক্ষরা মতে অবিভক্ত দায়াদগণের মধ্যে কেহ আপন অংশ, অপর সকলের সম্মতি ব্যতীত, বিক্রয় করিতে পারে না (সদাব্রত-প্রসাদ সাহ বঃ ফুলবাস কুন্ডার ৩ B. L. R. F. B. 31) অবিভক্ত দায়াদ আপন অংশ বিক্রয় করিলে, অন্য দায়াদগণের নালিস অনুসারে, সেই বিক্রয় রহিত হইলে মূল্যের

Calcutta Hi  
gh Court.

টাকার জন্ম বিক্রয়কারী দায়াদের অংশ দায়ী হয় ( মহাবীর  
প্রসাদ বঃ রামদয়াল 12 B. L. R. 90 ) ।

Sale in ex-  
ecution.

যদিও কলিকাতা এবং এলাহাবাদ হাইকোর্টের নিষ্পত্তি  
অনুসারে অবিভক্ত দায়াদ নিজ প্রয়োজনের নিমিত্ত আপন  
অংশ অপর সকলের সম্মতি ব্যতীত বিক্রয় করিতে পারে না,  
কিন্তু অবিভক্ত দায়াদের অংশ ঋণ দায়ে জীবন কালে  
ডিক্রীজারিতে নিলাম হইতে পারে। (দীনদয়াল বঃ জগদীপ  
নারায়ণ 4 I. A. 247) ।

অবিভক্ত দায়াদ লোকান্তর হইলে তাহার স্বত্ব লোপ  
হয়। যদি তাহার পুত্র পৌত্র বা প্রপৌত্র থাকে তাহা হইলে  
পুত্রাদি ঋণ পরিশোধ করিতে ধর্ম্যতঃ এবং আইন অনুসারে  
বাধ্য; কিন্তু অবিভক্ত দায়াদ অপুত্রক লোকান্তর হইলে  
তাহার নিজ প্রয়োজন নিমিত্ত কৃত ঋণ পরিশোধ করিতে  
অপর দায়াদগণ শাস্ত্রানুসারে বাধ্য নহে। অতএব অবিভক্ত  
দায়াদ অপুত্রক লোকান্তর হইলে পরে তাহার ঋণ দায়ে  
অবিভক্ত সম্পত্তির অংশ বিক্রয় হইতে পারে এমত বলা যায়  
না। কলিকাতা হাইকোর্টে এরূপ কোন মকদ্দমা উপস্থিত  
হয় নাই; বস্তু মাদ্রাজ প্রভৃতি হাইকোর্ট উত্তমর্গের বিরুদ্ধে  
অবধারণ করিয়াছেন।

---

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

---

পৈতামহ সম্পত্তি।

Ancestral  
property.

মিতাকরা মতে ক্রমাগত ধনে পিতা পুত্রের তুল্য স্বামীভূ  
হয়; পিতার স্বাধিকৃত ধনে জন্ম নিবন্ধন পুত্রের স্বত্ব হইলেও

পিতা আপন ইচ্ছায় স্বার্জিত সম্পত্তি দান বিক্রয় করিতে পারেন। মিতাক্ষরাকার বলিয়াছেন ;—

“বিভক্তেন পিত্রা পৈতামহে দ্রব্যে দীয়মানে-বিক্রীয়-  
মানে বা পৌত্রস্ত নিষেধপ্যধিকারঃ। পিত্রর্জিতেতুন নিষেধা-  
ধিকারঃ ; তৎপরতন্ত্রহাৎ অনুমতি স্ত কৰ্তব্য।। তথাহি  
পৈতৃকে ” পৈতামহেচ স্বাম্যং যত্য়পি জন্মনৈব তথাপি  
পৈতৃকে পরতন্ত্রহাৎ পিতুঃ স্বার্জকত্বেন প্রাধাত্যাৎ পিত্রা  
বিনিযুক্ত্যমানে স্বার্জিতে দ্রব্যে পুত্রেনানুমতিঃ কৰ্তব্য। ;  
পৈতামহেতু দ্রব্যোঃ স্বাম্যং অবিশিষ্টমিতি নিষেধাধিকা-  
রোপ্যন্তীতি বিশেষঃ ।” .

মিতাক্ষরা মতে জন্ম নিবন্ধন পিতার যে অপ্রতিবন্ধক দায়ে অধিকার হয় তাহা ক্রমাগত ধন ; তদ্বিত্তি অথ যে কোন উপায়ে পিতা যে সম্পত্তিতে অধিকার প্রাপ্ত হন তাহা পিতার স্বার্জিত গণ্য হয়। অপ্রতিবন্ধক দায়ে জন্ম নিবন্ধন পিতার স্বত্ব হয় ; সুতরাং জন্মনিবন্ধন পুত্রের সেই স্বত্ব স্বত্ব হইয়া থাকে। সপ্রতিবন্ধক দায়ে জন্ম নিবন্ধন স্বত্ব হয় না। সুতরাং পিতা কোন সপ্রতিবন্ধক দায়ে অধিকারী হইলে সেই সম্পত্তি পিতার স্বার্জিত তুল্য গণ্য হয় (10 B. L. L. 183)।

Obstructed  
heritago  
not ancest  
ral.

পৈতামহ সম্পত্তির আয় হইতে কোন সম্পত্তি পিতা ক্রয় করিলে তাহা পৈতামহ গণ্য হয়। (সদানন্দ মহাপাত্র বঃ বনমালী দাস 6 W. R. 256)।

পিতামহের স্বার্জিত সম্পত্তিতে পিতা অধিকারী হইলে পুত্রদিগের সম্বন্ধে সেই সম্পত্তি পৈতামহ গণ্য হয়। রাম-নারায়ণ বঃ প্রতাপ নারায়ণ 20 W. R. 189।

Property  
purchased  
with the in  
come of an-  
cestral pro-  
perty consi-  
dered an-  
cestral.

পিতা আপন স্বার্জিত সম্পত্তি পুত্রদিগকে দান অথবা উইল করিলে সেই সম্পত্তি পুত্রদিগের স্বার্জিত গণ্য হয় না।

পিতৃ দ্রব্যের অবিরোধে যাহা অর্জিত তাহাই স্বার্জিত; কিন্তু হাইকোর্ট অবধারণ করিয়াছেন যে পিতৃ প্রসাদ লব্ধ ধন পিতৃ দ্রব্যের অবিরোধে উপার্জিত এমত বলা যায় না । (মদন গোপাল বঃ রামবকস 6 W. R. 71 তারার্টাদ বঃ রিব-রাম 3 Mad H. C. 50,55) এই সম্বন্ধে বিকল্প নিষ্পত্তি আছে (মহাবীর বঃ যুবাসিংহ 16 W. R. 22) পৈতামহ সম্পত্তি যদি ঋণ দায়ে আবদ্ধ থাকে ; এবং পিতা যদি সেই ঋণ পরিশোধ করেন তাহা হইলে ও সেই সম্পত্তি পৈতামহ গণ্য হয় (বিশালক্ষী বঃ আন্নাস্বামী 5 Mad H. C. 150)

### ৬ষ্ঠ অধ্যায়

#### তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

#### স্বার্জিত সম্পত্তি

Self acquir-  
ed proper-  
ty.

অবিত্ত দায়াদ গণের মধ্যে কেহ অবিত্ত সম্পত্তি উপহাত ব্যতীত যাহা উপার্জন করে তাহা স্বার্জিত বলিয়া গণ্য । স্বার্জিত সম্পত্তিতে দায়াদগণের স্বত্ব হয় না ।

Jagnaval-  
kya's defi-  
nition

পিতৃ দ্রব্যাবিরোধেন যদন্তং স্বয় মর্জিতং ।

মৈত্র মৌদাহিকৈষ্টেব দায়াদানাং নতন্তবেৎ ॥

ক্রমাদভ্যাগতং দ্রব্যং হৃতমপ্যুদ্বরেতু যঃ ।

দায়াদেভ্যো ন তদ্যদ্যং বিদ্যয়া লব্ধমেবচ ॥

মিতাক্ষরামতে “ পিতৃ দ্রব্যাবিরোধেন ” এই অংশের

Mitakshera সহিত মৈত্রাদি সমস্ত পদের পৃথক রূপে অর্থ হয় ।

স্বতরাং পিতৃ দ্রব্য উপঘাতের দ্বারা মৈত্র ঔদ্বাহিক আদিং  
যাহা লব্ধ হয় তাহা মিতাক্ষরা মতে স্বার্জিত গণ্য হয় না ;  
এবং পিতৃ দ্রব্য উপঘাত ব্যতীত প্রতি গ্রহ লব্ধ সাধারণ  
সম্পত্তি গণ্য হয় । দায়ভারগণের মতে পিতৃদ্রব্য উপঘাত  
ব্যতীত অবিভক্ত দায়াদ কর্তৃক যাহা উপার্জিত তাহা  
স্বার্জিত ; যাজ্ঞবলক্য বচনে মৈত্র ঔদ্বাহিক প্রভৃতি পদ প্রদ-  
র্শনার্থ মাত্র ।

Dayabhaṅga

পিতার স্বার্জিত সম্পত্তিতে অন্য অবিভক্ত দায়াদের  
স্বত্ব হয় না ; কিন্তু পুত্র পৌত্র প্রভৃতির স্বত্ব হয় ।  
মিতাক্ষরা মতে পিতার স্বার্জিত সম্পত্তিতে পুত্রের  
জন্ম নিবন্ধন স্বত্ব হইলেও পিতা আপন ইচ্ছায় স্বার্জিত  
সম্পত্তি দান বিক্রয় করিতে পারে ; পিতা স্বার্জিত সম্পত্তি  
দান বিক্রয় করিলে পুত্র আপত্তি করিতে পারে না ।

Gains of  
learning.

পিতৃধনোপঘাতের দ্বারা অবিভক্ত দায়াদগণের মধ্যে  
কেহ বিদ্যা লাভ করিলে সেই ব্যক্তির উপার্জিত সম্পত্তির  
অংশ অত্যাশ্রয় দায়াদগণ পাইতে পারে কি না তৎসম্বন্ধে  
বিকল্প নিষ্পত্তি আছে । মাদ্রাজ এবং বোম্বে হাইকোর্ট  
নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে ওকালতি কার্য্য করিয়া এক জন  
অবিভক্ত দায়াদ যাহা উপার্জন করে তাহাতে অন্যাত্ম  
দায়াদগণ অংশ পাইতে পারে ( গঙ্গারামধু বঃ নরাসীমা 7. .  
Mad. H. C. 47 ; বাইমাঞ্চ বঃ নরোওমদাস 6. Bomb. A.  
C. 16 ) সাধারণ ধনোপঘাতের দ্বারা বিদ্যোপার্জন করিয়া  
এক জন অবিভক্ত দায়াদ বাণিজ্য ব্যবসায়াদিতে যে লাভ  
করে তাহা স্বার্জিত বলিয়া অবিভাজ্য গণ্য হইয়াছে । চেলা-  
পরমল বঃ বীরাপরমল 4. Mad Jur 54.240.

Bombay  
Highcourt.

Calcutta  
Highcourt.

কলিকাতার হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে সাধারণ  
ধনোপঘাতের দ্বারা বিদ্যা লাভ করিলেও সেই বিদ্যা লব্ধ ধন

স্বার্জিত গণ্য হয় । ধনুকধারী বঃ গনপত লাল 11. B. L. R. 201 ; 10. W. R. 122.

দায়ভাগের মতে সাধারণ ধনোপযাতার্জিত সম্পত্তি সাধারণ বটে ; কিন্তু সেই উপযাত তদর্থ অর্থাৎ সেই লাভের নিমিত্ত হওয়া আবশ্যক ; নতুবা প্রাচীন ভোজনাদি পরস্পরা সংঘর্ষে সেই লাভের সহকারী কারণ হইলেও সেই লাভ উপযাতার্জিত গণ্য হইতে পারে না ।

সাধারণ সম্পত্তি আধমন দ্বারা স্বগ্ন করতঃ কোন সম্পত্তি ক্রয় করিলে সেই সম্পত্তি সাধারণ গণ্য হয় ( শিবপ্রসাদ বঃ কলন্দর 1. S. D. 76. ) ।

সাধারণ সম্পত্তির উন্নতি করিলে তাহা সমবিভাগ হয় ।

“সামান্যার্থ সমুখানে বিভাগস্ত সমঃ স্মৃতঃ” [ যাজ্ঞবল্ক ।

যৎকিঞ্চিৎ সাধারণ সম্পত্তি অবলম্বন করিয়া যে সম্পত্তি উপার্জিত হয় তাহা অর্জকের স্বার্জিত গণ্য হয় না ; কিন্তু দায়ভাগের মতে নিম্নলিখিত ব্যাসবচনানুসারে অর্জক তাদৃশ সম্পত্তির ভাগদ্বয় প্রাপ্ত হয় ।

“সাধারণং সমাপ্রিত্য যৎকিঞ্চিদ্বাহনান্নুধং ।

শৌর্যাদিনাপ্নোতি ধনং ত্রাতর স্তত্র ভাগিনঃ ।

তত্ত্ব ভাগদ্বয়ং দেয়ং শেবাশ্চ সমভাগিনঃ । ব্যাস ।

উক্ত ব্যাস বচন মিতাক্ষরায় উদ্ধৃত নাই ; কিন্তু “যেন চৈবাং স্বয়মুপার্জিতং স্থাৎ সদ্যঃশমেবলভেত” এই বর্ণিত স্মৃতি অনুসারে অর্জক দুই অংশ প্রাপ্ত হয় ইহা মিতাক্ষরাকার স্বীকার করিয়াছেন ; তবে কিরূপ স্থলে পিতৃ ত্রব্যোপযাতার্জিত সম্পত্তিতে অর্জকের দুই অংশ প্রাপ্তির অধিকার হয় তাহা মিতাক্ষরাকার স্পষ্ট বলেন নাই । কিন্তু এই বিষয়ে মিতাক্ষরা এবং দায়ভাগের মধ্যে কোন মত ভেদ আছে এমন বিবেচনা হয় না । 2. B. L. R. 287.

Cases in which acquirer obtains two shares.

সাধারণ সম্পত্তি যথেষ্ট থাকা প্রমাণ হইলে যে স্বার্জিত বলিয়া কোন সম্পত্তি দাবি করে তাহার উপর প্রমাণের ভার হয় (সদানন্দ মহাপাত্র বঃ সূর্যামণি 11. W. R. 436.) ।

অবিভক্ত দায়াদ গণের মধ্যে কেহ কোন সম্পত্তি স্বার্জিত বলিয়া দাবি করিলে কোন পক্ষের উপর প্রমাণের ভার হওয়া উচিত তৎসম্বন্ধে অনেক বিরুদ্ধ নিষ্পত্তি আছে । সাধারণ নিয়ম এই যে অবিভক্ত দায়াদ গণের সমস্ত সম্পত্তি বিভাজ্য গণ্য হওয়া উচিত ; এবং যে স্বার্জিত বলিয়া দাবি করে তাহার ক্রিয়া সাধন করা কর্তব্য । একান্নবর্তী থাকা প্রমাণ হইলেই দায়াদ গণের সম্পত্তি বিভাজ্য বলিয়া প্রাথমিক অনুমান হয় না । সুভদ্রা বঃ বলরাম W. R. S. p. 57 ; যদি পৈতৃক সম্পত্তি থাকা প্রমাণ হয় তাহাহইলে দায়াদ গণের সকল সম্পত্তি অবিভক্ত বলিয়া প্রাথমিক অনুমান হইতে পারে (সদানন্দ মহাপাত্র বঃ সূর্য মণি 11 W. R. 439) অবিভক্ত দায়াদ গণের মধ্যে কোন এক জনের নামে বিরোধীয় সম্পত্তি ক্রয় হওয়া প্রমাণ হইলেও তাহা বিভাজ্য সমপ্রমাণ হইতে পারে (অমৃত নাথ বঃ গৌরী নাথ 13 M. I. A. 542) অবিভক্ত সম্পত্তির কর্তা যদি কোন বিশেষ সম্পত্তি স্বার্জিত বলিয়া দাবি করে তাহা হইলে সেই সম্পত্তি বিভাজ্য বলিয়া প্রাথমিক অনুমান হয় ; এবং সেই প্রাথমিক অনুমান খণ্ডনের ভার কর্তার উপর অপিত হয় । (জানকী বঃ রুক্ষ মণ্ডল Marshal 1)

Burden of proof.

পিতা কোন এক পুত্রের নামে সম্পত্তি ক্রয় করিলে সেই সম্পত্তি সেই পুত্রকে দান করা অনুমান হয় না ; বিশেষ খণ্ডন প্রমাণ না থাকিলে সেই সম্পত্তিতে সকল ভ্রাতা গণের তুল্য স্বত্ব থাকা সাব্যস্ত হয় । গোপীকৃষ্ণ বঃ গঙ্গা প্রসাদ 6 M. I. A. 53)



অবিভক্ত দায়াদ গণের মধ্যে যে বিরোধীয় সম্পত্তি স্বার্জিত বলিয়া উক্তি করে তাহার স্বতন্ত্র সম্পত্তি থাকা প্রমাণ হইলে বিরোধীয় সম্পত্তি বিভাজ্য কি না কোনরূপ প্রাথমিক অনুমান হয় না । বোধ সিংহ বঃ গণেশ চন্দ্র 12 B. L. R. 317

দায়ভাগের মতে একজনের ধন শরীর আর এক জনের কেবল ধন ব্যাপার দ্বারা কোন সম্পত্তি উপার্জিত হইলে সেই সম্পত্তিতে ঐকমত্য ব্যক্তির দুই অংশ এবং শেযোক্ত ব্যক্তির একাংশ প্রাপ্তির স্বত্ব হয় । অবিভক্ত দায়াদ গণের মধ্যে এক জনের ধন শরীর ব্যাপার আর এক জনের শরীর ব্যাপার দ্বারা কোন সম্পত্তি উপার্জিত হইলে, সেই সম্পত্তিতে কাহার কিরূপ স্বত্ব হয় তাহা নিশ্চিত বলা যায় না । সাংদৃষ্টিক ত্রায় অনুসারে যথাক্রমে একের দুই এবং অপরের এক অংশ হওয়া সম্ভব ।

অবিভক্ত দায়াদ গণের কোন পৈতৃক সম্পত্তি না থাকিলেও তাহার সকলে এক যোগে পরিভ্রম করিয়া যে সম্পত্তি উপার্জন করে তাহা অবিভক্ত সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হয় ( রাম প্রসাদ বঃ শিব চরণ ( 10 M. I. A. 490 )

অবিভক্ত দায়াদগণের মধ্যে এক ব্যক্তি কোন সম্পত্তি লাভ করিয়া সেই সম্পত্তি অর্থাৎ দায়াদ গণের সহিত সাধারণবৎ ভোগ করিলে সেই সম্পত্তি বিভাজ্য গণ্য হয় ( 10 M. I. A. 506 ) কিন্তু তাদৃশ সম্পত্তি বিভাজ্য বলিয়া যে দাবি করে তাহার উপর প্রমাণের ভার হস্ত হয় ।

হাইকোর্টের নিষ্পত্তি অনুসারে দায়ভাগের মতে পিতা আপন ক্ষমতায় পৈতামহ সম্পত্তি দান বিক্রয় করিতে পারেন সুতরাং দায়ভাগের মতে পৈতামহ এবং স্বার্জিত সম্পত্তির ভেদ স্বীকার করায় কোন সার্থকতা নাই ; তবে বিভাজ্যতা

অবিতাজাতা নির্ণয় জন্ত কোন সম্পত্তি অবিভক্ত সম্পত্তির  
অন্তর্গত অথবা স্বাধিকৃত তাহা নির্ণয় আবশ্যক হয়।

## ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

#### পিতৃকৃত ঋণ পরিশোধ।

আমাদিগের শাস্ত্রানুসারে পিতৃকৃত এবং পিতামহকৃত  
ঋণ অধ্যক্ষমূলক না হইলে অবশ্য পরিশোধনীয়। পৈতৃক  
কোন সম্পত্তি প্রাপ্ত না হইলে আইন অনুসারে পিতৃকৃত ঋণ  
পরিশোধ জন্ত দায়ী হইতে হয় না। পৈতৃক সম্পত্তিতে  
পুত্রের অধিকার হওয়ার পরে, সেই সম্পত্তি বিনষ্ট হইলে,  
পুত্র পিতৃঋণ পরিশোধ জন্ত দায়ী থাকে। পৈতৃক সম্পত্তি  
পুত্র বিক্রয় বা দান করিলে পিতৃকৃত ঋণ পরিশোধ জন্ত পুত্র  
স্বয়ং দায়ী হয় (অন্নপূর্ণা বঃ গঙ্গানারায়ণ ২ W. R. ২৯৬)

Liability of  
son to pay  
debts due  
by father.

পিতৃঋণ অধ্যক্ষমূলক হইলে তাহা পুত্রের অবশ্য পরি-  
শোধনীয় গণ্য হয় না।

“সৌরাস্ট্রিকং স্বধাদানং কামক্ৰোধ প্রতিকৃতং।

প্রতিভাব্যং দণ্ডশূলকং শেবং পুত্রান দাপয়েৎ” ॥

এই স্বহস্তপ্রাপ্তি বচনানুসারে মন্ত্রপান, অক্ষকীড়া, অকারণ  
প্রতিক্রিয়া, কাম ক্রোধ ইত্যাদি মূলক ঋণ পরিশোধ করিতে  
পুত্র বাধ্য নহে।

মিতাক্ষর মতে জন্ম নিবন্ধন পিতার স্বাধিকৃত এবং পৈতা-  
মহ উভয় বিধ সম্পত্তিতে পুত্রের স্বত্ব হয়; পিতৃকৃত ঋণ

পরিশোধ জন্ত পিতার স্বার্জিত এবং পৈতামহ উভয়বিধ সম্পত্তি বিক্রয় হইতে পারে। (সুরাজ বংশ কুণ্ডার বঃ সিং-প্রসাদ সিংহ 6 I. A. 58)

পিতৃকৃত ঋণ পরিশোধ জন্ত পুত্র বাধ্য; এই নিমিত্ত পিতা আপন জীবনকালে ধর্ম্য ঋণ পরিশোধ জন্ত যদি কোন সম্পত্তি বিক্রয় করেন তাহা হইলে পুত্র সেই বিক্রয় রহিত করিতে পারে না (গিরিধারিলাল বঃ কাঠুলাল 1 I. A. 321)

পিতৃকৃত ঋণ পরিশোধ জন্ত পুত্রগণ সকলে সংযুক্তভাবে এবং পৃথকরূপে দায়ী হয়; এবং পৈতৃক সমস্ত সম্পত্তি সেই ঋণ পরিশোধ জন্ত বিক্রয় হইতে পারে। পিতা আপন সম্পত্তি জীবনকালে পুত্রদিগকে বিভাগ করিয়া দিলে পরে যদি অত্র পুত্র জন্মায়, তাহা হইলে সেই অনন্তর জাতপুত্র পিতার অবশিষ্ট সম্পত্তির অধিকারী হয়; এবং ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য হয়।

“পুত্রৈঃসহ বিভক্তেন পিত্রায়ং স্বয়মর্জিতং।

বিকৃতজ্ঞস্ত তৎ সর্বমনীশাঃ পূর্বজাঃ স্মৃতাঃ ॥

যথাধনে তথাগেপি দানাদান ক্রয়েনু চ”।

Party in possession of assets though not heir is liable to be sued.

মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি যে অধিকার করে সে শাস্ত্রানুসারে ঋকৃথ তাক না হইলেও মৃত ব্যক্তির ঋণ আদায় জন্ত তাহার নামে নালিস করিয়া সেই সম্পত্তি বিক্রয় হইতে পারে (রাম প্রতাপী বঃ গোপী কৃষ্ণ Sev 101)

মৃত ব্যক্তির ঋণের জন্ত তাহার সম্পত্তি আবদ্ধ নাথাকিলে উত্তরাধি কারী সেই সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারে; এবং তাহাহইলে মৃত ব্যক্তির ঋণের জন্ত সেই সম্পত্তি পুনরায় বিক্রয় হইতে পারেনা (অন্ন পূর্ণা বঃ গঙ্গানারায়ণ 2 W. R.

উইল করিয়া কাহাকে কোন সম্পত্তি দিলে সেই সম্পত্তি মৃত ধনীর ঋণ পরিশোধ জন্ত বিক্রয় হইতে পারে না ( রাম উত্তম বঃ উমেশ চন্দ্র 21 W. R. 155 ) কিন্তু এক্ষণে ১৮৭০ সালের ২১ আইন অনুসারে উইল কর্তার ঋণ পরিশোধ জন্ত উইল কর্তার সমস্ত সম্পত্তি দায়ী থাকে ।

Donee not liable.

Divisor. . .

মৃত ধনীর উত্তরাধিকারী কোন সম্পত্তি কাহাকে সরল ভাবে দান করিলে মৃত ধনীর ঋণ পরিশোধ জন্ত সেই সম্পত্তি বিক্রয় হইতে পারে না । উত্তরাধিকারী মৃতধনীর সম্পত্তি দান বিক্রয় করিলে, উত্তরাধিকারী স্বয়ং মৃত ধনীর ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য হয় । মৃতধনীর ঋণ আদায় জন্ত উত্তরাধিকারী স্বয়ং দায়ী হইবার কারণ থাকিলে আবেদন পত্রে তাহা প্রকাশ করতঃ উত্তরাধিকারী বাহাতে স্বয়ং দায়ী গণ্য হয় এরূপ ডিক্রি পাইবার স্পষ্ট প্রার্থনা করা আবশ্যিক

Dehts not a charge unless the property was hypotheated by the deccease...

মিতাক্ষরার মতে অবিভক্ত দায়দ গণের মধ্যে কো নএক জন অপর সকলের সম্মতি না লইয়া আপন অংশ দান বিক্রয় করিতে পারে না ; কিন্তু অবিভক্ত দায়াদের ঋণের জন্ত তাহার জীবন কালে তাহার স্বত্ব ডিক্রি জারিতে বিক্রয় হইতে পারে ( দিন দয়াল বঃ জগদীপ 4 I. A. 247 ) কিন্তু মৃত্যুর পরে অবিভক্ত দায়াদের স্বত্ব লোপ হয় ; এবং যদি তাহার পুত্র পৌত্র না থাকে তাহা হইলে তাহার জন্ত দায়াদ গণ তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য হয় না ।

Surviving coparcener not liable to pay the debts of a deceased coparcener.

মিতাক্ষরার মতে জন্ম নিবন্ধন পুত্রের স্বত্ব হয় ; কিন্তু পুত্র যদি ঋণ করিয়া পিতা বিদ্যমান লোকান্তর গত হয় তহা হইলে পুত্র কৃত ঋণ পরিশোধ জন্ত পিতার নামে ডিক্রি হইতে পারে না ( উদারাম বঃ রাম পাণ্ডাজি II Bom II. C. 76 ; সদাত্ত প্রসাদ বঃ কুলবাস কুণ্ডার 3 B. L.R.

- F. B. 34 37 ) অবিভক্ত পরিবারের কর্তা পারিবারিক ব্যয় নির্বাহার্থে ঋণ করিলে দায়াদ গণ সকলে দায়ী হয় ; বাব সায় চালাইবার জন্ত কর্তা ঋণ করিলে দায়াদ গণ সকলে দায়ী হয় (1 Cal 275)

## ৬ষ্ঠ অধ্যায় ।

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

#### পৈতামহ সম্পত্তি দান বিক্রয় ।

“মণিযুক্তপ্রবালানাং সর্বশুচি পিতা প্রভুঃ ।

স্বাবরন্ত সমস্তন্ত ন পিতা ন পিতামহ ।”

Fathers  
powers in  
respect of  
ancestral  
moveable  
property.

এই বচন অনুসারে পৈতামহ অস্থাবর সম্পত্তিতে যদিও পিতার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকা প্রকাশ পায়, কিন্তু মিতাক্ষরামতে প্রসাদ দান কুটুম্ব ভরণ প্রভৃতি ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে পৈতামহ অস্থাবর পিতা আপন ইচ্ছামতে দান বিক্রয় করিতে পারেন না । পৈতামহ অস্থাবর সম্পত্তিতে পুত্র বর্তমানে পিতার সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকে কি না তৎসম্বন্ধে বিকল্প নিষ্পত্তি আছে । প্রিবিকৌন্সল নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে পৈতামহ অস্থাবর সম্পত্তি পিতা শাস্ত্রানুসারে প্রসাদ দানাদি করিতে পারেন ; কিন্তু শাস্ত্রবিকল্প যথেষ্ট ব্যবহার করিতে পারেন না । লক্ষণ দাদানায়েক বঃ রামচন্দ্র 1. Bomb. L. R. 561.

Ancestral  
immoveable  
property  
liable to

পৈতামহ অস্থাবর সম্পত্তিতে পিতা পুত্রের তুল্য স্বত্ব হয় । পিতা যতদিন জীবিত এবং লক্ষ্য থাকেন ততদিন পিতা কর্তৃত্ব করিতে পারেন ; পিতা আপন ধর্ম্য ঋণ পরিশোধ জন্ত

পুত্র বর্তমানেও পৈতামহ সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারেন। (গিরিধারী লাল বঃ কাঠুলাল) কিন্তু পৈতামহ সম্পত্তিতে পুত্রের তুল্য স্বত্ব হয়; সুতরাং শাস্ত্রানুসারে ক্ষমতা না থাকিলে পিতা পৈতামহ সম্পত্তির ক্ষতিকর কোন কার্য করিতে পারেন না। পিতা অঙ্গ জমায় পাট্টা দিলে পুত্র তাহা রহিত করিতে পারেন। ( 3. B. L. R. A. C. 21. )

be sold for  
fathers de-  
bts if not  
immoral.

অবিভাজ্য পৈতামহ রাজত্বের উপর তনখা নির্বন্ধ করিয়া দিলে, পরে যে অবিভক্ত দায়াদ রাজা হয় সে সেই তনখা রহিত করিতে পারে ( নারায়ণ বঃ হরিশচন্দ্র 1. Mad. H. C. 455.)

কলিকাতা হাইকোর্টের নিষ্পত্তি অনুসারে অবিভাজ্য রাজত্বে মিতাক্ষরা শাস্ত্রমতে পুত্রগণের জন্মনিবন্ধন স্বত্ব হয় না। জন্ম নিবন্ধন স্বত্ব হইলে বিভাগ করিয়া লইবার স্বত্ব হয়; অবিভাজ্য রাজত্ব যখন বিভাগ হইতে পারে না তখন তাহাতে পুত্রগণের জন্মনিবন্ধন স্বত্ব হওয়া বলার সার্থকতা নাই ( ঠাকুর কপিল নাথ বঃ গবর্ণমেন্ট 13. B. L. R. 445. ) পরন্তু কলিকাতার হাইকোর্টের এই নিষ্পত্তি শাস্ত্র সম্মত কি না তদ্বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করেন। অবিভাজ্য রাজত্বে পিতৃ কৃত ক্ষতিকর কার্য রহিত করিতে পুত্রের ক্ষমতা থাকা যদি স্বীকার করা যায় তাহা হইলে জন্মনিবন্ধন পুত্রগণের স্বত্ব স্বীকার হুতা হয় না। রাজত্ব ভিন্ন আর অনেক সম্পত্তির অবিভাজ্যতা শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে; কিন্তু সেই সমস্ত সম্পত্তিতে জন্মনিবন্ধন পুত্রের স্বত্ব হওয়া যদি স্বীকার না করা যায় তাহা হইলে অন্য কি প্রকারে পুত্রের স্বত্ব হয়।

মিতাক্ষরা মতে জন্মনিবন্ধন পুত্রের স্বত্ব হয়; সুতরাং পুত্র জন্মাইবার পূর্বে পিতা সমস্ত সম্পত্তি যথেষ্ট ব্যবহার করিতে পারেন। পিতৃকৃত দান বিক্রয় রহিত করিবার

নালিস করিলে আপত্তিকারী পুত্র সেই দান বিক্রয়ের পূর্বে জন্ম গ্রহণ করা প্রমাণ করিতে হয় (রাজারাম তেয়ারী বঃ লক্ষণ প্রসাদ ৪ W. R. 16.) বিক্রয় কালে যে সকল পুত্র বর্তমান থাকে তাহাদের সম্মতি না লইয়া পিতা অকারণে পৈতামহ সম্পত্তি বিক্রয় করিলে সেই বিক্রয় রহিত জন্ম অন্তর জাতপুত্র নালিস করিতে পারে (হরভূত বঃ বীর নারায়ন 11 W. R. 480) পুত্র জন্মাইবার পূর্বে পৈতামহ সম্পত্তি পিতা দান বিক্রয় করিতে পারেন; পরন্তু সন্তান জন্মাইবার সম্ভাবনা থাকিলে তাহাদের স্বত্তিলোপ করা বিগর্হিত।

Sale of ancestral property before birth of son though legally valid is condemned.

“যে জাতা যেপ্যাজাতা বা যেচ গর্ত্তেব্যবস্থিতাঃ।

হুত্তিং তেপিচ কাঙ্ক্ষন্তি হুত্তিলোপো বিগর্হিতঃ” ॥

ওরস পুত্রের জন্ম দত্তক পুত্রের পৈতৃক সম্পত্তিতে দত্তক গ্রহণের সময় হইতে স্বত্ব হয় (সদানন্দ বঃ স্বর্ধ্যমণি 11 W. R. 436)

Rights of an adopted son begin from the date of adoption.

বদ্ধদেশের মতে পিতার মরণ কালে পুত্রের স্বত্ব হয়; পিতার মরণের পরে দত্তক গ্রহীত হইলে দত্তক গ্রহণের সময় হইতে তাহার স্বত্ব হয়। মৃত স্বামীর অনুমতি অনুসারে পত্নী দত্তক গ্রহণ করিলে অনুমতি পত্নের সময় হইতে অথবা গ্রহীতার মৃত্যু সময় হইতে দত্তক পুত্রের স্বত্ব হয়না (বামনদাস বঃ তারিণী 7M. L. A. 169)

পিতা বিভক্ত হইলে তাহার আপন অংশ দান বিক্রয় করিতে পারেন। পিতা আপন স্বার্জিত স্ত্রাবর অস্ত্রাবর সম্পত্তি পুত্রদিগের অনিচ্ছায় দান বিক্রয় করিতে পারেন (মদন গোপাল বঃ রাম বকস 6 W. R. 71; রাজারাম বঃ লক্ষণ প্রসাদ ৪ W. R. 15; সদানন্দ বঃ স্বর্ধ্যমণি 11 W. R. 436 বিষ্ণু প্রকাশ বঃ বাবামিশ্র 12 B. L. R. 430) বিভক্ত দায়াদেয় সপ্রতিবন্ধদায় স্বার্জিতের জায় গণ্য হয় (নন্দকুমার বঃ

Self acquired property.

মোলবীরাজিউদ্দিন 10 B. L. R. 183 ; মোচনসিংহ বঃ নিমধারী 20 W. R. 170 )

পুত্রগণের সম্মতি থাকা প্রকাশ হইলে পৈতৃক দান বিক্রয় সিদ্ধ হয় । পিতৃকৃত দান বিক্রয়ের পরে কোন প্রকারে পুত্রগণ সেই দান বিক্রয় সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিলে আর তাহা রহিত হয় না ( মধুদয়াল বঃ কুলবর সিংহ B. L. R. Sup. Vol 1020 )

Consent of sons.

পুত্রের সম্মতি মতে ক্রমাগত ধন দান বিক্রয় করিবার সময় যদি পৌত্র না থাকে তাহা হইলে সেই পৌত্র পরে আপত্তি করিতে পারে না । কিন্তু দান বিক্রয়ের সময় পৌত্র বর্তমান থাকিলে পৌত্রের সম্মতি আবশ্যিক ( বরাক-ছত্র বঃ গিরিধারী 9 W. R. 337 )

Grandsons

আপরিমোচন কুস্থভরণ এবং ধর্ম্য ঋণ পরিশোধ জন্ত পৈতামহ সম্পত্তি পিতা বিক্রয় করিলে পুত্র অথবা পৌত্র সেই বিক্রয় রহিতের নালিস করিতে পারে না ( গিরীধারী-লাল বঃ কাঠুলাল ) পিতার নামে ডিক্রী জারিতে পৈতামহ সম্পত্তি নিলামে বিক্রয় হইলে সেই নিলাম রহিতের জন্ত পুত্র নালিস করিতে পারে না । যে ডিক্রী জারিতে নিলাম হয় সেই ডিক্রির ঋণ কি স্বত্রে হইয়াছিল, সেই ঋণ ধর্ম্য কি অধর্ম্য তাহা ক্রেতা অনুসন্ধান করিয়া জানিতে বাধ্য নহে । পিতার নামে ডিক্রি হওয়ায় পিতা সেই ঋণ পরিশোধ জন্ত ক্রমাগত সম্পত্তি পুত্র গণের অনিচ্ছায় বিক্রয় করিতে পারেন ; সুতরাং পিতার নামে ডিক্রি জারিতে ক্রমাগত সম্পত্তি নিলাম হইলে পুত্র সেই নিলাম রহিতের নালিস করিতে পারে না ( মদন ঠাকুর বঃ কাঠুলাল 1 I. A. 321 ; 23 W. R. 260 ;

Sale by father for necessary purpose.

Sale in execution of a decree against father

পিতৃকৃত ধর্ম্য ঋণ আদায় জন্ত নালিস করিতে হইলে



পুত্রদিগকে প্রতিবাদী করা বিধেয় ; কিন্তু পুত্রদিগকে প্রতিবাদী না করিয়া কেবল পিতার নামে নালিস করতঃ ডিক্রিজারিতে ক্রমাগত সম্পত্তি বিক্রয় করিলে কেবল পিতার স্বত্ব বিক্রয় হয় এমত নহে ( শিবপ্রসাদ বঃ জঙ্গবাহা-  
দুর ৭ I. L. R. Cal H. 399 )

According to Dayabhaga father is absolute owner of ancestral property while he lives and sons have no legal right to prevent a sale or gift by the father.

• বঙ্গদেশে দায়ভাগের মতে পিতৃ মরণ কালে পুত্রের স্বত্ব হয় ; সুতরাং পৈতামহ সম্পত্তি দান বিক্রয় সম্বন্ধে বচনে নিষেধ থাকিলে ও দায়ভাগের মতে পৈতামহ সম্পত্তি পিতা দান বিক্রয় করিলে পুত্র সেই দান বিক্রয় রহিত করিতে পারে না ।

বিভক্তা অবিভক্তা বা সপিণ্ডাঃ স্থাবরে লভাঃ ।

একোহুর্নীশঃ সর্বত্র দানাদধন বিক্রয়ে ॥

এই বচন অনুসারে বিভক্ত সপিণ্ডগণের মত না লইয়া স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিলে যে রূপ মিতাক্ষরার মতে বিধা-  
তিক্রম দোষ হয়, দায়ভাগকারের মতে পুত্রদিগের সম্মতি না লইয়া ক্রমাগত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিলে সেইরূপ দোষ হয় ; বিক্রয় অসিদ্ধ হয় না । বস্তুতঃ দায়ভাগের মতে জন্মনিবন্ধন পুত্রের স্বত্ব হয় না ; সুতরাং পিতার জীবন-  
• কালে তদীয় ধনে পুত্রের কিছুমাত্র স্বত্ব হয় না । পিতার জীবনকালে ক্রমাগত ধনে পিতার সম্পূর্ণ স্বত্ব থাকায়, পিতৃ-  
কৃত দানবিক্রয় বচন মূলক নিষেধের দ্বারা অসিদ্ধ হইতে পারে না ।

## ৭ম অধ্যায় ।

## উইল ।

আমাদিগের শাস্ত্রে নিম্নোক্ত হারীত এবং কাত্যায়ন বচন ব্যতীত উইল সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গ নাই ।

“বাচা যচ্চ প্রতিজ্ঞাতং কৰ্ম্মণানোপাদিতং ।

তদ্ধনং ঋণ সংযুক্তং ইহলোকে পরত্র চ ।” হারীত ।

“স্বস্থেনার্ভেদন বা দেয়ং প্রাবিতং ধৰ্ম্মকারণাং ।

অদত্বাত্তু মৃত্যে দাপ্য স্তৎস্বতো নাত্র সংশয়ঃ ।” কাত্যায়ন

আমাদিগের শাস্ত্রে উইল সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গ না থাকি-

লেও, উইল করা সকল স্থলে আমাদিগের শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে এইরূপ অবধারিত হইয়াছে । দায়ভাগ মতে পিতা সমস্ত সম্পত্তির সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী ; সুতরাং এইরূপ নিষ্পত্তি হইয়াছে যে পিতা আপন ইচ্ছানুসারে পৈতামহ বা স্বার্জিত স্বাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি যথেষ্ট উইল করিয়া পুত্রের স্বত্বের বিষয় করিতে পারেন ( কেশানচন্দ্র বঃ কেশ্বরচন্দ্র 1. S. D. 2 ; রামতনু মল্লিক বঃ রামগোপাল মল্লিক 1. P. C. J. 6 ঠাকুর বঃ ঠাকুর 4. B. L.R. 159 ; 9. B. L. R. 396) যদিও উক্ত মকদ্দমা সমূহে বিচারপতিগণ প্রকাশ করিয়াছেন যে দায়ভাগের মতে পিতা, পৈতামহ স্বাবর সম্পত্তি উইল করিয়া পুত্রের স্বত্বের বিষয় করিতে পারেন, কিন্তু এই নিষ্পত্তি দায়ভাগ সম্বত বটে কি না তাহা অনেকে সন্দেহ করেন ।

Wills unknown in Hindu Law.

It is now settled that in Bengal a Hindu father can by testamentary disposition of ancestral property defeat the interest of his son.

বঙ্গদেশের মতে পুত্রদিগের জন্মনিবন্ধন স্বত্ব হয় না ; সুতরাং পৈতামহ স্বাবর অস্থাবর সম্পত্তিতে পিতার জীবন কালে পুত্রের কোন স্বত্ব হয় না ; এবং ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে পিতা আপন জীবন কালে পৈতামহ স্বাবর

অস্থাবর সম্পত্তি বঞ্চে দান বিক্রয় করিতে পারেন । পরন্তু পিতার জীবন কালে দান করিবার ক্ষমতা থাকা স্বীকার করিলেই, তাহার উইল করিবার ক্ষমতা থাকা স্বীকার করা যায় না । 3. Mad. H. C. 55.

দায়ভাগের মতে পূর্ব স্বামীর উপরম কালে উত্তরাধিকারীর জীবন স্বত্বের প্রতি কারণ ; সুতরাং পূর্ব স্বামীর মৃত্যু যে ক্ষণে হয় সেই ক্ষণে পূর্ব স্বামীর স্বত্ব লোপ হইয়া উত্তরাধিকারীর স্বত্বোৎপত্তি হয় । পূর্ব স্বামীর যে ক্ষণে মৃত্যু হয় তৎক্ষণাৎ তাহার স্বত্ব লোপ হওয়া স্বীকার করিলে তাহার রূত উইল অনুসারে উত্তরাধিকারী ভিন্ন অপর কাহার স্বত্ব হইতে পারে না । হারীত এবং কাত্যায়ন বচনানুসারে মৃত ব্যক্তি যাহা দিতে প্রীতভূত হয় পুত্র তাহা দিতে বাধ্য ; উক্ত বচনদ্বয় দ্বারা পিতা পুত্রের স্বত্ব লোপ করিতে পারেন এরূপ প্রতীয়মান হয় না । ফলতঃ বঙ্গদেশের মতানুসারে পিতা যদিও আপন জীবন কালে পৈতামহ স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি দান বিক্রয় করিতে পারেন, কিন্তু পিতা উইল করিয়া পুত্রের স্বত্ব লোপ করিতে পারেন এমন অনুভব হয় না । পরন্তু মহামান্য হাইকোর্ট এবং প্রিভিকৌন্সিল এই সম্বন্ধে যে নিষ্পত্তি করিয়াছেন তদনুসারে অধুনা দায়ভাগের মতে পিতা সমস্ত সম্পত্তি উইল করিয়া পুত্রের স্বত্বের বিষয় করিতে পারেন ইহা স্বীকার করিতে হইবে ।

১৮৭০ সালের ১ সেপ্টেম্বরের পূর্বের বাচনিক উইল হইতে পারিত ; কিন্তু এক্ষণে ১৮৭০ সালের ২১ আইন যে যে স্থানে জারি আছে অর্থাৎ মাদ্রাজ বোম্বাই সহর এবং বঙ্গদেশে উইল করিতে হইলে উক্ত আইন অনুসারে লিখিত করা আবশ্যিক । ১৮৭০ সালের ২১ আইন অনুসারে উইলে দুইজন সাক্ষীর নাম সাক্ষর না থাকিলে সেই উইল কোন কার্য

কর হয় না। উইল এবং দান পত্রে বিশেষ এই যে উইল করিয়া উইল কর্তা যে কোন সময়ে তাহা রহিত করিতে পারেন; এবং উইল সাদা কাগজে বিনা রেজিষ্টরি হইতে পারে। ১৮৭০ সালের পূর্বের উইল কোন আদালতে দাখিল করিতে হয় না; কিন্তু ১৮৭০ সালের পরের উইল বঙ্গদেশে জেলার জজের নিকট দাখিল করিতে হয়; এবং জেলার জজের নিকট ক্ষমতা পত্র না লইয়া উইল অনুসারে কোন কার্য করা যায় না। যে জেলায় উইল কর্তার স্থায়ী বাস ছিল অথবা যে জেলায় উইলের লিখিত সম্পত্তি থাকে সেই জেলার জজ ১৮৮১ সালের ৫ আইনের ৫১ ধারা অনুসারে উইলের প্রবেট দিতে পারেন; এবং কেহ আপত্তি উত্থাপন করিলে প্রবেট দিয়া পরে রহিত করিতে পারেন।

Probate  
and Letters  
of Adminis-  
tration Act.

মিতাক্ষরা মতে পৈতামহ স্বাবর সম্পত্তি পিতা আপন জীবন কালে পুত্রগণের অমতে দান করিতে পারেন না; সুতরাং উইল করিয়া পুত্রের স্বত্বের প্রতি বিশ্ব করিতে পারেন না। পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র না থাকিলে পিতা জীবন কালে পৈতামহ সম্পত্তি দান করিতে পারেন; সুতরাং উইল করিতে পারেন। অবিভক্ত দায়াদ কলিকাতা হাইকোর্টের নিষ্পত্তি অনুসারে আপন স্বত্ব অগ্র দায়াদ গণের অমতে দান করিতে পারে না; সুতরাং উইল করিয়া অবিভক্ত দায়াদ অপুত্রক লোকান্তর হইলে ও তাহার স্বত্ব লোপ হয়; উইল অনুসারে তাহার স্বত্বে কেহ স্বত্ববান হয় না। অবিভক্ত দায়াদ মিতাক্ষরা মতে আপন স্বার্জিত সম্পত্তি উইল করিতে পারে। বোম্বাই হাইকোর্টের মতে অবিভক্ত দায়াদ আপন স্বত্ব জীবন কালে বিক্রয় করিতে পারে; কিন্তু দান বা উইল করিতে পারেন না। মাদ্রাজ হাইকোর্টের মতে অবিভক্ত দায়াদ আপন স্বত্ব জীবনকালে দান করিতে পারে

Testamen-  
tary power  
in countries  
governed  
by the  
Mitakshera

কিন্তু উইল করিতে পারে না (8 Mad H. C. 6) উইল কর্তা কোন জীবিত ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ স্বত্ত্ব না দিলে কেবল ভোগাধিকার স্বত্ত্ব অথবা অচিরস্থায়ী নৈমিত্তিক স্বত্ত্ব দিলে সেই ব্যক্তি উইল অনুসারে স্বত্ত্ব প্রাপ্ত হয় ; সম্পূর্ণ স্বত্ত্বাধিকারী হয় না । কিন্তু উইল কর্তার মৃত্যুকালে যে ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করে নাই এরূপ লোকের উদ্দেশ্যে উইল করিলে সে কোন ফল প্রাপ্ত হয় না ( জীমতী সূর্যামণি বঃ দিনবন্ধু মল্লিক 9 M. I. A. 526 ; 9 M. I. A. 123 ; যতীন্দ্র বঃ জ্ঞানেন্দ্র 4 B. L. R. 103 ; 9 B. L. R. 377 ; 6 I. L. R

বৈষ্ণবচরণ মল্লিক নামক ঐক ব্যক্তি পাঁচ পুত্র রাখিয়া লোকান্তর হয় । বৈষ্ণব চরণের উইলে ঐ পাঁচ পুত্র তাহার সমস্ত সম্পত্তির তুল্যাংশে অধিকারী হইবার নির্ধারিত ছিল । কিন্তু উইলে এরূপ বিধান ছিল যে ঐ পাঁচ পুত্রের মধ্যে কেহ অপুত্রক লোকান্তর হইলে, তাহার অংশে অপর জাতাগণ তুল্য রূপে অধিকারী হইবে । বৈষ্ণব চরণের অগ্রতম পুত্র স্বরূপ চন্দ্র মল্লিকের লোকান্তর হইলে তাহার পত্নী তাহার অংশ পাঁছবার কারণ নালিয়া করে ; তাহাতে স্বরূপ চন্দ্রের অংশে বৈষ্ণব চরণের উইল অনুসারে অপর জাতাগণের স্বত্ত্ব হওয়া সাব্যস্ত হয় । উইল কর্তা জীবিত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে আইন সত্ত্বে যে সরতে উইল করেন গ্রহীতা সেই সরতে প্রাপ্ত হয় । সূর্যামণি বঃ দীনবন্ধু ( 9 M. I. A.)

৮ প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের উইল সংক্রান্ত মকদ্দমার অব-  
ধারিত হইয়াছে যে উইল কর্তার মৃত্যু সময়ে যে ব্যক্তি জন্ম  
গ্রহণ করে নাই, তাদৃশ ব্যক্তি কেবল উইল অনুসারে স্বত্ত্ব  
লাভ করিতে পারে না । যে সকল লোক উইল কর্তার  
মৃত্যু কালে জীবিত থাকে তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তিকে  
জীবন স্বত্ত্ব দিয়া আর এক ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ স্বত্ত্ব দেওয়া

যাইতে পারে; উইল কর্তার মৃত্যুর অনন্তর জাত ব্যক্তির, উদ্দেশে সম্পূর্ণ বা আংশিক কোন প্রকার দান হইতে পারে না। ৬ প্রসন্ন কুমার ঠাকুর তাহার উইলে এইরূপ নির্বন্ধ করিয়াছিলেন যে তাহার পুত্রজানেন্দ্র মোহন তাহার উইল অনুসারে গৃহীত হইবে। জানেন্দ্র মোহনের ভরণ পোষণ জন্ত তাহাকে জীবন কালে ৭৮০০ টাকা আয়ের সম্পত্তি দেওয়া হইয়াছিল; তাহা উইলে উল্লিখিত ছিল। জানেন্দ্র মোহন পিতার জীবন কালে হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্ট ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিল; কিন্তু ১৮৫০ সালের ২১ আইন অনুসারে তনিবন্ধন তাহার পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকার লোপ হইবার কোন কারণ হয় নাই।

প্রস্তাবিত উইলে উইল কর্তার সমস্ত সম্পত্তি কয়েক জন কার্য নির্বাহক ট্রাস্টীর হস্তে চিরকাল থাকিবার বিধান ছিল। ট্রাস্টী গুণের উপর সম্পত্তি সংক্রান্ত সমস্ত কার্য নির্বাহ করিবার এবং যাহাকে যাহাকে যেরূপ দিবার নির্বন্ধ উইলে ছিল তাহা দিবার, ভার অর্পিত হইয়াছিল। কিন্তু স্থাবর অস্থাবর কোন প্রকার সম্পত্তি দান বিক্রয় করিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। উইলে যাহাকে যেরূপ দিবার নির্বন্ধ ছিল তাহা দিয়া অবশিষ্ট বার্ষিক আয় নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ যথা ক্রমে স্ব স্ব জীবন কাল পর্যন্ত পাইবার নির্বন্ধ ছিল।

- ১। যতীন্দ্রমোহন জীবন কাল পর্যন্ত।
- ২। উইল কর্তার জীবন কালে জাত যতীন্দ্রমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পুরুষ পর্য্যায়।
- ৩। উইল কর্তার জীবনকালে জাত যতীন্দ্রের অল্পপুত্র।
- ৪। উইল কর্তার মৃত্যুর অনন্তর জাত সর্ব জ্যেষ্ঠ পুত্র।
- ৫। যতীন্দ্রমোহনের বংশ লোপ হইলে ঐরূপ ক্রম।

এবং নিয়মানুসারে সৌরেন্দ্রমোহন এবং তাহার সর্ব জ্যেষ্ঠ সন্তান।

৬। সৌরেন্দ্রমোহনের বংশ লোপ হইলে ললিত মোহনের বংশ পরম্পরা ঐরূপ ক্রম এবং নিয়মানুসারে।

কত্থা অথবা দোহিত্র সন্তান উক্ত উইল অনুসারে কৃষ্মিন কালে অধিকারী হইতে পারিবার বিধান ছিল না। এক সময়ে একাধিক ব্যক্তি স্বত্ব ভোগী হইবার বিধান ছিল না; জ্যেষ্ঠ সন্তান ক্রমে এক সময়ে এক ব্যক্তির মাত্র অধিকার হইবার বিধান ছিল।

নিম্ন লিখিত হেতু বাদে উক্ত উইল রহিত করিবার জ্ঞানেন্দ্রমোহন নালিস করে।

১। পৈতামহ সম্পত্তি উইল করিয়া পুত্রের স্বত্ব লোপ করণে পিতার অধিকার নাই।

২। সম্পত্তির মূল্য অনুসারে পুত্রকে বর্তনোচিত সম্পত্তি দেওয়া উচিত ছিল।

৩। উইল অনুসারে সমস্ত সম্পত্তির কেহ স্বত্বাধিকারী হইবার উপায় না থাকায় উইল আদৌ অসিদ্ধ। হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে এক ব্যক্তি ট্রুফী আর ব্যক্তি স্বার্থ ভোগী হইতে পারে না।

৪। যতীন্দ্রমোহনের জীবন স্বত্ব অসিদ্ধ; হিন্দু শাস্ত্রানুসারে সম্পূর্ণ স্বত্ব ব্যতীত জীবন স্বত্ব দান হইতে পারে না।

৫। যতীন্দ্রমোহনের জীবন স্বত্বের পরে আর যে যে ব্যক্তির জীবন স্বত্ব হইবার উইলে নির্বন্ধ আছে তাহা অসিদ্ধ।

৬। যতীন্দ্রমোহনের জীবন স্বত্ব আইন সঙ্গত হইলে ও যতীন্দ্রমোহনের মৃত্যুর পরে উইল অনুসারে

আর কেহ উইল কর্তার সম্পত্তিতে অধিকার পাইতে পারে না ; সুতরাং তখন বাদী শাস্ত্রানুসারে উত্তরাধিকারী বলিয়া সমস্ত পাইতে পারে।

জ্ঞানেন্দ্রমোহনের আবেদন পত্রের প্রথম চারি দফা তাহার প্রতিকূলে নিষ্পত্তি হয়। পঞ্চম দফার আপত্তি বাদীর অনুকূলে নিষ্পত্তি হয় ; এবং যতীন্দ্রমোহনের মৃত্যুর পরে বাদী সমস্ত সম্পত্তিতে শাস্ত্রানুসারে অধিকারী হইবার স্বত্ব সাব্যস্ত হয়। যতীন্দ্রমোহনের পরে তাহার জ্যেষ্ঠপুত্রের জীবন স্বত্ব পাইবার বিধান উইলে ছিল ; কিন্তু উইল কর্তার মৃত্যু সময়ে যতীন্দ্রমোহনের পুত্র ছিল না। হাইকোর্ট অবধারণ করেন যে চৈতন পাত্র উদ্দেশ্য ব্যতীত হিন্দু শাস্ত্রানুসারে দান বা উইল হইতে পারে না। যদিও উইল কর্তার মৃত্যুর পরে যতীন্দ্রমোহনের পুত্র হইবার সম্ভব ছিল, কিন্তু উইল কর্তার মৃত্যুর পরে যে জন্ম গ্রহণ করে সে কেবল উইলের বলে স্বত্ববান্ হইতে পারে না। উইল কর্তার মৃত্যুর পরে যতীন্দ্রমোহনের পুত্র জন্মাইলে সে উইলের বলে কোন স্বত্ব লাভ করিতে পারে না।

উইল কর্তার মৃত্যুকালে যতীন্দ্র মোহনের সন্তান না থাকায় এবং তাহার অনন্তরজাত কোন সন্তান অধিকারী হইতে না পারা সাব্যস্ত হওয়ায়, যতীন্দ্র মোহনের বংশে কেহ উইলের বলে উত্তরাধিকারী হইবার সম্ভব ছিল না। উইলে যে রূপ নির্বন্ধ ছিল তদনুসারে যতীন্দ্র মোহনের বংশ লোপ হইলে সৌরেন্দ্র মোহন এবং তাহার জ্যেষ্ঠ সন্তান অধিকারী হইবার বিধান ছিল। সৌরেন্দ্র মোহন এবং তাহার পুত্র উইল কর্তার মৃত্যুর সময় বর্তমান ছিল ; কিন্তু উইলে নির্বন্ধ ছিল যে যতীন্দ্র মোহনের বংশ লোপ হইলে সৌরেন্দ্র মোহন এবং তাহার সন্তানগণের অধিকার



হইবে; যতীন্দ্র মোহনের সম্মানদিগের 'অধিকার উইল অনুসারে অগ্রগণ্য ছিল; কিন্তু শাস্ত্রানুসারে উইল কর্তার মৃত্যুর অনন্তরজাত কোন ব্যক্তি 'অধিকারী হইতে নাপারা সাব্যস্ত হয়; অন্তরাং যাহাদিগের অধিকার অগ্রগণ্য তাহার। পাইতে নাপারা অবধারিত হওয়ায় পরবর্তী অধিকারী গণ পাইতে পারে না অবধারিত হয়। পূর্ব প্রক্রান্ত ব্যক্তি কেহ না থাকিলে অনন্তর উল্লিখিত ব্যক্তিগণ অধিকারী হইবে উইলে এইরূপ নির্বন্ধ থাকায় এমত বলা যাইতে পারে না যে পূর্ব প্রক্রান্ত ব্যক্তি উইলের বলে পাইবার অযোগ্য হইলে অনন্তর প্রক্রান্ত ব্যক্তি প্রাপ্ত হইবে। যতীন্দ্র মোহনের অনন্তর জাত সম্মান গণের উদ্দেশে উইলে যে নির্বন্ধ ছিল তদনুসারে তাহার অধিকার প্রাপ্ত হইবার যোগ্য না থাকা সাব্যস্ত হওয়ায়, মোহনের স্বত্ব হইবার নিমিত্ত কারণাভাব হওয়া সাব্যস্ত হয়।

৮ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উইল সংক্রান্ত মকদ্দমায় অনেক গুলি জটিল প্রশ্নের মীমাংসা হয়। সনাতন বৈশাখ বঃ জগৎ সুন্দরীর মকদ্দমায় প্রিবি কৌন্সল নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন যে হিন্দু দিগের উইল করিবার ক্ষমতা সশব্দে তর্ক উপস্থিত হইলে হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বিচার হওয়া আবশ্যক (8 M. I. A. 66) ৮ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের মকদ্দমায় উক্ত নিষ্পত্তি অনুমোদিত হয়।

A person not born at the time of testator's death cannot take anything under a Hindu's will.

গোবর্দ্ধন বসাখ বঃ শ্যামধন বসাখের মকদ্দমায় কলিকাতার সুপ্রিম কোর্ট এইরূপ নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন যে হিন্দু শাস্ত্র মতে চিরন্তন সময় যুক্ত উইল করিবার কোন প্রতিবন্ধক নাই। স্বর্ঘ্যমণি বঃ দিন বন্ধু মল্লিকের মকদ্দমায় উইল কর্তার জীবন কালে যে ব্যক্তি জীবিত থাকে, তাহার জীবন কাল পর্যন্ত সময় যুক্ত দান বা উইল হিন্দু শাস্ত্র সম্মত সাব্যস্ত হয়।

৮ এসন্ন কুমার ঠাকুরের উইলের মকদ্দমায় নিষ্পত্তি হইয়াছে যে উইল কর্তার মৃত্যুর অনন্তর জ্ঞাত কোন ব্যক্তি কেবল উইলের বলে অধিকারী হইতে পারে না।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে এক সম্পত্তিতে এক ব্যক্তি স্বার্থ ভাগী আর এক ব্যক্তি ট্রুস্টী হুত্রে অধিকারী গণ্য হইতে পারে কি না তাহা উক্ত মকদ্দমায় নিষ্পত্তি হইয়াছে। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে একব্যক্তি ট্রুস্টী আর এক ব্যক্তি স্বার্থভাগী হইতে পারে না। এমত নহে ; তবে যে রূপে সম্পত্তি ব্যবহার করা হিন্দু শাস্ত্র সম্মত কেবল সেইরূপে নির্বাহের নিমিত্ত ট্রুস্টী নিযুক্ত হইতে পারে। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে সম্পত্তি মধ্য গত ভাবে থাকিতে পারে না। উইলের দ্বারা একব্যক্তি ট্রুস্টী নিযুক্ত করিয়া এইরূপ নির্বন্ধ করিয়াছিলেন যে তাঁহার সম্পত্তির আর ট্রুস্টী গণ বায় না করিয়া ১০০ বৎসর পর্য্যন্ত সঞ্চিত করিবেন। এইরূপ নির্বন্ধ শাস্ত্র বিরুদ্ধ ; সুতরাং ট্রুস্টী নিযুক্ত করিয়া ট্রুস্টী দিগকে এরূপ ভার দেওয়া যায় না। কুমার কুমাররক্ষ বঃ অসীম রক্ষ 4 B. L. R. O. C. 11 যে সকল কার্য হিন্দু শাস্ত্র সম্মত তজ্জন্ত ট্রুস্টী নিযুক্ত করা যাইতে পারে। দেবতার উদ্দেশে সম্পত্তি দান করা হিন্দু শাস্ত্র সম্মত ; সুতরাং দেব সেবা ধর্ম কার্য আদির জন্ত ট্রুস্টী নিযুক্ত করা যাইতে পারে।

Property must vest absolutely in some one

Appointment of trustees not invalid if the object is legal.

১৮৭০ সালের ২১ আইনে যেরূপ বিধান আছে তাহাতে উইল কর্তার মৃত্যুর পর জ্ঞাত ব্যক্তি কোন কোন স্থলে উইল অনুসারে অধিকারী হইতে পারে এইরূপ আপাততঃ অনুমান হয় ; কিন্তু উক্ত আইনের দ্বারা হিন্দু শাস্ত্রের কোন বিধানের অস্তিত্ব হয় নাই ; সুতরাং উইল কর্তার মৃত্যুর অনন্তর জ্ঞাত ব্যক্তির উদ্দেশে হিন্দু দিগের মধ্যে উইল হইতে পারে না 6 I. L. R. '

## অষ্টম অধ্যায় ।

## দেবসেবা এবং দেবত্ব সম্পত্তি ।

According to Hindu Jurists a god never can be the owner of property.

আমাদিগের শাস্ত্রানুসারে কোন বিগ্রহ সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী হইতে পারেন কি না সম্ভেদ স্থূল । শূলপাণি শ্রাদ্ধবিবেকে বলিয়াছেন দেবতাগণ অচেতন ; সুতরাং দেবতা কোন ঐবোর স্বত্বাধিকারী হইতে পারেন না । “প্রজেশং মন্ত্রবিগ্রহং” এই বচনের দ্বারা জানা যায় যে যাগস্থলে দেবতা মন্ত্রবিগ্রহ অচেতন ; দেবতার উদ্দেশে দান করিলে দেবতার স্বত্ব হয় না । ফলতঃ দেবতা কোন সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারেন কি না সম্ভেদ স্থূল । পরন্তু এতদ্দেশেলোকে সচরাচর বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা করিয়া সেই বিগ্রহের উদ্দেশে সম্পত্তি অর্পণ করিয়া থাকে ; এবং দেবতার নামে সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয়াদি কার্য্য সচরাচর হইয়া থাকে ।

It is usual to dedicate property in the name of an idol.

বিগ্রহের নামে সম্পত্তি অর্পণ করিলে সেই বিগ্রহ সেই সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী গণ্য হইয়া থাকেন । বিগ্রহ কোন কার্য্য করিতে পারেন না ; সুতরাং অপ্রাপ্ত ব্যবহার বালকের অভিভাবকের স্থায় দেবতার সেবাইত দ্বারা সমস্ত কার্য্য নির্বাহ হয় । সেবাইত দেবতার সেবা চালাইবার জন্ত দেবত্ব সম্পত্তি আধমন বা বিক্রয় করিতে পারে ; কিন্তু বিশেষ আবশ্যক ব্যতীত সেবাইত দেবত্ব সম্পত্তি দান বিক্রয় করিলে তাহা অসিদ্ধ হয় । কালীচরণ বঃ বংশীমোহন 15 W. R. 339 ; বনোয়ারি চাঁদ বঃ মদনমোহন 21 W. R. 41. )

সেবাইতের মৃত্যু হইলে অর্পণ পত্রের নির্বন্ধ অথবা প্রচলিত প্রথা অনুসারে অত্র সেবাইত নিযুক্ত হয় ( গিরিধারী দাস বঃ নন্দকিশোর দাস Marsh 573.

অর্পণ পত্রে বিশেষ নির্দ্বন্দ্ব না থাকিলে সম্প্রদাতার বংশ পরম্পরা সেবাইত নিযুক্ত হয় ( 9 B. L. R. P. C. 395

Founder's rights.

মঠের মহান্ত গণ দার পরিগ্রহ করা রীতি না থাকার জীবন কালে শিষ্যাদিগের মধ্যে যাহাকে মহান্ত পদে অভিষিক্ত করিবার অভিপ্রায় করে সেই পরে মহান্ত হয় ( গিরি ধারী বঃ নন্দ কিশোর 11 M. I. A. 405 ) কোন কোন স্থলে মঠের মহান্ত গণ সকলে একমত হইয়া যাহাকে মনুনাণীত করে সেই মহান্ত হয় (গোপাল দাস বঃ রূপারাম দাস S. D. of 1850)

Appointment to the office of Sebait.

মহান্ত অথবা সেবাইত আপন স্বত্ব অথবা দেব সেবার সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারেনা । সেবা চালাইবার নরত থাকিলেও সেবাইতি স্বত্ব বা সেবার সম্পত্তি বিক্রয় সিদ্ধ হয় না । ( রাজা বর্ষ বঃ রবি বর্ষ 4 L. A. 76 )

The office of Sebait not saleable.

অর্পণ পত্রে বিশেষ নির্দ্বন্দ্ব না থাকিলে সম্প্রদাতা অথবা তাহার বংশ পরম্পরা সেবাইত নিযুক্ত বা পদচ্যুত অথবা দেব সেবা সংক্রান্ত কোন কার্য সম্বন্ধে কর্তৃত্ব করিতে পারে না । দেব সেবার কার্য রীতি মত না চলিলে অথ লোকে যতদূর হস্তক্ষেপ করিতে পারে, সম্প্রদাতা এবং তাহার উত্তরাধিকারী গণ ততদূর পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করিতে পারে । সেবাইত পদে নিযুক্ত হইবার কোন লোক না থাকিলে সম্প্রদাতার উত্তরাধিকারীগণ সেবাইত নিযুক্ত হইবার অধিকারী হয় । ( জয়বংশী কুণ্ডার বঃ ছত্রধারী 5 B. L. R. 181 )

Act XX of 1863.

১৮৬৩ সালের ২০ আইন অনুসারে জেলার জজ কর্তৃক সেবাইত নিযুক্তের ব্যবস্থা হইতে পারে ।

দেবতার উদ্দেশে একবার অর্পণ পত্র লিখিয়া দিলে সম্প্রদাতা সেই সম্পত্তি আর নিজের গ্রাম ব্যবহার করিতে পারে না । (জগৎমোহিনী বঃ সখিমণি 14 M. I. A. 289)

The cypress doctrine.

সেবার কার্য নির্বাহ অসম্ভব হইলে তৎসদৃশ অজ্ঞা কার্যে বাহাতে দেবার সম্পত্তির আয় ব্যয়িত হয় তজ্জ্ঞানালিস চলিতে পারে । কোন কালে দেবত্ব সম্পত্তিতে সম্প্রদাতা অথবা তাঁহার উত্তরাধিকারীর স্বত্ব হয় না (মহেশ চন্দ্র বঃ কৈলাস চন্দ্র 11 W. R. 443 ; নাম নারায়ণ সিংহ বঃ রমণ পাণ্ডে 23 W. R. 76 ; পাঁচকড়ি মল বঃ চন্দ্র লাল 3 Cal 563 )

Imperfect  
dedication.

কোন সম্পত্তির আয় হইতে দেব সেবা নির্বাহ হইবার নিয়ম থাকিলে সেই সম্পত্তি দেবত্ব বলিয়া গণ্য হয় এমন নহে 5 I. L. R.

গৃহস্থিত দেবতার নামে কোন সম্পত্তি ক্রয় করিলে তাহা সেই বিগ্রহের সম্পত্তি গণ্য হয় না । যে বিগ্রহের অর্চনা দর্শনাদিতে সাধারণ লোকের অধিকার না থাকে সেই বিগ্রহের নামে কোন সম্পত্তি অর্পণ হয় না (মহারাজী ব্রজসুন্দরী বঃ লক্ষ্মী কুণ্ডারি 15 B. L. R. 176 ) ।

দেবতার নামে সম্পত্তি অর্পণ না করিলে প্রকৃত দেবত্ব হয় না । সম্পত্তির আয় হইতে দেব সেবা নির্বাহের নিয়ম থাকিলে দেবত্ব গণ্য হয় না । তবে দেব সেবার ব্যয় নির্বাহ জ্ঞাত সেই সম্পত্তি দায়ী থাকে । এবং যে ব্যক্তি সেই সম্পত্তিতে অধিকারী হয় সেই দেব সেবা চালাইতে বাধ্য হয় ।

সম্পত্তি দেব সেবার অর্পণ অথবা দেব সেবার জ্ঞাত দায় সংযুক্ত না করিলে সেই সম্পত্তির অধিকারীগণ দেব সেবা চালাইতে বাধ্য হয় না । সেবাইত স্বত্ব ডিক্রি জারিতে বিক্রয় হইতে পারে না ( হুরোমিঞ্জ বঃ জিনিবাস 5 B. L. R. 611 ) দেবত্ব সম্পত্তি সেবাইতগণ দান বিক্রয় কহিতে পারে না ; এবং দেবত্ব সম্পত্তির কার্য নির্বাহক অর্পণ পত্রের নির্বন্ধ অনুসারে নিযুক্ত হয় । যদি অর্পণ পত্রের নির্বন্ধ অনুসারে

সম্প্রদাতার বংশ পরম্পরা সেবাইত নিযুক্ত হইবার নিয়ম থাকে এবং এমত প্রকাশ পায় যে সম্প্রদাতা আপন বংশাবলীর হস্তে চিরকাল সম্পত্তি রাখিবার নিমিত্ত কাপ্পনিক অর্পণ পত্র করিয়াছেন তাহা হইলে সেই সম্পত্তি দেবত্র গণ্য হয় না (প্রথম দাসী বঃ রাধিকা প্রসাদ দত্ত 14 B. L. R. 175)।

## নবম অধ্যায়।

### বিভাগ।

At a time when the descendants of a common ancestor lived together for generations it naturally came to be supposed that right to ancestral property is acquired by birth and is extinguished by death

পূর্বের উক্ত হইয়াছে যে প্রাচীন কালে এতদ্দেশে পুরুষানুক্রমে অবিভক্ত অবস্থায় বাস করা রীতি ছিল। অবিভক্ত সম্পত্তির আয় হইতে পারিবারিক সমস্ত ব্যয় নির্বাহিত হইত। অবিভক্ত পরিবারের মধ্যে একজন কর্তৃক করিতেন; পারিবারিক ভরণপোষণ আপদমোক্ষাদির নিমিত্ত কর্তা অবিভক্ত সম্পত্তি দান আধমন বা বিক্রয় করিতে পারিতেন। পারিবারিক আবশ্যক কার্য ব্যতীত কোন নিজ প্রয়োজনের নিমিত্ত কর্তা অথবা অন্য কোন অবিভক্ত দায়াদ আপন স্বত্ব বিক্রয় করিতে পারিতেন না। আধুনিক মতে পূর্ব স্বামীর মৃত্যুর সময় উত্তরাধিকারীর স্বত্ব হয়। কিন্তু যে কালে পুরুষানুক্রমে একত্র বাস রীতি ছিল, তখন মূল আদি পুরুষের সময় হইতে বিভাগের সময় পর্যন্ত কোন সময়ে কাহার মৃত্যু হইয়াছে এবং কোন দায়াদের মৃত্যু সময়ে কে নিকট উত্তরাধিকারী ছিল ইত্যাদি নির্ণয় করিয়া বিভাগ করা সম্ভব নহে। ফলতঃ বহু পুরুষাবধি একত্র অবিভক্ত অবস্থায়

বাস করা দেশের রীতি হইলে এইরূপ সাধারণের ধারণা হওয়া সম্ভবপর যে জন্মনিবন্ধন পৈতৃক ধনে স্বত্ব হয় এবং অবিভক্ত অবস্থায় মৃত্যু হইলে স্বত্ব লোপ হয় । এইরূপ সাধারণের ধারণা হওয়ার কারণ এই যে অবিভক্ত দায়াদ মাত্রেয় অবিভক্ত সম্পত্তির আর হইতে ভরণপোষণ হয় ; যে দায়াদের মৃত্যু হয় তাহার কোন দৃষ্ট স্বত্ব থাকে না । যে কারণে হউক আমাদের দেশের প্রাচীন স্মৃতিকারকদিগের মতে অবিভক্ত দায়াদগণের জন্মনিবন্ধন স্বত্ব হয় ; এবং মৃত্যু হইলে স্বত্ব লোপ হয় । এই মত অবলম্বন করিয়া অবিভক্ত দায়াদগণের সম্পত্তি বিভাগ করিতে হইলে আদি পুরুষের সময় হইতে কোন দায়াদের কখন জন্ম হইয়াছিল অথবা কোন দায়াদের কখন মৃত্যু হইয়াছিল তাহা জানা আবশ্যক হয় না । জন্মনিবন্ধন স্বত্বোৎপত্তি স্বীকার করিলে বিভাগ করিবার নিমিত্ত বর্তমান দায়াদগণের পরস্পর সন্মত কি তাহা জানিলে যথেষ্ট হয় । তিন সহোদরের মধ্যে এক সহোদর পুত্র রাখিয়া লোকান্তর হওয়ার পরে যদি আর এক সহোদর অপুত্রক লোকান্তর হয় তাহা হইলে আধুনিক বঙ্গ দেশের মতে অপুত্রক মৃত সহোদরের অংশে এক মাত্র বর্তমান সহোদরের অধিকার হয় ; মৃতপিতৃক ভ্রাতৃ পুত্রের অধিকার হয় না । অনন্তর বিভাগ হইলে এক মাত্র বর্তমান সহোদর দুই অংশ প্রাপ্ত হয় । কিন্তু যে সহোদর অপুত্রক লোকান্তর হয় তাহার মৃত্যু সময়ে অপর দুই ভ্রাতৃ বর্তমান থাকা প্রমাণ হইলে উভয়ের তুল্য অধিকার হয় । বস্তুতঃ আধুনিক দায়ভাগের মতে বিভাগ করিতে হইলে কোন দায়াদের কোন সময়ে জন্ম হইয়াছিল এবং কোন সময়ে মৃত্যু হইয়াছিল তাহা জানা আবশ্যক হয় । অধুনা বহু পুরুষাবধি একত্র বাস রীতি নাই ; দুই এক পুরুষের মধ্যে কাহার কোন সময়ে জন্ম হইয়াছিল কাহার কোন সময়ে মৃত্যু

Accepting the above theory it is not necessary to ascertain the dates of birth and death of predeceased members of the family in order to effect a partition.

According to the Day-bhag theory it is necessary to know the dates of birth and death of predeceased members of the family in order to effect a partition.

হইয়াছিল তাহা সকলের পরিজ্ঞাত থাকে ; সুতরাং দায়-  
ভাগের মতে যদি পূর্ব্ব স্বামীর মরণকালে উত্তরাধিকারীর  
স্বত্ব হয় তথাপি বিভাগের সময় কাহার কি পরিমাণ অংশ  
প্রাপ্য তাহা নির্ণয় দুঃসাধ্য হয় না । কিন্তু যে সময়ে পুরুষানু-  
ক্রমে একত্র বাস করা রীতি ছিল তখন জগন্নিবন্ধন স্বত্বোৎ-  
পত্তি এবং মরণ হেতু স্বত্ব লোপ হওয়া স্বীকার না করিলে  
অবিভক্ত দায়াদগণের অংশ নির্ণয় করা কোন মতে সম্ভব  
ছিল না ।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

#### বিভাজ্য অবিভাজ্য নির্ণয় ।

পৈতামহ পৈতৃক এবং সাধারণ শরীরব্যাপারার্জিত  
সমস্ত সম্পত্তি বিভাগ হইতে পারে ; অবিভক্ত দায়াদ-  
গণের স্বার্জিত সম্পত্তি বিভাগ হইতে পারে না । করূপ  
সম্পত্তি স্বার্জিত বলিয়া গণ্য তাহা পূর্ব্ব উক্ত হইয়াছে ।  
মাতামহ মাতুলাদির উত্তরাধিকার স্বত্রে অবিভক্ত দায়াদ-  
গণের মধ্যে এক জন যাহা প্রাপ্ত হয় তাহাতে অন্য দায়াদ-  
গণের স্বত্ব হয় না । সাধারণ যৎকিঞ্চিৎ ধনোপঘাত দ্বারা  
অর্জন করিলে মিতাক্ষরা এবং দায়ভাগ উভয় মতে অর্জক  
দুই অংশ প্রাপ্ত হয় । অবিভক্ত দায়াদগণের মধ্যে এক জন  
কর্তৃক সাধারণ সম্পত্তির উন্নতি হইলেও নিম্নলিখিত  
বচনানুসারে সমবিভাগ হয় ।

Effects not  
liable to  
partition.

“সামান্যার্থ সমুৎপাদে বিভাগস্ত সমঃ স্মৃতঃ ।” যাজ্ঞবল্ক্য ।

নিম্নলিখিত মনুবচনানুসারে মিতাক্ষরা মতে বস্ত্র বাহন  
অলঙ্কার প্রভৃতি বিভাগ হয় না ।



“বজ্রং পত্র মলঙ্কারং কৃত্যর মুদকং ত্রিঃ ।

যোগ্যক্কেম প্রচারঞ্চ ন বিভাজ্যং প্রচক্কেতে ॥”

অলঙ্কারের বিভাজ্যতা সম্বন্ধে মিতাকরাকার বলেন যে অলঙ্কার বাহ্যিক কর্তৃক ধৃত থাকে সে অলঙ্কারে কেবল তাহার স্বত্ব হয় ; সাধারণের অলঙ্কার বিভাজ্য ।

Ornaments

• “পতৌজীবতি যঃ জীভিরলঙ্কারো ধৃতো ভবেৎ ।

নতং তজ্জেরন্দারাদা তজ্জমানাঃ পতন্তিতে” ॥

এই মনুবচন অনুসারে কেবল ধৃত অলঙ্কারের বিভাগ নিষিদ্ধ হওয়ায় অধৃত অলঙ্কারের বিভাজ্যতা সিদ্ধ হইয়াছে ।

দায়ভাগকার কিরূপ অলঙ্কার অবিভাজ্য তাহা স্পষ্ট বলেন নাই ; উক্ত মনুবচন উদ্ধৃত করিয়া এইমাত্র বলিয়াছেন অঙ্গুলীয়াদি অলঙ্কার বিভাগ হয় না । বোধ হয় এই সম্বন্ধে দায়ভাগও মিতাকরার কোন মতভেদ নাই ।

Places of  
worship.

দেবস্থান এবং বিগ্রহ বিভাগ হয় না ; পূর্ব্যায়ক্রমে সেবা-চালাইবার আদেশ হইতে পারে । ( ছত্র সেনের মকদ্দমা 1 S. D. 108. ) বাস গৃহ বিভাগ হইতে পারে ( হলধর বঃ রামনাথ (Marsh 55) ) (রাজকুমারী বঃ গোলাপচন্দ্র 3 Cal 514) ।

দায়ভাগের মতে পিতার জীবন কালে কোন পুত্র পিতৃভূমিতে গৃহ নির্মাণ বা উদ্ধান করিলে পিতার মৃত্যুর পরে তাহা বিভাগ হয় না । দায়ভাগ ষষ্ঠ অধ্যায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ৩০ । পিতৃ প্রসাদ লব্ধ ধনের বিভাগ হয় না ।

এতদ্ব্যপেক্ষে অনেক রাজা উপাধিবিশিষ্ট ভূম্যধিকারি-গণের রাজত্ব অবিভাজ্য ।

Service  
tenure

বাটোয়াল প্রভৃতি সরকারি কর্মচারীগণ সরকারি কর্তৃক নিষ্পাদনার্থে যে ভূমি ভোগ করে তাহা পুরুষানুক্রমে ভোগ-স্বত্ব থাকিলেও সেই ভূমি বিভাগের প্রার্থা না থাকিলে দায়-

দগণ বিভাগ করিয়া লইতে পারে না (হরলাল সিংহ বঃ  
জরবান্ সিংহ 6 S. D. 169 )

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

### বিভাগাধিকারী ।

১। মিতাক্ষরামতে পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র পিতার অনি-  
চ্ছায় পৈতামহ সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইতে পারে ।

Who are  
entitled to  
partition  
Mitakshera

২। অবিভক্ত দায়াদ গণের মধ্যে কেহ লোকান্তর  
হইলে তাহার স্বত্ব লোপ হয় ।

৩। একজন মূল আদি পুরুষের বংশাবলী পুরুষানু-  
ক্রমে অবিভক্ত অবস্থায় বাস করিলে সকলে অবিভক্ত  
দায়াদ গণ্য হয় ।

৪। অবিভক্ত দায়াদের জীবন কালে তাহার পুত্র  
পৌত্র প্রপৌত্র অধস্তন তিন পুরুষের লোকান্তর হইলে  
প্রপৌত্রের পুত্র অবিভক্ত দায়াদ বলিয়া গণ্য হয় না ।

৫। বিভাগের অনন্তর জাত পুত্র মিতাক্ষরামতে পিতার  
অংশ প্রাপ্ত হয় । বিভাগের সময় মাতা অজ্ঞাতগর্তী  
থাকিলে পরে যে পুত্র জন্মায় সে জাতা দিগের নিকট অংশ  
প্রাপ্ত হয় ।

৬। মিতাক্ষরামতে অবিভক্ত ধনে পত্নী হুহিতা বা  
দৌহিত্রের অধিকার হইতে পারে না । মিতাক্ষরামতে পত্নী  
হুহিতা দৌহিত্রের অধিকার বোধক বচন সমূহ বিভক্ত ধন,  
বিষয়ক ; সুতরাং পত্নী হুহিতা দৌহিত্র প্রভৃতি অবিভক্ত মৃত-  
ধনীর অংশ বিভাগ করিয়া পাইতে পারে না । এবং মিতা-  
ক্ষরামতে পত্নী হুহিতা প্রভৃতি অবিভক্ত দায়াদ বলিয়া  
গণ্য হইতে পারে না । মৃত ধনীর আদি পুরুষের বংশের

মধ্যে কেহ ভাহার সহিত অবিভক্ত অবস্থায় না থাকিলে পত্নী হুহিতা প্রকৃতির অধিকার হইতে পারে ।

৭। অবিভক্ত দায়াদগণ সকলে তুল্যাংশে অধিকারী হয় না । যদি দুই সহোদরের মধ্যে একের ১ পুত্র এবং মৃত পিতৃক ২ পৌত্র অপর সহোদরের এক মাত্র পুত্র থাকে তাহা হইলে

“অনেক পিতৃকাণাসু পিতৃতো ভাগ কম্পনা”

এই মনুবর্চন অনুসারে সমুদায় সম্পত্তি ৮ ভাগ হয় : তন্মধ্যে দ্বিতীয় সহোদরের পুত্র চারি ভাগ পায় ; প্রথম সহোদরের পুত্র ২ ভাগ পায় ; পৌত্রদ্বয় প্রত্যেকে এক এক ভাগ পায় ।

৮। মিতাক্ষরামতে জাতকৃত বিভাগ কালে ভগিনী-গণ চতুর্থাংশ পাইবার অধিকারী, কিন্তু এই মত কোথাও প্রচলিত নাই ।

### দায়ভাগের মত ।

Dayabhaga

১। দায়ভাগের মতে পিতার জীবন কালে পৈতামহ বা স্বার্জিত কোন প্রকার সম্পত্তি পিতার অনিচ্ছায় বিভাগ হইতে পারে না ।

২। পিতা ইচ্ছা করিলে স্বার্জিত সম্পত্তি যে কোন সময়ে বিভাগ করিয়া দিতে পারেন ।

৩। পৈতামহ সম্পত্তি মাতার রজোনিবৃত্তি না হইলে পিতা বিভাগ করিয়া পুত্র দিগকে দিতে পারেন না । কিন্তু দায়ভাগের মতে পিতা পৈতামহ সম্পত্তি আপন ইচ্ছায় দান বিক্রয় করিতে পারেন ; সুতরাং পিতার সম্ভাব্য সম্ভাবনা থাকা স্বত্বে আপন ইচ্ছায় বিভাগ করিয়া দিলে পুত্র দিগের স্বত্ব হয় না এমনত বলা যায় না ।

৪। পৈতামহ সম্পত্তি দায়ভাগের মতে মাতার রজো-

নিরুত্তর না হওয়া পর্যন্ত বিভাগ হইতে পারে না ; সুতরাং মাতার রজোনিরুত্তর পূর্বে পিতা যদি পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দেন তাহা হইলে সেই বিভাগ অসিদ্ধ হয় ; এবং অনন্তর জাত পুত্র সেই বিভাগ অগ্রাধিকার করিয়া জাতাদিগের নিকট অংশ পাইতে পারেন ।

৫। দায়ভাগের মতে পিতা স্বার্জিত সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিলে পরে যে পুত্র জন্মায় সে কেবল পিতার অংশ পায় । পিতার স্বার্জিত সম্পত্তি বিভাগ সময় মাতা অজাত গর্ভা থাকিলে, পরে যে পুত্র জন্মায় সে জাতাদিগের নিকট অংশ পায় ।

৬। দায়ভাগের মতে অবিত্ত দায়াদ অপুত্রক লোকান্তর হইলে তাহার স্বত্ব লোপ হয় না ; তাহার পত্নী দুহিতা দৌহিত্র প্রভৃতির তাহার অংশে অধিকার হয় ।

৭। দায়ভাগের মতে অবিত্ত দায়াদের পত্নী আপন পতির অংশে অধিকারিণী হইলে সেই অংশ বিভাগ করিয়া লইবার কারণ নালিস করিতে পারে । ( শিব প্রসাদ বঃ গঙ্গামণি 16 W R 291 ; মোদামিনী বঃ যোগেশ চন্দ্র 2 Cal 262 ) ।

৮। বঙ্গদেশে পিতার জীবনকালে পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগ হইলে কলিকাতা হাইকোর্টের নিষ্পত্তি অনুসারে দায়ভাগ মতে পিতার পুত্রহীন পত্নী গণ সকলে সমাংশ প্রাপ্ত হয় (যদুনাথ বঃ বিশ্বনাথ 9 W. R. )

কলিকাতা হাইকোর্টের নিষ্পত্তি অনুসারে মিতাকরা মতে পুত্রহীন এবং পুত্রবতী সকলে অংশ প্রাপ্ত হয় । ( মহাবীর বঃ রামাদ সিংহ 12 B. L. R. 90 )

৯। পিতার মৃত্যুর পরে গৃহগণ পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইবার কালে মাতা বর্তমান থাকিলে দায়ভা-

গের মতে বিভাগ করী পুত্রগণের মাতা অংশ প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু পুত্রহীনা বিমাতা অংশ প্রাপ্ত হয় না ।

“পিতরি. চোপরতে হোদরজাতৃভির্বিভাগে ক্রিয়মানে মাত্রেপি পুত্রসমাংশো দাতব্যঃ । সমাংশহারিণী মাতেতি বচ-  
নাৎ । মাতৃপদস্ত জননী পরত্যাং ন সপত্নী মাতৃ পরত্মপি । পি-  
ত্রাচ পুত্রভ্যঃ সম বিভাগ দানে সর্বপত্নী নামে ব পুত্র  
সমাংশতা কর্তব্য। দায়ভাগ ৩ অ ২ প ২৯ ৩২”

১০ । বিভাগ কালে মাতা অংশ লাভের অধিকারিণী হইলেও মাতা বিভাগের জন্ত নান্নিস করিতে পারেন না ।

১১ । একমাত্র পুত্র পিতৃ সম্পত্তির অধিকারী হইলে মাতা অংশ পাইতে পারেন না ।

১২ । যদি কোন ব্যক্তির বহু পত্নী থাকে এবং প্রত্যেকের গর্ভজাত এক এক পুত্র রাখিয়া সেই ব্যক্তির লোকান্তর হয় ; তাহা হইলে তাহার পুত্র গণ বিভক্ত, হইলে তাহাদের জননীগণ অংশ প্রাপ্ত হয় না ।

১৩ । পৌত্রগণের বিভাগ কালে মূলধনীর পত্নীগণ পৌত্র সমাংশ প্রাপ্ত হয় ।

১৪ । পুত্র এবং পৌত্রগণ বিভাগ করিয়া লইবার সময় মাতা পুত্র সমাংশ প্রাপ্ত হয় ।

১৫ । যদি পুত্রগণ কেহ জীবিত না থাকে এবং তাহাদের পুত্র অর্থাৎ মূলধনীর পৌত্রগণ বিভাগ করে তাহা হইলে পৌত্রগণ “অনেক পিতৃকাণ্ড পিতৃতো ভাগ-  
কম্পনা” এই বচন অনুসারে স্ব স্ব পিতার অংশে তুল্যরূপে অধিকারী হয় । সুতরাং সকলে সমান অংশ প্রাপ্ত হয় না এমত অবস্থার পৌত্রগণের মধ্যে সমবিভাগ হইলে যেরূপ অংশ হইত পিতামহী সেইরূপ অংশ প্রাপ্ত হয় । অর্থাৎ যদি পাঁচ জন পৌত্র থাকে তাহা হইলে সমস্ত সম্পত্তি ছয় ভাগ

করিয়। পিতামহী এক ভাগ প্রাপ্ত হয় ; অবশিষ্ট পাঁচ ভাগে পৌজগণের অধিকার হয় ।

১৬। কোন এক মৃত পুত্র বা পৌত্রের অংশে মাতা বা পিতামহী উত্তরাধিকারিণী হইলেও অপর পুত্রগণের বিভাগ কালে মাতা অংশ পাইতে পারেন । (জগমোহন বঃ সারদা-ময়ী 3 Cal 149 তদ্বিত ভূষণ বঃ তাঁরাপ্রসন্ন 4 Cal 756 ; রাই মণি-বঃ পদ্ম মুখী 12 WR 409 )

১৭। কেবল প্রপৌজগণের বিভাগ কালে প্রপিতা-মহী অংশ পাইতে পারে না ।

১৮। মূলধনী অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রথম অর্জন করে তাহার পুত্র প্রভৃতি বিভাগ করিতে প্ররত হইলে সেই মূলধনীর পত্নী অংশ প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু 'মূলধনীর মাতা অংশ প্রাপ্ত হয় না ।

১৯। ভাতৃ বিভাগ কালে অবিবাহিতা ভগিনী গণ শাস্ত্রানুসারে চতুর্থ অংশ পাইবার অধিকারী ; কিন্তু দায় ভাগের মতে ভগিনীর অধিকার শূন্য মূলক নহে ; তবে ভাতৃ গণ অবিবাহিতা ভগিনী দিগের বিবাহের ব্যয় নি-  
কর্ষাই করিতে বাধ্য । অবিবাহিতা ভগিনী বর্তমান থাকিতে ভাতৃগণের মধ্যে কেহ বিভাগের নালিস করিলে আবেদন পত্রে সেই সকল ভগিনী দিগের বিবাহের ব্যয় নিকর্ষাইয়ের ব্যবস্থা জ্ঞাত প্রার্থনা থাকা আবশ্যিক ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

বিভাগানধিকারী ।

সর্বেস্বি স্বর্ধনুজা ভাগিনোদ্রব্যমহন্তি ; যন্তুস্বর্ধেণ দ্রব্যানি  
প্রতিপাদয়তি ( অপচয়তি ) জ্যেষ্ঠোপি ( ন কেবলং পিতা )

তমভাগং কুর্যতি ।

আপত্ত্বঃ ।

পতি ভৃত্ত্বমৃতঃ ক্লীবঃ পক্ষুৰ্দ্ধাতকোজড়ঃ ।

অন্ধোচিকিৎস রোগার্থো ভর্তব্যান্তে নিরংশকাঃ ॥

ঔরসক্ষেত্রীজান্তেষাং নির্দোষা ভাগহারিণঃ ।

মৃতশৈচবাং প্রভর্তব্যা যাবন্ন ভর্তৃসাংকৃত্যঃ ॥

অপুজ্যোষিতশৈচবাং ভর্তব্যঃ সাধুর্তয়ঃ । যাজ্ঞবল্ক্য ।

শেষোক্ত যাজ্ঞবল্ক্য বচন জাতের টীকা প্রসঙ্গে মিতাকরাকার বলেন “ক্লীবস্তৃতীয়া প্রকৃতিঃ ; পতিতো ব্রহ্মহিত্যদিনা, তৎস্মৃতঃ পতিতোঃ পন্নঃ ; পংগুঃ পাদবিকলঃ, উদ্ব্যতকঃ, জড়ো বিকলাস্তঃ করণঃ হিতাহিতাবধারণ ক্ষম ইতি যাবৎ ।

অন্ধো নেত্রেন্দ্রিয়বিকলঃ, অচিকিৎস রোগার্ভঃ অপ্রতি সমাধেরক্ষাদিরোগ গ্রস্তঃ, আত্মশমনাশ্রমাস্তরগতপিতৃদেষু পপাতকি বধির মুক নিরিন্দ্রিয়াণাং গ্রহণং । যথাই বশিষ্ঠঃ ।

“অনংশাস্ত্রাশ্রমাস্তরগতাঃ” ।

নারদেনাপ্যুক্তং

“পিতৃষিট্ পতিতঃ সচ্যোযশ্চ যানৌপপাতিকঃ ।

ঔরসা অপিনৈতেং শংলভেরন, ক্ষেত্রজাঃ কৃতঃ” ॥

মুনাপিঃ “অনংশৌক্লীব পতিতো জাত্যন্ধ বধিরৌতথা ।

উদ্ব্যত জড়মুকাশ্চ যে চ কেচিরিন্দ্রিয়াঃ” ॥

এতে ক্লীবাদয়ঃ অনংশা রিক্থ ভাজে ন ভবন্তি কেবল মশনাচ্ছাদন দানেন ভর্তব্যঃ অভদ্রগেতু পতিতত্ব দোষ ;

“সর্বেষামপি তু জ্ঞাযাং দাতুং শক্ত্যামনীষিনা ।

প্রাসাদান মতাস্তং পতিতোহুদদৎ ভবেৎ” ॥

ইতি মনুস্মরণাৎ ; অতাস্তং যাবজ্জীবমিতর্থঃ ।”

বিভাগের পূর্বে দোষ প্রাপ্ত হইলে অনংশত্ব হয় ; বিভাগের পরে পাতিত্য ব্যতীত দোষ হইলে অত্র লোপ হয় না । বিভাগের পরে ঔষধ দানাদি দ্বারা আরোগ্য লাভ করিলে বিভাগানন্তর জাত পুত্রের দ্বার অধিকার হয় ;

Persons  
not enti-  
tled to  
share on  
partition.

পতিতাদি শব্দের পুংলিঙ্গ অধিব্যক্তি ; সুতরাং পত্নী .  
বৃহিতা মাতা প্রভৃতি পীতিত্যাদি দোষ যুক্ত হইলে তাহার  
অধিকারী গণ্য হয় না ।

• পূৰ্ব্বকালে ক্ষেত্রজ পুত্র অধিকারী গণ্য হইত ; সুতরাং  
ক্লীবের ক্ষেত্রজ পুত্র তৎকালে অধিকারী হইবার সম্ভব ছিল ।  
কিন্তু অধুনা ক্ষেত্রজ পুত্র অধিকারী গণ্য হয় না ; এবং  
ক্লীবের ঔরস পুত্র হওয়া অনসম্ভব ; তবে ক্লীবের দত্তক গ্রহণ  
সম্ভব হইলেও, অনংশের দত্তক পুত্র অধিকারী হইবার কোন  
শাস্ত্র নাই । পতিত এবং ক্লীব ব্যতীত আর সকল প্রকার  
দোষাশ্রিত ব্যক্তির ঔরস পুত্র নির্দোষ হইলে অধিকারী  
হইতে পারে । দোষাশ্রিত ব্যক্তির দত্তক পুত্র অধিকারী  
হইতে পারে না ।

হিন্দুধর্ম পরিভাষা নিবন্ধন পাতিত্যা হইলেও ১৮৫০  
সালের ২১ আইন অনুসারে দায়াদিকার স্বত্ব লোপ হয় না ।

Act XXI  
of 1850.

পাতিত্যা হওয়ার পূর্বজাত পুত্র নিরংশ হয় না । জম্বাক  
প্রভৃতির পুত্র নির্দোষ হইলে নিরংশ হয় না ; মূল ধনীর  
দম্পত্য, জম্বাকের পুত্র আসন্ন অধিকারী হইলে, জম্বাক  
ব্যক্তি মৃতবৎ গণ্য হয় ; এবং তাহার পুত্র অধিকারী হয় ।  
মূল ধনীর প্রপৌত্র অথবা দৌহিত্র যদি দোষাশ্রিত হয় তাহা  
হইলে সেই প্রপৌত্র বা দৌহিত্রের পুত্র স্ব পিতার স্থলা-  
ভিষিক্ত হইয়া অধিকারী হয় না । পিতামহের মৃত্যুর পরে  
জম্বাক পুত্রের যদি পুত্র হয় তাহা হইলে সেই পুত্র দায়-  
ভাগের মতে অধিকারী হইতে পারে না ( কালিদাস বঃ কৃষ্ণ-  
দাস 2 B. L. R. F. B. 118 )

জম্বাবধি অন্ধ বধির জড় বা মূক নাহইলে নিরংশ  
হয় না ( মহেশচন্দ্র রায় বঃ চন্দ্রমোহন রায় 14 B. L. R.  
273 ; পরেশমণি দাসী বঃ দিননাথ 1 B. L. R. A. C. 117)

Blindness  
deafness  
must be  
congenital



১. দায়ভাগকার বলেন জাত পদের অঙ্ক বহিরের সহিত মাত্র সম্বন্ধ আছে ( ৫ অ ৯ দায়ভাগ ) ।

Insanity  
need not be  
congenital

- বঙ্গদেশের হাইকোর্টের নিষ্পত্তি অনুসারে জন্মাবধি উদ্ভূত না হইলেও পূর্বস্মীর মৃত্যুকালে যে উদ্ভাদ রোগ-গ্রস্ত থাকে সে অধিকারী হয় না ( ব্রজভূকন লাল বঃ বিকন দোবে 9 B. L. R. 204 ; দ্বারিকানাথ বসাক বঃ মহেন্দ্রনাথ বসাক 9 B. L. R. 198 )

সামান্য কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত অধিকারী হইতে পারে ; গলিত কুষ্ঠ রোগীর অধিকার হয় না ( জনার্দন বঃ গোপাল পাণ্ডুরাও 5 Bom 145 গলিত কুষ্ঠী ক্ষতশোচ নিবন্ধন কখন বৈদিক কর্ত্তে অধিকারী হইতে পারে না ।

অচিকিৎস রোগার্জ অধিকারী হইতে পারে না ; কিন্তু অচিকিৎস রোগার্জ বলিয়া কাহাকে অনংশী সাবস্থ করিতে হইলে তাহার রোগের অচিকিৎসতা বিশেষ রূপে প্রমাণ আবশ্যক । ( ঐশ্বরচন্দ্র বঃ রাণীদাসী 2 W. R. 125 )

পিতৃদেবী অথবা উপপাতকী অধিকারী হয় কি না তৎ সম্বন্ধে বিবদ্ধ নিষ্পত্তি আছে ( কালিকাপ্রসাদ বঃ বদ্রিদাস 3 N. W. P. 297 ; জয়কুণ্ডার বঃ ভিকারি S. D. of 1848 320 ভোলানাথ বঃ সবিত্রা 6 S. D. 62 )

একবার স্বত্ব হইলে কোন দোষ বশতঃ "স্বত্বলোপ" হইতে পারেনা, ( ঝালগোবিন্দ বঃ লালবাহাদুর S. D. of 1854 P. 124 )

- পিতার মৃত্যু সময় পুত্র কোন দোষ বশতঃ অধিকারী না হওয়ার তাহার মাতা যদি অধিকারিণী হয় এবং পিতার মৃত্যুর পরে মাতার জীবন কালে সেই দোষ হইতে মুক্ত হয় তাহা হইলে মাতার মৃত্যুর পরে পুত্রের অধিকার হইতে পারে । মৃত্ত ধনীর অল্প পুত্র থাকিলে সেই পুত্রগণ যদি

অধিকারী হয় এবং অনংশী জাত দোষ হইতে মুক্ত হয় তাহা হইলে দায়ভাগ এবং মিতাক্ষরা উভয় মতে সেই জাত অংশ পাইতে পারে । মিতাক্ষরা মতে তাহার স্বত্ব বিভাগানন্তর জাত পুত্রের স্থায় হয় । কিন্তু মূল ধনীর মৃত্যুর পরে অনংশীর পুত্র হইলে, সেই পুত্রকে মৃত ধনীর পুত্র ভিন্ন অত্র উত্তরাধিকারীগণ, মৃত ধনীর সম্পত্তি প্রতাপণ করিতে বাধ্য হয় না ( কালিদাস বঃ কল্পদাস ২ B. L. R. 118 ) °

আশ্রমান্তর অবলম্বন করিলে দায়াদিকার স্বত্ব লোপ হয় ; কিন্তু কলিকাতার হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে বৈরাগী হইলেও উত্তরাধিকার স্বত্রে মৃত সম্বন্ধিগণে অধিকারী হইতে পারে ( ত্রিলোকচন্দ্র বঃ শ্রামাচরণ 1 W. R. 209 )

পঞ্চম পরিচ্ছেদ । °

বিভাগ প্রণালী ।

প্রাচীন কালে বিষম বিভাগ শাস্ত্র সম্মত ছিল ; জ্যেষ্ঠতানুসারে পূর্বজ জাতা গণ অধিক অংশ পাইবার বিধি ছিল । কিন্তু অধুনা মিতাক্ষরা অথবা দায়ভাগ মতে সম বিভাগ ব্যতীত বিষম বিভাগ হইতে পারে না । বিষম বিভাগ সম্বন্ধে মিতাক্ষরাকার বলেন “সত্য বিষম বিভাগ শাস্ত্রদৃষ্ট তথাপি লোক বিদ্বিষ্ট ; এই নিমিত্ত অকর্তব্য ; ধর্মশাস্ত্র সম্মত কার্য লোক বিদ্বিষ্ট হইলে তাহা করা উচিত নহে ।

Unequal  
partition  
prohibited

“অস্বর্ণাং লোক বিদ্বিষ্টং ধর্মশাস্ত্রাচরেন্নতু ।”

যথা, শ্রোত্রিয় অর্থাৎ বেদ পারগ ব্রাহ্মণ অতিথি হইলে—

“মহোক্ষং বা মহাজং বা শ্রোত্রিয়ায়ো পকম্পয়েৎ” ।

এই শাস্ত্র অনুসারে রুহং রুয বা অজবধ করা উচিত হইলেও তাহা করা রীতি নহে ; তথা বিষম বিভাগ শাস্ত্রোক্ত হইলেও অননুষ্ঠেয় ।” মিতাক্ষরা ১অ ৩প ৪

Share of father on partition

• মিতাক্ষরা মতে পিতা জীবন কালে স্বার্জিত সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিলে স্বয়ং দুই অংশ লইতে পারেন।

“দ্বাবংশো প্রতিপদ্যতে বিভজ্ঞানাত্মনঃ পিতা।”

এই স্মৃতি মিতাক্ষরা মতে পিতার স্বার্জিত বিষয়ক।

দায়ভাগের মতে উক্ত স্মৃতি পৈতামহ ধন বিষয়ক।

Partition of property acquired with a slight aid from joint family fund.

• যৎকিঞ্চিং পিতৃ ভ্রাতৃ ব্যবহার দ্বারা কোন দায়াদ যে সম্পত্তি লাভ করে তাহাতে অর্জক দুই অংশ প্রাপ্ত হয়। (জীনায়গ বঃ গুরুপ্রসাদ 6 W. R. 219 শিবদয়াল বঃ যদুনাথ 9 W. R. 61)

Acquirer of lost property.

অবিভক্ত দায়াদ গণের মধ্যে কোন ব্যক্তি সকলের সম্মতি অনুসারে নিজের ক্ষমতায় অপহৃত সম্পত্তি উদ্ধার করিলে উদ্ধার কর্তার সেই সম্পত্তি স্বার্জিত হ্রায় গণ্য হয়। হ্রাবর সম্পত্তি উদ্ধার করিলে উদ্ধার কর্তা অতিরিক্ত চতুর্থাংশ প্রাপ্ত হয়; অবশিষ্ট দায়াদগণ সম বিভাগ করিয়া পায়।

অধুনা অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত নাই; স্মৃত্যং সর্বগণ সর্বগণভূক্ত পুত্রগণের যেকোন বিভাগ নিয়ম আছে তাহার মীমাংসা অধুনা অনাবশ্যক।

Illegitimate sons of Sudras

শূদ্রগণের মধ্যে অপরিণীতা দাসী পুত্র অধিকারী হইতে পারে। পিতার জীবন কালে বিভাগ হইলে শূদ্রের দাসী পুত্র ঔরস পুত্রের সমান অংশ পায়; পিতার মৃত্যুর পরে বিভাগ হইলে ঔরস পুত্রের অর্ধাংশ পায়; ঔরস পুত্র বা দৌহিত্র না থাকিলে দাসী পুত্র সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারে।

All coparceners must be parties in a partition suit.

বিভাগ করিতে হইলে অবিভক্ত দায়াদ সকলের অবগতি মতে হওয়া আবশ্যক। বিভাগের নালিস করিতে হইলে অবিভক্ত দায়াদ সকলকে পক্ষ করা আবশ্যক। (প্রহ্লাদ সিংহ বঃ লক্ষ্মণবতী 12 W. R. 256.)

“সকলদংশো নিপত্ততি” এই শাস্ত্রানুসারে এক বারের অধিক বিভাগ হইতে পারে না; সুতরাং বিভাগের নালিস করিতে হইলে সমস্ত অবিভক্ত সম্পত্তি বিভাগের নালিস এককালীন করা কর্তব্য । রতনমণি বঃ ব্রজমোহন 22 W. R. 333 ; জীমতী পদ্মমণি বঃ জগদম্বা 6 B. L. R. 140. )

A partition suit must embrace the whole property.

আংশিক বিভাগ অর্থাৎ অবিভক্ত দায়াদগণের সম্পত্তির, কিয়দংশ বিভক্ত এবং কিয়দংশ অবিভক্ত অবস্থায় থাকিতে পারে ; এতাদৃশ অবস্থায় বিভক্ত সম্পত্তিতে দায়াদগণের স্বতন্ত্র স্বত্ব হয় ; কিন্তু অবিভক্ত সম্পত্তিতে সকলের স্বত্ব পূর্ববৎ থাকে ; সুতরাং মিতাক্ষরা মতে উভয় সম্পত্তিতে দায়াদগণের স্বত্ব সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকার থাকে । দায়াদগণের সম্পত্তির কিয়দংশ অবিভক্তাবস্থায় থাকিলেও তাহা বিভক্তবৎ গণ্য হইতে পারে ; স্থাবর সম্পত্তি পরিচিহ্নিত করিয়া বিভাগ না করিলে বিভাগ হয় না এমত নহে । (আপুবিয়ার বঃ রাম সর্কারাণ 11 M. I. A. 75.)

বিভাগ কালে কোন সাধারণ সম্পত্তি নিহৃত থাকিলে পরে তাহা বিভাগ হইতে পারে ; কিন্তু যে নিহৃত বলিয়া আবেদন করে তাঁহার উপর ক্রিয়া সাধনের ভার হয় (নারায়ণ বঃ নানা মনোহর 7 Bomb. A. C. 153.)

বিভাগ তঞ্চক মূলক হইলে সেই বিভাগ রহিতের নালিস চলিতে পারে (মারা বিশ্বনাথ বঃ গণেশ 10 Bomb. 444.)

লেখ্য পত্র ব্যতীত বিভাগ প্রমাণ হইতে পারে ।

“বিভাগ ধর্ম সম্প্রদেহে দায়াদানীং বিনির্গয়ঃ ।

জাতিভি ভার্গলেখ্যেণ পৃথক কার্য প্রবর্তনাং ॥”

ইত্যাদি স্মৃতি অনুসারে পৃথক কার্য অর্থাৎ পৃথক গৃহ ক্ষেত্র ধর্ম কার্যাদির দ্বারা বিভাগ প্রমাণ হইতে পারে । পৃথক অন্ন এবং পৃথক ধর্ম কার্যানুষ্ঠান প্রমাণ হইলেই বিভাগ

Evidence of partition

প্রমাণ হয় না । সম্পত্তির আর দায়াদগণ বণ্টন করিয়া লওয়া প্রমাণ হইলেই দায়াদগণ বিভক্ত বলিয়া প্রমাণ হয় না (সনাতন বসাঁথ বঃ জগৎ মুন্দরী ৪ M. I. A ;) বিভাগের অভিসন্ধি প্রমাণ না হইলে দায়াদগণ বিভক্ত বলিয়া প্রমাণ হয় না । (রামকৃষ্ণ বঃ শিবনন্দন ২৩ W. R. ৪১২.) দায়াদগণের মধ্যে কেহ অপ্রাপ্তব্যবহার থাকিলে তাহার অংশ বন্ধু শিত্তের নিকট রাখা শাস্ত্রে বিধি আছে । প্রাপ্ত ব্যবহার দায়াদগণ অবিভক্ত সম্পত্তি অপচয় করিবার সম্ভব হইলে অপ্রাপ্ত ব্যবহারের পক্ষে বিভাগের নালিস চলিতে পারে ।

পূর্ব্ব স্বামীর উইল অনুসারে বিভাগ নিষিদ্ধ হইলে সেই নিষেধ কোন কার্য্যকর হয় না (মুহম্মদ লালবঃ গণেশ চন্দ্র ১ Cal ১০৪ ; জীবন কৃষ্ণ বঃ রমানাথ ২৩ W. R. ২৯৭)

Agreement  
against par-  
tition how  
far binding

অবিভক্ত দায়াদগণ যদি এইরূপ চুক্তি করে যে তাহারা কখন বিভক্ত হইবেক না তাহা হইলে, যে যে ব্যক্তি চুক্তি করে তাহারা বিভাগ করিতে পারে না । অবিভক্ত দায়াদগণ বিভাগ না করিবার চুক্তি করিলেও তাহাদের উত্তরাধিকারী গণ সেই চুক্তিতে বদ্ধ হয় না (৬ I. L. R. ১২০) ।

অবিভক্ত দায়াদগণ কখন বিভাগ না করিবার চুক্তি করিলেও একজন দায়াদ আপন স্বত্ব যদি বিক্রয় করে তাহা হইলে ক্রেতা বিভাগ করিয়া লইতে পারে (আনন্দ বঃ প্রাণ কৃষ্ণ ৩ B. L. R. O. C. ১৪ ; অনাথ নাথ বঃ মার্কিটস ৪ B. L. R. ৬০)

অবিভক্ত দায়াদগণের মধ্যে কেহ অংশ বা স্বত্বচ্যুত হইলে যে সময় সে জ্ঞানিতে পারে সে সময়ে হইতে ১২ বৎসর মধ্যে, নালিস করিতে পারে (১৮৭৭ সালের ১৫ আইনের ১২৭ প্রকরণ) ।

Reunion

দায়াদগণের মধ্যে একজন বিভক্ত হইলেও অপর

সকলে অবিত্তক অবস্থায় থাকিতে পারে । মিতাক্ষরাকার সামুদায়িক স্বত্ববাদী ; সুতরাং মিতাক্ষর। মতে একজন দায়াদ বিভক্ত হইলে দায়াদগণের স্বত্বের সামুদায়িকত্ব নষ্ট হওয়া বলা যাইতে পারে ; সুতরাং যে যেদায়াদ পূর্ববৎ অবস্থায় থাকে তাহাদিগকে অবিত্তক না বলিয়া সংশ্লিষ্ট বলা মিতাক্ষর। মতানুসারে সঙ্গত হয় ; কিন্তু মিতাক্ষরাকার নিম্নোক্ত রূপস্থিতি বচন অনুসারে সংশ্লিষ্টের লক্ষণ করিয়াছেন ।

“বিভক্তো যঃ পুত্রঃ পিত্রা ভ্রাত্রা চৈকত্র সংস্থিতঃ ।

পিতৃব্যোণাং বৈপ্রীত্য স তু সংশ্লিষ্ট উচ্যতে ॥”

মিতাক্ষর। কার বসেন, বিভক্ত ধন পুত্রঃ মিত্রী কৃত ক্রীণে সংশ্লিষ্ট হয় ; সংশ্লিষ্ট ধনাধিকারীগণ সংশ্লিষ্টী বলিয়া উক্ত হয় ; যে কোন ব্যক্তির সাহিত সংশ্লিষ্ট হয়না ; কেবল পিতা ভ্রাতা এবং পিতৃব্য সংশ্লিষ্ট হইতে পারে

এই সম্বন্ধে দায়াদ ভাগ এবং মিতাক্ষর।র কোন মতভেদ নাই ।

বিভক্ত দায়াদ একত্র বাস অথবা একত্র বাণিজ্যাদি করিলেই সংশ্লিষ্ট গণ্য হয় না ( প্রাণরুক্ষ বঃ মথুরনোহন 10 M. I. A. 403 ; গোপালচন্দ্র বঃ কেনারাম 7 W. R. 35 ; রাম-ছরি বঃ ত্রিহিরাম শর্মা 15 W. R. 412 )

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

দত্তক এবং ঔরস পুত্রের বিভাগ ।

দত্তক গ্রহণের পরে ঔরস পুত্র জন্ম গ্রহণ করিলে নিম্ন লিখিত বচনানুসারে দত্তক পুত্র তৃতীয়াংশ পায় ।

“উৎপন্নোত্তোরসে পুত্রে তৃতীয়াংশদ্বয়াঃ সূতাঃ ।

সবর্ণা অসবর্ণান্ত্র প্রাপ্যাদান ভাগিনঃ ॥” কাত্যায়নঃ ।

Share of an adopted son.

• উক্ত বচনে “চতুর্থাংশহরাঃ” এইরূপ পাঁচ বিভাগের  
আছে ।

বঙ্গ দেশে দত্তক গ্রহণের পরে ঔরস পুত্র জন্মাইলে  
দত্তক পুত্র এক অংশ এবং ঔরস পুত্র দুই অংশ পায় ( তারি  
মোহন বঃ রূপামণী ৭ W. R. 423.

• বারাণসী প্রদেশের মতে দত্তক গ্রহণের পরে ঔরস পুত্র  
জন্মাইলে দত্তক এক অংশ এবং ঔরস পুত্র তিন অংশ পায় ।  
বোম্বাই এবং মাদ্রাজ প্রদেশের মতে দত্তক পুত্র অনন্তর  
জাত ঔরস পুত্রের চতুর্থাংশ পায় ; অর্থাৎ সমস্ত সম্পত্তি  
পাঁচ ভাগ করিয়া চারি ভাগ ঔরস পুত্র এবং এক ভাগ  
দত্তক পুত্র প্রাপ্ত হয় । দত্তক মীমাংসার মতে দত্তক পুত্র  
অর্দ্ধাংশের চতুর্থাংশ অর্থাৎ অষ্টম ভাগের এক ভাগ পায় ।

দত্তক গ্রহণের পরে দুই ঔরস পুত্র জন্মাইলে বঙ্গ দেশের  
মতে সমস্ত সম্পত্তি পাঁচ অংশ হয় ; তন্মধ্যে এক অংশ  
দত্তক ; অবশিষ্ট অংশ ঔরস পুত্রদ্বয় প্রাপ্ত হয় । দুই ঔরস  
এবং এক দত্তক পুত্রের বিভাগ স্থলে বারাণসীর মতে সমস্ত  
সম্পত্তি সপ্ত ভাগ হয় ; মাদ্রাজ বোম্বাই প্রদেশে নয় ভাগ  
এবং দত্তক মীমাংসার মতে দ্বাদশ ভাগ হয় । দত্তক চন্দ্রিকার  
মতে নিম্নোক্ত বচনানুসারে শূত্রদিগের মধ্যে পিতার অবর্ত-  
মানে বিভাগ হইলে দত্তক এবং ঔরস তুল্যাংশ ভাগী হয় ।

“দত্ত পুত্রে তথাজাতে কদাচি দৌরসে। তবৎ ।

শিতুর্কিত্ত সর্কত্ত ভবেতাং সমভাগিনৌ ॥”

মনু এবং যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি অনুসারে শূত্রদিগের দাসী পুত্র  
অধিকারী হয় ; সেই সকল বচনের সহিত এক বাক্যভা-  
করিয়া চন্দ্রিকাকার উল্লিখিত ব্রহ্ম গৌতম বচন শূত্র দিগের  
অধিকার বিবরক এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন । পরন্তু বঙ্গ-  
দেশে উক্ত শ্রেণীর শূত্র গণের আচার ব্যবহার সমস্ত ব্রাহ্ম-

গের ভ্রাতা; উক্ত শ্রেণীর শূত্র দিগের মধ্যে দাসীপুত্র বিষয়াধিকারী হওয়ার প্রথা কোথা দেখা যায় না; সুতরাং উক্ত শ্রেণীর শূত্রদিগের মধ্যে দত্তকপুত্র গুরসের তুল্য অংশ পাইতে পারে । এমত বলার কোন কারণ নাই । ব্যবস্থাদর্পণ ১০৪১ পৃষ্ঠা ।

### দশম অধ্যায় ।

#### বর্তন ।

আমাদের শাস্ত্র অনুসারে স্বামী পিতা, মাতা, সাক্ষী ভাৰ্য্যা, বিমাতা, পিতামহী, পুত্রবধূ উপায় হীনা হুহিতা এবং ভগিনী ইহারা সকলে অবস্থা প্রতিপাল্য ।

“স্বকোচ মাতা পিতরে সাক্ষী ভাৰ্য্যা সূতঃ শিশুঃ ।

অপ্যাকাৰ্য্য শতং কৃদ্ধা ভৰ্তব্যামনুরত্বীং ॥

Who are entitled to maintenance.

পোষ্য বর্গের ভরণ পোষণ না করিলে আমাদিগের শাস্ত্রানুসারে মহাপাপ হয় ।

“মাতা পিতা গুরু ভাৰ্য্যা প্রজাদীনা সমাস্রিতাঃ ।

অভ্যাগতে তিথির্নৈশ্চ পোষ্যবর্গ উদাহৃতঃ ॥”

“ভরণং পোষ্য বর্গস্ত প্রশস্তং স্বর্গসাধনং ।

নরকং পীড়নেচাস্ত, তস্যাং বত্বেন তত্ত্বরেং ॥

শত্ৰুঃ পরজনে দাতা, স্বজনে হুঃখ জীবিনী ।

মহাপাতে বিবাহাদঃ স স্বর্গঃ প্রতিরূপকঃ ॥

The maintaining of dependant relations is enjoined by the Shasters as the chief duty of a householder.

ক্লীবাদি দোষ জন্ত যে ব্যক্তি বিষয়ের অধিকারী না হয় সে নিজ প্রাপ্য বিষয় হইতে বর্তন প্রাপ্ত হয় । নিরংশ ব্যক্তির পুত্রগণ নিকোষ হইলে বিষয়াধিকারী হয় । নিরংশ-

One who is excluded from inheritance



tance is en-  
titled to  
mainten-  
ance.

শের পত্নী স্বামীর প্রাপ্য সম্পত্তি হইতে বর্তন পাইতে পারে ।

(“অপুত্রাঃমোষিতশৈব্যাং (ক্লীবাদিনাং) ভর্তব্যঃ সাধু রতয়ঃ ।

যাজ্ঞবল্ক্য ।

His wife.

নিরংশের অমৃত্যু কন্যা পিতার দায়াদ্ গণের নিকট বিবাহ কাল পর্যন্ত বর্তন পাইতে পারে ; “সুতশৈব্যাং (ক্লীবাদিনাং)” প্রভর্তব্যঃ যাবদৈ ভর্তৃমাং কৃতঃ” এই স্মরণ আছে ।

দ্বিজাতিগণের দাসীপুত্র যাবৎ প্রাপ্ত ব্যবহার না হয় তাবৎ জনকের নিকট বর্তন পাইতে পারে । মিতাক্ষরা ১ অ ১২ প ৩)

দায়ভাগের মতে ব্রাহ্মণের ঔরসে অপরিণীতা শূদ্রা গর্ভে যে পুত্র উৎপন্ন হয় সে বর্তন মাত্র পায় । দায়ভাগ ২ অ ২৮ ।

দত্তক পুত্র গৃহীত হইলে সেই দত্তক গ্রহণ যদি কোন কারণে স্থগিত হয় তাহা হইলে সেই দত্তক বর্তন মাত্র পায় ।

পতিত এবং পতিতের পুত্র বর্তন পায় কিনা তাৎসম্যস্কে মুনিদিগের মতভেদ আছে । মনু এবং যাজ্ঞবল্ক্য বচনে পতিত ব্যক্তি নিরংশ হইলে দায়াদ্ গণের নিকট গ্রাসা-স্বাদন পায় না এরূপ উক্ত নাই ; কিন্তু বোধায়ন ও দেবলের বচনে পতিত ব্যক্তি গ্রাসাস্বাদন পায়না উক্ত আছে । পরন্তু ১৮৫০ সালের ২১ আইন মতে অধুনা পতিত ব্যক্তির কোন স্বত্ব লোপ হয় না । সুতরাং পতিত বা পতিতাপত্যের বর্তন সম্বন্ধীয় বচন সমূহ সীমাংসা অধুনা অনাবশ্যক ।

যে ব্যক্তির নিকট বর্তন শাস্ত্রানুসারে প্রাপ্য তাহার কোন সম্পত্তি না থাকিলে তাহার নামে বর্তনের নালিস চলিতে পারে কি না তাহা নিশ্চিত সীমাংসা হয় নাই । মিতাক্ষরা মতে জন্ম-

নিবন্ধন পৈতৃক সম্পত্তিতে পুত্রের স্বত্ত্ব হয় ; সুতরাং পিতার  
জীবন কালে পুত্রের মৃত্যু হইলে পুত্রবধু স্বত্ত্বের দেববাদি অবি-  
ভক্ত দাদার গণের নিকট বর্তন পাইতে পারে, ( সলিড  
জুডার বঃ গজা. বিহু 7 N. W. P. 261 )

Sons wi-  
dow

বঙ্গদেশে পিতার জীবন কালে পৈতৃক সম্পত্তিতে  
পুত্রের কোন স্বত্ত্ব হয় না ; সুতরাং বঙ্গদেশের মতে পিতার  
জীবন কালে পুত্রের মৃত্যু হইলে পুত্রবধু স্বত্ত্বের নিকট  
বর্তন পাইতে পারে কি না সন্দেহ স্থল। কলিকাতা হাই-  
কোর্টে ( কেরুমণি বঃ কাশিনাথ দাসের ) মকদ্দমার এই তর্ক  
উপস্থিত হইয়াছিল ; কেরুমণি স্বত্ত্বের গৃহে বাস করিলে  
তাহার স্বত্ত্ব তাহাকে ভরণপোষণ করিতে সমর্থ ছিল ;  
কিন্তু কেরুমণি তাহাতে স্বীকার না হইয়া পিতৃগৃহে বাস  
করতঃ স্বত্ত্বের নামে বর্তন পাইবার নালিশ করে। এইরূপ  
অবস্থায় বাদিনী স্বত্ত্বের নিকট বর্তন পাইতে পারে না  
অবধারিত হইয়াছে ( 2 B. L. R. A. C. 15 ) কিন্তু স্বত্ত্ব  
মৃত পুত্রের পত্নীকে ভরণপোষণ করিতে অস্বীকার  
হইলে স্বত্ত্বের নামে নালিশ চলে কি না তাহা এই মকদ্দমার  
মীমাংসা হয় নাই।

Mitakshera.

Dayabhaga

“ব্রহ্মো চ মাতা পিতরৌ স্বামী ভার্গ্যা অতঃ শিশু”:  
এই বচন অনুসারে শিশু অর্থাৎ অপ্রাপ্ত ব্যবহার সন্তানকে  
পিতা ভরণ পোষণ করিতে বাধ্য। মিতাক্ষরা মতে পৈতৃক  
সম্পত্তি থাকিলে জন্মনিবন্ধন পুত্রের সেই সম্পত্তিতে স্বত্ত্ব  
হয় ; সুতরাং প্রাপ্ত ব্যবহার হওয়ার পরে অবিভক্ত থাকিলে  
সেই সম্পত্তির আয় হইতে গ্রাসান্ধাদন পাইবার অধিকারী  
থাকে। কোন দোষ হেতু নিরংশ হইলেও আজীবন বর্তন  
পায়। মিতাক্ষরা মতে বিজয়ভিগণের দাসী পুত্র বর্তন পায়  
( বাচুস্বামী বঃ বেকটেশ্বর 2 P. C. J. 845. )

Minor son

সারভাগের মতে পুত্র নিরংশ হইলে প্রাপ্ত ব্যবহার হওয়ার পরে বর্তন পাইতে পারে ; কিন্তু পিতার কোন সম্পত্তি না থাকিলেও পূর্ণ বয়স্ক পুত্র জম্বাঙ্কতাদি হেতু অক্ষম হইলে বর্তন পাইতে পারে কিনা নিশ্চিত বলা যায় না । কিছু কালের জন্ত প্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র উপার্জন করিতে অক্ষম হইলে পিতার নিকট বর্তন পায় না । ( প্রেমচাঁদ বঃ হুলাস 4 B.L. R. 23. )

প্রাপ্ত বয়স্ক জারজ পুত্র বর্তন পায় না । ( রাজা নীলমণি বঃ বানেশ্বর 4 Cal. 91. ) পিতা অথবা মাতা নিরাশ্রয় অবস্থায় দ্বাদশ বর্ষের হীন বয়স্ক পুত্র বা কন্যাকে পরিত্যাগ করিলে দণ্ডবিধি আইনের ৩১৭ ধারা অনুসারে শাস্তি হইতে পারে ।

Wife's  
right to  
mainten-  
ance.

পতির সম্পত্তি না থাকিলেও পত্নী বর্তন পাইবার জন্ত পতির নামে নালিস করিতে পারে । বিবাহের সময় হইতে পত্নীর ভরণ পোষণ জন্ত পতির দায়িত্ব হয় ; বিবাহের পরে গর্তাধান সংস্কার পর্য্যন্ত দেশাচার অনুসারে পত্নী পিতৃ গৃহে থাকিলেও পতির নিকট বর্তন পাইতে পারে । ( রাসায়ন বঃ কণ্ঠুলাল মাদ্রাজ সদর আদালতের নিষ্পত্তি । )

পতি জম্বাঙ্কতাদি দোষ বশতঃ অনংশ হইলে পতির স্বত্বে বাহারা অধিকারী হয় তাহাদের নামে পত্নী বর্তন পাইবার জন্ত নালিস করিতে পারে । পতির মৃত্যুর পরে পতির স্বত্বে যে অধিকারী হয় তাহার নামে পত্নী বর্তন পাইবার নালিস করিতে পারে ।

পূর্ণবয়স্ক পত্নী পতিগৃহে বাস করিতে বাধ্য ; এবং পতি গৃহে বাস করিলে পতির নিকট পত্নী গ্রাসাচ্ছাদন পাইতে পারে । কিন্তু আইন সঙ্গত কারণ ব্যতীত পতি গৃহ পরিত্যাগ করিলে পত্নী বর্তনের সিদ্ধি পতির নামে নালিস করিতে পারে না । ( কল্যাণেশ্বরী বঃ হারকানাথ শর্মা 6 W. R. 116 )

Wife must  
live in the  
house of  
her hus-  
band.

পতি নিত্যন্ত অসহ্যাতরণ না করিলে পত্নী তাহার গৃহ-  
পরিত্যাগ করিয়া বাইতে পারে না ; পতি অসহ্যাতরণ পরিগ্রহ  
করিলে পত্নী তাহার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বাইতে পারে  
না (বীরস্বামী বঃ আপ্পাস্বামী । Mad 373) .

Except in  
case of  
gross ill  
treatment.

পতি সৈরিন্গী সহবাস করিলে পত্নী তাহার গৃহ পরি-  
ত্যাগ করিতে পারেন না । পরন্তু ক্রমাগত সৈরিন্গী সহবাস  
করিলে পতিতা হয় ; আমি পতিত হইলে পত্নী তাহার  
সহবাস করিতে বাধ্য নহে ; “পতিস্থ পতিতং ভজ্যেৎ” এই  
শাস্ত্র আছে । পতি যবনাভিগমন করিলে পত্নী তাহার  
সহবাস করিতে বাধ্য নহে । ( লালগোবিন্দ বঃ দৌলাত বতী  
14 W. R. 451 )

পতি খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করিলে পতিসহবাস করা পত্নীর  
ইচ্ছাধীন ( ১৮৬৬ সালের ২১ আইন ) .

আমাদিগের শাস্ত্রানুসারে পতিত ব্যক্তি বিষয়াধিকারী  
হয় না ; পতিত ব্যক্তির স্বহে যাহারা অধিকারী হয় তাহা-  
দিগের নিকট পতিতের পত্নী বর্তন পাইতে পারে । কিন্তু  
একশ্রেণী ১৮৫০ সালের ২১ আইন অনুসারে পতিত ব্যক্তি  
দারাদিকারী হইতে পারে ; এবং তাহার কোন স্বহ লোপ  
হয় না । এই নিমিত্ত বোধ হয় যে পতি খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী হইলে  
পত্নী তৎ সহবাস করিতে অসম্মত হইলেও পতির নিকট  
বর্তন পাইতে পারে ।

Wife not  
bound to  
live with a  
husband  
who has  
become a  
convert to  
christianity

পত্নী দুষ্টরিত্রা হইয়া আমিগৃহ পরিত্যাগ করিয়া গেলে  
বর্তন পাইবার অথবা আমিগৃহে পুনঃ গৃহীত হইবার জন্ত  
নালিস করিতে পারে না । ( ইলাতা সবিত্রী বঃ নারায়ণ  
1 Mad. H.C. 372 ) ব্যাভিচারিণী স্ত্রী ত্যাগের বিধি আছে ।

Unchastity.

“অমহদগাংহি য়া নারী তন্ত্যাস্ত্যাগো বিধীয়তে ।

নট্যেব জীবৎ কাঠেয়া নট্যেব বিবর্তনং ৬”

হুস্টারিয়া পত্নীকে জীবন ধারণোপযোগী বৎ কিঞ্চিৎ  
দিয়া পতি নিরাসিত করিয়া দিতে পারে ( হোনার বঃ  
ঠিকানা ভূট্ট 1 Bomb. L. R. 559 ) হুস্টারিয়া পত্নী অবস্থাপন  
পরিভ্যাগ না করিলে কিছুমাত্র বর্তন পাইতে পারে না  
( মহারাণী বসন্তকুমারী বঃ মহারাণী কমল কুমারী 7 S.  
D. 144 )

স্বামীর সম্মতি মতে পত্নী পিতৃগৃহে গমন করিলে পত্নী  
যখন ইচ্ছা পুনরায় পতিগৃহে আসিয়া বাস করিতে পারে ।  
পতি তাহাতে সম্মত না হইলে পত্নী বর্তন পাইবার নালিস  
করিতে পারে ( বিভাই লাহা বঃ সুলক্ষী দাসী 9 W. R.  
475 )

Wife can  
pledge her  
husband's  
credit for  
her main-  
tenance.

পতি ভরণ পোষণ না করিলে পত্নী ঞ্ণ করিয়া জীবন  
ধারণ করিলে পতি সেই ঞ্ণ পরিশোধ করিতে বাধ্য হয়  
১৮৭১ সালের ৯ আইন ।

পতির মৃত্যুর পরে স্বস্তর গৃহে বাস করিবার বিধান  
যদিও শাস্ত্রে আছে কিন্তু সকল স্থলে স্বস্তরগৃহে বাস করা  
সুবতী বিধবার পক্ষে বিধেয় নহে ; অতরাং পতির মৃত্যুর  
পরে পিতৃগৃহে বাস করিলেও পত্নী দারাদগণের নিকট  
বর্তন পাইতে পারে । ( পৃথ্বীসিংহ বঃ রাণী রাজকুমারী  
12 B. L. R. P. C. 238 )

“নস্ত্রী স্যাতত্ৰ্য মর্হতি” এই শাস্ত্র আছে ; অতরাং বিধবা  
হইলেও পত্নী কোন সঙ্গত কারণ ব্যতীত আপন ইচ্ছায় পতি-  
গৃহ পরিভ্যাগ করিয়া যাইতে পারে না । ( রঙ্গ বিনায়ক বঃ  
ময়ুমাবাই 3 Bomb. L. R. 44 ) সঙ্গত কারণ ব্যতীত মৃত  
দারাদেয় পত্নী স্বস্তরগৃহ পরিভ্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করিলে  
স্বস্তরাদির নিকট স্বপ্নমাত্র বর্তন পাইতে পারে ( অনন্তরা  
বঃ সারিঙ্গী ) ।

পতির উইলে যদি নির্ধারিত থাকে যে পতিগৃহে বাস না করিলে বর্তন পাইবে না তাহা হইলে পত্নী তদনুসারে কার্য করিতে বাধ্য হয়; এবং তাহার অভ্রা করিলে বর্তন পায় না ( বামানন্দবী বঃ পদ্মমণি S-D. of 1859, 457 )

পতির গৃহে বাস করিতে পত্নীর স্বত্ব আছে; পতির উত্তরাধিকারী অর্থবা উত্তরাধিকারীর নিকট মৃত পতির বাস গৃহ ক্রয় করিয়া মৃতধনীর পত্নীকে নির্বাসিত করিতে পারে না ( মঙ্গলা দেবী বঃ দিননাথ বন্দু 4 B. L. R. 72 ) স্ত্রী বা পুরুষ যে মৃতধনীর সম্পত্তির অধিকারী হয় সেই মৃতধনীর অবশ্য প্রতিপাল্য বর্গ ভরণ পোষণ করিতে বাধ্য ( গঙ্গা বঃ জীবী 1 Bor 384 ) রাজা কোন ব্যক্তিকে দণ্ড করিয়া তাহার সম্পত্তি অধিকার করিলে সেই ব্যক্তির পোষ্য বর্গ বর্তন পায় ( গোলাপ কুণ্ডার বঃ বাবুগনীর কালেকটর 4 M. I. A. 246 )

বিনা দোষে পেরিতাক্ত হইলে স্বামীর এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তি স্ত্রী ভরণ পোষণ জন্য পাইতে পারে।

হুহিতা পিতৃদ্বারে বাস করিলে বর্তন পায়, অতঃ বর্তন পায় না ( ইলাতা. বঃ ইলাতা 1 Mad 372 )

কেবল সম্পত্তির আর বিবেচনা করিয়া বর্তনের পরিমাণ ধার্য হইতে পারে না। সামাজিক পদমর্যাদা রক্ষা এবং অবস্থানসারে ভরণ পোষণ জন্য যে পরিমাণ বর্তন আবশ্যিক তদনুসারে বর্তনের পরিমাণ ধার্য হওয়া উচিত; কেবল সম্পত্তির আর বিবেচনা করিয়া বর্তনের পরিমাণ ধার্য করিলে যুক্তব্যয়, এবং পরিভ্রম দ্বারা পিতা অর্থ উপার্জন করতঃ স্বয়ং যে অবস্থার বাস করে, পুত্র পৃথক হইয়া তদনুসারে সম্পত্তি থাকিতে সমর্থ হইতে পারে। বস্তুতঃ পদমর্যাদা বিবেচনার যে অবস্থার থাকা উচিত, সেই অবস্থার

Amount of maintenance.

থাকিতে যত্নের ব্যয় হওয়া সম্ভব সম্পত্তির আর বিবেচনা করিয়া তাহার অতিরিক্ত না হইলে সেই পরিমাণ বর্তন পাইবার ডিক্রি হইতে পারে (চাকুর বঃ চাকুর 9 B. L. R. 413 ; ভগবান চন্দ্র বঃ বিদ্যাবালিনী 6 W. R. 286 )

অবিভক্ত দায়াদ গণের মধ্যে কেহ লোকান্তর হইলে তাহার পত্নী পতিযোগ্যতার আর অপেক্ষা অধিক বর্তন পাইতে পারে না । (মাধবরাও বঃ গঙ্গাবাই 2 Bomb L. R. 639 )

বস্ত্র অলঙ্কার ব্যতীত অন্য কোন সম্পত্তি বাহ্যতে আর হয় এমনত্রীধন থাকিলে সেই ত্রীধনের আয়ের দ্বারা যদি ভরণ পোষণ না হয় তাহা হইলে ভরণপোষণ নিমিত্ত অতিরিক্ত যে পরিমাণ আবশ্যক সেই পরিমাণ বর্তন পাইতে পারে ( শিবদাই বঃ দুর্গা প্রসাদ 4 N. W. P. 63 )

বর্তনের নিমিত্ত কোন ব্যক্তি যে সম্পত্তি পাইয়া অপচয় করে সে আর বর্তন পাইবার নিমিত্ত নালিস করিতে পারে না ( সাবিত্রী বাই বঃ লক্ষ্মী বাই 2 Bomb L. R. 573 )

বর্তনের পরিমাণ একবার ধার্য হইলেও পরে সম্পত্তির অবস্থা বিবেচনার আদালত ত্রাস রুজি করিয়া দিতে পারেন । (ককা বাই বঃ গাঁদা বাই 1 All 594) বর্তনের স্বত্ব বিক্রয় হয় না । (ভৈরব চন্দ্র ঘোষ বঃ নবচন্দ্র ঘোষ 5 S. W. R. 111)

সম্পত্তি থাকা সত্ত্বে পত্নী অথবা ঔরস বা জারজ সন্তানের ভরণ পোষণ না করিলে কোজনারি কার্যবিধি আইনের ৪৮৮ ধারা অনুসারে জেলার মাজিস্ট্রেট অথবা কোন প্রথম শ্রেণীর কমতা প্রাপ্ত মাজিস্ট্রেট মাসিক ৫০ টাকা পর্যন্ত ভরণ পোষণার্থ দিবার কারণ আদেশ দিতে পারেন । পতি অথবা পিতার উপর ঐ দ্বারা অনুসারে বর্তন দিবার আদেশ হইলে, সে যদি তাহা প্রতিপালন না করে তাহা

Rate of maintenance may be varied if there be a change of circumstances.

Criminal Procedure Code sec 488

হইলে আদালত দণ্ডের ন্যায় সেই টাকা আদায় করিয়া আবেদনকারী পত্নী অথবা অপ্রাপ্ত ব্যবহার বালকের অভিভাবককে দিতে পারেন। পতি অথবা পিতার অবস্থানুসারে মাজিস্ট্রেট বর্তনের পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারেন। বহু ছাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে পূর্বে দাবি না করিয়াও অতীত কালের বর্তন পাইবার নালিস চলিতে পারে (জীৱী বঃ রামজি 3 Bomb L. R. 207.)

কোন বিশেষ কারণ না থাকা সত্ত্বে মৃতদেহীর পত্নী পতির আত্মীয়গণের অমতে পিত্রালয়ে বান করতঃ পরে অতীত কালের বর্তন এবং ভাবী কালের বর্তন পাইবার স্বত্ব সাব্যস্তের নালিস করিলে যদিও ভাবী কালে বর্তন পাইবার স্বত্ব সাব্যস্ত হয় কিন্তু অতীত কালের বর্তন নিমিত্ত ডিক্রী আদালতের ইচ্ছাধীন (যাহুমণি দাসী বঃ ক্ষেত্রমোহন শীল ব্যবস্থাদপর্ণ ৩৩৫ পৃঃ) ।

ছোট আদালতে বর্তনের নালিস চলিতে পারে ; এবং ছোট আদালত ভাবী কালের বর্তন জারির দ্বারা আদায়ের আদেশ দিতে পারেন (রামচন্দ্র দিক্শিত বঃ সবিদ্রা বাই 4 Bomb. 73 ) বর্তন পাইবার স্বত্ব সাব্যস্তের নালিস ছোট আদালতে চলে না (ভগবান চন্দ্র বন্দ্য বঃ বিদ্যাবাসিনী 6 W. R. 286.)

Jurisdiction of Small cause courts in respect of suits for maintenance

Claim to maintain. ance how far a charge on the property of the person bound to maintain

অবশ্য পোষাবর্গের বর্তন নিমিত্ত সম্পত্তি দায়সংযুক্ত থাকে কি না তাহা তর্কের স্থল। বর্তন সম্বন্ধে যে সকল স্মৃতিবচন আছে তদনুসারে সমস্ত সম্পত্তি দান বিক্রয় করিয়া পোষাবর্গের ভরণ পোষণের ব্যাঘাত করা নিষিদ্ধ। কিন্তু দান বিক্রয় অনিচ্ছ হয় এরূপ কোন বচন নাই। কোন সম্পত্তির উপর বর্তনের দায় থাকার বিবরণ অপ্রকাশ থাকিলে যদি কেহ সেই সম্পত্তি সকল



ভাৱে মূল্য দিয়া ক্ৰয় কৰে তাহা হইলে বিক্রীত সম্পত্তি হইতে আৱ বৰ্তন আদাৱ হইতে পাৱে না। (জীৱন্তী তগবন্তী বঃ কানাইলাল মিঃ ৪ B. L. R. ২২৫. ; মহাৰাণী অম্বিকাণী নাৱায়ণ কুমাৰী বঃ সোণামালি ১ Cal. ৩৬৫.)

A charge can be created by the decree of a Court or by a deed

বৰ্তনৰ নিষিদ্ধ পূৰ্বকৃত্ত নালিগ ও ডিক্ৰি অনুসাৰে যে সম্পত্তি দায় সংযুক্ত থাকে তাহা, বিক্ৰয় কৰিলে ক্ৰেতা সেই বৰ্তন দিতে বাধ্য হয়। বিক্ৰয়ৰ পূৰ্বে, ডিক্ৰি দ্বাৰা, সম্পত্তি দায় সংযুক্ত না থাকিলে ক্ৰেতা বৰ্তন দিতে বাধ্য হয় না। বস্তুতঃ পোষ্যবৰ্গৰ বৰ্তন মৃতদ্বনীৰ ঋণেৰে ন্যায় গণ্য হয়। লেখাপত্ৰ অথবা জয়পত্ৰেৰ দ্বাৰা সেই ঋণ জন্ম মৃতদ্বনীৰ সম্পত্তি দায়সংযুক্ত না হইলে উত্তরাধিকাৰী মৃতদ্বনীৰ সম্পত্তি বিক্ৰয় কৰিতে পাৱে; যে ঋণেৰে জন্ম সম্পত্তি দায়সংযুক্ত না থাকে সেই ঋণ বিক্রীত সম্পত্তি হইতে আদাৱ হইতে পাৱে না।

মৃতদ্বনীৰ উইলেম নিৰ্বন্ধ অনুসাৰে সম্পত্তি দায়সংযুক্ত হইতে পাৱে (এসন কুমাৰ বঃ বাৱবোলা ৬ W R ২৫৩) সম্পত্তিৰ অধিকাৰী লেখাপত্ৰেৰ দ্বাৰা কোন সম্পত্তি দায়সংযুক্ত কৰিয়া দিলে সেই সম্পত্তি হইতে বৰ্তন আদাৱ হইতে পাৱে (হীৰালাল বঃ কোশল্যা ২ Agra ৪২) আবেদনি বেগম বঃ আশাৰাম ২ All ১৬২)

পোষ্যবৰ্গৰ বৰ্তন পাইবাৰ স্বত্ব থাকা জানিয়া যদি কেহ কোন সম্পত্তি ক্ৰয় কৰে তাহা হইলে সেই বৰ্তন বিক্রীত সম্পত্তি হইতে আদাৱ হইতে পাৱে আদালত এইৰূপ এক মকদ্দমাৰ অবধাৰণ কৰিয়াছিলে (৪ B. L. R. ২২৯) কিন্তু পাৱে আৱ এক মকদ্দমাৰ অবধাৰিত হইয়াছে যে আদালতৰ ডিক্ৰি অথবা পূৰ্বাধিকাৰীৰ লিখিত মালিক বাতীত বৰ্তন জন্ম বিক্রীত সম্পত্তি দায়সংযুক্ত হইতে পাৱে না।

( জগন্নাথ সামন্ত বঃ মহারানী অধিরানী নারায়ণ কুমারী )

20 W. R. 126 ; গোলক চন্দ্র বঃ অহল্যা দ্বাই 25 W. R.

100. )

• অধিকারী ব্যক্তি কোন সম্পত্তি ইচ্ছা পূর্বক বিক্রয় করিতে উদ্বৃত্ত হইলে অথবা অধিকারি ব্যক্তির নামে ডিক্রি জারিতে সম্পত্তি নিলাম হইবার উপক্রম হইলে পূর্ব অধিকারীর পত্নী অথবা অন্য কোন অবশ্য প্রতিপাল্য ব্যক্তি যদি আপত্তি উত্থাপন করে ; এবং যদি বিক্রয়ের পূর্বে ক্রেতা জানিতে পারে যে অধিকারি ব্যক্তি, পোষ্যবর্গদিগের বর্তনের স্বত্ব লোপ করিবার অভিপ্রায়ে, বিক্রয় করিতেছে তাহা হইলে বিক্রীত সম্পত্তি বর্তনের জন্য দায়ী হয় ; ক্রেতা পোষ্যবর্গের বর্তনের স্বত্ব থাকার বিষয় অবগত হইলে কেবল তর্জিৎকন বিক্রীত সম্পত্তি দায় সংযুক্ত হয় না । বিক্রেতা পোষ্য বর্গকে প্রত্যাহার করিবার মানসে বিক্রয় করিতেছে জানিয়া ক্রয় করিলে ক্রেতা দায়ী হয় ( লক্ষ্মণ রাম চন্দ্র বঃ সত্যভামা বাই 2 Bomb L. R. 494 )

A purchaser of property from the person who is bound to maintain does not become liable simply on the ground that he had notice of the claim to maintenance before purchase.

বর্তনের দায় অপেক্ষা ঋণ দায় অগ্রগণ্য । পূর্বাধিকারীর ঋণ দায়ে সম্পত্তি বিক্রয় হইলে বিক্রীত সম্পত্তি বর্তন জন্য দায়ী থাকে না । মহারানী অধিরানী নারায়ণ কুমারী বঃ সোনামালি 1 Cal 365 ) পৈতৃক ব্যবসায়ের আর হইতে যে সম্পত্তি ক্রয় হয় সেই ব্যবসায়ের ঋণদায়ে তাহা বিক্রয় হইলে পোষ্য বর্গের বর্তন জন্য দায়ী থাকে না ( জহরা দিবি বঃ গোপাল মিত্র 1 Cal 470 লক্ষ্মণ বঃ সত্যভামা 2 Bomb L. R. 494 )

Priority of debts due by the original owner

মিতাকরা যন্তে অবিতক দারাদেব স্বাধিকৃত সম্পত্তি থাকিলে সেই স্বাধিকৃত সম্পত্তিতে পত্নীর অধিকার হয় । স্বাধিকৃত সম্পত্তির আর হইতে ভরণ পোষণ সম্ভব না হইলে

পত্নী অবিত্ত দারাদ গণের নিকট বর্তন পাইতে পারে।  
( শিব দাই বঃ দুর্গা প্রসাদ 4 M. W. P. 63 )

দারাদগণ কিয়দংশ সম্পত্তি বিক্রয় করিলে বর্তনের  
নিমিত্ত পূর্ন স্বামীর পত্নী প্রথমতঃ দারাদগণের নামে নালিস  
না করিয়া ক্রেতার নামে নালিস করিতে পারে কি না তাহা  
নিশ্চিত মীমাংসা হয় নাই। (গোলক চন্দ্র বঃ অহল্যা  
25 W. R. 100 )

Liability of  
donee and  
devisee to  
maintain  
those whom  
the donor  
was bound  
to main-  
tain.

মৃত ধনীর উইল অথবা দানপত্র অনুসারে যে ব্যক্তি সম্পত্তি  
প্রাপ্ত হয় সে মৃতধনীর পত্নীর বর্তন দিতে বাধ্য (কমল  
মণি বঃ রামনাথ যমুনা বঃ মালুল সাহ 2 All 315 )

পত্নী বর্তন পাইবে না এরূপ স্পষ্ট লিখিত থাকিলে  
পত্নীর বর্তনের জন্য মৃতধনীর সম্পত্তি দায়ী হওয়া সম্ভব বোধ হয়।  
যে বর্তন অবশ্য দেয় তাহা উইলের দ্বারা ছেদ হইতে পারে  
না।

বর্তন জন্য সম্পত্তি প্রদত্ত হইলে বর্তন ভোগীর মৃত্যুর  
পরে সেই সম্পত্তিতে পূর্নদায়িকারী স্বত্ব হয় (অবৈত বঃ  
মকুনা নারায়ণ 22 W. R. 225 5 Cal 113 )

বর্তন ভোগীকে স্বত্ব ত্যাগ করিয়া কোন সম্পত্তি প্রদত্ত  
জটিল তাকার সম্পূর্ণ স্বত্ব হয় 9 M. L. A. 55 ;

### একাদশ অধ্যায়।

মিতাকরা মতে দারাদিকার ক্রম।

মিতাকরা মতে অবিত্ত দারাদ অপূত্রক লোকান্তর  
হইলে তাহার স্বত্ব লোপ হয়। পুত্র পৌত্র অথবা প্রপৌত্র

থাকিলে জন্ম নিবন্ধন পৈতৃক সম্পত্তিতে তাহাদের স্বত্ব  
উৎপন্ন হয় ; পুত্রাদির সহিত অবিভক্তাবস্থায় মৃত্যু হইলে  
পিতার সম্পত্তিতে কেবল তৎকাল জীবিত পুত্রাদির স্বত্ব  
থাকে ; পরন্তু যৎকাল বিভাগ না হয় তাৎকাল কোন পুত্রের  
অংশ কোন পৌত্রের অংশ কত তাহা বলা যায় না ।  
পুত্রগণের মধ্যে কেহ বিভাগের পূর্বে অপুত্রক লোকান্তর  
হইলে তাহার স্বত্ব লোপ হয় ; এবং তৎকাল জীবিত স্ত্রী  
ভ্রাতা ও মৃত পিতৃক ভ্রাতৃ পুত্র প্রভৃতি অবিভক্তদারাদগণের  
অংশ রক্ষি হয় । বিভাগের পূর্বে পুত্রগণের মধ্যে কাহার  
সন্তান সংখ্যা রক্ষি হইলে তাহার অংশ হ্রাস হয় । বিভা-  
গের সময় মূলধনীর সহিত সম্বন্ধ বিবেচনার পুত্র পৌত্রাদির  
অংশ নিরূপিত হয় । পুত্রগণ সকলে পিতৃধনে সমাংশ  
পায় ; কোন পুত্র বিভাগের পূর্বে সন্তান রাখিয়া লোকা-  
ন্তর হইলে তাহার সেই সন্তানগণ তাহার স্থলাভিষিক্ত  
হইয়া তাহার অংশ প্রাপ্ত হয় । বিভাগের পূর্বে মূল-  
ধনীর কোন পুত্র এবং পৌত্রের মৃত্যু হইলে সেই পুত্র এবং  
পৌত্রের বংশজাত প্রপৌত্র যে বিভাগের সময় বর্তমান  
থাকে সেই পুত্রের অংশ প্রাপ্ত হয় । মূলধনীর জীবন কালে  
পুত্র পৌত্র এবং প্রপৌত্রের মৃত্যু হইলে সেই প্রপৌত্রের  
পুত্র মৃতধনীর সম্পত্তি পায় না । যদি কোন ব্যক্তি তিন  
পুত্র রাখিয়া লোকান্তর হয় এবং সেই তিন পুত্রের মধ্যে  
প্রথম পুত্র, সন্তান না রাখিয়া, বিভাগের পূর্বে, লোকান্তর  
হয় তাহা হইলে বিভাগের সময় যে দুই পুত্র বর্তমান থাকে  
তাহারা তুল্যংশে সমস্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় ; প্রথম পুত্র, সন্তান  
না রাখিয়া লোকান্তর হইবার সময় যদি দ্বিতীয় পুত্র জীবিত  
থাকে এবং তৃতীয় পুত্র তৎপূর্বে তিন সন্তান রাখিয়া লোকা-  
ন্তর হইয়া থাকে তাহা হইলে দ্বিতীয় পুত্র সমস্ত সম্পত্তি

According to mitakshera a son becomes co-owner with the father from the date of his birth ; and the right of a coparcenor is extinguished by death.

Succession by survivorship.

Self acquire-  
ment of property  
of a deceased  
coparcenor devolv-  
es on heirs.

অর্দ্ধাংশ এবং তৃতীয় মৃত পুত্রের তিন পুত্র বিভাগের সময় অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হয়।

অবিভক্ত দারাদের স্বার্জিত সম্পত্তিতে পুত্র পৌত্রাদির অভাবে পত্নী দ্রুহিতা প্রভৃতির অধিকার হয়; স্বার্জিত সম্পত্তি রাখিয়া অবিভক্ত দারাদ অপুত্রক লোকান্তর হইলে দারাদগণের তাহাতে স্বত্ব হয় না। অবিভক্ত দারাদ লোকান্তর হইলে অবিভক্ত সম্পত্তিতে তাহার স্বত্ব লোপ হয়; এবং তৎকালে অত্র যে যে অবিভক্ত দারাদ বর্তমান থাকে তাহারা অবিভক্ত সম্পত্তিতে সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী হয়।

বিভক্ত দারাদ অপুত্রক লোকান্তর হইলে তাহার সম্পত্তিতে

“পত্নী দ্রুহিতরশৈব পিতরৌ ভ্রাতরশ্চ।

তংস্মতো গোত্রজোবন্ধুঃ শিষ্যঃ সত্রস্চাচারিণঃ ॥

এসমভাবে পূর্বস্থ ধনভাগুত্তরোত্তরঃ।

অর্থাৎ মৃত পুত্রের সর্ববর্ণেষ্ময়ং বিধিঃ ॥”

এই শ্রোত্রবল্ল্য স্মৃতি অনুসারে পত্নী দ্রুহিতা দৌহিত্র মাতা পিতা ভ্রাতাভ্রাতৃপুত্র গোত্রজ বন্ধু শিষ্য সহাধ্যায়ী ইত্যাদির যথাক্রমে স্বত্ব হয়।

যাজ্ঞবল্ক্য বচনানুসারে অপুত্র অর্থাৎ পুত্র পৌত্র

The conflict-  
ing texts  
regarding  
the herita-  
ble right of  
widow.

প্রপৌত্র রহিত ব্যক্তির ধনে পত্নীর অধিকার হয়; পরন্তু পত্নীর অধিকার সম্বন্ধে মুনি দিগের বিকল্প মত আছে। সেই সমস্ত বিকল্প মত সম্বন্ধে মিতাকরাকার বলেন যে শ্রোত্রানুসারে পরিণীতা ভার্য্যা ব্যতীত পত্নী বলিয়া উক্ত হইতে পারে না; ব্যাকরণের সূত্র অনুসারে পতিশব্দের উত্তর বক্ত সম্বন্ধ বুঝাইতে ন অগম্য হয়। পত্ন্যাধিকারের বিকল্প বচনে পত্নী শব্দ প্রয়োগ কোথাও নাই; স্ত্রীমোষিঃ ইত্যাদি

শব্দ ব্যবহৃত আছে । এই নিমিত্ত মিতাক্ষরাকার বলেন যে কেবল শাস্ত্রানুসারে পরিণীতা পত্নী বাহার সহিত যজ্ঞ সম্বন্ধ আছে সেই পত্নী অপুত্রক বিভক্ত দারাদেব ধনাধিকারিণী হয় ; তদ্বিহীন অত্র জীর্ণগণ বর্জন মাত্র পায় ।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় অবিত্ত্বত্ব ধন বিভাগ এবং সংস্কৃত ধন বিভাগ স্বতন্ত্র প্রকরণে উক্ত থাকায় মিতাক্ষরাকার বলেন যে “পত্নী হুহিতরশ্চৈব” এই বচনানুসারে ধনাধিকার কেবল বিভক্ত এবং অসংস্কৃত ধন বিষয়ক ।

যত্নতঃ অতি প্রাচীন কালে জীলোক কোন প্রকারে সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিত এমন বোধ হয় না । যমু বলিয়াছেন ।

“ভার্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ দ্বয় এবাদনাঃ স্মৃতাঃ ।

যতেসমধিগচ্ছন্তি যস্মৈতে তস্ম তদ্ধনং ॥”

বৌধ্যয়ন স্মৃতিতে, স্পষ্ট উক্ত আছে যে দারাদিকার সম্বন্ধে জীজাতির আদৌ স্বত্ব নাই ।

“নদায়ঃ নিরিন্দ্রিয়া অদায়শ্চ জীয়োমতাঃ ।”

অধুনাপি বঙ্গদেশের এবং বারাণসী প্রদেশের য়তে বিশেষ বাচনিক প্রমাণ ন্যাতীত জীলোকের দারাদিকার হয় না । যাজ্ঞ বলিয়া বচনে পত্নী শব্দ যদিও এক বচনান্ত আছে • কিন্তু যুতধনীর বহু পত্নী থাকিলে সকলে সমান অংশ পায় মিতাক্ষরাকার বলিয়াছেন “একবচনঞ্চ জত্যাতি, প্রায়েন অন্তশ্চবহ্বশ্চৈঃ সমান জাতীয়া বিজাতীয়াশ্চ বাংশঃ বিভজ্যা ধনং গৃহ্ণন্তি” ২ অ, ১ প (এই অংশ কোলক্রক সাহেবের অনুবাদে নাই ।)

পত্ন্যভাবে অহুত কন্ডার অধিকার হয় ।

পত্নী ভর্তৃধন, হরী বা স্তাদব্যতিচারিণী ।

ভদ্রভাবেহু হুহিতা যজ্ঞহুত ভবেত্তদা কাত্যায়নঃ ।

According to Mitakshera widow and daughter inherit only when the deceased has no surviving coparcenor.

Unmarried daughter.

Married  
daughter

‘ক্রীধনং হুহিতৃণাম প্রভানাম প্রতিষ্ঠিতানাঞ্চ’ এই গৌতম স্মৃতি যদিও ক্রীধনবিশয়ক কিন্তু মিতাকরা মতে এই স্মৃতি অনুসারে অকৃত। কত্বেভাবে অপ্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ নির্ধন। অন-পত্যা হুহিতা, তদভাবে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ সম্পত্তি শালিনী পুত্রবতী হুহিতা অধিকারিণী হয়। বিধবা কত্বে অধিকারিণী হইতে পারে কিন্তু মিতাকরায় তাহা স্পষ্ট লিখিত নাই। (গৌকুলানন্দ বঃ উমাদাই 15 B. L. R. 405)

যাজ্ঞবলক্য বচনে হুহিতার অধিকারের পরে দৌহিত্রের অধিকার হয় একরূপ স্পষ্ট উল্লেখ নাই। কিন্তু হুহিতরশ্চ এই স্থানে চ থাকায় নিম্নোক্ত বিষ্ণু ও মনু বচনের সহিত একবাক্যতা করিয়া সৰ্ব্ব হুহিত্রভাবে দৌহিত্রের অধিকার মিতাকরাকার স্বীকার করিয়াছেন।

অপুত্র পৌত্রে সূতানে দৌহিত্রাধনমাপ্নুযুঃ ।

পুর্নেষ্যস্তু স্বধাকারে পৌত্রাদৌহিত্রকামতাঃ । বিষ্ণুঃ ॥

অকৃত্য বা কৃত্যাপি যংবিন্দেৎসদৃশাং সূতং ।

পৌত্রী মাতামহস্তে নৃদত্তাং পিণ্ডং হবেদ্ধনং ॥ মনুঃ ।

Daughter's  
son.

দৌহিত্রগণ সকলে তুল্যাংশে অধিকারী হয়। পৌত্র গণের যেরূপ পিতার অংশে “অনেক পিতৃকাণ্ডু পিতৃতো ভাগ কণ্ণনা” এই বচন অনুসারে অধিকার হয় ; দৌহিত্র গণের সেইরূপ মাত্রানুসারে ভাগ কণ্ণনা হয় না ; অনেক মাতৃকাণ্ডু মাতৃতো ভাগকণ্ণনা এইরূপ কোন বিশেষ শাস্ত্র নাই ; সুতরাং সকলে তুল্যাংশে প্রাপ্ত হয়। এক কত্তার চারি পুত্র আর এক কত্তার এক পুত্র থাকিলে সমস্ত সম্পত্তি পাঁচ ভাগ হয় ; এবং প্রত্যেক দৌহিত্র এক এক ভাগ পায়।

দৌহিত্রভাবে মিতাকরা মতে মাতার অধিকার হয়। যাজ্ঞবলক্য বহুনে পিতরো শব্দ মাত্র আছে। কিন্তু তদ্বারা

মাতার অধিকার পিতার পূর্বে হয় কিম্বা পরে হয় তাহা জানা যায় না। মিতাক্ষরাকার বলেন মাতাচ পিতাচ এই দুই শব্দ সমাস হইয়া পিতরৌ পদ হইয়াছে; বিগ্রহ বাক্যে মাতা শব্দের প্রথম প্রাশস্তি হেতু পিতার পূর্বে মাতার অধিকার হয়। মিতাক্ষরাকার আরও বলেন যে পিতা এবং মাতা উভয়ের মধ্যে মাতার সহিত যেরূপ নিকট সম্বন্ধ পিতার সহিত সেরূপ নহে; সুতরাং অনন্তরঃ সপিণ্ডাদবস্তস্য তস্য ধনং ভবেৎ” এই মনুস্মরণ অনুসারে পিতার পূর্বে মাতার অধিকার হয়।

Mother.

মাতার অভাবে পিতার অধিকার হয়।

Father.

পিত্রভাবে সোদার ভ্রাতার অধিকার হয়; তদভাবে অসোদর ভ্রাতার অধিকার হয়। সোদর ভ্রাতারূপ নিকট সপিণ্ড থাকিতে ভিন্ন মাতার গর্ভজাত অসোদরভ্রাতা অধিকারী হইতে পারে না।

Uterine brother  
Step brother.

অসোদর ভ্রাতার অভাবে সোদর ভ্রাতৃপুত্রের তদভাবে অসোদর ভ্রাতৃপুত্রের অধিকার হয়। ভ্রাতা বর্তমান থাকিতে ভ্রাতৃপুত্রের অধিকার হয় না।

Brother's sons.

ভ্রাতৃপুত্রভাবে যাজ্ঞবল্ক্য বচন অনুসারে গৌত্রজ এবং বন্ধুর অধিকার হয়। মিতাক্ষরা মতে গৌত্রজ শব্দে সগৌত্র সপিণ্ড সমানোদক বুঝায়; এবং বন্ধু শব্দে ভিন্ন গৌত্র সপিণ্ড বুঝায়। “অনন্তরঃ সপিণ্ডাদবস্তস্য তস্য ধনং ভবেৎ” এই মনুস্মৃতি অনুসারে মিতাক্ষরামতে সগৌত্র সপিণ্ড সমানোদক এবং ভিন্ন গৌত্র সপিণ্ডদিগের মধ্যে যে সর্ক্যপেক্ষা প্রভৃতিসম সেই অধিকারী হয়; সুতরাং সপিণ্ড শব্দের অর্থ নির্ণয় ব্যতীত অধিকারি ক্রম নির্ণয় হইতে পারে না। ব্যবহার অধ্যায়ে বিজ্ঞানেশ্বর সপিণ্ড শব্দের কোন অতুল লক্ষণ নির্দেশ করেন নাই; বস্তুতঃ আচার অধ্যায়ে

Who are  
gotrajas.



Definition  
of Sapinda

Dayabhaga

সপিণ্ড শব্দের বৈয়াক্ষণিক অর্থ করিয়াছেন, ব্যবহার অধ্যায়ে সপিণ্ড শব্দ সেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। দায়ভাগের মতে দায়াদিকার সম্বন্ধে সপিণ্ডতা ত্রৈপুঙ্কিক; যে তিন পুঙ্কবের সহিত মৃতধনীর পিণ্ডদান সম্বন্ধ আছে দায়ভাগের মতে তাহারা মৃতধনীর সপিণ্ড; “সপিণ্ডতাত্ত্ব পুঙ্কবে সপ্তমে বিনিবর্ততে” ইত্যাদি স্মৃতি বচনে সপিণ্ডতা সম্বন্ধ সাপ্তপৌকব বলিয়া উক্ত আছে; কিন্তু দায়ভাগের মতে অশৌচাদি প্রকরণে সপিণ্ডতা সম্বন্ধ সাপ্তপৌকব। কিন্তু দায়াদিকার সম্বন্ধে জীমূতবাহনের মতে সপিণ্ডতা সম্বন্ধ ত্রৈপুঙ্কিক; যাহাদিগের সহিত পার্কণ পিণ্ডদান সম্বন্ধ থাকে তাহারা দায়ভাগের মতে মৃতধনীর সপিণ্ড। মিতাক্ষরার ব্যবহারাদ্যায়ে সপিণ্ড শব্দের স্তম্ভ লক্ষণ নির্দেশ নাই; কিন্তু পিতা, পিতৃনন্দান, পিতামহ, পিতামহনন্দান, প্রপিতামহ, প্রপিতামহ সন্তানের দ্বারা সপ্তম পুঙ্কব পর্যন্ত সপিণ্ডগণের অধিকার হয় ইহা মিতাক্ষরার লক্ষ্যে লিখিত আছে; সুতরাং মিতাক্ষরামতে আচার অধ্যায়ে সপিণ্ড শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত ব্যবহার অধ্যায়ে সপিণ্ড শব্দ সেই অর্থে ব্যবহৃত তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব আচার অধ্যায়ে মিতাক্ষরাকার সপিণ্ড সম্বন্ধে যে লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন তাহা জানিলেই মিতাক্ষরানুসারে বিভক্ত বনাদিকার ক্রম নিরূপিত করা সাধ্য হইবে।

Mitakshera

অসপিণ্ডা—সমান—দেহ—বিশিষ্টা সপিণ্ডা, যে তাহা নহু, সেই অসপিণ্ডা।

এক শরীরের অবয়ব-সম্বন্ধে সপিণ্ডতা হয়, পিতার সহিত পুঙ্কবের এক শরীরাবয়ব সম্বন্ধে সপিণ্ডতা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ এবং পিতৃ-দ্বারা পিতামহ প্রভৃতির অবয়ব সম্বন্ধ আছে, তাহাতে পরস্পর সপিণ্ড সিদ্ধ এবং মাতার অবয়ব সম্বন্ধ

পুত্রে আছে, তাহাতে পুত্রের ও মাতার পরস্পর সাপিণ্ড সিদ্ধ ; এবং মাতৃ শরীরের অবয়ব সম্বন্ধ দ্বারা মাতামহাদির সাপিণ্ড সিদ্ধ ; এবং মাতৃস্বয়ং মাতুলাদির অভিন্ন শরীর সম্বন্ধ সিদ্ধ ; এবং পিতৃ দ্বারা পিতৃব্য পিতৃস্বাদির অবয়ব সম্বন্ধ সিদ্ধ এবং বিবাহে বৈবাহিক মৃত্ত দ্বারা পতি পত্নীর এক শরীর হয় ; এবিধায় পতি পত্নীর পরস্পর সাপিণ্ড সিদ্ধ ; এবং ভ্রাতৃ ভাৰ্য্যাদিগের বিবাহে স্বামীর সহিত এক শরীর হওয়াতে তাহার পতি দ্বারা দেবরাদির সাপিণ্ড সিদ্ধ ।\* এইরূপ সৰ্ব্বত্রই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরস্পরা সম্বন্ধে সাপিণ্ড জানিবে । এইরূপ সাপিণ্ড মাতামহাদির সাপিণ্ড সিদ্ধ হইল ; তাহাতে মাতামহাদির মরণে সম্পূর্ণাশৌচ হইতে পারে বটে ; কিন্তু মাতামহাদির মরণে ত্রিরাত্রাশৌচ হয়, এইরূপ বিশেষ বচন না থাকিলে তাহা হইতে পারিত ।

Vigyanes-  
hwar's de-  
finition of  
sapindaship  
in Achar-  
Adhya.

“আত্মা হইতে আত্মা জন্মে, প্রজা হইতে ভূমি জন্মাইতেছে ; পিতা হইতে অস্থি, নাড়ী, মস্তিষ্ক হয়, মাতা হইতে চৰ্ম্ম, মাংস, রক্ত হয়, এইরূপ জ্ঞতি ও উপনিবদ্ দ্বারা প্রতীতি হইতেছে যে, অবয়ব দ্বারা সাপিণ্ড বলিতে হইবে । দেয়-পিণ্ড সম্বন্ধে সাপিণ্ড বলিলে মাতৃ সন্তান ও ভ্রাতৃ পুত্রাদির সাপিণ্ড থাকে না । যদি সাপিণ্ড শব্দের রূঢ়ি অর্থ কল্পনা করা যায় তাহা হইলে সমান শব্দ ও পিণ্ড শব্দের গম্যমান অর্থত্যাগ কবিতো হয় ; কিন্তু একস্থলে অবয়বার্থ গ্রহণ আর এক স্থলে রূঢ়ি কল্পনা করা যাইতে পারে না । এইরূপে সাক্ষাৎ ও পরস্পরায় সাপিণ্ড বর্ণনা করিলে অলংকা পুৰুষে সাপিণ্ড হইতে পারে এই নিমিত্ত ।

সপ্তমঃ পৰ্ব্ব মাতুলঃ মাতৃতঃ পিতৃতঃ ক্রমঃ ।

\* সাপিণ্ডতা মিনর্বেত সৰ্ব্ববর্ণেষু বিধিঃ ॥

ইত্যাদি বচনের দ্বারা সপিণ্ডতা সম্বন্ধের সঙ্কোচ হইয়াছে ; নতুবা উক্ত বচনের দ্বারা সপিণ্ড শব্দের অর্থ প্রতিপাদিত হয় নাই । সমান পিণ্ড অর্থাৎ অবয়ব বাহাদিগের এই বাক্যার্থ দ্বারা সপিণ্ড সম্বন্ধের লক্ষণ জানা যাইতেছে ; শাস্ত্রোক্ত “সপ্তমাং পঞ্চমাং” ইত্যাদি বচন দ্বারা সেই লক্ষণের সঙ্কোচ হইতেছে মাত্র ।”

All those who are descended from a common ancestor are Sapindas..

অতএব প্রতীতমান হইতেছে যে মিতাক্ষরা মতে বাহ্যার এক আদি পুরুষ হইতে উৎপন্ন তাহার সপিণ্ড । শরীর সম্বন্ধ নিবন্ধন সপিণ্ড সম্বন্ধ হয় ; কিন্তু পিতৃপক্ষে সপ্তম মাতৃপক্ষে পঞ্চম পুরুষের পরে আর সপিণ্ড থাকে না । এই লক্ষণ অনুসারে, সগোত্র না হইলেও সপিণ্ড হইতে পারে । মিতাক্ষরা মতে যাজ্ঞবলক্য বচনে গোত্রজ শব্দের দ্বারা সগোত্র সপিণ্ড এবং সমানোদকগণের অধিকার উক্ত হইয়াছে । মিতাক্ষরা মতে প্রথমত সগোত্র সপিণ্ড তদভাবে সমানোদক তদভাবে বন্ধু অর্থাৎ ভিন্ন গোত্র সপিণ্ডের অধিকার হয় । কিন্তু এই ত্রিবিধ অধিকারীর মধ্যে কাহার অধিকার পূর্বে হয় অথবা কাহার অধিকার পরে হয় তাহা মিতাক্ষরাকার কোন সূত্র নির্ধারণ করেন নাই । যাজ্ঞবলক্য বচনে ভ্রাতৃ পুত্রের পর্যন্ত অধিকার স্পষ্ট লিখিত আছে ; ভ্রাতৃ পুত্রের পরে গোত্রজের অধিকার হয় এইমাত্র লিখিত আছে । মিতাক্ষরাকার বলেন যে পিতৃ সম্বন্ধের পরে “মাতর্য্যপিতৃ রত্য্যাপিতৃ মাতা হরেন্দনং” এই স্মৃতি অনুসারে পিতৃ-মহীর অধিকার হয় ; পিতামহী না থাকিলে পিতামহ তদভাবে পিতৃব্য তদভাবে পিতৃব্য পুত্র তদভাবে প্রপিতামহী তদভাবে প্রপিতামহ তদভাবে প্রপিতামহ পুত্র তদভাবে প্রপিতামহ পৌত্রের অধিকার হয় । মিতাক্ষরাকার প্রপিতামহ পৌত্র পর্যন্ত অধিকারী ক্রম নির্দেশ করিয়া তৎপরে

According to mitakshara Sapindas of the same Gotra inherit first then Samanodakas; then Sapindas of different Gotra i e Bandhus

সমান গৌত্র সপিণ্ডগণের সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত উক্তরূপ অধিকার হয় এই মাত্র বলিয়াছেন ।

মিতাক্ষরাকার সপিণ্ড শব্দের যেরূপ লক্ষণ করিয়াছেন তদনুসারে মৃতধনীর উর্দ্ধতন ছয় পুরুষের পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রাদি সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত সকলে, সংগৌত্র সপিণ্ড । মিতাক্ষরামতে সংগৌত্র সপিণ্ড সকলে আনন্তর্য্যানুসারে অধিকারী । পিতা পিতামহ প্রপিতামহ এই তিন পুরুষের অধস্তন দুই পুরুষ অর্থাৎ পুত্র এবং পৌত্রের অধিকার ক্রম স্পষ্টরূপে লিখিত আছে ; কিন্তু পিতা পিতামহ প্রভৃতির প্রপৌত্র এবং প্রপৌত্র সম্তানগণ কাহার পূর্ব্ব বা কাহার পরে অধিকারী হইতে পারে তাহা মিতাক্ষরায় স্পষ্ট লিখিত নাই । যদি মৃতধনীর পিতৃব্য পুত্র এবং ভ্রাতৃ পৌত্র থাকে তাহা হইলে কাহার অধিকার অগ্রগণ্য হয় মিতাক্ষরা প্রস্তুতাহার স্পষ্ট নির্দেশ নাই ।

কলিকাতা হাইকোর্ট অবধারণ করিয়াছেন যে মিতাক্ষরা মতে অতিরিক্ত প্রপিতামহের প্রপৌত্র অধিকারী হইতে পারে ( চাকুর জীবনাথ সিংহ বঃ কোটআদওয়ারডিস 5 B. L. R. 549 ) উক্ত মকদ্দমায় মৃতধনীর পিতৃ স্বাতন্ত্র্য বাদী হইয়া নালিস করিয়াছিল ; বাদীর অনুকূলে এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ হয় যে মিতাক্ষরা মতে মৃতধনীর উর্দ্ধতন পুরুষগণের পুত্র এবং পৌত্র ব্যতীত প্রপৌত্র প্রভৃতি অধস্তন পুরুষগণ অধিকারী হইতে পারে না । বস্তুতঃ মিতাক্ষরায় এইরূপ লিখিত আছে যে পিতামহ সম্ভ্রান্তভাবে প্রপিতামহ এবং তাৎ পুত্র ও তৎ পৌত্রগণ অধিকারী হয় ; প্রপিতামহ সম্ভ্রান্তভাবে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত উক্ত ক্রমানুসারে অধিকারী হয় । মিতাক্ষরায় অধিকারী ক্রম যেরূপ আছে তাহাতে আপাততঃ বোধ হয় যে উর্দ্ধতন পুরুষগণের পুত্র এবং পৌত্র ব্যতীত প্রপৌত্র

প্রভৃতি অধস্তন পুরুষগণ। অধিকারী হইতে পারে না ; কিন্তু হাইকোর্ট উক্ত মকদ্দমায় নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে যাজ্ঞবল্ক্য বচন অনুসারে গোত্রজ থাকিতে বন্ধুর অধিকার হয় না ; সুতরাং এমত কখন বলা যায় না যে মিতাকরাকার যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির বিকল্প মত প্রতিপাদন করিয়াছেন।

মিতাকরামতে উদ্ধৃতন ছয় পুরুষের অধস্তন ছয় পুরুষ পর্যন্ত সকলে সপিণ্ড ; সুতরাং সকলে উত্তরাধিকারী। কিন্তু মিতাকরার অধিকারী ক্রম যেরূপ লিখিত আছে তদ্বারা উদ্ধৃতন পুরুষগণের প্রপৌত্র প্রপৌত্র পুত্র প্রভৃতি কাহার পরে না পূর্বে পায় তাহা জানা যায় না। যেহেতু মিতাকরাকার কিছু বিধান রূপে নাই, সেই স্থলে প্রিভিকোর্টসলের নিষ্পত্তি অনুসারে বীর মিত্রোদয়ের মতাবলম্বন করিয়া বারাগসী প্রদেশে ব্যবস্থা হইতে পারে। বীর মিত্রোদয় এবং অপরাধের মতে যদিও সপিণ্ড সম্বন্ধে অবরোধের মূলক এবং সপ্ত পুরুষ ব্যাপক কিন্তু পিণ্ডদানরূপ উপকার বিবেচনা করিয়া সপিণ্ডগণের প্রত্যাসত্তি স্থির করা আবশ্যিক।

Order of  
succession  
among Sa-  
gotra Sapin-  
das.

অপর্যাদিত্য স্বীয় গ্রন্থে বলিয়াছেন “যাজ্ঞবল্ক্য বচন অনুসারে ভ্রাতা এবং ভাতৃপুত্রের অভাবে গোত্রজগণ অধিকারী হয়।” গোত্রজগণের মধ্যে ‘অনন্তরঃ সপিণ্ডাদ্যন্ততস্ত ধনং ভবেৎ’ এই মনুস্মরণ অনুসারে প্রথমতঃ প্রত্যাসন্ন সপিণ্ডগণের অধিকার হয়। মনু বলিয়াছেন “জয়াগামুদকং কার্যং ত্রিষুপিণ্ডঃ প্রবর্ততে চতুর্থঃ সপ্তদাতৈবাং পঞ্চমোনোপগচ্ছতে” অতএব মৃত ধনীর পিতা পিতামহ ঐপিতামহ এই তিন পুরুষকে যে যে ব্যক্তি পিণ্ড দেয় তাহার প্রত্যাসন্ন সপিণ্ড। প্রত্যাসন্ন সপিণ্ডগণের মধ্যে সঙ্কোদর ভ্রাতা সর্বাংশেকা নিকট ; মৃতধনী যে যে ব্যক্তিকে পিণ্ড দিতে বাধ্য ছিল সঙ্কোদর ভ্রাতা সেই

সকলকে পিণ্ড দিতে পারে ; সুতরাং সহোদর অজ্ঞাত সপি-  
ণ্ডের তুলনায় নিকট। সহোদর জাতপুত্র সহোদর জাতাকে  
পিণ্ড দেয় ; তাহাতে মৃত ধনীর কোন সংশয় নাই ; এই  
নিমিত্ত সহোদর জাত অপেক্ষা সহোদর জাতপুত্র দূরবর্তী ।  
সহোদর জাতপুত্রের তুলনায় সহোদর জাতপৌত্র দূরবর্তী ।  
অসোদর জাত। অসোদর জাতপুত্রাদির আনুসার্য এইরূপ ।  
অতএব পিতৃবংশে তিন পুরুষ ; পিতামহ বংশে তিন পুরুষ  
এবং প্রপিতামহ বংশে তিন পুরুষ আসন্ন সপিণ্ড । এই  
সকল আসন্ন সপিণ্ডাভাবে পিতা পিতামহ প্রপিতামহ এই  
তিন পুরুষের প্রপৌত্র পুত্র প্রভৃতি দূরবর্তী সপিণ্ডগণ  
আনুসার্যানুসারে অধিকারী হয় ।

অতএব প্রতীয়মান হইতেছে যে অপরাকের মতে সগোত্র  
সপিণ্ডগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ।

১। প্রভাসন্ন সগোত্র সপিণ্ড ।

২। দূরবর্তী সগোত্র সপিণ্ড ।

প্রথম শ্রেণীর সপিণ্ড থাকিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর সপিণ্ড  
অধিকারী হইতে পারে না । এবং প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে  
আসন্ন বংশ থাকিতে পিতৃবংশ অধিকারী হয় না ; পিতৃবংশ  
থাকিতে পিতামহ বংশ অধিকারী হয় না । এবং পিতামহ  
বংশ থাকিতে প্রপিতামহ বংশের অধিকার হয় না । অত-  
এব বারাণসী প্রদেশের মতে মৃতধনীর সগোত্র সপিণ্ডগণের  
অধিকার নিম্নলিখিত ক্রম অনুসারে হইয়া থাকে ।

১। প্রভাসন্ন সগোত্র সপিণ্ড ।

১। পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র ।

২। পত্নী হৃদিত। দৌহিত্র । (ইহাদের অধিকার  
বচন মূলক )

২। মাতা পিতা ভ্রাতা ভ্রাতৃপুত্র ভ্রাতৃপৌত্র।

৩। পিতামহী পিতামহ পিতৃব্যপুত্র পিতৃব্যপৌত্র।

৪। 'প্রপিতামহী প্রপিতামহ তৎপুত্র তৎপৌত্র  
তৎপ্রপৌত্র।

প্রত্যাসন্ন সগোত্র সপিণ্ডাভাবে উক্তমতে দূরবর্তী সগোত্র  
সপিণ্ড গণের নিম্নলিখিত ক্রম অনুসারে অধিকার হয়।

- |   |     |  |
|---|-----|--|
| } | ১।  | মৃতধনীর প্রপৌত্রের পুত্র প্রভৃতি অধস্তন তিনপুরুষ   |
|   | ২।  | মৃত ধনীর পিতার—                                    |
|   | ৩।  | পিতা মহের—   |
|   | ৪।  | প্রপিতা মহের—                                      |
| } | ৫।  | রুদ্ধ প্রপিতামহী রুদ্ধ প্রপিতামহ তৎ পুত্র পৌত্রাদি |
|   | ৬।  | অতিরুদ্ধ প্রপিতামহী অতি রুদ্ধ প্রপিতামহ—           |
|   | ৭।  | অত্যাতি রুদ্ধ প্রপিতামহী অত্যাতি রুদ্ধ প্রপিতামহ—  |
| } | ৮।  | রুদ্ধ প্রপিতামহের প্রপৌত্রের পুত্র অবধি তিন পুরুষ  |
|   | ৯।  | অতি রুদ্ধ প্রপিতামহের—                             |
|   | ১০। | অত্যাতি রুদ্ধ প্রপিতামহের—                         |

মৃত ধনীর পুত্র পৌত্র প্রভৃতি অধস্তন ছয় পুরুষ এবং  
উক্ততন ছয় পুরুষের সন্তান ছয় পুরুষ পর্যন্ত সপিণ্ড হইলেও  
সম্বিহিত তিন পুরুষের প্রথম অধিকার হয়। সম্বিহিত তিন  
পুরুষের সন্তান তিন পুরুষ পর্যন্ত না থাকিলে দূরবর্তী তিন  
পুরুষের অধিকার হয়। দূরবর্তী তিন পুরুষের মধ্যে প্রথম  
আত্মবংশ অর্থাৎ প্রপৌত্র পুত্র প্রভৃতির অধিকার হয়; আর  
বংশ না থাকিলে পিতৃবংশ অর্থাৎ ভ্রাতৃ প্রপৌত্র প্রভৃতির  
অধিকার হয়। পিতৃবংশ না থাকিলে পিতামহ বংশ এবং  
তদভাবে প্রপিতামহ বংশের অধিকার হয়। প্রপিতামহের  
সন্তান বর্ষ পুরুষ পর্যন্তভাবে রুদ্ধ প্রপিতামহাদির অধিকার  
হয়। রুদ্ধ প্রপিতামহের পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রাভাবে অতি

রক্ত প্রপিতামহের বংশে আসন্ন তিন পুরুষের অধিকার হয় । অত্যাতি রক্ত প্রপিতামহের বংশে আসন্ন তিন পুরুষ পর্য্যন্তভাবে রক্ত প্রপিতামহের প্রপৌত্র পুত্র প্রভৃতি দূরবর্তী তিন পুরুষের অধিকার হয় ।

মিতাক্ষরামতে সগোত্র সপিণ্ডভাবে সমানোদকের অধিকার হয় । মিতাক্ষরামতে যাজ্ঞবল্ক্য বচনে গোত্রজ শব্দের দ্বারা সগোত্র সপিণ্ড সমানোদক সমস্ত বুঝায় । সপ্তম পুরুষ অবধি চতুর্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত অথবা যতদূর পর্য্যন্ত জন্ম নাম পরিজ্ঞাত থাকে সেই পর্য্যন্ত সমানোদক বলিয়া উক্ত হয়

সপিণ্ড তাত্ত্ব পুরুষে সপ্তমে বিনিবর্ততে ।

সমানোদক শ্রাবস্ত নিবর্তে চতুর্দশাং ।

জন্মনাম্নোঃ স্মৃতেরেকে তৎপরং গোত্রমুচ্যতে । (বৃহস্পতিঃ ।

Definition  
of Samano-  
daka.

সপিণ্ডদিগের মধ্যে যে রূপ ক্রম অনুসারে দায়াদিকারী হয় ; মিতাক্ষর। মতে সমানোদক দিগের মধ্যে সেইরূপ ক্রম অনুসারে অধিকার হয় ।

মিতাক্ষরাকার সপিণ্ড্য সশব্দের যে রূপ লক্ষণ করিয়াছেন তাহাতে সপিণ্ডগণের পত্নী এবং দ্বিহিতা, সপিণ্ড গুণ্য হয় ; স্মৃতরাং মনুবচন অনুসারে সপিণ্ড পত্নী বা দ্বিহিতার অধিকার হইতে পারে আপাততঃ এই মত বোধ হয় । মিতাক্ষরাকার বলেন যে বিবাহ দ্বারা স্বামী স্ত্রীর এক শরীর হয় ; স্মৃতরাং সপিণ্ডের পত্নী সপিণ্ড । সপিণ্ডের কত্ৰা মিতাক্ষর। মতে সপিণ্ড, তবে বিবাহ হইলে গোত্রান্তর হয় ; স্মৃতরাং বিবাহের পরে সপিণ্ড কত্ৰাকে সগোত্র সপিণ্ড বলা যায় না । সপিণ্ডদিগের পত্নী ও কত্ৰা প্রভৃতি সপিণ্ড হইলেও তাহারা মৃতধর্মীর সম্পত্তিতে অধিকারিণী হইতে পারে মিতাক্ষর। মতে এমত কোথা বলেন নাই । মিতাক্ষর। মতে মৃতধর্মীর পত্নী দ্বিহিতা মাতা পিতামহীর অধিকার

The wife and daughter of a Sapinda are Sapindas according to mitakshe ra; but they are not entitled to inherit as no female can inherit except on the strength of a special text.



বিশেষ বচন হুত্রে হয়। সপিওকতা বা সপিও পত্নী অধিকারিণী হইতে পারে কি না তৎসম্বন্ধে মিতাকরা কার স্পষ্ট কিছু বলেন নাই ; কিন্তু মিত্র মিত্র স্পষ্ট বলিয়াছেন যে জীলোক দিগের বিশেষ বচন ব্যতীত অধিকার হয় না ; এবং, মিত্র মিত্রের মতানুসারে এলাবাদের হাইকোর্ট অবধারণ কবিয়াছেন যে বিশেষ বচন ভিন্ন-কেবল সপিওতা হেতু জীলোক অধিকারী হইতে পারে না । পিতৃব্য পত্নীর অধিকার সম্বন্ধে বিশেষ বচন নাই ; সুতরাং পিতৃব্য পত্নীর অধিকার হইতে পারে না (গোর্গী বঃ রত্ন I. L. R. 3 All 45)

উক্ত মকদ্দমান এইরূপ পূর্বপক্ষ হইয়াছিল যে জীলোক দারাদিকারী হইতে পারে না, বাস্তবিক এরূপ কোন প্রমাণ নাই ; যে প্রমাণ প্রমাণ অনুসারে জীলোক অধিকারী হইতে পারে না বলা যায়, তাহার অর্থ এমত নহে যে “জীলোকগণ ইন্ডিয় হীন জীলোক দারাদিকারী হইতে পারে না” ; পূর্বপক্ষে এইরূপ উক্ত হয় যে উক্ত প্রমাণ প্রকৃত অর্থ এই যে জীলোকের সোমরসপানে অধিকার নাই । কিন্তু এলাহাবাদ হাইকোর্ট বলেন যে মিত্র মিত্র প্রমাণ উক্ত প্রমাণের বেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা আদালত স্বীকার করিতে বাধ্য । প্রচলিত গ্রন্থ সমূহে যে বচনের বেরূপ ব্যাখ্যা আছে তদ্বিপরীত অত্যন্ত ব্যাখ্যা করা প্রিবিকৌন্সলের নিষ্পত্তি অনুসারে আদালতের কর্তব্য নহে (চাকুরাণী সাহেবা বঃ মোহন লাল 11 M. 1. A. 386

বোম্বাই প্রদেশের মতে গোত্রজ সপিওর পত্নীগণ অধিকারী হয় (লানুডাই বঃ মানকুবর বাই I. L. R. 2 Bomb 388 )

সপিওগানের মধ্যে যে জীহত থাকিলে উত্তরাধিকারী হইত তাহার পত্নী বর্তমান থাকিলে অধিকারিণী হয়। (লক্ষ্মী

বাই বঃ জয়রাম) গোত্রজ সপিতৃগুরু পুত্রী বোম্বাই প্রদেশের  
মতে অধিকারিণী হইলে তাহার দানবিক্রয়ের স্বত্ব হয় না  
( জয়রাম গাবদা বঃ কদ্র গাবদা ৪ I. L. R. Bomb 187)

The wife of  
a Gotraja  
Sapinda en-  
titled to in-  
herit in the  
Bombay  
Presidency

বোম্বাই প্রদেশের মতে ভগিনী উত্তরাধিকারিণী হইতে  
পারে ; ভগিনী অধিকারিণী হইলে সম্পূর্ণ দান বিক্রয়ের  
স্বত্ব হয়। নীলকণ্ঠের মতে ভগিনী গোত্রজ বনিয়া গণা  
হইতে পারে। পিতৃ হুহিতা ব্যতীত অল্প কোন সপিতৃ  
হুহিতা নীলকণ্ঠের মতে অধিকারিণী হয় না।

বালম ভট্টের মতে দৌহিদ্রী, ভগিনী, ভ্রাতৃ হুহিতা, ভগিনী  
হুহিতা সকলে অধিকারিণী হইতে পারে। যাজ্ঞবলক্য  
বচনে “ভ্রাতৃরনুত্থা তৎস্বতো” এই সকল শব্দ পুংলিঙ্গ আছে ;  
কিন্তু বালম ভট্টের মতে উক্ত স্থলে পুংস্ত্ব অবিবক্ষিত ;  
সুতরাং ভ্রাতা এবং ভ্রাতৃ স্বত্বের অধিকার লিখিত থাকায়  
ভগিনী ভ্রাতৃহুহিতা ভগিনীহুহিতা সকলে গোত্রজ না  
হইলেও যাজ্ঞবলক্য বচন অনুসারে অধিকারিণী। বালম  
ভট্টের এই ব্যাখ্যা অনুসারে সগোত্র সপিতৃ মাত্রেয় কন্যা  
অধিকারিণী হইতে পারে। নন্দপণ্ডিতেব মতে সগোত্র  
সপিতৃ মাত্রেয় কন্যা অধিকারিণী হইতে পারেনা। তবে  
পিতা পিতামহ প্রভৃতির কন্যা অধিকারিণী হইতে পারে।  
পরন্তু এই সম্বন্ধে বালমভট্ট অথবা নন্দপণ্ডিতের মত বরাণসী  
প্রদেশে আদৃত বা প্রচলিত হয় নাই।

মিতাক্ষরা মতে বিমাতা উত্তরাধিকারিণী হইতে পারে  
না। সত্যস্ব হইরাছে। যদিও কোম কোন স্থলে মাতা শব্দে  
বিমাতা পর্য্যন্ত বুঝায় এরূপ মিতাক্ষরায় উক্ত আছে ; কিন্তু  
অধিকারি ক্রম সম্বন্ধে যে সকল বচন আছে তাহাতে মাতা  
শব্দ বিমাতা পর্য্যন্ত মিতাক্ষরা মতে বুঝাইতে পারে না। মাতার  
অধিকার সম্বন্ধে বিজ্ঞানেশ্বর বলিয়াছেন যে পিতা অপেক্ষা

Step mo-  
ther cannot  
be heir  
according  
to mitaksh-  
era.

১২৪ মিতাক্ষর। মতে ভিন্নগোত্র সপিণ্ডের অধিকার ।

মাতার সহিত পুত্রের ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ এই নিমিত্ত পিতার  
পূর্বে মাতার অধিকার হয় । অতএব অধিকারি ক্রম  
সংক্রান্ত বচনসমূহে মিতাক্ষর। মতে মাতা শব্দে বিমাতা পর্যন্ত  
বুঝায় এমন বলা যায় না ( লাল। যতীলাল বঃ দুর্গাণী কুণ্ডার )  
লালকুণ্ডার বঃ জয় করণলাল Sup B. L. R. F. B. 67 )

বোম্বাই প্রদেশের মতে সগোত্র সপিণ্ডগণের পত্নীগণ  
অধিকারী হইতে পারে ; অতরাং বিমাতা সগোত্র সপি-  
ণ্ডের পত্নী বলিয়া অধিকারিণী হইতে পারে ( কেশব বাই বঃ  
বসন্ত রাতজি I. L. R. 4 Bomb. 208. )

## একাদশ অধ্যায় ।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

মিতাক্ষর। মতে ভিন্নগোত্র সপিণ্ডের অধিকার ।

মিতাক্ষর। মতে সপিণ্ড সমানোদকের অভাবে বন্ধুর  
অধিকার হয় ; বন্ধু শব্দে মিতাক্ষর। মতে ভিন্ন গোত্র সপিণ্ড  
বুঝায় । ত্রিবিধ বন্ধু মিতাক্ষর। মতে দাঙ্গাধিকারী জন্ম যথাঃ—

১। আত্ম বন্ধু ।

২। পিতৃ বন্ধু ।

৩। মাতৃ বন্ধু ।

মিতাক্ষর। মতে আত্মবন্ধু সর্বপ্রায়ে অধিকারী হয় । তদ-  
ভাবে পিতৃবন্ধু তদভাবে মাতৃবন্ধুর অধিকার হয় । ভিন্ন  
গোত্র সপিণ্ড মাতৃ মিতাক্ষর। মতে বন্ধু ; কিন্তু আত্মবন্ধু  
পিতৃবন্ধু এবং মাতৃবন্ধু ব্যতীত কেহ দাঙ্গাধিকারী হইতে

Mitakshe-  
ra's defini-  
tion of  
Bandhu.

Only three  
kinds of  
Bandhus  
entitled to  
inherit.

মিতাকর, মতে ভিন্নগোত্র সপিতৃগণের অধিকার । ১৯৫

পারে না। আত্মবন্ধু পিতৃবন্ধু বা মাতৃবন্ধু কাছাদিগকে বলা যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে বিজ্ঞানেশ্বর কোন লক্ষণ নির্দেশ করেন নাই। কেবল নিম্ন লিখিত বচনত্রয় উদ্ধৃত করিয়া আত্মবন্ধু পিতৃবন্ধু এবং মাতৃবন্ধুর উদাহরণ দিয়াছেন।

আত্মপিতৃস্বম্ঃপুত্রা আত্মমাতৃস্বম্ঃসুতাঃ ।

আত্মমাতুল পুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়া আত্মবান্ধবাঃ ॥

পিতুঃ পিতৃস্বম্ঃপুত্রাঃ পিতুঃমাতৃস্বম্ঃসুতাঃ ।

পিতৃমাতুল পুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ পিতৃবান্ধবাঃ ॥

মাতুঃপিতৃস্বম্ঃপুত্রা মাতৃমাতৃস্বম্ঃসুতাঃ ।

মাতৃমাতুল পুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়া মাতৃবান্ধবাঃ ॥

• বন্ধ শাতাতপঃ ।

উক্ত বচনত্রয়ে ৯ টি মাত্র বন্ধুর নাম আছে; তন্মিহ বীরমিত্রোদয়ে আত্ম মাতুল পিতৃ মাতুল এবং মাতৃমাতুল বন্ধু বলিয়া উক্ত আছে। অতি অল্পকাল পূর্ব পর্যন্ত এইরূপ সংস্কার ছিল যে উল্লিখিত বন্ধুগণ ব্যতীত আর কোন ভিন্ন গোত্র সপিও দায়াদিকারী হইতে পারে না; এমন কি ভাগিনের মিতাকরামতে উত্তরাধিকারী হইতে পারেনা এইরূপ স্থির ছিল। পরন্তু এক্ষণে অবধারিত হইয়াছে যে বন্ধশাতাতপ বচনোক্ত ৯ টি বন্ধু ব্যতীত আরও অনেক ভিন্নগোত্র সপিও দায়াদিকারী হইতে পারে। (অমৃতকুমারী বঃ লক্ষীনারায়ণ 10 W. R. 76. গিরিধারি-লাল বঃ গণবর্ষবেষ্ট 2 Suth P. C. R. 160.)

Bridha Sa-  
tatapu's text  
enumerating Ban-  
dhus.

Giridhari  
Lal.v.Govt  
of Bengal.

বন্ধশাতাতপ বচনত্রয়ের আপাততঃ যেরূপ অর্থ প্রতীতি হয় তাহাতে বন্ধুগণের নিম্ন লিখিতক্রমে অনুসারে অধিকার হয়।

The order  
in which  
Bandhus  
are enu-  
merated in  
Satatapa's  
text

- |              |   |                          |
|--------------|---|--------------------------|
| ১। আত্মবন্ধু | { | ১। পিতামহ দৌহিত্র ।      |
|              |   | ২। মাতামহ দৌহিত্র ।      |
|              |   | ৩। মাতুলপুত্র ।          |
| ২। পিতৃবন্ধু | { | ৪। প্রপিতামহ দৌহিত্র ।   |
|              |   | ৫। পিতৃমাতামহ দৌহিত্র ।  |
|              |   | ৬। পিতৃ মাতুল পুত্র ।    |
| ৩। মাতৃবন্ধু | { | ৭। প্রমাতামহ দৌহিত্র ।   |
|              |   | ৮। মাতৃ মাতামহ দৌহিত্র । |
|              |   | ৯। মাতৃ মাতুল পুত্র ।    |

cannot be.  
the order  
in which  
they are en-  
titled to in-  
herit as it  
would lead  
to what is  
called Bish-  
am Shista  
Dosh in  
Hindu  
Law.

কিন্তু এইরূপ অধিকারক্রম হইলে অত্যন্ত সিংশিষ্ট দোষ হয় । মিতাক্ষরাকার বলিয়াছেন যে আত্মবন্ধু থাকিতে পিতৃবন্ধুর অধিকার হইতে পারে না ; তাহা সম্পূর্ণ সংগত । কিন্তু রত্নশাতাতপ বচনে যাহারা আত্মবন্ধু বলিয়া উক্ত আছে তাহাদিগের অধিকার সর্বপ্রায়ে হইলে প্রপিতামহ দৌহিত্রের পূর্বে মাতামহ দৌহিত্রের অধিকার হয় ; এবং পিতৃ দৌহিত্রের আদৌ অধিকার হয় না ; তাহা কদাচ সঙ্গত নহে । উক্ত বচনদ্বয়ে যে ৯ টি বন্ধুর অধিকার স্পষ্ট স্বীকৃত আছে তন্মিহ্ন অত্র কোন বন্ধুর অধিকার যদি স্বীকার করা না যায় তাহা হইলে “নাস্তি বচনশ্রুতি তারঃ” বলিয়া সিংশিষ্ট দোষযুক্ত হইলেও উক্ত ক্রম স্বীকার করিতে পারা যায় ; কিন্তু এক্ষণে নিষ্পত্তি হইয়াছে যে আত্মবন্ধু, পিতৃ বন্ধু, মাতৃবন্ধু সকলে দায়াধিকারী হইতে পারে ; রত্ন শাতাতপ বচনে যে নয় প্রকার বন্ধুর নাম উল্লিখিত আছে তাহা কেবল প্রদর্শনার্থ মাত্র । রত্ন শাতাতপ বচনে পিতামহ দৌহিত্র এবং প্রপিতামহ দৌহিত্র পরিগণিত আছে ; কিন্তু পিতৃ দৌহিত্র পরিগণিত নাই । সুতরাং রত্ন শাতাতপোক্ত

নয় প্রকার বন্ধু ব্যতীত আর কোন বন্ধু উত্তরাধিকারী হইতে পারেনা এমনত বলা যায় না । কিন্তু রন্ধ শাতাতপোক্ত বন্ধু ব্যতীত অন্য বন্ধুর অধিকার স্বীকার করিলে, উপরোক্ত বিসংশিত দোষ যুক্ত ক্রম কোন মতে স্বীকার করা যায় না ; ফলতঃ ত্রায় এবং যুক্তি অনুসারে ক্রম নিরূপণ আবশ্যক ।

রন্ধ শাতাতপোক্ত বন্ধুগণের মধ্যে ।

- |                                    |   |    |
|------------------------------------|---|----|
| ১। স্বগোত্রজ হুহিতার পুত্র—২       | } | —৫ |
| ২। মাতামহ গোত্রজ—১                 |   |    |
| ৩। মাতামহ গোত্রজ হুহিতার পুত্র—২   |   |    |
| ৪। পিতৃমাতামহ গোত্রজ—১             | } | —২ |
| পিতৃ মাতামহ গোত্রজ হুহিতার পুত্র—১ |   |    |
| ৫। মাতৃ মাতামহ গোত্রজ—১            | } | —২ |
| মাতৃ মাতামহ গোত্রজ হুহিতার পুত্র—১ |   |    |

৯

মিতাক্ষরাকার বলিয়াছেন যে সর্বপ্রায়ে আস্র বন্ধুর অধিকার হয় ; তৎপরে পিতৃ বন্ধুর ; তৎপরে মাতৃ বন্ধুর ।

Who can properly be called

1. Own Bandhus.

2. Father's Bandhus

3. Mother's Bandhus

- |                                   |   |                          |
|-----------------------------------|---|--------------------------|
| ১।                                | } | যদি আস্রবন্ধু বলা যায় । |
| স্বগোত্রজ হুহিতার পুত্র ।         |   |                          |
| মাতামহ গোত্রজ পুত্র ।             |   |                          |
| ২।                                | } | —পিতৃবন্ধু—              |
| পিতৃ মাতামহ গোত্রজ পুত্র ।        |   |                          |
| ৩।                                | } | —মাতৃবন্ধু—              |
| মাতৃ মাতামহ গোত্রজ পুত্র ।        |   |                          |
| ৪।                                | } | —মাতৃবন্ধু—              |
| মাতৃমাতামহ গোত্রজ হুহিতার পুত্র । |   |                          |

তাহা হইলে আস্র বন্ধুর অধিকার সর্বপ্রায়ে তৎপরে পিতৃ বন্ধুর, তৎপরে মাতৃ বন্ধুর অধিকার সংগত হয় । রন্ধ শাতা-

তপ বচনে প্রপিতামহ দৌহিত্র পিতৃবন্ধু বলিয়া উক্ত আছে ; এবং প্রমাতামহ দৌহিত্র মাতৃবন্ধু বলিয়া উক্ত হইয়াছে । কিন্তু প্রস্তাবিত লক্ষণ অনুসারে প্রপিতামহদৌহিত্র পিতৃ পক্ষীয় আত্ম বন্ধুর মধ্যে পরিগণিত ; এবং প্রমাতামহ দৌহিত্র মাতৃ পক্ষীয় আত্মবন্ধুর মধ্যে পরিগণিত হয় । সুতরাং যুদ্ধ শাতাতপ বচনের মীমাংসা করিতে না পারিলে প্রস্তাবিত লক্ষণ স্বীকার করা যায় না । পণ্ডিতবর রাজকুমার সর্বাধিকারী বলেন যে যুদ্ধ শাতাতপের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বচনে 'ইব' অগ্রে এবং 'ঋক্থ ভাজঃ' এই তিনটি শব্দ অধ্যাহার করিয়া নিম্ন লিখিত মত অহয় করা উচিত ।

পিতুঃ পিতৃ স্বম্ভঃপুত্রা (ইব) পিতৃ স্বীতৃষ্মন্মঃ সূতাঃ  
পিতৃ স্বীতুল পুত্রাঃ ( অগ্রে ) চ পিতৃ বান্ধবা ঋক্থ ভাজঃ ।

পরন্তু আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত অধ্যাহার স্বীকার করা যায় না । বিশেষতঃ যুদ্ধ শাতাতপ বচনের বৈরূপ অর্থ অগ্রান্ত প্রকরণে প্রত্নকারগণ স্বীকার করিয়াছেন ; তদ্বিপরীত অর্থ করা সংগত হয় না ।

যুদ্ধ শাতাতপ বচনত্রয়ের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বচনে "বিজ্ঞেয়াঃ পিতৃবান্ধবাঃ" "এবং বিজ্ঞেয়া মাতৃবান্ধবাঃ" এই দুই স্থলে 'পিতৃবান্ধবাঃ' শব্দের অর্থ "পিতুঃ আত্ম বান্ধবাঃ" এবং "মাতৃবান্ধবাঃ" শব্দের অর্থ "মাতুঃ আত্ম বান্ধবাঃ" যদি এইরূপ ন্লা যায়, তাহা হইলে কোন শব্দের অধ্যাহার স্বীকার করিতে হয় না ; কউ কল্পনা করিয়া কোন অর্থ করিতে হয় না ; অথচ বিসং শিষ্ট দোষ হয়না ; এবং স্মৃতি ও যুক্তি অনুসারে অনায়াসে বন্ধুগণের অধিকার ক্রম নির্ণয় করিতে পারা যায় । যুদ্ধ শাতাতপের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বচনের এইরূপ অর্থ করিলে অগ্রান্ত প্রকরণে প্রত্নকারগণ উক্ত বচন সমূহের বৈরূপ অর্থ করিয়াছেন তাহার বিরোধ হয় না । বরং

Bridha Sa-  
tatapa's  
text explain-  
ed in such  
a manner  
that there  
may be no  
objection  
towards  
adopting  
the above  
rational  
classifica-  
tion.

সম্বর্ত্তোভাবে এইরূপ অর্থ করা সংগত বোধ হয় । রক্ষ শাতাতপ বচনত্রয় যেরূপে সচরাচর ব্যাখ্যাত হয় তাহা স্বীকার করিলে মিতাক্ষর্যমতে প্রপিতামহ দৌহিত্রের পূর্বে মাতামহ দৌহিত্রের অধিকার হয় । ফলতঃ আত্মবংশজ দৌহিত্র সন্তান থাকিতে মাতামহ বংশজ দৌহিত্রের অধিকার হওয়া বিজ্ঞানেশ্বরের মতানুযায়ী, এমত কখন বলা যাইতে পারে না । বিজ্ঞানেশ্বরের বলিয়াছেন যে আত্মবন্ধু থাকিতে পিতৃবন্ধু অধিকারী হয় না ; এবং পিতৃবন্ধু থাকিতে মাতৃবন্ধু অধিকারী হয় না । সুতরাং প্রপিতামহ দৌহিত্রের পূর্বে মাতামহ দৌহিত্রের অধিকার স্বীকার করিলে কেবল বিসংশ্লিষ্ট দোষ হয় এমত নহে ; এরূপ অধিকারী ক্রম হওয়া বিজ্ঞানেশ্বরের অতিপ্রায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত । রক্ষ শাতাতপের তৃতীয় বচনে “পিতৃবান্ধব” শব্দের “পিতুঃ আত্ম বান্ধবাঃ” এই অর্থ করিলে প্রপিতামহ দৌহিত্র পিতার আত্ম বান্ধব বলিয়া স্বীকার করিতে হয় বটে ; কিন্তু প্রপিতামহ দৌহিত্র পিতার আত্মবান্ধব বলিয়া মৃত ধনীর নিজের আত্মবান্ধব গণ্য হইতে পারে না এমত নহে ।

রক্ষ শাতাতপের তৃতীয় বচনে “মাতৃ বান্ধবাঃ” এই শব্দে “মাতুঃ আত্ম বান্ধবাঃ” এইরূপ অর্থ করিলে প্রমাতামহ দৌহিত্র মাতার আত্মবন্ধু বলিয়া স্বীকার করিতে হয় ; কিন্তু প্রমাতামহ দৌহিত্র মাতার আত্মবন্ধু হইলেও মৃতধনীর মাতৃপক্ষীয় আত্মবন্ধু বলিয়া গণ্য হইতে পারে না এমত নহে । পিতার আত্মবন্ধু গণের মধ্যে এবং মাতার আত্মবন্ধু গণের মধ্যে প্রপিতামহ দৌহিত্র এবং প্রমাতামহ দৌহিত্র প্রভৃতি মৃত ধনীর আত্মবন্ধু বলিয়া পরিগণিত করা কোন মতে অসংগত বোধ হয় না ; এবং রক্ষ শাতাতপ বচনত্রয়ের এইরূপ মীমাংসা করিলে বিজ্ঞানেশ্বরের অতিপ্রায় অনুসারে বন্ধুগণের অধি-



ক্রম নিরূপন করা আর কঠিন বোধ হয় না। স্বর্গ শাস্ত্র-  
তপ বচনত্রয়ানুসারে পিতৃ স্বাত্রেয় মাতৃ স্বাত্রেয় মাতুল পুত্র  
এই তিন ব্যতীত আর কেহ উদ্ধাহ অশৌচাদি প্রকরণে বন্ধ  
বলিয়া পরিগণিত না হইলেও দায়বিভাগ প্রকরণে কেবল  
উক্ত তিন বন্ধুর অধিকার প্রতিপাদন করিবার জন্য বিজ্ঞা-  
নেশ্বর উক্ত বচনত্রয় উদ্ধৃত করিয়াছেন এমত বোধ হয় না।  
যাজ্ঞবল্ক্য বচন অনুসারে বন্ধুর অধিকার হয়; মিতাক্ষরা  
মতে ভিন্ন গোত্র সপিতৃ সকলে বন্ধু; তন্মধ্যে আত্মবন্ধু পিতৃ  
বন্ধু এবং মাতৃবন্ধুর যথাক্রমে অধিকার হয়। আত্মবন্ধু প্রভৃতি  
স্বতন্ত্র লক্ষণ দ্বারা নির্দেশ না করিয়া বিজ্ঞানেশ্বর স্বর্গশাস্ত্র-  
তপ বচনত্রয় উদ্ধৃত করিয়াছেন; স্বর্গ শাস্ত্রতপ বচনের দ্বারা  
যাজ্ঞবল্ক্য বচনোক্ত বন্ধু পদের সংশ্লোচ করা অথবা বন্ধু  
গণের অধিকার ক্রম নিরূপন করা বিজ্ঞানেশ্বরের উদ্দেশ্য  
নহে; কিরূপ সম্বন্ধি ব্যক্তি বন্ধু পদবাচ্য তাহা পরিজ্ঞানের  
নিমিত্ত উক্ত বচনত্রয় দায়বিভাগ অধ্যায়ে উদ্ধৃত।

স্বর্গ শাস্ত্রতপ বচনত্রয়েরূপ ব্যাখ্যা করা হইল তাহাতে  
আত্মবন্ধু = সগোত্রজ। হুহিতার সম্ভান এবং মাতামহগোত্রজ  
পিতৃ বন্ধু = পিতৃ মাতামহ গোত্রজ  
মাতৃবন্ধু = মাতৃ মাতামহ গোত্রজ

এইরূপ লক্ষণ স্বীকার করিতে কোন প্রতিবন্ধক থাকে  
না। আত্মবন্ধু, পিতৃবন্ধু, মাতৃবন্ধুর, এইরূপ লক্ষণ স্বীকার  
করিলে অধিকারী ক্রম নির্ণয় করা সহজে হইতে পারে।  
মিতাক্ষরাকার বলিয়াছেন যে আত্মবন্ধু থাকিতে পিতৃবন্ধুর  
অধিকার হয় না; এবং পিতৃবন্ধু থাকিতে মাতৃবন্ধুর অধিকার  
হয় না। মিতাক্ষরা মতে ভিন্ন গোত্র সপিতৃ মাত্র বন্ধু;  
কিন্তু কেবল দ্বিবিধ বন্ধু অর্থাৎ আত্মবন্ধু পিতৃবন্ধু এবং  
মাতৃবন্ধুর দায়বিধিকার হয়; অতএব দ্বাভাৱি আত্মবন্ধু পিতৃবন্ধু বা

মাতৃবন্ধু নহে তাহারা ভিন্ন গোত্র সপিতৃ হইলেও অধিকারী হইতে পারে না। মিতাক্ষরাকার সপিতৃণের বৈরূপ লক্ষণ করিয়াছেন তাহাতে পিতামহের মাতুল ভিন্নগোত্র সপিতৃ হইলেও, দায়াধিকারী হইতে পারে না।

আত্মবন্ধুর অধিকার সর্বত্রই হয়; আত্মবন্ধু ত্রিবিধ যথা

১। স্বগোত্রজ হুহিতার সন্তান।

২। মাতামহ গোত্রজ পুত্র।

৩। মাতামহ গোত্রজ হুহিতার সন্তান।

Three kinds  
of Atma  
Bandhus.

মিতাক্ষর। মতে যে আদি পুত্র হইতে সন্তান ভেদ হয় সেই আদি পুত্রবৈর সন্তানগণ সপ্তম পঞ্চম পুত্র পর্যন্ত পরম্পর পরম্পরের সপিতৃ; অর্থাৎ পিতৃ পক্ষে সপ্তম পুত্র পর্যন্ত এবং মাতৃ পক্ষে পঞ্চম পুত্র পর্যন্ত সপিতৃ। সুতরাং স্বগোত্রজ হুহিতৃসন্তানের মধ্যে যাহারা পঞ্চম পুত্রবৈর মধ্যবর্তী তাহারা মৃত ধনীর আত্মবন্ধু। স্বগোত্রজ হুহিতৃ সন্তানগণের মধ্যে যাহারা পঞ্চম পুত্রবৈর মধ্যবর্তী নহে তাহাদের সম্বন্ধে মৃতধনী সপিতৃগণ্য হইতে পারে না; সুতরাং তাহারা বন্ধু বলিয়া অধিকারী হইতে পারে না। মৃতধনীর এবং মৃতধনীর উদ্ধৃতন চারি পুত্রবৈর নিম্ন লিখিত সন্তান গুলি মৃতধনীর সম্বন্ধে ভিন্ন গোত্র সপিতৃ সুতরাং আত্মবন্ধু।

- ১ { ১। দৌহিত্র।  
২। পুত্রের দৌহিত্র।  
৩। পৌত্রের দৌহিত্র।  
২ { ৪। দৌহিত্রের পুত্র।  
৫। পুত্রের দৌহিত্রের পুত্র।  
৬। পৌত্রের দৌহিত্রের পুত্র।  
৩ { ৭। হুহিতার দৌহিত্র।  
৮। পুত্রের হুহিতার দৌহিত্র।

1. Atma Ba-  
ndhus rela-  
ted through  
the daught-  
ers of Sa-  
gotra Sa-  
pindas.

২০২ 'মিতাকরা' মতে ভিন্নগোত্র সপিতৃগণের অধিকার।

মৃতধনীর এবং তাহার উর্দ্ধতন চারি পুরুষের এই আট সন্তান ব্যতীত আর কেহ স্বগোত্রজ হুহিতৃ সন্তানগণের মধ্যে আত্মবন্ধু গণ্য হইতে পারে না। মৃতধনীর সম্বন্ধে ইহারা সকলে পিতৃপক্ষীয় আত্মবন্ধু ; সুতরাং মাতামহ মাতুল নাদি মাতৃপক্ষীয় আত্মবন্ধুগণের পূর্বে ইহাদের অধিকার হয়।

অধিকারি ক্রম সম্বন্ধে আমাদেরিগের শাস্ত্রের সাধারণ নিয়ম এই যে আত্মবংশ থাকিতে পিতৃবংশের অধিকার হয় না ; পিতৃবংশ থাকিতে পিতামহ বংশের অধিকার হয় না ; সুতরাং মৃতধনীর সন্তানগণের সর্বপ্রায়ে অধিকার হয় ; তৎপরে পিতৃ সন্তান ; তৎপরে পিতামহ সন্তান ;

যে ৮ সন্তান আত্মবন্ধু বলিয়া অধিকারী হইতে পারে তন্মধ্যে দৌহিত্র, পুত্রের দৌহিত্র এবং পৌত্রের দৌহিত্র সম্বন্ধে মৃতধনী মাতৃপক্ষীয় আত্মবন্ধু ; দৌহিত্রের পুত্র, পুত্রের দৌহিত্রের পুত্র, এবং পৌত্রের দৌহিত্রের পুত্রের সম্বন্ধে মৃতধনী পিতৃবন্ধু ; হুহিতার দৌহিত্র এবং পুত্রের হুহিতার দৌহিত্র সম্বন্ধে মৃতধনী মাতৃবন্ধু ; সুতরাং নিম্নলিখিত ক্রম অনুসারে স্বগোত্রজ হুহিতৃ সন্তানগণের অধিকার হয়।

The order  
in which  
they inherit

১। পিতৃপক্ষীয় আত্মবন্ধুগণের অধিকার ক্রম।

১। আমাদেরিগের  
সম্বন্ধে মৃতধনী আর  
বন্ধু।

- ১। মৃতধনীর দৌহিত্র, পুত্রের দৌহিত্র, পৌত্রের দৌহিত্র।
- ২।.....পিতার.....
- ৩।.....পিতামহের.....
- ৪।.....প্রপিতামহের.....
- ৫।.....বৃদ্ধ প্রপিতামহের.....

২৭। বাহাদিগের  
সম্বন্ধে মৃতধনী পিতৃ-  
বন্ধু।

- ৬। মৃতধনীর দৌহিত্রপুত্র, পুত্রের দৌহিত্রপুত্র, পৌত্রের ঐ  
৭।.....পিতার.....  
৮।.....পিতামহের.....।  
৯।.....প্রপিতামহের.....  
১০।.....স্বন্ধ প্রপিতামহের.....

৩। বাহাদিগের  
সম্বন্ধে মৃতধনী মাতৃ-  
বন্ধু।

- ১১। মৃতধনীর কন্যার দৌহিত্র, পুত্রের কন্যার দৌহিত্র।  
১২।.....পিতার.....  
১৩।.....পিতামহের... ..  
১৪।.....প্রপিতামহের... ..  
১৫।.....স্বন্ধ প্রপিতামহের... ..

বিজ্ঞানেশ্বর বলিয়াছেন যে পিতৃবন্ধুর অভাবে মাতৃবন্ধুর  
অধিকার হয়; সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে পিতৃ-  
পক্ষীয় আত্মবন্ধুর অভাবে মাতৃপক্ষীয় আত্মবন্ধুর অধিকার  
হয়। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে আত্মবন্ধু ত্রিবিধ; তন্মধ্যে  
অগোত্রজ হৃহিতৃসন্তানগণ পিতৃপক্ষীয় আত্মবন্ধু; তদভাবে  
মাতামহগোত্রজ পুরুষগণের অধিকার হয়। মাতামহগোত্রজ  
পুরুষগণের সম্বন্ধে মৃতধনী পিতৃপক্ষীয় আত্মবন্ধু। কিন্তু  
মাতামহগোত্রজ হৃহিতৃসন্তানগণের সম্বন্ধে মৃতধনী মাতৃ-  
পক্ষীয় আত্মবন্ধু অথবা পিতৃ বন্ধু অথবা মাতৃবন্ধু; সুতরাং  
অগোত্রজ হৃহিতৃসন্তানের অভাবে প্রথমতঃ মাতামহ গোত্রজ  
পুরুষগণের অধিকার হয়; তদভাব্যে মাতামহ গোত্রজ হৃহিতৃ  
সন্তানগণের অধিকার হয়।

2. Atma  
Bandhus of  
the same  
gotra with  
maternal  
grand  
father

3. Atma  
Bandhus  
who are re-  
lated thro-  
ugh the mo-  
ther's fath-  
er; but of  
different  
Gotra.

The order  
in which  
they inherit

২। মাতৃপক্ষীয় আত্মবন্ধুর অধিকার ক্রম।

৪। বাহাদিগের  
সহিত পার্শ্বগণ পিতৃ  
দান সম্বন্ধ আছে

- ১৬। মাতামহ, মাতুল, মাতুলপুত্র, মাতুল পৌত্র  
১৭। প্রমাতামহ তংপুত্র তংপৌত্র তংপ্রপৌত্র.  
১৮। স্বন্ধপ্রমাতামহ ... ..

৫। বাহাদিগের সহিত পার্শ্বণ পিণ্ড দান সম্বন্ধ আছে কিন্তু বাহাদের সম্বন্ধে মৃতধনী মাতৃ পক্ষীয় আত্মবন্ধ	১৯। মাতামহ এবং তৎপুত্রাদির দৌহিত্র ২০। প্রমাতামহ ... .. ২১। স্বন্ধ প্রমাতামহ ... ..
৬। বাহাদিগের সহিত পিণ্ডদান সম্বন্ধ নাই কিন্তু বাহাদিগের সম্বন্ধে মৃতধনী পিতৃপক্ষীয় আত্মবন্ধ	২২। মাতামহের অতিপ্রপোজ ২৩। প্রমাতামহের ... .. ২৪। স্বন্ধ প্রমাতামহের ... ..
৭। বাহাদিগের সহিত পিণ্ডদান সম্বন্ধনাই এবং বাহাদিগের মৃতধনী পিতৃবন্ধ ।	২৫। মাতামহ এবং তৎপুত্রের দৌহিত্র পুত্র । ২৬। প্রমাতামহ ... .. ২৭। স্বন্ধ প্রমাতামহ ... ..
৮। বাহাদিগের সম্বন্ধে মৃত- ধনী মাতৃবন্ধ ।	২৮। মাতামহ এবং তৎপুত্রের কন্যার দৌহিত্র । ২৯। প্রমাতামহ ... .. ৩০। স্বন্ধ প্রমাতামহ ... ..

মাতৃপক্ষীয় আত্মবন্ধুর অভাবে পিতৃবন্ধুর অধিকার হয় ।  
পিতৃবন্ধুর অধিকার ক্রম মাতৃপক্ষীয় আত্মবন্ধুর স্থায় ; কেবল  
বিশেষ এই যে পিতার স্বন্ধ প্রমাতামহদৌহিত্রগণের সম্বন্ধে  
মৃতধনী পঞ্চম পুরুষের মধ্যে না থাকায়, মৃতধনী বাহাদিগের  
সম্বন্ধে মাতৃবন্ধু বলিয়া গণ্য হইতে পারে না ; সুতরাং মৃত-  
ধনীর পিতার স্বন্ধ প্রমাতামহের দৌহিত্রগণ মৃতধনীর দান-  
ধিকারী হইতে পারে না ।

৩। পিতৃবন্ধুগণের অধিকার ক্রম।

Fathers  
Bandhu's:

- ৩১। পিতৃ মাতামহ তং পুত্র তং পৌত্র তং প্রপৌত্র  
৩২। পিতৃ প্রমাতামহ। ... ..  
৩৩। পিতৃ বন্ধ প্রমাতামহ। ... ..  
৩৪। পিতৃমাতামহের এবং তংপুত্র তংপৌত্রের দৌহিত্র।  
৩৫। পিতৃ প্রমাতামহ। ... ..  
৩৬। পিতৃমাতামহের প্রতি প্রণাম। ... ..  
৩৭। পিতৃ প্রমাতামহের। ... ..  
৩৮। পিতৃবন্ধ প্রমাতামহের ... ..

- ৩৯। পিতৃমাতামহের এবং তংপুত্র তংপৌত্রের দৌহিত্রপুত্র  
৪০। পিতৃ প্রমাতামহ। ... ..  
৪১। পিতৃ মাতামহের এবং তংপুত্রের কন্তার দৌহিত্র  
৪২। পিতৃ প্রমাতামহ ... ..

পিতৃবন্ধুর অভাবে মাতৃবন্ধুর অধিকার হয়।

৪। মাতৃবন্ধুর অধিকার ক্রম।

Mothers  
Bandhus.

- ৪৩। মাতৃ মাতামহ তংপুত্র তংপৌত্র তংপ্রপৌত্র।  
৪৪। মাতৃ প্রমাতামহ। ... ..  
৪৫। মাতৃমাতামহের এবং তংপুত্র তংপৌত্রের দৌহিত্র।  
৪৬। মাতৃ প্রমাতামহ। ... ..  
৪৭। মাতৃ মাতামহের প্রতি প্রণাম।  
৪৮। মাতৃ প্রমাতামহের। ... ..  
৪৯। মাতৃ মাতামহের এবং তংপুত্রের দৌহিত্রের পুত্র।  
৫০। মাতৃ প্রমাতামহ। ... ..  
৫১। মাতৃ মাতামহের এবং তংপুত্রের কন্তার দৌহিত্র।  
৫২। মাতৃ প্রমাতামহ। ... ..

২০৬ মিতাক্ষর মতে ভিন্নগোত্র সপিতৃগণের অধিকার।

ওয়েস্ট এবং বুলার সাহেব বলেন যে হিন্দু শাভাতপোক্ত ৯ বন্ধুর সর্বগ্রেহে অধিকার হয় ; কিন্তু তাহা সংগত বোধ হয় না। কলিকাতা হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে মিতাক্ষরামতে মাতামহ দৌহিত্রের পূর্বে পিতৃ দৌহিত্রের অধিকার হয়। মিতাক্ষর বন্ধুগণের অধিকার ক্রম লিখিত না থাকায়, উপকার বিবেচনা করিয়া, বিচারপতি রমেশচন্দ্র মিত্র পিতৃ দৌহিত্রের অধিকার অগ্রগণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন (গণেশ চন্দ্র রায় বঃ নীল কোমল রায় 22 W. R. 294)

মিতাক্ষর মতে পিতৃ দৌহিত্রী পুত্রের অধিকার কলিকাতা হাইকোর্ট স্বীকার করিয়াছেন (উমেদ বাহাদুর বঃ উদয় চাঁদ I. L. R. 6 Cal 119)

The course of succession on failure of Bandhus.

বিভক্ত অসংস্কৃতধনে অথবা অবিভক্ত দায়াদেব স্বার্জিত ধনে যে যে ব্যক্তির যেরূপ ক্রম অনুসারে অধিকার হয় তাহা লিখিত হইল। যাজ্ঞবল্ক্য বচন অনুসারে বন্ধু পর্যন্তভাবে শিষ্য এবং সহাধ্যায়ী অধিকারী হয়। কিন্তু আপস্তম্ব স্মৃতির সহিত একবাক্যতা করিয়া বিজ্ঞানেশ্বর বলেন যে বন্ধু পর্যন্তভাবে প্রথমতঃ আচার্যের অধিকার হয়; তদভাবে শিষ্যের তদভাবে সত্রস্ত চারীর অধিকার হয়। সত্রস্তচারী পর্যন্ত অভাবে ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতির ধনে রাজার অধিকার হয়।

“ইতরেবাস্তু বর্ণানাং সর্বাভাবে হরে রূপ” মনুঃ।

কিন্তু ব্রাহ্মণ ধনে রাজার কথম অধিকার হয় না।

“অহাৰ্যং ব্রাহ্মণ জ্বাং রাজানিত্যমিতি স্থিতিঃ।”

পরন্তু প্রেবিকোর্সল নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে ব্রাহ্মণ ধনে শাস্ত্রানুসারে রাজা অধিকারী না হইলেও, অন্য কোন অধিকারী না থাকিলে রাজার অধিকার হয়; হিন্দু শাস্ত্রে এই রূপ বিধান আছে যে মৃত ব্রাহ্মণের কোন উত্তরাধিকারী না

মিতাকরা মতে ভিন্নগৌরব সম্পত্তির অধিকার । ২০৭

Collector of  
Masuli-  
patan .v.  
Narain Pa.

থাকিলে রাজা সেই সম্পত্তি কোম বেদপারগ ধার্মিক  
ব্রাহ্মণকে দিবেন । ইহাতে জানা যাইতেছে যে সত্রাজী  
পর্যন্তভাবে মৃতধনে অত্র কাহার স্বত্ব হয় না ; সুতরাং  
শাস্ত্রে গ্রহণ নিষেধ থাকিলেও মৃত ব্রাহ্মণ ধনে রাজার স্বত্ব  
হয় । সম্পত্তি অস্বামিক অবস্থায় থাকিতে পারে না ;  
সুতরাং রাজার স্বত্ব হয় ; তবে হিন্দু শাস্ত্রানুসারে রাজা সেই  
ধন কোন বেদপারগ ব্রাহ্মণকে দিতে বাধ্য ; কিন্তু রাজা  
তাহা না দিলে নালিস চলে কিনা সন্দেহ ( 8 M. I. A.  
500. )

## দ্বাদশ অধ্যায় ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

দায়ভাগের মতে পুংধনাধিকার ক্রম ।

মিতাকরা মতে কেবল বিভক্ত ধনে পত্নী হুহিতা দৌহিত্র  
মাতা পিতা প্রভৃতির অধিকার হয় । অবিভক্ত দায়াদ  
লোকান্তর হইলে মিতাকরা মতে তাহার স্বত্ব লোপ হয় ।  
যে সময় এতদ্দেশে পুরুষানুক্রমে অবিভক্ত অবস্থায় বাস করা  
রীতি ছিল তৎকালে কেবল বিভাগের সময় কাহার কত অংশ  
নিরূপণ আবশ্যক হইত ; যতদিন বিভাগ না হইত ততদিন  
দায়াদগণ যথাসম্ভব অবিভক্ত সম্পত্তি উপভোগ করিত মাত্র ;  
কোন দায়াদ লোকান্তর হইলে তাহার কোন স্বত্ব ছিল এমন  
গণ্য হইত না । এইরূপ অবস্থায় সহজে এই সিদ্ধান্ত হয়  
যে জন্ম নিবন্ধন দায়াদ গণের স্বত্ব হয় ; এবং মরণ প্রত্যা  
পাতিতাদির দ্বারা স্বত্ব লোপ হয় ; ।



সমাজের উন্নতি সহকারে যখন শিল্প বাণিজ্য অধ্যাপনা রাজসেবা আদির দ্বারা এক ব্যক্তি অধিক অর্থ উপার্জন করিতে সক্ষম হয়; যখন বিদ্যাশিক্ষা বাণিজ্য প্রভৃতি কার্যের অনুরোধে লোক সকল বহু কাল বিদেশে বাস করায় পারিবারিক বন্ধন শিথিল হয়; তখন কেহ আপন উপার্জিত অর্থ অন্য দায়াদের সহিত অবিভক্ত ভাবে ভোগ করিতে ইচ্ছা করে না। প্রথমতঃ অর্জিত সম্পত্তি সকলে স্বতন্ত্র ভাবে রাখিবার চেষ্টা করে; কিন্তু অবিভক্ত অবস্থায় থাকিয়া অর্জিত সম্পত্তি স্বতন্ত্র রাখা সম্ভব নহে; সুতরাং প্রায় কোথা আর তখন দায়াদগণ বহুকাল অবিভক্ত অবস্থায় থাকে না। পিতার মৃত্যুর পরে অনতিকাল মধ্যে পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লওয়া দেশাচার ইহা উঠিলে, পিতার মৃত্যুর পরে পুত্রগণের স্বহস্তে পত্তি হয়, এইরূপ সাধারণের সংস্কার হয়।

অবিভক্ত দায়াদ লোকান্তর হইলে অবিভক্ত সম্পত্তি তদবস্থায় থাকে; সুতরাং এইরূপ অনুমান হইতে পারে যে অবিভক্ত দায়াদ লোকান্তর হইলে তাহার স্বত্ব লোপ হয়। কিন্তু বিভক্ত দায়াদ অপুত্রক লোকান্তর হইলে তাহার সম্পত্তি পত্নী হুহিতা দৌহিত্রদিগের হস্তগত হয়; পত্নী হুহিতা প্রভৃতিতে অধিকার চ্যুত করিয়া দায়াদগণ সেই সম্পত্তি সহজে লইতে পারে না; কোন প্রকারে দায়াদগণ সেই সম্পত্তি লইতে কৃতকার্য হইলেও পত্নী হুহিতা প্রভৃতির বর্তন দিতে হয়; সুতরাং মৃতদায়াদের সম্পত্তি বহুমূল্য না হইলে তাহা লইয়া দায়াদ গণের কিছু লাভ হয় না। এইরূপ অবস্থায় পত্ন্যাধিকার সম্বন্ধে শাস্ত্রকার দিগের ভিন্নমত হয়; কেহ বলেন মৃত দায়াদের পত্নী বর্তন মাত্র পায়; কেহ বলেন পত্নী কেবল বিভক্ত দায়াদের সমস্ত সম্পত্তিতে অধি-

কারিণী হয়। কেহ বলেন পতির অঙ্গধন থাকিলে পত্নী  
অধিকারিণী হয়; অধিক ধন থাকিলে বর্তন মাত্র পায়।

শ্রীকরাচার্য বলেন যে মৃতধনীর অঙ্গ সম্পত্তি থাকিলে  
পত্নী সমগ্র সম্পত্তিতে অধিকারিণী হয়; অধিক ধন  
থাকিলে পত্নী বর্তন মাত্র পায়। বোধ হয় শ্রীকরাচার্যের  
সময়ে দেশচার অনুসারে পত্নীর এইরূপ অঙ্গধনে সমগ্র  
অধিকার হইত। পরন্তু অঙ্গধনে পত্নীর স্বত্ব সর্ববাদি  
সম্মত হইলে অগুণ্ডক বিভক্ত দায়াদে পত্নীর হস্ত হইতে  
সেই সম্পত্তি লয়। দায়াদ গণের পক্ষে আরও কঠিন হইয়া  
উঠে, সুতরাং বিভক্ত দায়াদের সমস্ত সম্পত্তিতে পত্নীর  
অধিকার অগত্যা স্বীকৃত হয়।

Srikara-  
charya's di-  
ctum as to  
the right of  
widow to  
inherit in  
case the  
property is  
of small  
value

বিজ্ঞানেশ্বর বলেন যে অঙ্গ ধন থাকিলে পত্নীর অধিকার  
হয় আর অধিক ধন থাকিলে পত্নী বর্তন মাত্র পায় কোন  
স্বৃতিকারক মুনি এরূপ বলেন নাই। পত্নীর অধিকার সম্বন্ধে  
যে সমস্ত বিবক্ত বচন আছে তাহা বিজ্ঞানেশ্বর মীমাংসা করিয়া

Vigyanesh  
rejects  
Srikar's  
dictum as  
unsupport-  
ed by  
authority.

বলেন যে অবিভক্ত দায়াদের পত্নী বর্তন মাত্র পায়; আর  
বিভক্ত দায়াদ অগুণ্ডক লোকান্তর হইলে পত্নী সমগ্র সম্প-  
ত্তির অধিকারিণী হয়। বিজ্ঞানেশ্বর বলেন যে “পত্নী হুহিতর  
শৈব” এই বচন যাজ্ঞবলক্য সংহিতার অবিভক্ত ধন বিভাগ  
অথবা সংস্কৃত ধন বিভাগ প্রকরণে নাই; স্মৃত্যু প্রকরণে  
আছে; সুতরাং কেবল বিভক্ত ধনে “পত্নী হুহিতর শৈব”  
এই বচন অনুসারে দায়াদধিকার হয়। বোধ হয় বিজ্ঞানেশ্বরের  
সময়ে একত্র অবিভক্ত অবস্থায় বাস করা প্রথা রহিত হইয়া  
আসিতেছিল; কিন্তু দায়াদগণ পত্নী হুহিতা প্রভৃতির অধি-  
কার প্রথমতঃ স্বীকার করা কোন মতে সম্ভব নহে। বিভক্ত  
দায়াদের দ্বারা হইলেও দায়াদগণ তদীয় সম্পত্তি অধিকার  
করিবার নিমিত্ত চেষ্টা না করিয়া ক্ষান্ত থাকা সম্ভব নহে।

Vigyaneshwor main tains that widow and daughter inherit only in case of there being no surviving coparcenor.

মিতাক্ষরার পূর্বে শ্রীকরাচার্যের মতানুসারে অঙ্গধন হইলে পত্নীর অধিকার হইত ; অধিক ধন হইলে দায়াদগণের অধিকার হইত । ইহাতে পরস্পর বিবাদ তঞ্জন হওয়া দূরে থাকুক আরও বৃদ্ধি হইবার কারণ হইয়া ছিল ; এই নিমিত্ত বোধ হয় বিজ্ঞানেশ্বর তৎকালে ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন যে অবিভক্ত ধনে দায়াদ গণের অধিকার হয় ; আর বিভক্ত দায়াদ অপুত্রক লোকান্তর হইলে পত্নী প্রভৃতির অধিকার হয় । এইরূপ মীমাংসা করায় বিবাদের কারণ সম্যক রূপে তঞ্জন হইয়া ছিল । তৎপূর্বে শাস্ত্রে বিরুদ্ধবচন ছিল ; এবং শ্রীকরাচার্য প্রভৃতি মীমাংসকগণ যেরূপ শাস্ত্রের অর্থ করিয়াছিলেন তাহাতে অধিকতর বিবাদের কারণ হইয়াছিল । বিজ্ঞানেশ্বর দেখিলেন যে অবিভক্ত দায়াদের ধনে পত্নীর অধিকার স্বীকার অথবা বিভক্ত দায়াদের ধনে পত্নীর স্বত্ব হয় না বলিলে বিবাদ বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা । অবিভক্ত দায়াদগণের হস্তে যে সম্পত্তি থাকে, মৃত দায়াদের পত্নীর সেই সম্পত্তিতে স্বত্ব স্বীকার করিলেও মৃত দায়াদের পত্নী সেই সম্পত্তি সহজে অধিকার করা কোন মতে সম্ভব নহে ; এবং বিভক্ত দায়াদ অপুত্রক লোকান্তর হইলে তাহার যে সম্পত্তি পত্নীর হস্তগত হয় তাহাতে পত্নীর স্বত্ব হয় না বলিলেও পত্নীকে অধিকারচ্যুত করা সহজ হয় না । বিজ্ঞানেশ্বর যেরূপ মত প্রতিপাদন করিলেন তাহাতে এই মত বিরোধ হইবার কোন কারণ থাকিল না ।

বিভক্ত দায়াদের সম্পত্তিতে পত্নী হইতে প্রভৃতির স্বত্ব স্বীকৃত হইতে আরম্ভ হইলে ক্রমশঃ অবিভক্ত সম্পত্তিতে পত্নী হইতার স্বত্ব আয়সংকুত বলিয়া বোধ হয় । পত্নী হইতে দোহিরে থাকিতে বৃদ্ধ প্রপিতৃমহের পিতৃব্য পুত্র অধিকারী হওয়া নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় ;

সমাজের এতাদৃশ অবস্থায় কোন গ্রন্থকার অবিভক্ত সম্পত্তিতে পত্নী হুহিতার স্বত্ব প্রতিপাদিত করিতে পারিলে তাহার মত সহজে দেশে প্রচলিত হয়। মিতাক্ষরার পুর্বে কবিরাজ যখন পত্নী হুহিতার অধিকার হয় তৎ সম্বন্ধে শাস্ত্রকারদিগের মধ্যে বিষম বিরোধ ছিল। বিজ্ঞানেশ্বর এইরূপ মত সংস্থাপন করিলেন যে অবিভক্ত দায়াদেব মৃত্যু হইলে তাহার স্বত্বে পত্নীর অধিকার হয় না ; কেবল বিভক্ত দায়াদ অপুত্রক লোকান্তর হইলে পত্নীর অধিকার হয়। বিজ্ঞানেশ্বর সাধারণ লোকদিগের মধ্যে যাহাতে সচরাচর বিরোধ না হয় তজ্জন্য প্রকৃত দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞের ত্রায় ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ; তাহার ব্যবস্থা সূর্যবাদি সম্মত হইরাছিল।

পরন্তু ব্যবহার শাস্ত্র চিরকাল এক অবস্থায় থাকা সম্ভব নহে ; যে ব্যবস্থা দ্বারা সমাজের একরূপ অবস্থায় সকল বিবাদ ভঞ্জন হয়, স্বেই ব্যবস্থা দ্বারা আর এক সময়ে বিবাদেব কারণ হইয়া উঠে। বিজ্ঞানেশ্বর বিভক্ত দায়াদেব ধনে পত্নী প্রভৃতির স্বত্ব স্বীকার করিয়াছেন ; তাহার মত ভারত বর্ষের মধ্য বঙ্গদেশ ব্যতীত অদ্যাপি সর্বত্র আদৃত আছে ; কিন্তু বিভক্তধনে পত্নী হুহিতার স্বত্ব সর্ব বাদি সম্মত হইলে অবশেষে অবিভক্ত ধনে পত্নী হুহিতা প্রভৃতির স্বত্ব না হওয়া নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। বিভক্ত হওয়া লোকের ইচ্ছাধীন ; নতুবা অবিভক্ত ঋণাধিকার সম্বন্ধে মিতাক্ষরার মত এতদিন প্রচলিত থাকিত কিনা সন্দেহ স্থল।

দায়ভাগ আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে ইহা নিশ্চয় প্রতীতি হয় যে বিভক্ত অবিভক্ত সর্ব প্রকার ধনে পত্নী হুহিতা প্রভৃতির স্বত্ব প্রতিপাদন করা এবং পিতৃ দৌহিত্র পিতামহ দৌহিত্র প্রভৃতিকে নিকট উত্তরাধিকারীর মধ্যে পরিগণিত করা জীমুতবাহনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। অবিভক্ত

The reason why Vigyaneshwar's doctrine is accepted as law almost throughout India.

The heritable right of widow and daughter being recognized Jimutavahana goes a step further and establishes that the rule as to inheritance is the same whether the deceased was a member of a joint family or died separate.

সম্পত্তিতে পত্নী দ্রুহিতার স্বহ স্বাপন করিবার নিষিদ্ধ জীমূত বাহন স্বীয় ঐশ্বের প্রারম্ভে অবিভক্ত দায়াদ গণের স্বত্বের সামুদায়িকত্ব অর্থাৎ সকল ধন ব্যাপকতা অস্বীকার করিয়া প্রাদেশিকতা সংস্থাপন করিয়াছেন। বিজ্ঞানেশ্বর, সামুদায়িক স্বহ বাদী ; তাহার মতে সকল দ্রব্যে সকল দায়াদের স্বহ থাকে ; সুতরাং এক জনের মৃত্যু হইলে কেবল তাহার স্বহ লোপ হয় ; অন্তান্ত দায়াদ গণের সমস্ত অবিভক্ত সম্পত্তিতে পূর্ববৎ অধিকার থাকে ; এবং মৃত-দায়াদ অপুত্রক লোকান্তর হইলেও মিতাক্ষরামতে তাহার স্বহে পত্নী দ্রুহিতা প্রভৃতির স্বহ হইতে পারে না। জীমূত-বাহনের মতে অবিভক্ত দায়াদ গণের স্বহ প্রাদেশিক ; অর্থাৎ অবিভক্ত সম্পত্তির ভিন্ন প্রদেশ ব্যাপি ; সুতরাং জীমূতবাহনের মতে অবিভক্ত দায়াদ অপুত্রক লোকান্তর হইলে তাহার অংশে তাহার পত্নী দ্রুহিতা, প্রভৃতির স্বহ হয়।

মিতাক্ষরামতে পিতৃপক্ষে যে উদ্ধৃতন ছয় পুত্র হইতে এবং মাতৃপক্ষে উদ্ধৃতন ষোল্লিখিত পুত্র হইতে সন্তান ভেদ হয় সেই কয়েক পুত্রবৈর সন্তানগণ যথাক্রমে সপ্তম পর্যন্ত সপিও বলিয়া গণ্য ; সুতরাং ভিন্ন গোত্র হইলেও সপিও হইতে পারে ; কিন্তু ভিন্ন গোত্র এবং সগোত্র সপিও গণের দুগুণ অধিকার স্বীকার করিলে অধিকারি ক্রম নির্ণয় করা অথবা স্মৃতি বচন সমূহের একবাক্যতা করা দুঃসাধ্য হয় ; এই নিষিদ্ধ বিজ্ঞানেশ্বরের মতে সগোত্র সপিও থাকিতে ভিন্নগোত্র সপিওের অধিকার হয় না। কিন্তু তাহা হইলে ভাগিনের প্রভৃতির স্বহ দুর্বর্তী হইয়া পড়ে।

জীমূতবাহন বলেন যে অর্শোক্ত প্রকরণে সপিও শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত, দায়ভাগ প্রকরণে সপিও শব্দ সেই অর্থে ব্যবহৃত নহে। মনুসংহিতার উক্ত আছে যে

Mitakheras  
definition  
of Sapinda

The reason,  
why Vigya-  
neshar pla-  
ces Ban-  
dhus after  
Samana-  
dakas.

Jimutavah-  
ana says  
that the  
word Sapin-  
da.

মজ্ঞাতরো ন পিতরঃ পুত্রাঃ কথং হস্তাঃ পিতুঃ ।

ত্রয়াণামুদকং কার্য্যং ত্রিষু পিণ্ডঃ প্রবর্ত্ততে ॥

চতুর্থঃ সপ্তদাভিবাং পঞ্চমোনোপপদ্যতে ।

অনন্তরঃ সপিণ্ডাদন্তত্ব তস্য ধনং ভবেৎ ॥

“ত্রয়াণামুদকং কার্য্যং” ইত্যাদি বলিয়া “অনন্তরঃ সপিণ্ডাৎ স্তস্য তস্য ধনং ভবেৎ” এইরূপ মনু বলায় জীমূত বাহন বলেন যে উক্ত বচনে শরীর সম্বন্ধে যে প্রত্যাসন্ন সেই অধিকারী হয় এমত নহে ; শরীর সম্বন্ধে যে সন্নিহিত সেই উত্তরাধিকারী হয় এরূপ মনু বচনের অভিপ্রায় হইলে “ত্রয়াণামুদকং কার্য্যং” ইত্যাদি পূর্বে বলিবার কিছুমাত্র আবশ্যক ছিল না । অর্শোচ প্রকরণে মনু বলিয়াছেন যে “সপিণ্ডা তু পুঙ্কবে সপ্তমে বিনিবর্ত্ততে” দায়ভাগ প্রকরণে সপিণ্ড শব্দে সেই অর্থে ব্যবহার করিলে “ত্রয়াণামুদকং কার্য্যং” ইত্যাদি কখন বলিতেন না । এই নিমিত্ত জীমূতবাহন বলেন যে দায়ভাগ প্রকরণে সপিণ্ড শব্দের অর্থ নিম্ন লিখিত বোধায়ন স্মৃতির দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে ।

“প্রপিতামহঃ পিত্রামহঃ পিতা স্বয়ং সোদর্য্যাজ্ঞাতরঃ সর্বণায়াঃ পুত্রঃ পৌত্রঃ প্রপৌত্র এতান অবিভক্তদায়াদান সপিণ্ডানাক্তে বিভক্ত দায়াদান্ সকুল্যানাচকতে সংস্বজ্জেষু তদামীহর্থো ভবতি সপিণ্ডাভাবে সকুল্য স্তদভাবে চাচার্য্য্য অন্তেবাসী ঋত্বিক্” বোধায়ন স্মৃতি অনুসারে উক্ত তন তিন পুরুষ এবং অধস্তন তিন পুরুষ মাত্র সপিণ্ড ; তদপেক্ষা দূরবর্ত্তী পুরুষ গণ সকল্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে । জীমূত বাহন বলেন দায়ভাগ প্রকরণে

সেপভাজ্ঞচতুখাদ্যাঃ পিত্রাদ্যাঃ পিণ্ডতাপিনঃ ।

পিণ্ডঃ সপ্তমেষ্টবাং সাপিণ্ড্যং সাপ্তপৌকষং ॥

in the chapter on inheritance has a different meaning to that in which it is used in the chapter on mourning

Jimutavahana rejects the doctrine that all those who are descended from a common ancestor are Sapindas

Boudhyana text defining Sapinda does not include any one beyond the third degree in ascent or descent

According to Jimuta following are sapindas  
 1 Those who give pindas to deceased  
 2 Paternal ancestors to whom the deceased gave Pindas in his lifetime and who give the deceased a share of all pinda offered to them  
 3. The sons of the three paternal ancestors who give Pindas in which the deceased participates.  
 4 Maternal ancestors to whom the deceased gave Pindas in his lifetime but who do not give any share to the deceased.  
 5. Their sons &

২১৪

দায়ভাগমতে মৃতধনীধিকার ।

এই বচন অনুসারে উদ্ধৃতন ছয় পুরুষ দায়ভাগমতে সপিও গণ্য হয় না । দায়ভাগমতে

১। মৃত ধনিকে বাহারা পিওদের অর্থাৎ পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র দৌহিত্র ।

২। মৃত ধনীর উদ্ধৃতন তিন পুরুষ বাহাদিগকে সে জীবন কালে পিও দিত ; এবং সপিও গণের দ্বারা বাহাদিগের সহিত মৃতধনী পিও ভোজন করে ।

৩। মৃত ধনীর উদ্ধৃতন তিন পুরুষের সন্তান বাহারা সেই তিন পুরুষকে পিওদের ; এবং বাহাদের পিওর অংশ মৃতধনী পায় ।

৪। মৃত ধনীর মাতামহাদি তিন পুরুষ বাহাদিগকে মৃতধনী পিও দিত ।

৫। মৃত ধনীর মাতামহাদির সন্তান বাহারা মৃত ধনীর মাতামহ প্রমাতামহ রক্ত প্রমাতামহকে পিওদের ইহারা সকলে মৃত ধনীর সপিও ; এবং ইহাদিগের মধ্যে বাহারা অধিক পিও বা অধিক উপকার জনক পিওদের তাহারা “অনন্তরঃ সপিওদম্ব স্তা উত্ত ধনং ভবেৎ” এই মনু স্মৃতি অনুসারে অধিকারী হয় ।

মৃত ধনীর পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র মৃত ধনিকে সাক্ষাৎ সপক্ষে ভোগ্য পিও দেয় ; এই নিমিত্ত মৃত ধনীর পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র সর্বগ্রাে অধিকারী হয় ।

মৃত ধনীর দৌহিত্র মৃত ধনিকে ভোগ্য পিও দেয় ; কিন্তু ভোগ্য পিও দ্বিবিধ ।

১। মুখ্যপিও ।

২। গৌণপিও ।

পুত্র পৌত্রাদি যে পিও দেয় তাহা মুখ্য পিও ; দৌহিত্র সন্তান যে পিও দেয় তাহা গৌণ পিও । পার্শ্বণ বিধানে

পিতা পিতামহাদির আদ্র করিতে হইলে আনুসঙ্গিক মাতামহাদির আদ্র করিতে হয়। পিতামহাদির আদ্র মুখ্য কার্য; পিতা পিতামহাদির আদ্র করিতে হইলে আনুসঙ্গিক মাতামহাদির আদ্র করিতে হয়। নতুবা স্বতন্ত্র প্রকৃতি হয় না।

The preferable right of those who give or receive . Bhogya Pindas in which the deceased participates

পিতরো যত্র পুজ্যন্তে তত্র মাতামহা এবং ।

অবিশেষেণ কর্তব্যং বিশেষায় রকং ব্রজে ॥

পিতা পিতামহাদির আদ্রের নিমিত্ত পার্বণভ্রাজ্ঞে প্রকৃতি হয়; পিতা পিতামহাদির আদ্র যে কোন প্রকারে সিদ্ধ হইলে মাতামহাদির আদ্র স্বতন্ত্র করিতে হয় না। এই নিমিত্ত পুত্র পৌত্রাদির প্রদত্ত পিও মুখ্য পিও বলিয়া উক্ত হয়; এবং দৌহিত্র প্রদত্ত পিও গোণপিও বলিয়া উক্ত হয়। গোণপিও অপেক্ষা মুখ্য পিও উপকারজনক; এই নিমিত্ত দৌহিত্রের পূর্বে পুত্রাদির অধিকার হয়।

Bhogya Pindus are of two kinds.

Primary and secondary Pindas

আত্ম বংশে কেহ না থাকিলে পিতা মাতার অধিকার হয়। পিতা মাতার সহিত মৃত্যুর পরে পুত্র পিও ভোজন করে; এই নিমিত্ত পিতামহা সপিও। ভ্রাতা ভ্রাতৃপুত্র প্রভৃতি মৃত ধনীকে পিও দেয় না; কিন্তু মৃত ধনীর পিতা পিতামহ প্রভৃতিকে মৃত ধনীর ভ্রাতা ভ্রাতৃপুত্র পিও দেয়; এবং মৃত ধনী সেই পিওর অংশ পায়।

ভ্রাতৃপৌত্র পর্য্যন্ত পিতৃ বংশে মুখ্য পিও দাতার অভাবে গোণ পিও দাতা পিতৃ দৌহিত্র অধিকারী হয়। পিতৃ দৌহিত্র মৃত ধনীর পিতা পিতামহ প্রপিতামহ তিন পুরুষকে গোণপিও দেয়; এই নিমিত্ত পিতৃ দৌহিত্র মৃত ধনীর সপিও; এবং আত্ম বংশে বা পিতৃ বংশে অন্য কোন নিকট পিও দাতা না থাকিলে মৃতধনীর সম্পত্তিতে পিতৃ দৌহিত্র অধিকারী হয়; পিতৃ দৌহিত্র পর্য্যন্তভাবে পিতা-



In default of all those who give or receive Pin da in which the deceased participates the inheritance goes to maternal ancestors to whom the deceased gave pindas in his life-time but who do not give any share to the deceased after death-

মহ পিতামহী এবং তৎ সন্তানগণের মধ্যে বাহাদিগের সহিত পিণ্ডদান সম্বন্ধ থাকে তাহারা অধিকারী হয়।

পিতামহ দৌহিত্র পর্য্যন্তাভাবে প্রপিতামহ প্রপিতামহী এবং তৎসন্তানগণের উক্ত মত অধিকার হয়।

প্রপিতামহ দৌহিত্র পর্য্যন্তাভাবে মৃতধনীর দেয় পিণ্ড ভোক্তা এবং দেয় পিণ্ড দাতা মাতামহ মাতুলাদির অধিকার হয়। মাতামহ মাতুলাদির দ্বারা মৃতধনীর পিণ্ডদানরূপ উপকার হয় না ; সুতরাং মৃতধনীর ভোগ্য পিণ্ড দাতা প্রপিতামহ সন্তান পর্য্যন্ত কেহ বর্তমান থাকিতে মাতামহ মাতুলাদির অধিকার হয় না। মাতামহ প্রমাতামহ রক্ত প্রমাতামহকে পিণ্ড দিতে হয় ; কিন্তু মৃত্যুর পরে পিতা পিতামহাদির পিণ্ডের যেরূপ অংশ পাওয়া যায় মাতামহাদিগকে কেহ পিণ্ড দিলে সেরূপ অংশ পাওয়া যায় না।

মাতামহাদিগকে মাতুল প্রভৃতি পিণ্ড দেয় ; সেই পিণ্ডের অংশ মৃতধনীর পায় না ; তবে মৃতধনী জীবিত থাকিলে মাতামহাদিগকে পিণ্ড দেওয়া তাহার কর্তব্য ছিল ; মাতুলাদি সেই মাতামহ প্রভৃতিকে পিণ্ড দেয় ; এই নিমিত্ত মাতুলাদির সহিত সপিণ্ডতাদেয়পিণ্ড দান মূলক।

জীমূতবাহন বলেন যে এইরূপ উপকার হেতু ধন সম্বন্ধ হয় ইহ না বলিয়া যদি বলা যায় যে কেবল বিশেষ বচনে বাহাদিগের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে তাহারা ভিন্ন অন্য কেহ উত্তরাধিকারী হইতে পারে না, তাহা হইলে প্রপৌত্র উত্তরাধিকারী হয় না ; কারণ প্রপৌত্র উত্তরাধিকারী হইতে পারিলে এমন কোন বচনে স্পষ্ট বিধান নাই। কিন্তু জীমূতবাহনের এই মত সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে “অনন্তরঃ সপিণ্ডাঃ স্ত্রীভ্যঃ ধনং ভবেৎ” এই বচন অনুসারে প্রপৌত্রের অধিকার হয় ; উপকার হেতু ধন সম্বন্ধ হয় ইহা

স্বীকার না করিলেও সপিণ্ড শব্দের যে রূপ অর্থ জীমূতবাহন, করিয়াছেন তাহা স্বীকার করা যাইতে পারে ; সপিণ্ড শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুসারে বাহাদিগের সহিত পিণ্ডদান সম্বন্ধ থাকে বাহাদিগকে বুঝাইতে পারে । ফলতঃ যে যুক্তি দ্বারা জীমূতবাহন ইনসম্বন্ধ উপকার মূলক প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন সেই যুক্তি অর্থগুণের নুহে ; এবং জীমূতবাহন সেই ক্তির দুর্বলতা অনুভব করিয়া গ্রন্থের শেষ ভাগে বলিয়াছেন ।

“অত্রাপ্যপরিতোষো বিহয়াং তদাবচনিক এবায়মর্থঃ” দায়ভাগের এই অংশের টীকাকার ক্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন যে কেবল উপকার হেতু ধন সম্বন্ধ হয় এমন কদাচ বলা যায় না ।

যুক্তি দ্বারা কোন মত প্রতিপাদন করিতে পারিলে আমাদের শাস্ত্রকারগণ কেবল বাচনিক প্রমাণের উপর নির্ভর করেন না । পুত্র পৌত্রাদির দায়স্বিকার স্বত্ব যুক্তি দ্বারা সমপ্রমাণ করিতে পারিলে প্রত্যেক অধিকারীর স্বত্বোৎপত্তি সম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রতি কল্পনা করিতে হয় না ; এই নিমিত্ত জীমূতবাহন এবং তাহার টীকাকারগণ ধনসম্বন্ধ উপকার মূলক ইহা প্রতিপাদন করিবার বহু চেষ্টা করিয়াছেন ; কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়া অবশেষে স্বীকার করিয়াছেন যে ধন সম্বন্ধ পিণ্ডদানরূপ উপকার মূলক এমন বলা যায় না । আমাদের ধর্মশাস্ত্রকারগণ প্রথমতঃ যেমত প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করেন বাস্তবিক তাহা গ্রন্থকারের মত নহে । সর্বশেষে যে মত প্রকাশ করেন তাহা গ্রন্থকারের মত । দায়ভাগের একাদশ অধ্যায় পাঠ করিলে ইহা নিশ্চয় বোধ হয় যে জীমূতবাহনের স্তরে উপকার হেতু ধনসম্বন্ধ হয় ; পরন্তু উক্ত অধ্যায়ের শেষ ভাগে জীমূতবাহন উক্ত মত সমর্থন করা হুঃসাধ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ।

. Jimuta-  
vahana af-  
ter trying  
his best to  
establish  
that the  
power of  
conferring  
spiritual  
benefit is  
the cause  
of heritable  
right has  
ultimately  
abandoned  
that posi-  
tion.

Sreekishen's  
commen-  
tary.

According  
to the cau-  
sons of inter-  
pretation  
in Hindu  
Law it is  
not proper  
to rely upon  
a mere text  
if it be pos-  
sible to give  
a rational  
explanation  
of the rule  
contained  
in that text.

Through-  
out chapter  
XI Jinata  
has tried to  
shew that  
all those  
who inherit  
do so by  
virtue of  
their power  
of conferr-  
ing benefit  
on the de-  
ceased.

But it will  
also appear  
that the  
author has  
almost in  
all cases  
quoted a  
text to es-  
tablish the  
same posi-  
tion.

অপুত্রক ধনাধিকার সম্বন্ধে যে সকল ভক্কের মীমাংসা একাদশ অধ্যায়ে আছে সেই সকল স্থলে উপকারকৃত্ব হেতু ধন সম্বন্ধ হয় এই যুক্তি দিয়াছেন; উপকারের ম্যনতাতিশয় বিবেচনার অধিকারি ক্রম নিরূপণ হয় এইমত পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন; কিন্তু বিশেষ মনোযোগ পূর্বক পাঠ করিয়া দেখিলে জানা যায় যে জীমূতবাহন কেবল উপকার মূলক যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া ধন সম্বন্ধ অথবা ধনাধিকার ক্রম নিরূপণ করেন নাই। বচনের দ্বারা অথবা সাংদৃষ্টিক্রম প্রভৃতি অল্প যুক্তি দ্বারা যেমত প্রতিপাদিত হইয়াছে উপকার মূলক যুক্তির দ্বারা তাহার সাধক দিয়াছেন; সাধক দিবার জন্য আমাদিগের শাস্ত্রকার গণ যে কোন যুক্তি দিয়া থাকেন; কিন্তু যে যুক্তির দ্বারা গ্রন্থকার সাধক দেন তাহা যে গ্রন্থকারের মতে অশুভ্রমীয় এমন নহে।

জীমূতবাহন যে যে স্থলে কোন মত বিশেষ সম্বন্ধে এক যুক্তি প্রদর্শন করিয়া অল্প যুক্তি দিয়াছেন সেই সকল স্থানে টীকাকারগণ পূর্ব প্রদর্শিত যুক্তির দোষ দেখাইয়াছেন। বস্তুতঃ দায়ভাগের মতে কেবল উপকার হেতু ধন সম্বন্ধ হয় এমন বলা কোন মতে সংদত নহে। গুরুগোবিন্দ সাহা ম ১৮ লের মকদ্দমায় বিচারপতি ৩ দ্বারকা নাথ মিত্র এইরূপ অভি-  
প্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন যে দায়ভাগের মতে উপকার হেতু ধন সম্বন্ধ হয়; কিন্তু তাহার সেই অভিপ্রায় অপ্রয়োজন উক্তি মাত্র। জীমূত বাহন এবং তাহার টীকাকারগণ যখন স্পষ্ট বলিয়াছেন যে উপকার হেতু ধন সম্বন্ধ হয় এইমত সঙ্গত করি, হুঃসাধ্য, তখন বোধ হয় দায়ভাগের এই অংশ বিচারপতি গণের গোচর না করা হেতু তাঁহারা দায়ভাগের মতে উপকার হেতু ধন সম্বন্ধ হয় বলিয়াছিলেন। উপকার হেতু ধন সম্বন্ধ হয় ইহা স্বীকার না করিলেও বিচারপতি

দায়িকার নামে মিত্র উক্ত মকদ্দমায় যেরূপ নিষ্পত্তি করিয়া  
ছিলেন তাহা অজ্ঞাত বলিতে হইবে। সপিও শব্দের ব্যুৎ-  
পত্তির দ্বারা প্রতীতি পাত হয় যে যাহাদের সহিত পিওদান  
সংক্রম আছে তাহারা সপিও ; জীমুতবাহন যে বোধায়ন  
স্মৃতির দ্বারা স্বীয় মতের সাধক দিয়াছেন তদ্বারা দায়ভাগ  
প্রকরণে সপিওতা ত্রৈলোক্যিক প্রমাণ হইয়াছে ; সুতরাং  
দায়ভাগে সপিও শব্দের পারিভাষিক অর্থ কোন মতে  
গ্রহণ হইতে পারে না। পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ না  
করিলে শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুসারে যে অর্থ প্রতীতি হয়  
তাহা গ্রহণ করিতে হয়। যাহাদিগের সহিত পিওদান  
সংক্রম আছে তাহাদের একলকে সপিও বলিয়া স্বীকার  
করিলে “অনন্তরঃ সপিওদ্যন্তু তন্তু ধনং ভবেৎ” এই মনু  
স্মৃতি অনুসারে ভাতৃ দৌহিত্র পিতৃব্য দৌহিত্র প্রভৃতি  
সকলের অধিকার স্বীকার করিতে হয়।

The defini-  
tion of Sa-  
pinda is in  
no way  
connected  
with the  
theory of  
spiritual  
benefit ; it  
follows  
from the  
etymologi-  
cal meaning  
of the word  
and the text  
of Baudhy-  
ana.

গুরুগোবিন্দ সাহা মামলের মকদ্দমায় পুত্রদৌহিত্র পৌত্র-  
দৌহিত্র ভাতৃ দৌহিত্র পিতৃব্য দৌহিত্র প্রভৃতি অধিকারী  
বলিয়া স্বীকৃত হয় ; কিন্তু অধিকারি ক্রম মধ্যে কিরূপে উহা-  
দের অনুপ্রবেশ হইতে পারে তাহা উক্ত মকদ্দমায় বিচার্য  
না থাকায় অবশ্যারিত হয় নাই। পরে অপর মকদ্দমায়  
কলিকাতা হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে পুত্রের দৌহিত্র  
প্রভৃতি সপিও এবং অধিকারী বলিয়া গণ্য হইলেও যে  
সকল সপিও অধিকারী বলিয়া দায়ভাগে স্পষ্টরূপে উক্ত  
আছে তাহাদিগের মধ্যে কেহ বর্তমান থাকিতে পুত্র পৌত্র  
প্রভৃতির দৌহিত্রগণের অধিকার হইতে পারে না। (গোবিন্দ-  
প্রসাদ তালুকদার বঃ যুহেশ চন্দ্র শর্মা ঘটক ১৫ B. L. R.)

Govinda  
Prosad  
Talookdar  
v. Mohesh  
Chandra  
Sharma.

পরন্তু জীমুতবাহন যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া সপিও-  
গণের অধিকার ক্রম নিরূপণ করিয়াছেন তদনুসারে আত্ম

দৌহিত্রের পরে দ্বৈত দৌহিত্রের অধিকার হওয়া অথবা  
পিতৃ দৌহিত্রের পরে ভ্রাতৃদৌহিত্রের অধিকার হওয়া  
অসম্ভব বলা যায় না ।

দায়ভাগে দৌহিত্রের পরে পিতার অধিকার হয় বিধিত-  
আছে ; কিন্তু দৌহিত্র শব্দ যদি পুত্রদৌহিত্র এবং পৌত্র  
দৌহিত্র পর বলা যায় তাহা হইলে আত্ম দৌহিত্রের পরে পুত্র  
দৌহিত্রের তদভাবে পৌত্রের দৌহিত্রের অধিকার স্বীকার  
করা দায়ভাগের মতে বিকল্প বলা যায় না । জীমূত বাহন  
যেরূপ অধিকারি ক্রম প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্ট  
প্রতীয়মান হয় যে আত্ম বংশজ কোন পিতৃদাতা থাকিতে  
পিতা বা পিতৃ বংশের অধিকার হয়না ; এবং পিতৃ বংশজ  
সপিও থাকিতে পিতামহের এবং তত্বংশের অধিকার হয়  
না । কেবল উপকারের হানতাতিশয্য বিবেচনা করিয়া  
জীমূত বাহন অধিকারি ক্রম নির্ণয় করিয়াছেন এমত বলা  
যাইতে পারে না ; জীমূত বাহন সাংদৃতিক ত্রায় অবলম্বন  
করিয়া পিতামহের পূর্বে পিতৃ দৌহিত্রের এবং প্রপিতামহের  
পূর্বে পিতামহ দৌহিত্রের অধিকার স্বীকার করিয়াছেন ।  
সেই সাংদৃতিক ত্রায় অনুসারে ইহাও বলা যাইতে পারে যে  
আত্ম দৌহিত্রভাবে পুত্রদৌহিত্রের পৌত্রদৌহিত্রের তদ-  
ভাবে পিতার অধিকার হয় । ঐস্থলে কেহ ত্রমত বলিতে  
পারেন যে আত্মদৌহিত্রের অধিকার বচন মূলক ; সূত্রাং  
বচন অনুসারে পিতার পূর্বে আত্মদৌহিত্রের অধিকার হয় ।  
পুত্রাদির দৌহিত্রকে অধিকারী বলিয়া যদিও স্বীকার করা  
যায় ; কিন্তু ক্রমবদ্ধ সপিওগণের মধ্যে পুত্রাদির দৌহিত্রগণের  
অধিকার অনুপ্রবেশ করা যাইতে পারে না ; তবে প্রকান্ত  
সপিও কেহ না থাকিলে পুত্রাদির দৌহিত্র অধিকারী  
হইতে পারে । ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে পুত্র-

The gene-  
ral rule of  
Hindu Law  
is that in-  
heritance  
does not go  
upwards  
if there is  
any one  
in a nearer  
line. Jimuta  
has placed  
the father's  
daughter's  
son before  
the grand  
father  
Therefore  
by the prin-  
ciple of  
Sandristika  
the son's  
daughter's  
son may be  
placed be-  
fore father.

দিয় দৌহিত্রগণের অধিকার বোধক কোন বাচনিক প্রমাণ নাই ; কিন্তু যাহার অধিকারসম্বন্ধে স্পষ্ট বাচনিক প্রমাণ নাই তাহাকে প্রকাস্ত অধিকারিগণের মধ্যে অনুপ্রবেশ করা যায় না। এমত নহে । পিতৃদৌহিত্রের অধিকার বোধক বাচনিক প্রমাণ নাই ; তথাপি জীমূতবাহন সাংদৃষ্টিক হ্রায় অবলম্বন করিয়া পিতামহের পূর্বে পিতৃদৌহিত্রের অধিকার স্বীকার করিয়াছেন । আত্মবংশজ সপিণ্ড থাকিতে পিতৃ-বংশজের অধিকার হওয়া দায়ভাগের প্রদর্শিত প্রণালী সম্মত নহে ; পুত্রের দৌহিত্র এবং পৌত্রের দৌহিত্রের অধিকার স্বীকার করিলে আত্মদৌহিত্রের পরে এবং পিতার পূর্বে উহাদিগকে অনুপ্রবেশ করা ভিন্ন তাহাদের অধিকার ক্রম অথবা কোন প্রকারে নিরূপিত করা সুসাধ্য বোধ হয় না ।

“দৌহিত্রোপি হুমুত্রৈনং সম্ভারয়তি পৌত্রবৎ”

এই মনুচন অনুসারে এমত বলা যাইতে পারে যে দৌহিত্র কেবল আত্ম মাতামহকে সম্ভারণ করে ; সুতরাং কেবল আত্ম দৌহিত্র এবং পিতৃ পিতামহাদি উদ্ধৃতন সম্ভার্য তিন পুরুষের সম্ভারক দৌহিত্র অধিকারী হইতে পারে ; তন্নিম্ন পুত্রাদির দৌহিত্রগণের অধিকার স্বীকার করা যায় না ।

Further  
discussion

পরন্তু প্রমাতামহাদি মৃতধনীর সম্ভার্য নহে ; তথাপি প্রমাতামহদৌহিত্রের অধিকার স্বীকৃত আছে । বস্তুতঃ পুত্রাদির দৌহিত্রগণ অধিকারী হইতে পারে কি না তৎসম্বন্ধে আর এক্ষণে কোন তর্ক নাই । এক্ষণে কেবল এই মাত্র বিবেচ্য যে পুত্রাদির দৌহিত্র কাহার পূর্বে বা কাহার পরে অধিকারী হয় । আত্মদৌহিত্র সম্ভারণ করে বলিয়া পুত্রাদির দৌহিত্রগণের পূর্বে অধিকার লাভ করে এমত বলা যাইতে পারে ; কিন্তু পুত্রাদির দৌহিত্র আত্মবংশজ সপিণ্ড ; সুতরাং

সাংস্কৃতিক আয় অনুসারে পুত্রাদির দৌহিত্র বর্তমান থাকিতে মৃতধনীর সম্পত্তি উদ্ধৃত হইতে পারে না। পরন্তু কলিকাতা হাইকোর্ট বেরুপ নিষ্পত্তি করিয়াছেন ; তদনুসারে মগোত্র সপিও কেহ বর্তমান থাকিতে পুত্রাদির দৌহিত্রগণের একগণে অধিকার হয় না ( 15 B. L. R. ) ।

## দ্বাদশ অধ্যায় ।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

দায়ভাগের মতে নিম্ন লিখিত ক্রম অনুসারে দায়ধিকার হয় ।

১। পুত্র তদভাবে পৌত্র তদভাবে প্রপৌত্র ।

কোন পুত্র পিতার জীবন কালে লোকান্তর হইলে তাহার পুত্রগণ আপনাদিগের মৃত পিতার অংশ পায় ; যদি মূলধনীর মৃত্যুর সময় এক পুত্র বর্তমান থাকে এবং আর এক পুত্রের দুই পুত্র থাকে তাহা হইলে “ভেতাংশঃ স্তৃপিত্রাভু পিতৃবা ভ্রাতৃ বাসুতাৎ” এই শাস্ত্র অনুসারে মৃতধনীর মৃত্যুকালীন বর্তমান পুত্র অর্দ্ধাংশ এবং পৌত্র দ্বয় অর্দ্ধাংশ পায় ।

মূলধনীর মৃত্যুকালে এক মৃত পুত্রের দুই পুত্র আর এক মৃত পুত্রের যদি তিন পৌত্র বর্তমান থাকে তাহা হইলে পৌত্রদ্বয় অর্দ্ধাংশ এবং প্রপৌত্র তিন জনে অপর অর্দ্ধ প্রাপ্ত হয় । মূলধনীর মৃত্যুকালে যে পুত্র জীবিত থাকে তাহার পুত্র বা পৌত্র গণের অধিকার হয় না । মূলধনীর

মৃত্যুর সময় মৃত পিতৃক পৌত্র থাকিলে পৌত্র অধিকারী হয় ; কিন্তু পৌত্র জীবিত থাকিতে সেই পৌত্রের পুত্রের অধিকার হয় না ।

আমাদিগের শাস্ত্রানুসারে পুত্র দ্বাদশ প্রকার ; কিন্তু অধুনা ঔরস এবং দত্তক ব্যতীত অল্প কোন প্রকার পুত্রের পুত্রত্ব শাস্ত্র কার্যগণ স্বীকার করেন না । ঔরস পুত্র বর্তমান থাকিতে শাস্ত্রানুসারে দত্তক গ্রহণ হইতে পারে না ; দত্তক গ্রহণের পরে ঔরস পুত্র জন্মাইলে ।

“উৎপন্নোহৌরসে পুত্রে তৃতীয়াংশহরাঃ স্মৃতাঃ ।

সবর্ণা অসবর্ণাস্থু গোমাজ্ছাদন ভাগিনঃ ॥

এই কাত্যায়ন স্মৃতি অনুসারে দত্তক পুত্র দায়ভাগের মতে তৃতীয়াংশ পায় ; অর্থাৎ এক দত্তক এবং এক ঔরস পুত্র থাকিলে দত্তক পুত্র সমস্ত সম্পত্তির তৃতীয়াংশ পায় ; এবং ঔরস পুত্র দুই অংশ পায় । এক দত্তক এবং দুই ঔরস থাকিলে দত্তক পুত্র সম্পত্তির পঞ্চমাংশ পায় ।

২ । ঔরস অথবা দত্তক পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র না থাকিলে দায়ভাগের মতে সৰ্ব্ব প্রকার ধনে পত্নীর অধিকার হয় । পত্নীর অধিকার সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত রূপে লিখিত হইবে । এখানে এইমাত্র বক্তব্য যে বহু পত্নী থাকিলে নকলের তুল্যাধিকার হয় ; এবং পত্নী বা পত্নীগণের অধিকার হইলে তাহাদিগের মৃত্যুর সময়ে, স্বামীর যে নিকট উত্তরাধিকারী থাকে সেই অধিকারী হয় । পতির সম্পত্তিতে পত্নীর অধিকার হইলেও

“অপুত্রা শয়নভর্তৃঃ পালয়ন্তী ব্রতে স্থিতা ।

ভূজীতা মরণাং কান্তা দায়াদা উৰ্দ্ধমাগ্নুযুঃ ॥”

“তৃতীয়াংশপতি দায়স্ত উপভোগ কৰঃ স্মৃতঃ ।

নাপহারং ত্রিঃ কুরূঃ পতিদায়ং কথঞ্চন ॥”



ইত্যাদি শাস্ত্র অনুসারে পতির সম্পত্তি পত্নী উপভোগ করিতে পারে মাত্র; পতির সম্পত্তি বিশেষ আবশ্যক ব্যতীত দান আধমন বা বিক্রয় করিতে পারে না।

৩। পত্নী জ্ঞা থাকিলে অপুত্রক ধনে অদত্তা কৃত্যাদি অধিকার হয়।

‘অপুত্রস্ত মৃতস্ত কুমারী ঋক্থং গৃহীরাং তদভাবেচোঢ়া’

৪। তদভাবে পুত্রবতী এবং সন্ত্যবিত পুত্রার অধিকার হয় “পুত্রাভাশ্চেচ হুহিডা তুল্য সন্তান দর্শনাং” এই নারদ বচনে সন্তান দর্শনরূপ হেতু প্রযুক্ত হুহিতার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে; সুতরাং যে হুহিতার দ্বারা সন্তান দর্শন সম্ভব না থাকে দায়ভাগ মতে তাহার অধিকার হয় না।

“সদৃশী সনৃশেনোঢ়া ভর্তৃশুশ্রবণে রতা।

কৃতাকৃত্য বা ঋপুর্জ্ঞস্ত পিতৃধর্মহরী তু সা ॥

‘এই স্বহম্পতি বচনে ভর্তৃশুশ্রবণে রতা’ এই বিশেষণ থাকায় জীযুতবাহন বলেন যে বিধবা অধিকারিণী হইতে পারে না। তবে পুত্রবতী বিধবা অধিকারিণী হইতে পারে। “স্রীধনং হুহিতৃনাম প্রত্নানাম প্রতিষ্ঠিতানাঞ্চ” এই বচন অনুসারে বিজ্ঞানেশ্বরের মতে পুংধনেও প্রথমতঃ অদত্তা কৃত্য তৎপরে অপ্রতিষ্ঠিতা তৎপরে প্রতিষ্ঠিতা কৃত্যার অধিকার হয়; বিজ্ঞানেশ্বরের মতে অপ্রতিষ্ঠিতা শব্দে অনপত্য এবং নিধন বুঝায়। পুংধনাধিকার সম্বন্ধে উক্ত গোতম বচন প্রয়োগ হয় জীযুতবাহন এমত বলেন নাই; স্রীধনাধিকার সম্বন্ধে উক্ত বচনে অপ্রতিষ্ঠিত শব্দে বাগুদত্তা অবিবাহিতা বুঝায় দায়ভাগকার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দায়ভাগ (৪ অ ২ প ২২-২৩)

হুহিতার অধিকার হইলে যেরূপ স্বহ হয় তাহা পরে আলোচিত হইবে

৫। পুত্রবতী সত্তাবিত পুত্রা হুহিতার অভাবে দৌহিত্র  
অধিকারী হয়।

দৌহিত্রগণ সকলে তুল্যাংশে অধিকারী হয়; এক  
হুহিতার যদি একমাত্র পুত্র থাকে; আর এক হুহিতার গর্ভ-  
জাত যদি দুই পুত্র থাকে তাহা হইলে দৌহিত্রগণ প্রত্যেকে  
মাতামহ সম্পত্তির তৃতীয়াংশ পায়। মৃতপিতৃক পৌত্রগণ  
অথ পিতৃ তুল্যাংশে “নভেতাংশং অপিত্রাস্তু পিতৃ-  
ব্যাক্ত্যবাসুতাং” এই বচন অনুসারে অধিকারী হয়; কিন্তু  
দৌহিত্রগণের অধিকার সম্বন্ধে তাদৃশ কোন শাস্ত্র নাই;  
সকল দৌহিত্র অধিকারী হয় এই মাত্র শাস্ত্র আছে; স্মরণ্য  
সকলে তুল্যাধিকারী হয়।

৫০। আত্ম দৌহিত্রাভাবে কাহার কাহার মতে পুত্র  
দৌহিত্রের তদভাবে পৌত্রেরদৌহিত্রের অধিকার হওয়া  
উচিত; কিন্তু কলিকাতা হাইকোর্ট যেরূপ নিষ্পত্তি করি-  
য়াছেন তাহাতে সগোত্র সপিণ্ড থাকিতে পুত্রাদির দৌহিত্র-  
গণের অধিকার হইতে পারে না (15 B. L. R.; 9 I. L. R.)

৬। দৌহিত্রাভাবে পিতার অধিকার হয়।

৭। তদভাবে মাতার ... ..

৮। তদভাবে সংস্কৃত অথবা অবিভক্ত সোদর ভ্রাতার।

৯। তদভাবে সংস্কৃতী অথবা অবিভক্ত অনেসোদর এক  
অসংস্কৃতী সোদরের যুগপৎ অধিকার।

১০। তদভাবে অসংস্কৃতী অনেসোদর।

সংস্কৃতিমন্ত সংস্কৃতী সোদরস্তু সোদরঃ।

দত্তাচ্চাপহরদংশং জাত ৮ মৃত ৮

অন্তোদরব্যস্ত সংস্কৃতী নান্তোদর্যো ধনং হরেৎ।

অসংস্কৃত্যপি চাদিত্যং সংস্কৃতী নাভ্রমাতৃজঃ॥

যাজ্ঞবলক্যঃ।

দায়ভাগের মতে সোদরের ধন সোদর পায় ; এবং কেবল সোদর বা অসোদরের মধ্যে যে সংস্কৃত ভাষার অধিকার অগ্রগণ্য । “অনোদর্যন্ত সংস্কৃতি” এই বচন অনুসারে অসংস্কৃতি সোদর এবং সংস্কৃতি অসোদরের তুল্য অধিকার হয় ।

দায়ভাগকার একাদশ ভাষ্যের পঞ্চম পরিচ্ছেদে ।

“একোদরে জীবতি তু সাপত্তো ন ভেদনং ।

স্থাবরে ইন্ধ্যোবমেব স্থাং তদভাবে ভেদোবা ॥”

এবং “অবিভক্তং স্থাবরং যৎ সর্বেষামেব তদ্ববেং ।

বিভক্তং স্থাবরং গ্রাহং নাহোদর্শৈঃ কথঞ্চন ॥”

এই দুই বচন মীমাংসা করিয়া বলিয়াছেন যে অবিভক্ত স্থাবরে সোদরাসোদরের তুল্য অধিকার হয় ।

পূর্বে কতকগুলি মকদ্দমায় হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিয়া ছিলেন যে অবিভক্ত সোদর অসোদরের তুল্য অধিকার হয় ( ত্রিলোক চন্দ্র বঃ রামলক্ষ্মী 2 W. R. 41 ; কৈলাশচন্দ্র বঃ গুণচরণ 3 W. R. 43 সিদ্ধান্তরায়ণ বঃ রামনিধি 9 W. R. 87 ) পরন্তু এক্ষণে হাইকোর্টের বিচারপতিগণের পূর্ণাধিবেশনে অবধারিত হইয়াছে যে কেবল অবিভক্ত অসোদর এবং বিভক্ত সোদরের তুল্যাধিকার হয় ; নতুবা সোদর বা অসোদর সকলে অবিভক্ত থাকিলে যুগপৎ অধিকার হয় না । ( রাজকিশোর বঃ গোবিন্দ চন্দ্র 1 Cal 27. )

১১। সোদরাসোদর সংস্কৃতসংস্কৃত কোন ভ্রাতা না থাকিলে সংস্কৃত সোদর ভ্রাতৃপুত্রের অধিকার হয় । ভ্রাতৃপুত্রের অধিকার হইলে সকলের তুল্য স্বত্ব হয়, অর্থাৎ এক মৃত ভ্রাতার দুই পুত্র আর এক মৃত ভ্রাতার তিন পুত্র থাকিলে মৃতধনীর সম্পত্তি পঁচ অংশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভ্রাতৃপুত্র এক এক অংশ পায় ; কিন্তু ভাগ কখন হয় না ।

(ব্রজমোহন চাকুর বঃ গোঁরী প্রসাদ 15 W. R. 70 ;  
 গুপ্তচরণ বঃ কৈলাশ 6 W. R. 93. ব্রজকিশোর বঃ ত্রিনাথ  
 বসু 9 W. R. 463. )

১২। তদভাবে সংস্কৃত অসোদর ভ্রাতৃপুত্র এবং অসংস্কৃত  
 সোদর পুত্রের যুগপৎ অধিকার হয় ।

১৩। তদভাবে অসংস্কৃত অসোদর ভ্রাতৃপুত্র ।

১৪। তদভাবে সংস্কৃত সোদর পৌত্র ।

১৫। তদভাবে অসংস্কৃত সোদর পৌত্র এবং সংস্কৃত  
 অসোদর পৌত্রের যুগপৎ অধিকার ।

১৬। তদভাবে অসংস্কৃত অসোদর পৌত্র ।

১৭। তদভাবে পিতৃ দৌহিত্র ।

১৮। তদভাবে পিতামহ, তদভাবে পিতামহী, তদ-  
 ভাবে পিতামহবংশজাত সপিণ্ডগণের উক্ত ক্রমানুসারে  
 অধিকার হয় ।

১৯। পিতামহ দৌহিত্র পর্যাভাবাবে প্রপিতামহ তদ-  
 ভাবে প্রপিতামহী তদভাবে প্রপিতামহবংশজাত সপিণ্ড-  
 গণের উক্ত ক্রম অনুসারে অধিকার হয় ।

২০। গোত্রজ সপিণ্ডভাবে মাতামহের অধিকার হয় ।

২১। তদভাবে মাতুল, মাতুল পুত্র, মাতুল পৌত্র এবং  
 • মাতামহ দৌহিত্রের বথাক্রমে অধিকার হয় ।

২২। মাতামহ দৌহিত্র পর্যাভাবাবে প্রমাতামহের অধি-  
 কার হয় ।

২৩। তদভাবে প্রমাতামহ উৎপুত্র, পৌত্র,  
 দৌহিত্রের বথাক্রমে অধিকার হয় ।

২৪। তদভাবে বহু প্রমাতামহ ।

২৫। তদভাবে তৎসমস্ত দৌহিত্র পর্যাভাব বথাক্রমে  
 অধিকারী হয় ।

২৬। তদভাবে সুকূলা অর্থাৎ প্রপৌত্র পুত্রাবধি অধস্তন তিন পুরুষ এবং পিতা পিতামহ প্রপিতামহ প্রভৃতি উদ্ধৃতন তিন পুরুষের প্রপৌত্রপুত্রাবধি অধস্তন তিন পুরুষ এবং স্বক পিতামহ প্রভৃতি উদ্ধৃতন তিন পুরুষের সপ্তম পর্য্যন্ত সন্তান বথাক্রমে অধিকারী হয়।

২৭। তদভাবে সমানোদক

২৮। আচার্য।

২৯। শিষ্য।

৩০। সত্রক্ষচারী।

The main points of difference between Dava bhaga and Mitakshara are as to the course of inheritance.

যদিও দায়ভাগ এং মিতাক্ষরার মত সকল বিষয়ে প্রায় সমতন্ত্র কিন্তু প্রপিতামহ সন্তান পর্য্যন্ত অধিকার ক্রম প্রায় উভয় মতে তুল্য। মিতাক্ষরা মতে পিতার পূর্বে মাতার অধিকার হয় ; দায়ভাগ মতে মাতার পূর্বে পিতার অধিকার হয়। মিতাক্ষরা মতে সগোত্র থাকিতে পিতৃ দৌহিত্র প্রভৃতির অধিকার হয় না ; দায়ভাগের মতে পিতা পিতামহাদির দৌহিত্রগণ নিকট উত্তরাধিকারী। এতদ্ভিন্ন প্রপিতামহ সন্তান পর্য্যন্ত মিতাক্ষরা এবং দায়ভাগের অধিকার ক্রম প্রায় তুল্য। প্রপিতামহ দৌহিত্র পর্য্যন্তভাবে দায়ভাগের মতে মাতামহ মাতুলাদির অধিকার হয় ; কিন্তু মিতাক্ষরামতে সমানোদক পর্য্যন্ত থাকিতে ভিন্ন গোত্র সপিণ্ডের অধিকার হয় না।

যাজ্ঞবল্ক্য বচন অনুসারে ভ্রাতৃস্বতের পরে গোত্রভ্রজের অধিকার হয় ; বিজ্ঞানেশ্বর বলেন যে গোত্রভ্রজ শব্দে কেবল সগোত্র বুঝায় ; দায়ভাগের মতে গোত্রভ্রজ শব্দে স্বগোত্রভ্রজ দুহিতার সন্তান পর্য্যন্ত বুঝায়। মিতাক্ষরামতে পিতৃ দৌহিত্র প্রপিতামহ দৌহিত্র প্রভৃতি ভিন্ন গোত্র সপিণ্ড, এবং সগোত্র কেহ বর্তমান থাকিতে ভিন্ন গোত্র সপিণ্ডের অধিকার

মিতাক্ষরামতে হইতে পারে না । দায়ভাগকার বলেন যে বিশেষ বচন অনুসারে যেমন পিতার পূর্বে আত্মদৌহিত্রের অধিকার হয় সেইরূপ সাংস্কৃতিক ভ্রাতৃ অনুসারে পিতামহের পূর্বে পিতৃ দৌহিত্রের অধিকার হয় । ভিন্নগোত্র সপিণ্ডগণের মধ্যে কেবল পিতৃ দৌহিত্রাদিকে জীযুত বাহন সগোত্র সপিণ্ডগণের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করিয়াছেন ; মাতামহাদি ভিন্ন গোত্র সপিণ্ডের অধিকার দায়ভাগের মতে অগোত্র সপিণ্ডের পরে হয় ।

জীযুতবাহনের মতে দৌহিত্রের পুত্র অথবা দৌহিত্রীর পুত্রকে অধিকারী হইবে না । পণ্ডিত বর সর্বাধিকারী বলেন যে দৌহিত্রের পুত্রাদি অধিকারী না হওয়া নিতান্ত অগ্রায়া ; তাঁহার মতে দৌহিত্রের পুত্রাদিকে সমানোদক বলিয়া অধিকারী শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে । মিতাক্ষরাকার সপিণ্ডের যেসকল লক্ষণ করিয়াছেন তদনুসারে দৌহিত্রের পুত্র প্রভৃতি সপিণ্ড বলিয়া গণ্য হইতে পারে ; কিন্তু দায়ভাগের মতে দৌহিত্রের পুত্র বা দৌহিত্রীর পুত্রকে সপিণ্ড বলা যায় না । বিশেষ বচন থাকিলে দৌহিত্রের পুত্র প্রভৃতির অধিকার স্বীকার করা যাইতে পারে ; কিন্তু বিশেষ বচন কোথাও লক্ষিত হয় না ।

• “দৌহিত্রোপি জমুত্রৈনং সন্তারয়তি পৌত্রবৎ ।”

ইত্যাদি বচনে দৌহিত্রকে পৌত্রবৎ বলা হইয়াছে ; সুতরাং এমত বলা যাইতে পারে যে দৌহিত্রের পুত্র প্রপৌত্রবৎ গণ্য হওয়া উচিত । কিন্তু দৌহিত্র পিতৃদানাধিকারী ; সুতরাং দৌহিত্র সন্তারণ করে এমত বলা যাইতে পারে । যদিও এমত স্বীকার করা যায় যে দৌহিত্রের সন্তারণকত্ব বাচনিক ; কোন যুক্তি মূলক নহে ; তথাপি এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে অতিদেশের অতিদেশ হয়

৷। দৌহিত্রের পুত্রের অধিকার স্বীকার করিলেও অধিকারি ক্রম মধ্যে অনুপ্রবেশ করাইবার কোন বিনিগমন পাওয়া যায় না ।

মৃত ধনীর স্তম্ভস্বীর সঙ্কুল্য সমানোদকভাবে আচার্য্য শিষ্য সহাধ্যায়ী ঋত্বিক প্রভৃতি অধিকারী হয় । কিন্তু আচার্য্য শিষ্য প্রভৃতির অধিকার সৰ্ব্বদে কোন নজির এ পর্য্যন্ত হয় নাই । আচার্য্য অধিকারী হইতে পারে স্বীকার করিলেও আধুনিক তাত্ত্বিক গুরু অধিকারী হইতে পারে এমত বোধ হয় না । আচার্য্য শব্দে ব্রাহ্মদাতা বেদাধ্যাপক ব্যতীত অন্য কাহাকেও বুঝাইতে পারে না ।

“উপনীত দদেদমাচার্য্যঃ স উদাহৃতঃ” ।

Definition  
of Acharjya

ব্রাহ্মণের সম্পত্তি শাস্ত্রানুসারে রাজা লইতে পারেন না ; প্রিবিকোল্ল অবধারণ করিয়াছেন যে আচার্য্য শিষ্য সত্রাজারী কেহ না থাকিলে ব্রাহ্মণ ধন কোন বেদপারগ ধার্মিক ব্রাহ্মণকে দিবার বিধান শাস্ত্রে থাকিলে ও কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির সেই সম্পত্তিতে স্বত্ব হয় না । সম্পত্তি অস্বামিক অবস্থায় থাকিতে পারে না ; সুতরাং ব্রাহ্মচারী পর্য্যন্ত কোন উত্তরাধিকারী না থাকিলে অস্বামিক ধন বলিয়া রাজা মৃত ব্রাহ্মণ ধন লইতে পারেন । রাজা লইয়া পরে সেই সম্পত্তিকে কোন ব্রাহ্মণকে আইন অনুসারে দিতে বাধ্য কি না প্রিবিকোল্ল তাহা নিষ্পত্তি করেন নাই ( Collector of Masulipatam.v. Naran pa 8 M. I. A. 500 )

ব্রাহ্মচারী যতি বানপ্রস্থের সম্পত্তিতে আচার্য্য শিষ্য এবং একতীর্থীর যথাক্রমে অধিকার হয় ; অর্থাৎ ব্রাহ্মচারীর ধনে আচার্য্যের অধিকার হয় ; যতির ধনে শিষ্যের অধিকার হয় ; আর বান প্রস্থের ধনে তীর্থী ভ্রাতার অধিকার হয় । সংসার পরিত্যাগ করিয়া আশ্রমাস্তর অবলম্বন করিলে সেই

সময়ে পুত্রাদির অধিকার হয় বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া যদি কোন ব্যক্তি সংসারের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট থাকে তাহা হইলে তাহার মৃত্যুর পূর্বে পুত্রাদির অধিকার হয় না । (কুদিরাম বঃ কল্লিগী 15 W. R. 197; জগন্নাথ বঃ বিজ্ঞানন্দ 1 B. L. R. 114 ; চুঃখীরাম বঃ লক্ষণ 4 Cal 954 )

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য তিন জাতির দত্তক এবং ঔরস ভিন্ন অগ্র পুত্রের অধিকার হয় না । ক্ষেত্রজাদি পুত্রের পুত্রত্ব শাস্ত্রকারগণ বর্তমান যুগে স্বীকার করেন না । বর্তমান যুগে অসবর্ণা বিবাহ নিষিদ্ধ ; সুতরাং অসবর্ণা স্ত্রীর গর্ভ-জাত পুত্র অধিকারী হইতে পারে না ।

নিম্ন লিখিত মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য বচনদ্বয়ানুসারে শূদ্র গণের দাসী পুত্র, জন্মদাতা পিতার জীবন কালে বিভাগ হইলে, পিতার সম্মতি মতে ঔরস পুত্রের তুল্যাংশ প্রাপ্ত হয় ; জন্মদাতা পিতার মৃত্যুর পরে বিভাগ হইলে শূদ্র গণের দাসী পুত্র ঔরস পুত্রের অর্দ্ধাংশ পায় :

Illegitimate  
sons of  
Sudras.

দাস্যাস্তা দাসদাস্যাস্তা যঃ শূদ্রস্য স্মৃতোভবেৎ ।

সেঃশূদ্রাতেঃ হরেদংশ মিতিধর্মো ব্যবস্থিতঃ ॥ \*মনুঃ ।

জাতোপি দাস্যাং শূদ্রেণ কামতোহংশহরোভবেৎ ।

অজাতুকো হরেৎ সর্বং হুহিতৃণাং স্মৃতাদৃতে ॥

যাজ্ঞবল্ক্যঃ ।

উক্ত বচনদ্বয় অবলম্বন করিয়া জীমূতবাহন বলিয়াছেন যে “শূদ্রস্য পুত্র পরিণীতা দাস্যাংদি শূদ্রাপুত্র পিতুরনুমত্যা পুত্রান্তর তুল্যাংশ হয়ঃ ।” কোলিক্রক সাহেব এই অংশের যেরূপ অনুবাদ করিয়াছেন তাহাতে শূদ্রের দাসীপুত্র অথবা অগ্রকোন অপরিণীতা গৃহজাত পুত্র অধিকারী হইতে পারে । মনু বচন এবং যাজ্ঞবল্ক্য বচনে দাসী এবং দাস দাসী এই দুই শব্দ আছে ; জীমূতবাহন দাসী শব্দের কোন বাখ্যা



করেন নাই ; কেবল অপরিণীত। এই বিশেষণ যোগ করিয়া দিয়াছেন ; এবং পরে জাদিশব্দ ব্যাখ্যার করিয়াছেন । আদি শব্দের দ্বারা যদি কেবল দাসদাসী পাওয়া যায় এবং দাসী শব্দে যদি অবকদ্ধাদি না বুঝায় তাহা হইলে কোল-ত্রক সাহেবের অনুবাদ দ্বারা মূলের ঠিক অর্থ প্রকাশ হয় নাই বলিতে হইবে । শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার দাসদাসী শব্দের দাসের অপরিণীত। রক্ষিত। এইরূপ অর্থ করিয়াছেন ; সুতরাং তাঁহার মতে দাসী শব্দে যে কোন অপরিণীত। রক্ষিতাকে বুঝায় । শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের ব্যাখ্যা স্বীকার করিলে দাসী শব্দে ইংরাজিতে যাহাকে (Slave) বলে কেবল তাহাকে বুঝায় এমত নহে পরন্তু কলিকাতা হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে কোলত্রক সাহেবের অনুবাদ ঠিক নহে ; ইংরাজিতে যাহাকে (Slave) বলে কেবল সেইরূপ অপরিণীত। দাসী পুত্র শূদ্রগণের সম্পত্তির অধিকারী হয় । কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় রমেশচন্দ্র মিত্র দাসী শব্দের যে রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তদনুসারে অধুনা শূদ্রদিগের মধ্যে ওরস ভিন্ন জারজ পুত্র অধিকারী হইতে পারে না । ১৮৪৩ সালের ৫ আইন অনুসারে কেহ দাস বা দাসীভাবাপন্ন অধুনা হইতে পারেনা ; সুতরাং হাইকোর্টের নিষ্পত্তি অনুসারে দাসী পুত্র বিষয়াধিকারী হওয়া এক্ষণে অসম্ভব । এতদ্দেশে উচ্চত্রেণীর শূদ্রগণের মধ্যে অবকদ্ধার পুত্র সম্পত্তি পাওয়া রীতি নাই ; বিচারপতি রমেশচন্দ্র মিত্র দায়ভাগের যে রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা স্বীকারদিগের সম্মত না হইলেও দেশাচার সম্মত ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে (নারায়ণ শাফা বঃ রাখাল গায়ের 1 Cal. 1 )

বোম্বাই এবং মাদ্রাজ হাইকোর্টের নিষ্পত্তি অনুসারে

যে কোন অবস্থায় পুত্র শূদ্র দিগৈর মধ্যে বিবরাধিকারী হয় ।  
(রাহি বঃ গোবিন্দ 1 Bomb. L. R. 97 ; পাণ্ডিরা বঃ  
পলি ভেলবর 1 Mad. H. C. 478 )

আলাহাবাদ হাইকোর্ট, বোম্বাই মাদ্রাজ হাইকোর্টের  
নিষ্পত্তি অনুমোদন করিয়াছেন (সরস্বতী বঃ মনু 2 All. 134)

দায়ভাগের মতে শূদ্রের যদি ঔরস পুত্র না থাকে  
কিন্তু পরিণীতা স্ত্রীর গর্ভজাত হুহিতার পুত্র থাকে তাহা  
হইলে দাসী পুত্র এবং সেই দৌহিত্রপুত্রের তুল্য অধিকার  
হয় । মিতাক্ষরা মতে পরিণীতা স্ত্রীর গর্ভজাত হুহিতা  
থাকিলে সেই হুহিতাগণ তুল্য অংশ পায় ; দায়ভাগে  
হুহিতার তুল্য অধিকার হয় কিনা তাহার কোন প্রসঙ্গ নাই ।  
দত্তকচন্দ্রিকার মতে পত্নী হুহিতা দৌহিত্র যে কোন অধি-  
কারী থাকে তাহার সহিত দাসী পুত্রের সম বিভাগ হয় ।  
(চন্দ্রিকা ৫ অ ৩০ প) ।

বোম্বে হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে মৃত ধনীর  
পত্নী থাকিলেও দাসী পুত্র এবং হুহিতা দৌহিত্রপুত্র বিবরা-  
ধিকারী হয় ; পত্নী বর্তন মাত্র পায় ।

## ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

পত্ন্যধিকার ।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে মিতাক্ষরা মতে কেবল বিভক্ত  
মৃত্যুদান পুত্রক লোকান্তর হইলে তাহার সম্পত্তিতে পত্নীর

অধিকার হয়। দায়ভাগ মতে বিভক্ত বা অবিভক্ত অবস্থায় অথবা লোকান্তর হইলে পত্নী থাকিতে দায়ভাগ গণের অধিকার হয় ন। পত্ন্যধিকার সম্বন্ধে যে সকল বচন আছে তৎসমুদয় পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে আদৌ পত্নীর অধিকার শাস্ত্র বা দেশাচার সম্মত ছিল না। রহস্যমতি বলিয়াছেন •

Brihaspati's text in support of widow's right

‘অম্মায়ে স্মৃতি তদ্ব্যুৎ লোকাচরে চ স্মৃতিভিঃ ।

শরীরাক্ষং স্মৃতাজ্জায়া পুণ্যাপুণ্য ফলে সমা ॥ •

যস্য নোপরতা ভাৰ্য্যা দেহাক্ষং তস্য জীবতি ।

জীবত্যাক্ষং শরীরেৰ্থং কথমন্তঃ সমাপ্নুয়াৎ ।

সকুলো বিদ্যমানৈশ্চ পিতৃমাতৃ সনাভিভিঃ ।

অনুতস্য প্রমীতস্য পত্নী উদ্ভাগা হারিণী ॥

পূৰ্ব্বং প্রণীতানিহোত্রং মৃত্যে তত্বরি তন্ননং ।

বিন্দেং পতিব্রত সাক্ষী ধৰ্ম্ম এব সনাতনঃ ॥

তৎ সপিণ্ডা বাক্করাণ্য যে তস্যাঃ পরিপশ্বিনঃ ।

হিংস্রা ধনানি তাযাজ্জা কোর দদে ন শাসয়েৎ ॥

রহস্যমতি যেরূপে পত্নীর অধিকার সমর্থন করিয়াছেন

তাছাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে তাহার সময় পত্ন্যধিকার সর্বগতি সম্মত ছিল না। তৎকালে পত্ন্যধিকার স্ববৃত্তবাদি সম্মত হইলে এইরূপ নান। সুক্তিদ্বারা পত্ন্যধিকার সপ্রমাণ করিবার আবশ্যকত ছিল না। পত্ন্যধিকার সম্বন্ধে যে সমস্ত বিকল্প স্মৃতি বচন ছিল তাহা খণ্ডন করিবার নিমিত্ত রহস্যমতি নান। সুক্তিদ্বারা পত্ন্যধিকার সপ্রমাণ করিয়াছেন। কামদেবসহকারে যখন সকল স্মৃতি তুল্য প্রামাণিক বসিয়া গণ্য হইতে আরম্ভ হয়, তখন মীমাংসকগণ এই সম্বন্ধে বিকল্প বচন সমূহ নানা প্রকারে সমাধিকার করিবার চেষ্টা করেন। কীর্ত্তিচাৰ্যের মতে মৃতধনীর অধিক সম্পত্তি থাকিলে পত্নী

The very fact that Brihaspati has urged so many grounds shews that the widow's right to inheritance was far from being undisputed then

বর্তন মাত্র পায় ; অঙ্গ সম্পত্তি থাকিলে পত্নী সমগ্র সম্পত্তি Sprikan.  
 ত্তির অধিকারিণী হয়। ভোজদেবের মতে পত্নী নিয়ো-  
 গাধিণী হইলে সম্পত্তির অধিকারিণী হয় ; নতুবা বর্তন মাত্র Bhojadev  
 পায়ণ বিজ্ঞানেশ্বর পত্নীস্বত্বাধিকার সম্বন্ধে বিরুদ্ধ স্মৃতি  
 বচন সমুহ এইরূপে সমাধান করেন যে কেবল বিভক্ত দায়াদ and  
 অখুল্লক লোকান্তর হইলে পত্নী প্রহিতা প্রভৃতির অধিকার  
 হয়। বিজ্ঞানেশ্বরের পুঙ্খ পত্নীর অধিকার কোন গ্রহ  
 কার সংস্থাপন করিতে সক্ষম হইরাছিলেন এমত বোধ হয় না।  
 বিজ্ঞানেশ্বর বিভক্ত দায়াদের সম্পত্তিতে পত্নীর অধিকার  
 প্রতিপাদন করায় তাহার মৃত সর্বত্র আদৃত হইরা ছিল।  
 অবিভক্ত দায়াদ অখুল্লক লোকান্তর হইলে ও তাহার সম্পত্তি  
 দায়াদ গণের হস্তে থাকে ; সুতরাং অবিভক্ত মৃত দায়াদের  
 স্বত্বে পত্নীর অধিকার স্বীকার করিলেও সেই সম্পত্তিতে  
 অধিকার লাভ করা পত্নীর পক্ষে সহজ নহে। পক্ষান্তরে  
 বিভক্ত দায়াদ অখুল্লক লোকান্তর হইলে তাহার সম্পত্তি  
 পত্নীর হস্তগত হয় ; সুতরাং দায়াদ গণ পত্নীকে অধিকার  
 চ্যুত করিয়া সেই সম্পত্তি সহজে পাইতে পারে না। বিজ্ঞানেশ্বর  
 যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহাতে বিবাদের কোন  
 কারণ থাকাসম্ভব ছিল না ; এবং তাহার মত সর্বত্র আদৃত  
 হইরাছিল।

Vigyane-  
 shwar ac-  
 knowledge  
 widow's  
 right only  
 under cer-  
 tain circum-  
 stances.

বিভক্তধনে পত্নীর অধিকার হইলে পত্নীর কিরূপ স্বত্ব Jimuta-  
 হয় বিজ্ঞানেশ্বর তাহা বলেন নাই। দায়ভাগের মতে  
 বিভক্ত অবিভক্ত সর্বপ্রকার মৃতধনে, পুত্র পৌত্রাদি না  
 থাকিলে, পত্নীর অধিকার হয়। আদৌ বোধ হয় পত্নী বর্তন  
 মাত্র পাইতেন ; এবং দায়াদগণ সম্পত্তির অধিকারী হইত ;  
 কিন্তু বিভক্ত ধনে বিজ্ঞানেশ্বর পত্নীর স্বত্ব প্রতিপাদন  
 করায় তৎপূর্বে জীলোক কোন সম্পত্তির অধিকারী হইতে  
 the widow's  
 right un-  
 der all  
 circum-  
 stances.

Jimuta  
however •  
gives her  
only a quali-  
fied right.

পুত্রের না এইরূপ যে সংস্কার ছিল তাহা উল্লিখিত হয় ; এবং তখন পত্নীর অধিকার সম্বন্ধে কোন বাধা লক্ষিত হয় না । মিতাক্ষরা প্রচলিত হওয়ার তিন চারিশত বৎসর পরে জীমূতবাহন পত্নীস্বিকার সম্বন্ধে এইরূপ মত প্রতিপাদন করেন যে বিভক্ত অবিভক্ত সৰ্বপ্রকার ধনে পত্নীর স্বত্ব হয় ; কিন্তু পত্নী উপভোগ মাত্র করিতে পারেন ; মৃত পতির সম্পত্তি বিশেষ আবশ্যক বাতীত দানাদান বিক্রয় করিতে পারেন না । আদৌ বোধ হয় পত্নী বর্তন মাত্র পাইতেন ; সেই সময়ে দায়াদগণের সহিত পত্নীর বিবাদ হইলে এইরূপ মীমাংসা হওয়া সম্ভব যে মৃত পতির সম্পত্তি পত্নী যাবৎজীবন ভোগ করুন ; কিন্তু তাহার মৃত্যুর পরে সেই সম্পত্তি দায়াদগণের প্রাপ্য হইবে । বোধ হয় তৎকালে পত্নী ও দায়াদগণের বিবাদ সচরাচর যেরূপে নিষ্পত্তি হইত জীমূতবাহন সেই প্রণালী শাস্ত্রোক্ত প্রমাণের দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছিলেন । অধুনা বঙ্গদেশে দায়ভাগের মতে পতি বিভক্ত বা অবিভক্ত অবস্থায় থাকিয়া অশুদ্ধক লোকান্তর হইলে পত্নী তাহার সম্পত্তির অধিকারিণী হয় । ভারতবর্ষের অন্ত সকল স্থানে মিতাক্ষরা মতে কেবল বিভক্ত দায়াদ অশুদ্ধক লোকান্তর হইলে পত্নীর অধিকার হয় । পরন্তু পতির সম্পত্তিতে পত্নী উত্তরাধিকারী হইলে ও অন্ত উত্তরাধিকারীর স্থান তাহার স্বত্ব হয় না । পুংধনে পুরুষ উত্তরাধিকারী হইলে সেই পুরুষের সম্পূর্ণ স্বত্ব হয় ; এবং তাহার মৃত্যুর পরে তাহার পুত্রাদি অথবা দায়াদগণ সেই সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় । মাতামহ ধনে যদি দৌহিত্র অধিকারী হয় অথবা পিতৃব্যের সম্পত্তিতে যদি ভ্রাতৃপুত্র অধিকারী হয়, তাহা হইলে দৌহিত্র বা ভ্রাতৃপুত্রাদি সেই সম্পত্তি আপন ইচ্ছামুগারে দান বিক্রয় করিতে পারে ; এবং তাহার

মৃত্যুর পরে সেই সম্পত্তিতে তাহার উত্তরাধিকারিণী অধিকারী হয় ; কিন্তু পুংধনে পত্নী বাহুহিতা অধিকারিণী হইয়া লোকান্তর হইলে তৎকালে পুংস্বত্বীর নিকট উত্তরাধিকারী যে থাকে সেই অধিকারী হয় ।

কাত্যায়ন বলেন ,

“অপুত্রা শয়নং ভর্তৃঃ পালয়ন্তী গুরোহুিতা ।

ভুক্তীতা মরণাং কান্তা দায়াদা উর্দ্ধমাপ্যুঃ ॥

দানধর্ম্য প্রকরণে উক্ত আছে •

স্ত্রীণাং স্বপতি দায়ন্তু উপভোগ ফলঃ স্মৃতঃ ।

নাপহারং স্ত্রিয়ঃ কুর্ঘ্যুঃ পতি দায়ং কথঞ্চন ॥”

উল্লিখিত ঘটনানুসারে জীমূতবাহন বলেন যে পত্নী ভর্তৃধন কেবল ভোগ করিতে পারেন ; দান আধমন বা বিক্রয় করিতে পারে না । পত্নীর মৃত্যুর পরে পতির দুহিতা প্রভৃতি যে দায়াদ্বিকারী থাকে সেই অধিকারী হয় ; দুহিতা দোহিত্র থাকিতে জাতির অধিকার হয় না । দায়ভাগ ১১ অ ১ প )

জীমূতবাহন বলিয়াছেন যে পত্নী নিজ দেহধারণ জন্ত যত দূর আবশ্যক ততদূর পর্য্যন্ত ভর্তৃধন উপভোগ করিতে পারেন । স্বল্প বস্ত্র পরিধানাদির দ্বারা উপভোগ করিতে পারেন না । ভর্তার ওর্দ্ধ দেহিক ক্রয়ার জন্ত পত্নী সম্ভবতঃ ভর্তার সম্পত্তি দান করিতে পারেন । স্বামীর উপকারের নিমিত্ত ব্যবহার করিলে অপহরণ দোষ হইতে পারে না । বর্ত্বমের নিমিত্ত আবশ্যক হইলে পত্নী মৃত ভর্তার সম্পত্তি আধমন বা বিক্রয় করিতে পারেন । দায়ভাগ ১১ অ ১ প ৬১ ৬২ )

বিভক্ত দায়াদ অপুত্রক লোকান্তর হইলে তাহার সম্পত্তিতে মিতাক্ষরামতে পত্নীর অধিকার হয় ; কিন্তু মৃতভর্তার

According to Jimuta widow can lawfully spend only so much as is necessary for sustaining her life or for the performance of Shrads for the benefit of her husband's soul

Whether  
inherited  
property is  
Stridhan  
according  
to Mitak-  
shera.

যে পত্নীর কিরূপ স্বত্ব হয় তাহা বিজ্ঞানেশ্বর বলেন নাই।  
মিতাক্ষরী জীধন প্রকরণে উক্ত আছে যে উত্তরাধিকার  
স্থলে যেখানে কোন জীলোকের স্বত্ব হয় তাহা জীধন ;  
মিতাক্ষরী মতে পুত্রের সর্বভাগ পরিগ্রহ অধিকার  
প্রভৃতি অর্থের নিয়তোপায় দ্বারা জীলোক যে সম্পত্তিতে  
অধিকারী হয় তাহা জীধন ; সুতরাং এমত বলা যাইতে  
পারে যে মিতাক্ষরীমতে ভর্তৃধনে পত্নীর সম্পূর্ণ স্বত্ব হয়।  
কিন্তু যে সকল ঘটনে ভর্তৃধনে পত্নীর উপভোগ মাত্র স্বত্ব  
উক্ত আছে বিজ্ঞানেশ্বর সেই সমস্ত বচন স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত  
করিয়াছেন ; অতঃ সেই স্বাভাসিক অর্থ ত্যাগ করিয়া অগ্রপ  
বাধ্য করেন নাই। প্রবিরোধ : উক্ত সম্বন্ধি অনুসারে  
অবধারণ করিয়াছেন যে বারাগসী প্রদেশে মৃত ভর্তার ধনে  
পত্নীর অধিকার হইলে স্বামীর অস্থাবর সর্বপ্রকার সম্পত্তিতে  
উপভোগ ব্যতীত দান, বক্রণের স্বত্ব হয় না ; এবং পত্নীর  
মৃত্যুর পরে পতির দায়াদগণ অধিকারী হয় (চাকুর দাই  
২ঃ বার বালক দাই 10 W. R. P. C. 3 ভগবান দিনহুবে  
২ঃ মরনা বাই 9 W. R. P. C. 23 )

মিথিলা প্রদেশে বিবাদ চিন্তামণি এবং বিবাদ রত্নাকরের  
মতে অস্থাবর সম্পত্তিতে পত্নীর দ্বান ক্ষিপ্র ক্ষমতা হয়।  
জীনাগরণ দাই ২ঃ ভায়াব্যা 2 S. D. 25)

বোম্বাই হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে পুংধনে জী  
লোকের অধিকার হইলে সেই সম্পত্তি জীধন বলিয়া  
মিতাক্ষরীমতে গণ্য ; ময়ূখের মতানুসারে হুহিতার  
মৃত্যুর পরে পিতার দায়াদগণের অধিকার হয় না ; হুহিতা  
পুত্র হইলে যে তাহার উত্তরাধরী হইত সেই উক্ত প্রকার  
সম্পত্তিতে হুহিতার মৃত্যুর পরে অধিকারী হয়। (বিজয়  
রত্নম বঃ সক্ষমণ 8 Bomb. 224)

উক্ত মকদ্দমার বোম্বাই হাইকোর্ট বলিয়াছেন যে মিতাক্ষর মতে পুংধনে পত্নী হুহিতার অধিকার হইলে স্ত্রীধন গণ্য হয় ; কিন্তু বোম্বে হাইকোর্টের এই অভিমতি অপ্রয়োজন উক্ত মাত্র। ময়ূখের মতে তাহার উক্ত মকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়াছেন ; মিতাক্ষর সৰ্ব্বদে বাহা বলিয়াছেন তাহা অপ্রয়োজন। ময়ূখের মতের যে রূপ বাধ্য বোম্বে হাইকোর্ট করিয়াছেন তাহা সংজ্ঞাত কিনা সন্দেহ ছিল। নীলকণ্ঠ কেবল এইমাত্র বলিয়াছেন যে পারিভাষিক স্ত্রীধন ব্যতীত অন্য প্রকার স্ত্রীধনে অর্থাৎ সংক্রান্ত ধনে পুত্রাদির অধিকার হয় ; এতদ্বারা বোধ হয় নীলকণ্ঠের এইমাত্র বল : উদ্দেশ্য যে পূর্বস্বামীর দাসত্বগণ পায় ; কিন্তু বোম্বে হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে পত্নী হুহিতা পুরুষ হইলে তাহাদিগের পুত্র প্রভৃতি যাহার উত্তরাধিকারী হইত তাহার অপারিভাষিক স্ত্রীধনে অধিকারী হয়। পুরুষ অশুদ্ধক লোকান্তর হইলে পত্নী অধিকারিণী হয় ; বোম্বাই হাইকোর্ট যে রূপ নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহা অনুসারে কতক অশুদ্ধক লোকান্তর হইলে তাহার স্বামী অধিকারী হয়। এমত বোধিতে হয় বোম্বাই হাইকোর্টের নিষ্পত্তি অনুসারে মৃতপাতর ধনে পত্নীর নির্ভর্য্যুত স্বত্ব হয় না (লক্ষ্মীবাই বঃ গণপত 4 Bomb. 163)

মৃতধর্মীর বহুপত্নী থাকিলে সকলের তুল্যাধিকার হয় ; বিজ্ঞানেশ্বর বলেন যে “পত্নী হুহিতরশৈল” এই বচনে জাতি বৃন্দাইবার নিমিত্ত পত্নী শব্দ এক বচনান্ত আছে ; বহু পত্নী থাকিলে সমান জাতীয়া বিজাতীয়া সকলে অংশ বিভাগ করিয়া লইতে পারে “মিতাক্ষর ২ অ ১ প ৫-৬”

Where there are several widows all inherit jointly.

কোলকাত্তক সচিবের অনুবন্ধে এই অংশ না থাকায় পূর্বে সন্দেহ ছিল ; কিন্তু এক্ষণে এই সৰ্ব্বদে আর কোন



সুন্দেহ নাই (গজপতি নীলমণি বঃ গজপতি রাধামণি  
I. L. R. 1 Madras 200)

হাইকোর্ট এবং প্রিভিকৌন্সিলের নিষ্পত্তি অনুসারে  
সকল ধনে সকল পত্নীর স্বত্ত্ব হয়; সুতরাং এক পত্নীর মৃত্যু  
হইলে অত্র পত্নীগণের সমস্ত সম্পত্তিতে স্বত্ত্ব থাকিয়া  
থায়। গিতাক্ষরকার সামুদায়িক স্বত্ত্ববাদী; মিষ্টাক্ষর  
মতে এইরূপ সকল ধনে সকল পত্নীর স্বত্ত্ব থাকা অসংগত  
নহে। কিন্তু জীমূতবাহন প্রাদেশিক স্বত্ত্ববাদী; জীমূতবাহ-  
নের মতে সকল ধনে সকল পত্নীর স্বত্ত্ব থাকিতে পারে না;  
সুতরাং বহুপত্নী অধিকারিণী হইলে পরে যদি এক পত্নীর  
মৃত্যু হয় তাহা হইলে অত্র পত্নীগণ পূর্বে স্বামীর দায়াদ  
বালয়া অধিকারী হইতে পারে। নতুবা সকল পত্নীর সম্পত্তিতে  
স্বত্ত্ব ছিল; এক পত্নীর মৃত্যু হইলে অপর পত্নীগণের স্বত্ত্ব  
দ্বারা সমস্ত সম্পত্তি ব্যাপ্ত থাকে এমত বলা যায় না।  
সামুদায়িক স্বত্ত্ববাদী এবং প্রাদেশিক স্বত্ত্ববাদী উভয় মতে  
পত্ন্যাধিকার সম্বন্ধে সমান ফল হয়; কিন্তু হুহিতার অধিকার  
সম্বন্ধে বঙ্গদেশের মতে সামুদায়িক স্বত্ত্ববাদীর মত অবলম্বন  
করিলে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ফল হয়। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে অদত্তা  
কন্তা থাকিতে দত্তা কন্তার অধিকার হয় না; এবং দত্তা  
কন্তাগণের মধ্যে দায়ভাগের মতে কেবল পুত্রবতী এবং  
সধবার অধিকার হয়। যদি পিতার মৃত্যু সময়ে তিন  
পুত্রবতী কন্তা অধিকারিণী হয়; এবং পরে এক কন্তা  
বিধবা এবং পুত্র হীনা হয়; এবং তৎপরে আর এক কন্তার  
মৃত্যু হয় তাহা হইলে সামুদায়িক স্বত্ত্ববাদীর মতে যে দুই  
কন্তা তৎকালে জীবিত থাকে সেই দুই কন্তার সমস্ত সম্পত্তিতে  
তুল্য অধিকার হইতে পারে। কিন্তু জীমূতবাহন প্রাদেশিক  
স্বত্ত্ববাদী; জীমূতবাহন মতে জাত্যাধিকারী কন্তা লোকান্তর

হওয়ার সময় পিতার যদি কোন সজ্জাবিত পুত্র অথবা পুত্র-  
বতী কন্যা থাকে তাহা হইলে সেই অধিকারিণী হওয়া উচিত ;  
তৎকালে সজ্জাবিত পুত্র অথবা পুত্রবতী কন্যা যদি না থাকে  
অথচ জাতাধিকারী বিধবা পুত্রহীন কন্যা থাকে তাহা হইলে  
সেই জাতাধিকারী বিধবা পুত্রহীন কন্যা অধিকারিণী হইতে  
পারে না । পরন্তু প্রিবিবিকৌন্সল, নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে  
জাতাধিকারী কন্যা পরে বিধবা পুত্রহীন হইলেও অত্র  
জাতাধিকারী কন্যার মৃত্যুর পরে সমুদায় সম্পত্তিতে অধি-  
কারিণী হয় । ( অমৃত লীল বন্দু বঃ রজনীকান্ত 2 I. A.  
113 ) ।

Where daughters inherit jointly, on the death of any one, the next heir of the father and not the surviving daughters ought to take her share according to Daya-bhaga's text and conception of joint right.

পূর্বে এইরূপ নিষ্পত্তি হইয়াছিল যে বহুপত্নী মৃতপতির  
ধনে অধিকারিণী হইলে কেহ বিভাগের নালিস করিতে  
পারে না ; তবে পত্নীগণের মধ্যে যদি বিবাদ হয় এবং  
সকলের একযোগে সমস্ত সম্পত্তি উপভোগ অসম্ভব হয়  
তাহা হইলে আদালত সকল পত্নীর অংশ স্বতন্ত্র করিয়া  
দিতে পারেন (জগদম্বা বঃ কামিকা ; ভগবানদিন বঃ ময়না  
বাই P. C. J. Vol 2 p. 337 )

এইকালে নিষ্পত্তি হইয়াছে যে বহু পত্নী অধিকারিণী হইলে  
যে কোন পত্নী বিভাগের নালিস করিতে পারে (জানকী  
নাথ বঃ মথুরা নাথ 9 I. L. R. 580 )

Partition between widows.

পতির মৃত্যুর পূর্বে পত্নী ব্যভিচারিণী হইলে অধিকা-  
রিণী হয় না ; কিন্তু পত্নী ভর্তৃধনে অধিকারিণী হইয়া পরে  
কুদৃষ্টি হইয়া যায় তাহা হইলে তাহার স্বত্ব লোপ হয় না  
( মণিরাম কলিতা বঃ কেদার কলিতানি 13 B. L. R. 1 )

Unchastity

স্বকর্মণ্যু কাভ্যারণ এবং নারদ প্রভৃতি স্মৃতিকার গণের  
বচন এই সম্বন্ধে নিম্নে উদ্ধৃত হইল

The texts  
with refer-  
ence to the  
result of  
unchastity.

Unchastity  
in an aggra-  
vated shape  
leads to degra-  
dation ; but  
under Act  
XXI. of  
1850 degra-  
dation does  
not cause  
forfeiture of  
property.

অপুত্রা শরনং ভর্তৃঃ পালয়ন্তী ততে দ্বিতা ।

পত্নে ন দদ্যাতঃ পি ১১ কংসমং শংসেতেতচ ॥ বৃক্ষমমুঃ ।

পত্নী পত্ন্যধনহরী যুগ্মাদব্যভিচারিণী । কাতারনঃ ।

ভাতৃণাম প্রজঃ প্রেমাংকশ্চিচ্ছেৎ প্রব্রজেতবা ॥

বিভজেরন ধনংতস্য শেষান্তে স্ত্রীধনং বিন্ধা ।

ভরণং চাস্য কুর্কীরন্ স্ত্রীণামাজীবনক্ষয়ং ॥ .

রক্ষন্তি শয্যাং ভর্তৃশ্চেদাহিন্দুগিরিতরাস্তু । নারদঃ ।

নারদ বচন অনুসারে বিধবা স্ত্রী বর্তন মাত্র পায় ; স্মৃতরাং

বিধবা স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে বর্তন ছেদ হইতে পারে ।

কিন্তু অধুনা বিভক্ত ধনে মিতাক্ষর মতে পত্নীর স্বত্ব হয় ;

এবং দায়ভাগের মতে বিভক্ত অবিভক্ত সপ্ত প্রকার ধনে

পত্নীর স্বত্ব হয় ; স্মৃতরাং নারদ বচন অনুসারে স্ত্রীর বর্তন

ছেদ হইতে পারিলে ও পত্নীর স্বত্ব লোপ হয় এমন বলা

যাইতে পারে না । দায়ভাগ এবং মিতাক্ষর উভয় মতে

স্ত্রী বর্তন মাত্র পায় ; কেবল পত্নী অর্থাৎ যাহার সহিত যজ্ঞ

সম্বন্ধ আছে সেই সম্পত্তি পায় । বৃক্ষমুচনে “পালয়ন্তী” এই

শব্দ স্ত্রী প্রত্যয়ান্ত আছে ইহাতে এমন বলা যাইতে পারে,

যে যাবৎ ভর্তার শয্যাপালন করে তাবৎ অধিকারিণী থাকে ।

কোন বিশেষ বচনের দ্বারা স্বত্ব লোপ না হইলে কেবল

পুত্রিত্য হেতু স্বত্বলোপ হইতে পারে না ( ১৮৫০ সালের

২১ আইন ) .

কেরি. কলিতানি বঃ মণিরাম কলিতার মকদ্দমার

বিচার পতি স্বরাকনাথ মিত্র এইরূপ অভিমত প্রকাশ

করিয়াছিলেন যে ভর্তার পারলৌকিক ইচ্ছাজনক ক্রিয়াদি

নির্বাহার্থ পত্নী ঐচ্ছিক স্বায় মৃতভর্তৃধনে অধিকারিণী হয় ।

দায়ভাগের ১১ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ মাত্র পাঠ করিলে

এই অভিমত দায়ভাগ সম্বন্ধে সন্নিহিত স্বীকার করিতে হয় ;

কিন্তু জীমূতবাহন এবং তাহার টীকাকারগণ স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে কেবল উপকারক হইতেই ধন সম্বন্ধ হয় না ; বচনের দ্বারা ধন সম্বন্ধ হয় ; সুতরাং ১১ অধ্যায়ে প্রথম পরিচ্ছেদে জীমূতবাহন বাহা বলিয়াছেন তদনুসারে এমত বলা যাইতে পারে না যে মৃত পতির ধনে পত্নীর ট্রাস্টের জ্ঞান অধিকার হয়। ১১ অধ্যায়ের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের ৩৩ বাক্যে জীমূতবাহন বলিয়াছেন “অথাত্রাপ্য পরিতোষো বিদ্ববাং বাচনিক এবাশ্রমর্থঃ” ফলতঃ পত্ন্যাধিকার জীমূতবাহনের মতে কেবল জ্ঞানমূলক নহে ; অজ্ঞাত অধিকারীর জ্ঞান পত্নীর অধিকার বচন মূলক ; সুতরাং পত্নীকে কেবল ট্রাস্টী বলা যায় না।

Is it correct to say that the widow is a trustee for the benefit of her deceased husband's soul.

১৮৫৬ সালের ১৫ আইন জারি হইবার পূর্বে বিধবা বিবাহ আইন সিদ্ধ গণ্য হইত না। উক্ত আইন অনুসারে কোন হিন্দু বিধবার বিবাহ হইলে মৃত স্বামীর অথবা তাহার কোন সন্তানের কোন সম্পত্তিতে সেই বিধবার যে স্বত্ব থাকে তাহা দ্বিতীয় বিবাহের দিবস হইতে রহিত হয় ; এবং পূর্বস্বামীর বা তাহার সন্তান গণের দায়াদ গণ সেই সম্পত্তিতে অধিকারী হয়। দ্বিতীয়বার বিবাহিতা হইলে পরে যদি সেই স্ত্রীর পিতা অথবা লোকান্তর হয় তাহা হইলে সধবা সম্ভাবিত পুত্রা বলিয়া পিতৃধনে অধিকারিণী হইতে পারে ; কিন্তু পিতার মৃত্যুর সময়ে যে কন্তা বিধবা থাকে সে পরে বিবাহিতা হইলেও পিতৃধনে কোন স্বত্ব হয় না।

Widow marriage Act.

বিধবার বিবাহ হওয়ার পরে তাহার পূর্বপতির ঔরস জাত সন্তানের মৃত্যু হইলে সেই সন্তানের সম্পত্তিতে পুনরুজ্জ্বলিত স্বত্ব হয় (আকোরা বঃ বরিসান ২ D. L. R. 199)

হিন্দু বিধবা বচন স্বর্গ অবস্থান করিয়া দ্বিতীয় বিবাহ

করিলে তাহার প্রথম স্বামীর বা তৎ সম্বন্ধের কোন সম্পত্তিতে স্বত্ব লোপ হয় না। এইরূপ নিষ্পত্তি হইয়াছে।

(গোপাল সিংহ বঃ ধনগাঁজি ৩ W. R. 206)

পরন্তু যখন ধর্ম্য অবলম্বন করিলে যদিও ১৮৫০ সালের ২১ আইন অনুসারে কোন স্বত্ব লোপ হয় না। কিন্তু স্বধর্ম্য পরিত্যাগ না করিয়া কেবল অন্য বিবাহ করিলে যখন প্রথম স্বামীর সম্পত্তিতে স্বত্ব লোপ হয়; তখন যখন ধর্ম্য অবলম্বন এবং অন্য পতি গ্রহণ এই দুই কারণ বশতঃ স্বত্ব লোপ হয় না। এমত বলা অনেকে অসম্মত বিবেচনা করেন।

যদিও দায়ভাগের মতে দেহধারণ জন্ত যতদূর আবশ্যক ততদূর মাত্র পত্নী ভর্তৃধন উপভোগ করিতে পারে; কিন্তু এইরূপ অবশ্যকরিত হইয়াছে যে পত্নী যত দিন জীবিত থাকে ততদিন সমস্ত সম্পত্তির আয় যথেষ্ট উপভোগ করিতে পারে (কাশীনাথ বসাথ বঃ হরসুন্দরী 2 M. Dig. 98)

পত্নী ভর্তৃধনে অধিকারিণী হইলে অপহার করা নিষিদ্ধ; পত্নী মৃতভর্তার সম্পত্তি দান বিক্রয় অকারণে করিতে পারেন। কিন্তু পত্নী ভর্তার সম্পত্তি সাধ্যমতে উন্নতি বা তৎ সংক্রান্ত কার্য্য সূচক মতে নিব্বাহ করিতে বাধ্য নহে। (হরিন্দাস দত্ত বঃ জীমতী অপর্ণা 1 P. C. J. p. 561; বিষ্ণুনাথচন্দ্র বঃ কান্তমনি 6 B. L. R. 747)

পত্নী মৃত ভর্তার সম্পত্তির আয় হইতে যাহা সঞ্চয় করে তাহা ইচ্ছামতে ব্যয় করিতে পারে (চন্দ্রাবলীদেবী বঃ ব্রোডি 9 W. R. p. 584; 4 B. L. R. 41)

‘হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বিশেষ আবশ্যক বাস্তব পত্নী ভর্তৃধন আয়মন বা বিক্রয় করিতে পারে না। বর্তমানের জন্ত বিশেষ আবশ্যক হইলে আয়মন বা বিক্রয় করিতে পারে। দায়ভাগ ১১ অ. ১ প (দালান্দিপত বঃ তরণ 16 W. R. 52)

The extent of widow's right in property inherited from husband.

পতির স্বর্গার্থ সম্ভব মত দান্যসিদ্ধি গণ্য হইতে পারে ।  
( জগজীবন বঃ দেবশঙ্কর 1 Bor 394 ; কপূরভবানি বঃ  
সেবকরাম p. 405 ; জলাশয় খনন করিবার নিমিত্ত পত্নী  
ভর্তার সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারে না । রূগজিং বঃ মহ-  
ম্মদ ওয়ারিস 22 W. R. 49 )

পতির আত্মের ব্যয় নিমিত্ত পত্নী উদীয় সম্পত্তি বিক্রয়  
বা আধমন করিতে পারে ।

গয়ান প্লিগু দিবার নিমিত্ত পতির সম্পত্তির কিয়দংশ  
বিক্রয় সিদ্ধ গণ্য হইতে পারে ( B. L. R. )

কত্থার বিবাহ যথাসময়ে না দিলে পিতা পিতামহাদির  
নরক হয় ; সুতরাং উপযুক্ত পাত্রে কত্থা দিবার নিমিত্ত  
মৃত ভর্তার সম্পত্তি পত্নী বিক্রয় করিতে পারে ।

মৃত ভর্তার মাতার আত্মের নিমিত্ত পত্নী ভর্তৃধন দান  
বিক্রয় করিতে পারে ( চৌধুরী জয়েজয় বঃ রসময়ী 11 B.  
L. R. 418 )

হুহিতা অধিকারিণী হইলে মাতার আত্মের নিমিত্ত  
পিতার সংক্রান্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারেনা । আবশ্যিক  
ধর্ম কার্যের নিমিত্ত মৃত ভর্তার সম্পত্তি দান আধমন বিক্রয়  
করণে পত্নীর ক্ষমতা সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত নিম্পত্তি সমূহ  
উল্লেখ্য ( হরমোহন বঃ আলক মনি 1 W. R. 252 ; মহম্মদ  
আসরথ বঃ ব্রজেশ্বরী 11 B. L. R. 118 ; মতিরাম বঃ  
গোপাল সাহ 11 B. L. R. 416 ; চৌধুরী জয়েজয় বঃ  
রসময়ী 11 B. L. R. 418 ; রাজচন্দ্র দেব বঃ শিশুবাম  
7 W. R. 146 ) .

পতির ঋণ পরিশোধ জন্ত পত্নী ভর্তৃধন বিক্রয় করিতে  
পারে ; ( গোলাকচন্দ্র বঃ মহম্মদ রহিম 9 W. R. 316 )

কালাতীত দোবে উত্তমণের ব্যবহার হানি হইলে সেই

ঋণ পরিশোধ জন্ত পত্নী সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারে না  
অবধারিত হইয়াছে ( রামচরণ বঃ নমঃ ১৪ W. R. ১৪৭ )

সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত পত্নী বিক্রয় আধমনাদি করিতে  
পারে। বালকের ধনে অভিভাবকের যতদূর ক্ষমতা  
সংক্রান্ত ধনে পত্নীর ক্ষমতা তদপেক্ষা ন্যূন নহে। সুতরাং  
সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত বা ধনের অভিভাবক যে অবস্থায়  
যে কারণে দান বিক্রয়াদি, ইচ্ছানুযায়ী প্রসাদ পাওর মকদ্দমার  
নিষ্পত্তি অনুসারে করিতে পারে পতির সম্পত্তি রক্ষার্থ  
পত্নী সেই অবস্থায় সে রূপ কারণে বিক্রয়াদি করিতে  
পারে। যদি সম্পত্তি বাকি রাজস্বের দায়ের অথবা ডিক্রি  
জারিতে বিক্রয় হওয়ার উপক্রম হয় তাহা হইলে সেই দায়  
মোচন জন্ত পত্নী বিক্রয়াদি করিতে পারে ( লালু বৈজ-  
নাথ বঃ বিষ্ণুবেহারী ১৭ W. R. ৪০ )

যে সময়ে দায় উপস্থিত হয় সেই সময়ে ঋণ না করিয়া  
অন্ত উপায়ে সেই দায় হইতে মুক্তি লাভ করা পত্নীর সাধ্য  
কিনা উত্তম তাহা জানিতে বাধ্য ; যদি উপস্থিত দায়  
হইতে উত্তীর্ণ হইবার অন্য উপায় না থাকে তাহা হইলে  
পত্নী ঋণ করিতে পারে ; এবং সেই ঋণের নিমিত্ত পতির  
সম্পত্তি দায় সংযুক্ত হইতে পারে। প্রথম হইতে সম্পত্তি  
সুচ্যাক্রম নিষ্পন্ন করিতে পারিলে ঋণ করিবার আব-  
শ্যক হইত কিনা তাহা অনুসন্ধান করিয়া জানিতে উত্তম  
বাধ্য নহে। তবে যদি উত্তমের অন্যায় কার্য দ্বারা  
বাকি রাজস্বের দায় অথবা অন্যকোন দায় উপস্থিত হয়  
তাহা হইলে সেই উত্তমের দেওয়া ঋণের জন্য সম্পত্তি  
দায় সংযুক্ত হয় না।

ভর্তৃধনের আর সঞ্চয় করিলে সেই সঞ্চয়ধনে পত্নীর  
কতদূর স্বত্ব হয় তাহা নিশ্চিত বলা কঠিন। পত্নী সমস্ত

সম্পত্তির আর ইচ্ছামত উপভোগ দান করিতে পারেন ; কিন্তু যদি সমস্ত আর ব্যয় না করিয়া কিয়দংশ সঞ্চয় করে তাহা হইলে সেই সঞ্চয় অথবা তদ্বারা ক্রীত সম্পত্তিতে পত্নীর কি পর্য্যন্ত স্বত্ব থাকে ? এবং সেই সম্পত্তি পত্নীর জীবন অথবা সংক্রান্ত সম্পত্তির অংশ বলিয়া গণ্য হয় ; এই সম্বন্ধে কলিকাতা হাইকোর্ট অধারণ করিয়াছেন যে পত্নীর সম্পত্তির আর হইতে পত্নী কোন সম্পত্তি ক্রয় করিলে তাহা জীবন গণ্য হয় না ; পত্নী জীবন কালে সেই সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারে না ; এবং পত্নীর মৃত্যুর পরে পত্নীর দায়াদ গণ্য সেই সম্পত্তিতে অধিকারী হয় ; জীবনব্যয় অধিকার ক্রম হয় না (চৌধুরী ভোলানাথ বঃ ভগবতী 7 B. L. R. 93 )

Right of the widow in property purchased out of the savings of annual income.

পরে বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে পত্নী কোন সম্পত্তি ক্রয় করিলে পত্নী সেই সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারে (পদ্মনাথ বঃ দারিকানাথ বিঃ 25 W. R. 335 )

চিরস্থায়ী ভাবে সঞ্চয় টাকার পত্নী পরে ইচ্ছামত ব্যয় করিতে পারে কিনা এবং চিরস্থায়ী ভাবে সম্পত্তি ক্রয় করিয়া পত্নী পরে বিক্রয় করিতে পারে কিনা তৎ সম্বন্ধে উক্ত মকদ্দমায় নিষ্পত্তি হয় নাই।

পত্নীর মৃত্যুর পরে পত্নীর সম্পত্তিতে যদি পত্নী অধিকার প্রাপ্ত না হয় ; এবং কিছু কাল পরে আদালতের ডিক্রির বলে তথবা অন্য কোন উপায়ে ফলানুসরণ সহ সেই সম্পত্তি পত্নী যদি লাভ করে তাহা হইলে ফলানুসরণের অন্তর্গত টাকা পত্নীর সম্পত্তির অন্তর্গত গণ্য হয় ; তবে অপহৃত সম্পত্তি উদ্ধার সংক্রান্ত ব্যয় এবং ভোগ্যভাব (অর্থাৎ বেদখল) সময়ের আবশ্যকীয় ব্যয় জন্ম দ্বারা সেই ফলানুসরণ হইতে পত্নী পরিশোধ করিতে পারে। (গ্রোস



বঃ অমৃতময়ী 4 B. L. R. 41 ; জিমতী রেবতী বঃ শিবচন্দ্র  
মল্লিক 1 P. C. J. p. 488.)

Immove-  
able proper-  
ty given by  
husband,  
though Stri-  
dhan, can-  
not be con-  
veyed by  
way of gift

ভর্তার উইল অনুসারে ভর্তৃধনে পত্নীর অধিকার হইলে  
অস্থাবর সম্পত্তিতে যদিও পত্নীর দান বিক্রয়ের ক্ষমতা হয় ;  
কিন্তু উইলে স্পষ্ট ক্ষমতা না থাকিলে সেই উইল প্রাপ্ত  
স্থাবর সম্পত্তি পত্নী দান বিক্রয় করিতে পারেনা। (I. L. R.)

ভর্তার উইল প্রাপ্ত অস্থাবর সম্পত্তি জীর্ধন গণ্য হয় ;  
বঙ্গদেশের মতে ভর্তৃদত্ত স্থাবর জীর্ধন গণ্য হয় কিনা সন্দেহ  
হুল আছে তাহা পরে উক্ত হইবে। দান পত্র অনুসারে  
পত্নী যদি সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় এবং যদি সেই দানপত্রে  
বিক্রয়াদি ক্ষমতা দেওয়া থাকে তাহা হইলে পত্নীর সেই  
সম্পত্তি জীর্ধন গণ্য হয় (কল্যাণী কুণ্ডার বঃ লক্ষ্মী প্রসাদ  
24 W. R. 395 ; জিমতী পবিত্রা বঃ দামোদর জানা ও  
৩৯৭) এবং পত্নী সেই সম্পত্তি ভর্তার মৃত্যুর পরে ও দান  
বিক্রয় করিতে পারে ; কিন্তু দান বিক্রয়ের ক্ষমতা দেওয়া না  
থাকিলে পত্নী ভর্তৃদত্ত স্থাবর দান করিতে পারে না।  
উইলে যদি স্থাবর সম্পত্তি দান বিক্রয় করিবার ক্ষমতা  
দেওয়া না থাকে তাহা হইলে জীর্ধনের ভাবি অধিকারিগণ  
সেই স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় রহিতের নালিস করিতে পারে  
কিন্তু নিশ্চয় বল যায় না।

Consent of  
the next  
heir.

ভাবি উত্তরাধিকারীর সম্মতিতে পত্নী ভর্তৃধন দান বিক্রয়  
করিতে পারে ; যে ব্যক্তি সম্মতি প্রদান করে সে অথবা  
তাহার উত্তরাধিকারী সেই দান বিক্রয় সহজে কোন আপত্তি  
করিতে পারে না পরন্তু দান বিক্রয়ের যে সম্মতি প্রদান করে  
সেই ব্যক্তি অথবা তাহার সন্তান কেহ যদি উত্তরাধিকারী না  
হয় এবং সেই বিষয়ের মৃত্যুকালে অন্য দানাদেশ অধিকারী হয়  
তাহা হইলে যে বাস্তবিক উত্তরাধিকারী হয় সে সেই দান

বিক্রয় রহিত করিবার নালিস করিতে পারে কিনা তাহা, এতাবৎকাল তর্কের স্থল ছিল; এবং এই সম্বন্ধে অনেক বিদ্বৎ নিষ্পত্তি হইয়াছিল। পত্নী কৃত দান থাকে ততদিন শাস্ত্রানুসারে পত্নী উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে স্বত্বাধিকারিণী। পত্নীর জীবনকালে ভাবি উত্তরাধিকারিগণের কোন স্বত্ব থাকেনা; তবে পত্নী অপচয় করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদের ভাবি স্বত্বের যাহাতে বিষয় না হয় তৎজন্য নালিস করিতে পারে। ভাবি উত্তরাধিকারিগণ সম্মতি দিলেও পত্নীকৃত অথবা শাস্ত্র দান বিক্রয় সিদ্ধ হইতে পারে না (1 P. C. J. P. 824) তবে যে ব্যক্তি সম্মতি দেয় সে সেই দান বিক্রয় রহিতের নালিস করিতে পারে না; এবং ভাবি উত্তরাধিকারীর সম্মতি মতে পত্নী দান বিক্রয় করিলে সেই দান বিক্রয় শাস্ত্রোক্ত কারণ মূলক এইরূপ প্রাথমিক অনুমান হইতে পারে (I. P. C. J. p. 821) এক্ষণে নিষ্পত্তি হইয়াছে যে দান বিক্রয়ের সময় ভাবি উত্তরাধিকারী যে বর্তমান থাকে তাহার সম্মতি মতে পত্নী দান বিক্রয় করিতে পারে (I. L. R.)

ভাবি উত্তরাধিকারী যে কোন প্রকারে সম্মতি দিলে বাধ্য হয়; তবে মুক্তিপত্র লিখিয়া দিলে অথবা দান বা ক্রয় লেখ্য পত্রে সাক্ষীর স্থলে নাম স্বাক্ষর করিলে সহজে সম্মতি প্রমাণ হয় (মহেশচন্দ্র বঃ উগ্রকান্ত 14 W. R. 127)

আসন্ন ভাবি উত্তরাধিকারী সম্মতি না দিলে যদি কোন দূরবর্তী দায়াদ সাক্ষী স্থলে স্বাক্ষর করে। তদ্বারা দান বিক্রয় সিদ্ধ হয় না। (2 P.C.J. 521.)

যত দায়াদের বিধবা পত্নী কৃত দান বিক্রয় রহিতের ক্ষমতা নালিস হইলে সেই বিক্রয় শাস্ত্রোক্ত কারণে অথবা

A person purchasing any proper ty from a

Widow is bound to inquire as to the necessity for sale.

ভারী উত্তরাধিকারীর সম্মতি মতে হওয়া প্রমাণের তার ক্রেতার উপর অর্পিত হয়। বিধবা জীলোক ঋণ পরিশোধ জন্ত মৃত ভর্তার সম্পত্তি বিক্রয় করিলে বাস্তবিক অত্র উপরে অপারিশোধনীর ঋণ থাকা ক্রেতার প্রমাণ করিতে হয়। লেখ্যপত্রে ঋণ পরিশোধ অথবা অত্র কোন কারণ লিখিত থাকিলে কেবল তদ্বারা বিক্রয়ের সংগত কারণ থাকা প্রমাণ হয় না (শঙ্কর লাল বঃ বহুবংশ 9. W. R. 285)

The widow's interest only is sold in execution of a decree for debts incurred without necessity.

প্রয়োজন ব্যতিবেকে বিধবা জীলোক ঋণ করিলে সেই ঋণ জন্ত তাহার স্ব স্ব মাত্র ডিক্রিজারিতে নিলাম হইতে পারে; সংগত কারণ থাকা স্থলে উত্তমণ যদি সংক্রান্ত সম্পত্তি বিক্রয়ের দ্বারা টাকা আদায় পাইবার ইচ্ছা করে তাহা হইলে আদ্যে দেন পরে সেইরূপ স্পষ্ট প্রার্থনা করা আবশ্যক। সংক্রান্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ডিক্রির টাকা আদায় পাইবার আদেশ না হইলে কেবল বিধবার স্ব স্ব অর্থাৎ তাহার জীবন স্ব স্ব ডিক্রি জারিতে নিলাম হইতে পারে। (নগেন্দ্র চন্দ্র বঃ কামিনী 2 P. C. J. p 275 ; মহিমাচন্দ্র বঃ রামকিশোরী 15 B. L. R. 142 ; কৃষ্ণমণী বঃ প্রসন্ন 6 W. R. 304)

• বিধবার অধিকার সময় যে খাজনা বাকি হয় তজ্জন্য কোন সম্পত্তি বিক্রয় হইলে ক্রেতা বিধবার জীবন স্ব স্ব ব্যতীত সম্পূর্ণ স্ব স্ব পার না (15 B. L. R. 14)

• ১৮৫২ সালের ১০ আইন অথবা ১৮৬২ সালের ৮ আইন দ্বারা বিধবার বিবর্তে খাজনা বাকির ডিক্রি অনুসারে বাকি পড়া সম্পত্তি বিক্রয় হইলে ক্রেতা সেই সম্পত্তির সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী হয় (জিলোক বঃ খদন 15 B. L. R. 143)

সংক্রান্ত সম্পত্তি বিধবার ঋণজন্য দায়িত্ব করিতে হইলে

তৎকা ন ভাবি উত্তরাধিকারিদিগকে পক্ষ করিয়া নালিস করা বিধেয় । বিধবা ভাবি উত্তরাধিকারিগণের স্বত্ব নষ্ট করিতেছে বাদী জানিতে পারিলে ভাবি উত্তরাধিকারিদিগকে পক্ষ তুচ্ছ না করার বিশেষ দোষংগ্য হয় ( 2 P. C. J. p. 280 )

পতির ঋণের জন্য পতির মৃত্যুর পরে পত্নীর নামে নালিস হইলে সেই ডিক্রি অনুসারে সংক্রান্ত সম্পত্তি বিক্রয় হইতে পারে । এবং তাদৃশ অবস্থায় ক্রেতা কেবল বিধবার স্বত্ব ক্রয় করে এত নহে ; মূল অধমণ জীবিত থাকিলে তাহার নামে ডিক্রি জারির নিলামে ক্রয় করিলে যেরূপ স্বত্ব হয় তাহার মৃত্যুর পরে তাহার পত্নীর নামে নালিস বা জারি করিলে সেই ডিক্রি জারির নিলামে ক্রেতার সেই রূপ স্বত্ব হয় । ( আলোক মণি বঃ বাণী মাধব 4 Cal 977 )

Where property in possession of a widow is sold in execution of a decree for debts incurred by husband the purchaser takes an absolute interest.

পতির স্বার্জিত পত্নীমহা অস্থাবর সকল প্রকার সম্পত্তিতে পত্নীর তুল্য স্বত্ব ; বঙ্গদেশের মতে এবং বারানসী প্রদেশের মতে, হাইকোর্ট এবং প্রেবিকোল্লের নিষ্পত্তি অনুসারে পতির অস্থাবর সম্পত্তি পত্নী অপব্যয় করিতে পারেন ( কাশীনাথ বসাক বঃ হরমুন্দরী ; ভগবান দিন বঃ ময়না বাই 2 P. C. J. 327 )

মিথিলা বোম্বে এবং মাদ্রাজ প্রদেশের মতানুসারে নিষ্পত্তি হইয়াছে যে পতির অস্থাবর সম্পত্তি পত্নী ইচ্ছানুসারে দান বিক্রয় করিতে পারে ( ভূগোপাল দাস 5 W. R. 141 )

বিধবা পত্নী শাস্ত্রোক্ত কারণ ব্যতীত মৃত স্বামীর কোন সম্পত্তি দান বিক্রয় করিলে তাহার জীবন কাল পর্যন্ত সেই দান বিক্রয় বলবৎ থাকে ( গোবিন্দ মণি বঃ শ্যামলাল B, L. R. S. Vol 48 )

Sale by widow, without necessity, valid, so long as she lives

বিধবার মৃত্যুর পরে ১২ বৎসরের মধ্যে অনন্তর অধিকারী সেই দান বিক্রয় রহিতের নালিস করিতে পারে ( ১৮৭৭ সালের ১৫ আইন ) বিধবার মৃত্যুর পরে যদি কন্যা অধিকারিণী হইয়া ১২ বৎসরের মধ্যে বিধবার কৃত দান বিক্রয় রহিতের নালিস না করে তাহা হইলে কন্যার পরে দৌহিত্র সেই দান বিক্রয় রহিতের নালিস করিতে পারে না । (নবীন চন্দ্র চক্রবর্তী বঃ ঈশ্বর চন্দ্র চক্রবর্তী ) দৌহিত্র মাতার স্বহস্তে অধিকারী হয় না ; মাতামহের সপক্ষে অধিকারী হয় ; এই নিমিত্ত বিচারপতি ৮ দ্বাদশিকানীতি শিত্তের মতে দৌহিত্র আপন অধিকারের ১২ বৎসর মধ্যে মাতামহীর কৃত দান বিক্রয় রহিতের নালিস করিতে পারে ( রাজকিশোর দত্ত বঃ গিরীশ চন্দ্র দত্ত 4 B. L. R. 136 )

Suit for  
declaring  
the invali-  
dity of a  
sale by win-  
dow.

বিধবা পত্নী মৃত পতির সম্পত্তি শাস্ত্রোক্ত কারণ ব্যতীত দান বিক্রয় করিলে কেবল আসন্ন ভাবী উত্তরাধিকারী নালিস করিতে পারে ( ব্রজকিশোর বঃ জীনাথ বসু 9 W. R. 463 )

প্রত্যাসন্ন ভাবী অধিকারী আপন স্বহস্ত বিক্রয় করিলে ক্রেতা বিধবা পত্নী কৃত দান বিক্রয় অসিদ্ধ সাব্যস্ত করাইবার নালিস বিধবার জীবন কালে করিতে পারে না ( রাইচরণপাল বঃ পিয়ারি মণি 3 B. L. R. 70 ) প্রত্যাসন্ন ভাবী অধিকারী অনন্তর দায়াদকে আপন স্বহস্ত বিক্রয় করিলে এমত বলা যাইতে পারে যে ক্রেতা অনন্তর দায়াদ গণ্য হওয়া উচিত ।

যদিও প্রত্যাসন্ন ভাবী উত্তরাধিকারীর বর্তমান কোন স্বহস্ত না থাকে কিন্তু এইরূপ নিষ্পত্তি হইয়াছে যে তাহার নৈমিত্তিক স্বহস্তের বিয় হইবার কারণ হইলে নালিস করিতে পারে । ( রাজলক্ষ্মী দেবী বঃ গোকুল চন্দ্র চৌধুরী 2 P. C. J.

P. 519.)

Injunction

বিধবা পত্নী মৃতভর্তার সম্পত্তি অপচয় করিতে প্রবৃত্ত

হইলে নিবেদাজ্ঞার জন্ত নালিস করিতে পারে ; নিষেধ আজ্ঞার দ্বারা বিধবার কৃতকার্য নিবারণ অসম্ভব হইলে ভাবী উত্তরাধিকারীর প্রার্থনামতে আদালত সমস্ত সম্পত্তি রিসিভরের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিতে পারেন । (নন্দহান বঃ বলাকি বিবি S.D of 1854.367. ) বিধবা পত্নী মৃত ভর্তার কোন সম্পত্তি নষ্ট করিতে প্ররক্ত হইলে বিধবা পত্নীর স্বত্ব লোপ হয় এমত নহে ; তবে ইচ্ছাপূর্বক নষ্ট করা প্রমাণ হইলে তাহার কর্তৃত্বে সম্পত্তি থাকায় ভাবী উত্তরাধিকারীর স্বত্বের বিঘ্ন হইতে পারে; এই কারণে আদালত রিসিভর নিযুক্ত করিতে পারেন । ভাবী উত্তরাধিকারীর মধ্যে কেহ উপযুক্ত পাত্র থাকিলে আদালত তাহাকে রিসিভর নিযুক্ত করিতে পারেন । (গোলকমণি বঃ কৃষ্ণপ্রসাদ S.D of. 1859) রিসিভর নিযুক্ত হইলেও সম্পত্তির সমস্ত আয় জীবনকাল পর্যন্ত পত্নী গ্রাপ্ত হয় । (শ্যামানন্দরী বঃ যমুনা চৌধুরানী 24 W. R. 86. )

বিধবা পত্নীকে কেহ অধিকার চ্যুত করিয়া অত্যাচার মতে তাহার মৃত ভর্তার সম্পত্তি ভোগ করিলে ভাবী উত্তরাধিকারী বিধবার নামযোগে সেই অত্যাচার দখলকারীর নামে নালিস করিতে পারে । (রাধামোহন বঃ রামদাস 24 W. R. 86 ; জয়মুরত বঃ বলদেবসিংহ 21 W. R. 414.)

বিধবা পত্নীর অধীনে কোন প্রজা বা অন্ত কেহ কোন সম্পত্তি নষ্ট করিলে ভাবী উত্তরাধিকারী ঐরূপ উপায়ে তাহা নিবারণ করিতে পারে । (গোবিন্দমণি বঃ শ্যামলাল B. L. R. Sup 48 )

বিধবা পত্নীর জীবনকালে ভাবী উত্তরাধিকারী দান বিক্রয় নিবেদাজ্ঞার নালিস করিতে পারে না ; সংগত কারণ থাকিলে বিধবা পত্নী ভর্তার সম্পত্তি দান বিক্রয় করিতে

পারে ; সুতরাং ভাবি দান বিক্রয় নিষেধ হইতে পারে না ।  
 সম্পন্ন করিতে প্ররক্ত হইলে নিষেধ অসঙ্গত হইতে পারে ।  
 ( প্রাণপতি বঃ পূরণ কুণ্ডার S. D of 1856.494. )

There can  
 be no suit  
 for declara-  
 tion of re-  
 versionary  
 right.

বিধবা পত্নীর জীবনকালে ভাবী উত্তরাধিকারীগণ ভাবি  
 স্বত্ব সাব্যস্ত করিয়া নালিস করিতে পারে না ; বিধবা পত্নীর  
 মৃত্যুর সময় যে প্রত্যাশিত দায়াদ বর্তমান থাকে সেই অধি-  
 কারী হয় ; সুতরাং কে অধিকারী হইবে তাহা বিধবার মৃত্যুর  
 পূর্বে অবধারণ অসম্ভব এবং অনাবশ্যক ।

বিধবা পত্নী আপন ভর্তার সম্পত্তি দান বিক্রয় করিলে  
 তৎকালীন ভাবী উত্তরাধিকারী বার বৎসরের মধ্যে সেই দান  
 বিক্রয় অসিদ্ধ সাব্যস্ত করিবার নালিস করিতে পারে (১৮৭৭  
 সালের ১৫ আইন ২ প ১২৪—১৪২) । বিধবা পত্নীর জীবন-  
 কালে ভাবী উত্তরাধিকারী তৎকৃত দান বিক্রয় অসিদ্ধ সাব্যস্ত  
 করিবার জন্ত ১৮৭৭ সালের ১ আইনের ৪৩ ধারামতে  
 নালিস করিলে বিচার করা না করা আদালতের ইচ্ছাবিকম্প ।  
 ( I. L. R. )

যদি আদালত বিবেচনা করেন যে ভাবি উত্তরাধিকারি-  
 গণের আপত্তি আশু বিচার না করিলে ভবিষ্যতে তাহাদের  
 আপত্তি প্রমাণ করা কঠিন হইবে তাহা হইলে বিধবা পত্নীর  
 জীবনকালে তৎকর্তৃক দান বিক্রয়ের শাস্ত্রোক্ত প্রয়োজন  
 ছিল কিনা আদালত বিচার করিতে পারেন ( জিনারায়ণ মিত্র  
 বঃ জীমতীকৃষ্ণ 11 B. L. R. 171. বিহারি লাল বঃ মধু লাল  
 13 B. L. R. 222. ) ।

Where a  
 sale is decla-  
 red invalid  
 the proper-  
 ty does  
 not re-

বিধবা পত্নী শাস্ত্রোক্ত প্রয়োজন ব্যতীত পতির সম্পত্তি  
 বিক্রয় করিলে ; সেই বিক্রয় রহিত হইলে মূল্যের টাকার  
 জন্য বিক্রীত সম্পত্তি দায়ী থাকে না ।

শাস্ত্রোক্ত প্রয়োজন হেতু বিধবা পত্নী ভর্তার সম্পত্তি

দান বিক্রয় করিলে তাহা সিন্ধু হয় ; সুতরাং তাহা উত্তরাধিকারী main liable  
কারী জাদৃশ অবস্থায় মূল্যের টাকা প্রত্যর্পণ করিতে স্বীকার for pur-  
কুলেও সেই দান বিক্রয় রহিত হয় না (মণিরাম বঃ মনুভবংশ chase  
৫ W. R. 284.) money.

প্রয়োজন জন্মে যে পরিমাণ সম্পত্তি বিক্রয় আবশ্যক  
তদপেক্ষা অধিক মূল্যের সম্পত্তি বিধবা পত্নী কর্তৃক বিক্রীত  
হইলে তাহা উত্তরাধিকারিণী সেই বিক্রয় রহিতের নালিস  
করিতে পারে ; কিন্তু বিধবার যে পরিমাণ টাকার বাস্তবিক  
প্রয়োজন ছিল সেই পরিমাণ টাকা ক্রেতাকে সরাসরি প্রত্য-  
র্পণ না করিলে সেই বিক্রয় রহিতের নালিস ডিক্রি হয় না।  
ক্রেতা বিক্রয়ের তারিখ হইতে যে পরিমাণ লাভ ভোগ  
করে তাহা উক্ত হিসাবে বাদ দেওয়া হয় (কুলচাঁদ বঃ  
রঘুবংশ 9 W. R. 108 মতিরাম বঃ গোপাল সাহ 11 B. L.  
R. 416 এইরূপ স্থলে যতদূর আবশ্যক ছিল তদপেক্ষা  
অধিক সম্পত্তি বিক্রয় করা প্রমাণের ভার উত্তরাধিকারীর  
উপর অর্পিত হয় ; উত্তমর্গ সমস্ত অবস্থা জানে অথবা জানি-  
বার উপায় থাকা বাদীকে প্রমাণ করিতে হয়। কামিকা  
প্রসাদ বঃ জগদম্বা 5 B.L. R. 508 ; লালজিত পাণ্ডে বঃ  
জীধর পাণ্ডে 13 W. R. 457 )

পত্নী বা দুহিত, সংক্রান্ত সম্পত্তি আধমনকারীরা পরলোক-  
গত হইলে অনন্তর অধিকারী সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিতে  
বাধ্য হয় না ; যে পরিমাণ আবশ্যক ছিল সেই পরিমাণ  
পরিশোধ করিতে বাধ্য হয়। ( ললিত পাণ্ডে বঃ সরদার  
দেব নারায়ণ সিংহ 3 B. L. R. 176 )।

যদি কোন সম্পত্তি আবশ্যক থাকে এবং সেই ঋণ পরি-  
শোধ জন্ম বিধবাসেই সম্পত্তি বিক্রয় করে, অথচ এমন প্রমাণ  
হয় যে বিধবা অনায়াসে সেই ঋণ পরিশোধ করিতে পারিত

Next heir  
bound to  
pay off the  
widow's  
mortgagee  
if the mort-  
gage was  
created for  
necessity.



স্বাহা হইলে পত্নী কর্তৃক বিক্রয় রহিত হইতে পারে ; কিন্তু  
এমতাবস্থায় উত্তরাধিকারী আত্ম স্বয়ং পরিশোধ করিতে বাধ্য  
হয় ( মহম্মদ সমস্তুল ষঃ স্বেবক রাম ) ।

বঙ্গদেশের হাইকোর্টের মতে দায়ভাগ এবং মিতাক্ষরা  
উভয় গ্রন্থের মতে পিতার মৃত্যুর পরে পুত্রগণ যে সময়  
পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লয় সেই সময়ে মাতা বর্তমান  
থাকিলে মাতা পুত্র সমাংশ প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু মাতার কিরূপ  
স্বত্ব হয় তাহা দায়ভাগ বা মিতাক্ষরার স্পষ্ট লিখিত নাই ;  
এবং এই সম্বন্ধে এ পর্যন্ত চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় নাই ( 2 P. C.  
T. p 337. )

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

হুইত্রাধিকার ।

According to Daya-  
bhaga the  
position of  
daughter is  
exactly  
similar to  
that of the  
widow.

পতির সম্পত্তিতে পত্নীর বৈরূপ স্বত্ব হয় দায়ভাগের  
মতে পিতৃধনে কত। অধিকারিণী হইলে ঠিক সেইরূপ স্বত্ব  
হয় ; পুত্রধনে মাতা অথবা পৌত্রধনে পিতামহী অধিকারিণী  
হইলেও সেইরূপ স্বত্ব হয় । জীমূতবাহন মতে

অপুত্রাশয়নং ভর্তৃঃপাত্নীভ্রতেহিতা ।

“ ভুক্তীতাময়গাং স্তান্তা দায়াদা উদ্ধমাপ্নুয়ুঃ ॥

এই বাক্যদ্বয় বচনে পত্নী শ্রম উপলক্ষণ মাত্র ; জীমূতবাহনের  
মতে স্ত্রীমাত্ৰাধিকারে এই নিয়ম জানিতে হইবে । দায়-  
ভাগ ১১ অ ২ প ৩১ ।

দায়ভাগের মতে হুইত্রা যে পিতৃধনে এবং মাতা  
যে পুত্র ধনে অধিকারিণী হয় তাহা কেবল উপভোগ  
মাত্র করিতে পারে ; এবং হুইত্রা মাতা প্রভৃতি জাত  
ধিকারী হইয়া পঃলোক হতে হইলে পুত্রাধিকারীর দায়াদ

গণ সেই সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় ; জীবনব্যং অধিকারিক্রম হয় না । পিতার মৃত্যুর সময়ে অদত্তা কন্যা থাকিলে সেই অদত্তা কন্যা অধিকারিণী হয় ; পরে সেই অদত্তা কন্যা বিবাহিতা হইয়া পুত্র রাখিয়া লোকান্তর হইলে সেই সময়ে যদি পিতার অত্র হুহিত্তা পুত্রবতী বা সম্ভাবিত পুত্রা থাকে তাহা হইলে সেই পুত্রবতী সম্ভাবিত পুত্রা ভগ্নিনীগণ অধিকারিণী হয় ; প্রথম জাতাধিকারাকত্তার পুত্র থাকিলে ও তাহার তৎকালে অধিকারী হয় না । সম্ভাবিত পুত্রা বা পুত্রবতী হুহিত্তা কেহ না থাকিলে পিতার সকল দৌহিত্র গণ তুল্যরূপে অধিকারী হয় কেবল প্রথম জাতাধিকারী মৃত্যু কত্তার পশ্চাৎ পুত্রপুত্রগণ অধিকারী হয় না । জীবন-গত বলিয়াছেন “যদাচ কন্যা জাতাধিকারী পশ্চাৎ পরি-  
গীতা সতী ত্রিয়েতে তদ তত্ত্বনং কন্যয়া অনুংপন্নাদিকারয়া  
অভাবে যোযুদাদীনাং প্রতিপাদিতং উংপন্নাদিকারয়া  
অপ্যভাবে তেবামেব তত্ত্বনং নতু তত্ত্বদাদীনাং ভাতি তত্র  
জীবন বিষয়ত্বাং, ভূত্বীতা মরণাং কান্তেতি বচনেন জাতাধি-  
কারয়াঃ পত্ন্যা অভাবে অনুংপন্নাদিকার পত্ন্যভাবোক্তানাং  
পূর্বধনদামিদায়গ্রাহিণাং হুহিত্তাদীনাং ধনাধিকার দর্শিত-  
ত্বাং পত্নীতো জঘন্য হুহিত্ত\* দৌহিত্রয়োরধিকারে দত্তাপু-  
পন্যায় সিদ্ধোহয়মর্থঃ” ।

Unmarried  
daughter  
inherits  
first.

On the  
death of the  
unmarried  
daughter  
the proper  
ty goes to  
the next  
heir of the  
father  
according  
to Daya-  
bhaga.

কিন্তু জীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার দায়ক্রম সংগ্রহে বলিয়াছেন যে  
“কন্যা জাতাধিকারী পশ্চাৎ পরিগীতা সতী অবিক্রম্যন  
পুত্রা যদি ত্রিয়েতে তদা তৎ পিতৃদারে সম্পূজায়াঃ সম্ভাবিত  
পুত্রায়ান্ত ভগিতা স্বলোভাধিকারঃ নতু তত্ত্বদাদীনাং

\* মূলে “হুহিত্ত দৌহিত্রয়োঃ” এইরূপ পাঠ আছে ;  
কিন্তু দৌহিত্রের অধিকার পত্নী হুহিত্তার ন্যায় হইতে  
পারে না ।

স্ত্রীধন এবং তেষামধিকারঃ” ইহা হইতে আপাততঃ বোধ হয় যে তর্কালঙ্কারের মতে অহুতা কন্যা অধিকারিণী হইয়া অপুত্রক লোকান্তর না হইলে, তাহার সম্বন্ধে পুত্রবতী ভগিনী গণের অধিকার হয় না ; কিন্তু বাস্তবিক তাহা বলা তর্কালঙ্কারের উদ্দেশ্য নহে ; অহুতা কন্যা অপুত্রক লোকান্তর হইলেও ভর্তার অধিকার হয় না, এইমাত্র বলা তর্কালঙ্কারের উদ্দেশ্য। পুত্র রাখিয়া লোকান্তর হইলে অন্য ভগিনীগণ অধিকারিণী হইতে পারে না তর্কালঙ্কার এমত বলেন নাই ; বরং অপুত্রক লোকান্তর হইলেও ভর্তার অধিকার হয় না যখন বলিয়াছেন তখন স্ত্রীধনবৎ অধিকার ক্রম হয়না ইহা সিদ্ধ হইতেছে ; এবং স্ত্রীধনবৎ অধিকারি ক্রম না হইলে পুত্র সত্ত্বেও সম্বন্ধে ভগিনী গণের অধিকার হয়। ফলতঃ এক্ষণে অবধারিত হইয়াছে যে অহুতা কন্যা পিতৃধনে অধিকারিণী হইয়া পরে পুত্র রাখিয়া লোকান্তর হইলে সেই সময় যদি তাহার পিতার সম্বন্ধে অথবা পুত্রবতী দুহিতা থাকে তাহা হইলে সেই সম্বন্ধে পুত্রবতী ভগিনীগণ অধিকারিণী হয়। প্রথম জাতাধিকারী দুহিতার পুত্র থাকিলে, ও তৎকালে অধিকারী হয় না। প্রথম জাতাধিকারী দুহিতার মৃত্যুকালে মূলধনীর সম্ভাবিত-পুত্র বা পুত্র বতী দুহিতা না থাকিলে সকল দৌহিত্র গণ তুল্যরূপে অধিকারী হয় ; কেবল প্রথম জাতাধিকারী অহুতা কন্যার পশ্চাত্তপন পুত্র-গণ অধিকারী হয় না ( তিনুমানি বঃ নিবারণচন্দ্র ৩৩ ও I. L.R. 154.)

Tinumanit  
v. Nibaran  
chandra.

দ্বিতীয় প্রশ্নের পূর্বে দুহিতা দুহিতারিতা হইলে দায়-ভাগের মতে অধিকারিণী হইতে পারে না। যদিও জীমূত-বাহন কেবল ব্রহ্মসু বচনে, পত্নী শব্দে উপলক্ষণ বলিয়া

এই মত প্রতিপাদন করিয়াছেন কিন্তু নিম্নোক্ত রূহস্পতি  
বচনে ইহার অপেক্ষা স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়

সদৃশী সদৃশেনোতা ভর্তৃশুশ্রূণেরতা ।

কৃতাকৃত্য বাহুপুত্রস্য পিতৃধন হরীতু সা ॥

Unchastity

‘ভর্তৃশুশ্রূণেরতা’ এই বিশেষণ থাকায় ‘জীমূতবাহন  
বলেন যে সম্বন্ধে সন্তাবিত পুত্রা হুহিতা অধিকারিণী হইতে  
পারে। কিন্তু এই বচনের প্রকৃত তাৎপর্য বোধ হয় এই  
যে কেবল স্বাধী কন্যা অধিকারিণী হয়। হুহিতা অধি-  
কারিণী হইয়া অধর্মপথ অবলম্বন করিলে স্বত্বলোপ হয় না।  
(রামনাথ তলাপাত্র বঃ দুর্গানন্দরী 4. Cal. 550)

জন্মান্নতা প্রভৃতি যে কারণে পুত্রাদির অনধিকার হয়  
পুত্রীকন্যা প্রভৃতির সেই কারণে অনধিকার হয়। বিজ্ঞানেশ্বর  
বলেন যে “ক্লীবোথ পতিতস্তজ্জ” এই বচনে পুংলিঙ্গ অবিব-  
ক্ষিত, অর্থাৎ এই বচনে সমস্ত বিশেষণ পদ পুংলিঙ্গান্ত  
থাকিলেও স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এই বচন তুল্যরূপে প্রয়োগ  
হয়। মিতাক্ষরার এই মত বঙ্গদেশে গ্রহীত না হইবার  
কারণ লক্ষিত হয় না।

Blindness  
and other  
defects  
which dis-  
qualify  
males also  
disqualify  
a female.

দুই বা তিন কন্যা পিতৃধনে অধিকারিণী হইয়া পরে  
যদি একজন পুত্র রাখিয়া বা না রাখিয়া লোকান্তর হয় তাহা  
হইলে প্রিবিকৌশলের নিষ্পত্তি অনুসারে মৃত হুহিতার  
স্বত্ব লোপ হয় ; এবং যে হুহিতৃগুণ তৎকালে বর্তমান থাকে,  
তাহারা সেই সময়ে বন্ধ্য বা বিধবা হইলেও সমস্ত নিষ্পত্তিতে  
তাহাদের স্বত্ব হয় (অমৃতলাল বসু বঃ রজনীকান্ত 2 I. A.  
113)

এই নিষ্পত্তি ঠিক দায়ভাগ মতানুযায়ী কিনা তাহা  
সন্দেহ স্থল ; এই বিষয় বিস্তারিত রূপে উক্ত হইয়াছে।

• বারাগনী প্রদেশের মতে হিত্ত দায়াদের ধনে পত্নী

Whether  
property  
inherited by  
a wife or  
daughter  
becomes  
her Stri-  
dhan accor-  
ding to  
Mitaksh-  
era.

পৰ্য্যস্তভাবে প্রথমতঃ অযুগ্ম। তদভাবে অপ্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ  
অনপত্য। এবং ধনহীনা তদভাবে প্রতিষ্ঠিতার অধিকার হয়।  
স্রীধন প্রকরণে বিজ্ঞানেশ্বর বলিয়াছেন যে ঋক্ষ ক্রয় সম্বি-  
ভাগ প্রতিগ্রহ অধিগমাদি নিয়তোপায় দ্বারা স্রীলোক যে  
কোন সম্পত্তির অধিকারিণী হয় তাহা স্রীধনঃ; কিন্তু পতির  
সম্পত্তিতে পত্নীর অর্থবা পিতার সম্পত্তিতে হুহিতার অধিকার  
হইলে পত্নী বা হুহিতার কিরূপ অর্থ হয় তাহা বিজ্ঞানেশ্বর  
বলেন নাই। এই নিমিত্ত বলা যাইতে পারে যে পত্নী হুহিতা  
প্রভৃতি পুংধনে অধিকারিণী হইলে পরে সেই সম্পত্তি  
তাহাদের স্রীধন গণ্য হয়; পরন্তু প্রিবিকোর্টস নিষ্পত্তি  
করিয়াছেন যে পত্নী হুহিতার পুংধনে অধিকার হইলে  
সেই সম্পত্তি মিতাক্ষরা মতে স্রীধন গণ্য হয় না (চাকুর দাই  
বঃ রায় বালক রাম 2 P. C. J. p. 521 ; ভগবান দিন  
বঃ ময়না বাই 2 P. C. J. p. 327 ; ছট্টলাল বঃ চন্নলাল  
22 W.R.496 ) বিজ্ঞানেশ্বর হৃদমনুবচন গ্রন্থের অপর ভাগে  
উদ্ধৃত করিয়াছেন; এবং সেই বচনार्थ খণন না করিয়া  
গ্রহণ করিয়াছেন; সুতরাং মিতাক্ষরা মতে পতির ধনে পত্নীর  
অধিকার হইলে উক্ত বচনানুসারে পত্নী ভোগকরিতে পারে  
মাত্র; এবং পত্নীর মৃত্যুর পরে পতির দায়াদগণের অধি-  
কার হয় এইরূপ প্রিবিকোর্টস যে অবধারণ করিয়াছেন  
তাহা অস্বীকার বলা যায় না; কিন্তু পত্নীধিকার সম্বন্ধে হৃদ  
মনুবচনে যে রূপ উক্ত আছে হুহিতার অধিকার সম্বন্ধে  
সে রূপ কোন বচন নাই। জামুতবাহন বলেন যে হৃদ  
মনু বচনে পত্নী শব্দ উপলক্ষণ মাত্র; কিন্তু বিজ্ঞানেশ্বর  
মিতাক্ষরায় এরূপ কোন কথা বলেন নাই; ফলতঃ বিভক্ত  
দায়াদের ধনে হুহিতার অধিকার হইলে অনেকের মতে সেই  
সম্পত্তি মিতাক্ষরানুসারে স্রীধন গণ্য হওয়া উচিত।

বোম্বাই হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে পিতার সম্পত্তিতে কন্যার অধিকার হইলে কন্যার জীৱনব্যয় হয় (বিজয় রত্নম বঃ লক্ষণ ৪ Bomb 244) পরস্তু কলিকাতা হাইকোর্ট এবং প্রেসিডেন্সি নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে বারাগমী প্রদেশের মতে পিতার ধনে দুহিতার অধিকার হইলে সেই সম্পত্তি দুহিতার জীৱন গণ্য হয় না। ছট্টলাল বঃ চন্দ্রলাল 22 W. R. 496)\*

মিথিলা প্রদেশের মতে বিভক্ত দায়াদের ধনে পত্নী পর্যন্ত অভাবে প্রথমতঃ অনুঢ়া কন্যার অধিকার হয়; তদভাবে পুত্রবতী সম্ভাবিত পুত্রী বন্ধ্যা বিধবা নির্ঘনা তাবৎ প্রকার কন্যার যুগপৎ অধিকার হয়।

স্বাতিচন্দ্রিকার মতে বন্ধ্যা বিধবার অধিকার হয় না; এবং মাত্রাজ প্রদেশ সম্বন্ধে এইরূপ নিষ্পত্তি হইয়াছে যে পুত্রবতী দুহিতা থাকিতে পুত্রহীন দুহিতার অধিকার হয় না (গোকুলানন্দ বঃ উমাদাই 15 B. L. R. 405)

প্রাচীনকালে পুত্রীকৃত দুহিতা ব্যতীত অন্য কোন দুহিতা অধিকারিণী হইত এমত বোধ হয় না; পুত্রীকৃত দুহিতার অধিকার স্বীকৃত হইতে আরম্ভ হয় ওয় অকৃত দুহিতার অধিকার অবশেষে স্বীকৃত হইতে আরম্ভ হয় ওয়া সম্ভব বোধ হয়। মনু এবং নারদ সংহিতার দুহিতার অধিকার সম্বন্ধে যে সকল বচন আছে তাহাতে অকৃত দুহিতার অধিকার প্রাপ্তিপাদিত হয় না। মনুসংহিতার যে নিম্নলিখিত বচন আছে তাহার পূর্বের বচনত্রয় পুত্রীকৃত দুহিতাবিষয়ক; এবং কুলুক ভট্টের মতে এই বচন অনুসারে কেবল পুত্রীকৃত দুহিতা অধিকারিণী হয়।

\* It seems that in early times only the appointed daughter could inherit.

বৈথব্যাসাং তথা পুত্রঃ পুত্রজ্ঞঃ দুহিতা সমা ।

• তত্শায়াস্মিন জীবন্ত্যাং কথমন্যো হরেক্ষমঃ ॥

The texts of Menu and Narad evidently support the right of the appointed daughter only.

Brihaspati advocates the heritable right of the daughter as such whether appointed or not.

নিম্নোক্ত নারদ বচনে হুহিতার অধিকার সম্বন্ধে যে হেতু নির্দেশ আছে তাহাতে স্পষ্ট প্রতীক্ষমান হয় যে নারদ স্মৃতি অনুসারে কেবল পুত্রীকৃত হুহিতার অধিকার হয় পুত্রাভাবে চ হুহিতা তুল্য সন্তান দর্শনাং । পুত্রশ্চ হুহিতাচোভে পিতুঃ সন্তান কারিকৈঃ । পরন্তু বহস্পতি কৃত্য বা অকৃত্য সর্বপ্রকার হুহিতার অধিকার স্বীকার করিয়াছেন । বহস্পতি বলেন

অজাদজ্ঞাং সম্ভবতি পুত্র বদ্ধুহিতা বৃণাং ।

তস্তাঃ পিতৃধনং ত্বনাঃ কথং গৃহীতি মানবঃ ॥

সদৃশী সদৃশেনোচ। তর্ভৃশুশ্রবণে রতা ।

কৃত্যং কৃত্য বাহ পুত্রশ্চ পিতৃধন হরী তুস ॥

জীমুতবাহন উক্ত সমস্ত বচন একবাক্য করিয়া বলেন যে কৃত্য অকৃত্য সর্বপ্রকার হুহিতার অধিকার হয় । বিজ্ঞানেশ্বর বলেন যে ঔরসে ধর্মপত্নীজ স্তঃসমঃ পুত্রিকা স্মৃতঃ এই যাজ্ঞবল্ক্য বচনের দ্বারা পুত্রিকা রূপ পুত্র ঔরস পুত্রের তুল্য অধিকারী হয় ; স্মৃতরাং পত্নী হুহিতার স্তব এই বচনের দ্বারা পুত্রী কৃত্য হুহিতার অধিকার উক্ত হইয়াছে এমত বলা যায় না ; বিজ্ঞানেশ্বরের মতে পুত্রীকৃত হুহিতা ঔরস পুত্রের সহিত তুল্যাধিকারিণী হয় ; এবং অকৃত্য হুহিতা সর্ব প্রকার পুত্র এবং পত্নী পর্য্যন্ত অভাবে অধিকারিণী হয় ।

মিতাক্ষরা এবং বিবাদ চিন্তামণির মতে পিতার পূর্বে মাতার অধিকার হয় ; স্মৃতিচন্দ্রিকার মতে পিতার পরে মাতার অধিকার হয় ; বঙ্গদেশে দায়ভাগের মতে পিতার পরে মাতার অধিকার হয় । মিতাক্ষরা এবং দায়ভাগ উভয়মতে ক্রমিক কদাচ অধিকার হইতে পারে না ; পিতার পূর্বে মাতার অধিকার প্রুতিপাদন করিবার নিমিত্ত বিজ্ঞানেশ্বর যে হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে জীনা যায় যে তাহার

মতে বিমাতার অধিকার হয় না। (লালাবতি বঃ ভূৱণী  
B. L. R. Sup.)

বিভাগ্য প্রকরণে জীমূতবাহন বন্ধিরাছেন যে মাতা শব্দ  
কেবল জন্মদাতাকে বুঝায় ; মাতার সপত্নীকে বুঝায় না ;  
এক শব্দের মুখ্য এবং গৌণ উভয় অর্থ গ্রহণ হইতে পারে  
না। (দায়ভাগ ৩ অঃ ২ পঃ ৩০।)

## চতুর্দশ অধ্যায় ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

জীৱন স্বৰূপ নিৰ্ণয় ।

প্রাচীন কালে প্রায় সকল দেশে জীৱণ স্বামীর সম্পত্তি  
বলিয়া গণ্য হইত ; সুতরাং জীলোকে কোন সম্পত্তির  
অধিকারিণী হইতে পারে ইহা তৎকালে বিশ্বাস হওয়া  
সম্ভব নহে। আমাদিগের দেশে এক সময়ে পত্নী কোন  
সম্পত্তির অধিকারিণী হইতে পারিতেন তাহা নিম্নোক্ত  
মহুবচনের দ্বারা স্পষ্ট জানা যায়।

ভাৰ্য্যা পুঞ্জশ্চ দাসশ্চ ভয় এবাধনাঃ সূতাঃ ।

যন্তে সমধিগচ্ছন্তি যস্যৈতে তস্মৈ তদ্ধনং ॥

রোমানদিগের মধ্যে প্রাচীন কালে কস্তার সমস্ত  
সম্পত্তি বিবাহের পরে কস্তার স্বামীর হইত। কাল সহ-  
কারে রোমানদিগের মধ্যে যৌতুক অযৌতুক উভয় বিধ  
সম্পত্তি পত্নীর জীৱন বলিয়া গণ্য হইতে আরম্ভ হয় ;  
যৌতুক ধনের আর স্বামী ভোগ করিতে পারিতেন কিছু

In early  
times wo-  
men were  
reckoned as  
a sort of pro-  
perty ; and  
whatever  
they earned  
belonged to  
the person  
to whom  
they be-  
longed.



Roman  
Law.

যৌতক সম্পত্তি স্বামী বিক্রয় করিতে পারিত না । অযৌতক  
ধনে রোমান দিগের মধ্যে পত্নীর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকিত ।

প্রায় সকলদেশে ধৰ্ম্মশাস্ত্রকার দিগের মতে পতি  
পত্নীর এক শরীর ; উভয়ে পরস্পরের অর্দ্ধাঙ্গ এবং  
অর্দ্ধাঙ্গী । ধৰ্ম্মশাস্ত্রকার দিগের দ্বারা এইরূপে ক্রমশঃ  
পত্নীর মৰ্যাদা বৃদ্ধি হইয়াছে ; কিন্তু কোন কোন দেশে  
উক্ত বিশ্বাস হেতু এই সিদ্ধান্ত হয় যে পত্নী স্বতন্ত্র ভাবে  
কোন সম্পত্তির অধিকারিণী হইতে পারে না । ইংলণ্ডের  
আইন অনুসারে অতি অস্পকাল পূর্বে পতি পত্নীর সমস্ত  
সম্পত্তিতে পতির অধিকার হইত ; এক্ষণে ইংলণ্ডে পার-  
লিয়ামেন্ট কর্তৃক এইরূপ আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে বিবা-  
হিতা স্ত্রীলোক শিল্পকার্যের দ্বারা অথবা পরিশ্রম করিয়া  
বাহ্য উপার্জন করিবে তাহাতে পতির কোন স্বত্ব হইবে  
না । ইংলণ্ডে কোন বিবাহিতা স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্র ভাবে  
সম্পত্তি দিতে হইলে ট্রষ্টি নিযুক্ত করিয়া সেই ট্রষ্টির  
নামে দানপত্র লিখিয়া দিতে হয় ; দানপত্রের নিবন্ধ  
অনুসারে দানপাত্রী সেই সম্পত্তির প্রকৃত ভোগের স্বত্বাধি-  
কারিণী হয় । ইংলণ্ডের আইন অনুসারে ভর্তার অস্ত্র  
কেহ ট্রষ্টি নিযুক্ত না করিয়া পত্নীর নামে দানপত্র লিখিয়া  
দিলে তাহাতে পত্নীর বিশেষ কোন স্বত্ব হয় না । পতি  
পত্নীর একদেহ ; পতির দানপত্রে পত্নীর কোন স্বত্ব হয়  
না । অস্ত্র কেহ দান করিলে উক্ত কারণে পতির স্বত্ব হয় ।

আমাদিগের শাস্ত্র অনুসারে পতি পত্নীর একদেহবটে ।

“অস্থিভি রস্থীনি মাংসৈর্মাংসং হৃদাভ্যচং”

এই অর্থটি আছে । বহুসংখ্যক ইলিয়াছেন ।

আম্মারে স্মৃতিভাষ্যে লোকীচায়েচ স্মৃতিভিঃ ।

শরীরার্দ্ধং স্মৃতা দ্বারা পুণ্যপুণ্য কদে সমা ॥

According  
to English  
Law the  
husband  
and wife  
constitute  
but one per-  
son ; and  
therefore  
the hus-  
band be-  
comes own-  
er of all  
that belong  
to the wife

কিন্তু ভিন্নবিধ পত্নী স্বতন্ত্র ভাবে কোন সম্পত্তির অধিকারিণী হইতে পারে না, আমাদিগের শাস্ত্রকার গণ বলেন না। আমাদিগের শাস্ত্রানুসারে নির্ধন হইলে স্বধন সাধ্য বৈদিক কৰ্মের উচ্ছেদ হয় ; সুতরাং কেহ নির্ধন গণ্য হয় আমাদিগের শাস্ত্রকারগণের এমত অতি প্রায় নহে।

According to Hindu Jurists also the husband and wife constitute one person ; but the wife is capable of holding separate property

“পিতৃ মাতৃহত ভ্রাতৃ দত্ত মধ্যম্পাগতং । আধিবেদনিকং বদ্ধদত্তং শুল্কমধ্যধেয়কমিতি শ্রীধনং ।” বিষ্ণুঃ ।

“অধ্যক্ষাধ্য বাহনিকং দত্তঞ্চ প্রীতিতঃ শ্রীরৈ । ভ্রাতৃমাতৃ পিতৃ প্রাপ্তং বড়বিধং শ্রীধনং স্মৃতং । মহুঃ ।

“অধ্যক্ষাধ্য বাহনিকং ভর্তৃদায় স্তুত্বৈব চ । ভ্রাতৃদত্তং পিতৃভাণ্ডং বড়বিধং শ্রীধনং স্মৃতং । নারদঃ ।

“হস্তিরাভরণং শুল্কং লাভশ্চ শ্রীধনং ভবেৎ । ভোক্ত্রী তং স্বয়মেবেদং পতি নাইত, নাপদি । দেশলঃ ।

“বিবাহকালে যৎ কিঞ্চিৎ বরায়োদ্दिष्ट দীয়তে । কস্তায়ানু স্তদ্ধনং সৰ্বমবিভাজ্যঞ্চ বহুভিঃ । ব্যাসঃ ।

Different kinds of Stridhan

“পিতৃ মাতৃ পতি ভ্রাতৃ দত্ত মধ্যম্পাগতং । আধিবেদনিকঞ্চৈব শ্রীধনং পরিকীর্তিতং । বদ্ধদত্তং তথা শুল্ক মধ্যধেয়ক মেব চ ।”

বাজবল্ক্যঃ ।

অধ্যক্ষি—বিবাহ কালে যৎ শ্রীভ্যো দীয়তে হ্মি সন্নিধৌ ।

তদধ্যক্ষি কৃতং সন্তিঃ শ্রীধনং পরিকীর্তিতং ॥

অধ্যাবাহনিক—যং পুং স ভতে নারী নীরমানাহি পৈতৃকাং

অধ্যাবাহনিকং নাম তং শ্রীধনং মুদাহৃতং ।

অধ্যধেয়ক ।—বিবাহাৎ পরতো যত্তুল্লকং ভর্তৃকুলাং শ্রীয়া

অধ্যধেয়ং তদন্তুল্লকং বহুকুলা তথা ।

ভর্তৃদায়ঃ—ভর্তৃদত্ত ধনং ।

শুল্ক—গৃহেষ্ণপক্ষম বাহানাং দোহাভরণকর্ষণাং ।

মূলং লক্ষণং যৎ কিঞ্চিৎ শুল্কং তৎ পরিকীর্তিতং ॥

এই কাৰ্য্যায়ন বচন অনুসারে গৃহাদি নিৰ্মাণকাৰি শিল্পি  
গণেরজী উৎকোচ স্বৰূপ বাহা প্ৰাপ্ত হয়; অথবা

‘যদানেতুং তৰ্জুগৃহে শুল্কং তং পৰিকীৰ্ত্তিতং ।

এই ব্যাস বচন অনুসারে তৰ্জুগৃহ গমনাৰ্থ প্ৰদ্বোতন  
জন্য বাহা প্ৰাপ্ত হয় ।

শুল্ক—মিতাক্ষৰা মতে “যদগ্ৰহীত্বা কন্যাদীয়তে ।”

মৌদাৰ্যিক—উত্ৰা কন্তরা বাপি পত্ন্যাঃ পিতৃগৃহে পিতা ।

জ্ঞাতুঃ সকাশাং পিত্ৰোৰ্বালব্ধং মৌদাৰ্যিকং  
স্মৃতং ॥

মহাদি বচনে জীৱন ষড়্বিধ বলিয়া উক্ত আছে ; কিন্তু  
উল্লিখিত সমস্ত বচনাৰ্থ পৰ্য্যালোচনা কৰিলে জানিতে  
পাৰা যায় যে জীৱন নানাবিধ ; সুতৰাং বলিতে হইবে  
যে মহাদি বচনে ষট্‌সংখ্যা বিবক্ষিতা নহে অৰ্থাৎ ষট্‌সংখ্যা  
উক্ত থাকায় তদপেক্ষা অধিক সংখ্যা হইতে পাৰেনা  
এমত নহে ।

Daybhag's  
definition  
of Stridhan

জীমূতবাহনের মতে যে সম্পত্তি পতির অনুমতি ব্যতীত  
পত্নী দান বিক্রয় উপভোগ করিতে পারে তাহাই জীৱন ।  
নিম্নোক্ত কাৰ্য্যায়ন বচন অনুসারে পত্নীর শিল্পলব্ধ এবং  
অসম্বন্ধি দত্তধনে পতির অধিকার হয় ; তদ্বিন্ন আর সমস্ত  
জীৱন ।

প্ৰাপ্তং শিল্পৈশ্চ যদ্বিতং প্ৰীত্যাচৈব যদত্ততঃ ।

তৰ্জুঃ স্বাম্যং তদা তত্র শেযন্ত জীৱনং স্মৃতং ॥

পতির জীৱনকালে পত্নী শিল্পাদি কাৰ্য্য কৰিয়া বাহা  
উপাৰ্জন করে তাহাতে পতির অধিকার হয় ; এবং অস-  
ম্বন্ধিদত্ত ধনে পতির অধিকার হয় ; তদ্বিন্ন অন্য উপায়ে যে  
সমস্ত সম্পত্তি পত্নী লাভ করে তাহাতে পতির অধিকার  
হয় না ; সুতৰাং জীমূতবাহনের মতে, জীৱন শব্দ পাৰি-

ভাবিক। শ্রীমদ্রথসংগ্ৰহের মতে মাতা প্রভৃতির শ্রীধনে  
কর্তার অধিকার হইলে শ্রীধন গণ্য হয় না ( দায়ক্রম সংগ্রহ  
২ অ ৩ পৃ ৬ )

•মিতাক্ষরা মতে শ্রীধন শব্দ পারিভাষিক নহে; যে  
কোন উপায়ে শ্রীলোক যে সম্পত্তি উপার্জন করে তাহা  
শ্রীধন। দায়ভাগে যাজ্ঞবল্ক্য বচনের যে রূপ পাঠ আছে  
তদনুসারে উক্ত বচন এই অধ্যায়ের প্রথমে উদ্ধৃত হইয়াছে  
কিন্তু মিতাক্ষরায় উক্ত বচনের নিম্নলিখিত পাঠ আছে।

All kinds  
of property  
belonging  
to women  
are Stri-  
dhan accor-  
ding to  
Mitakshera

“পিতৃ মাতৃ পতি ভাতৃ দত্তমধ্যপাণ্যতং।

আধিবেদনিকাঙ্কণ শ্রীধনং পরিকীৰ্ত্তিতং ॥”

বিজ্ঞানেশ্বর বলেন যে দ্বিতীয় চরণে আঙ্ক শব্দ থাকায়  
ঋক্ণ ক্রম সন্ধিভাগ পরিগ্রহ অধিগম প্রভৃতি যে কোন  
উপায় দ্বারা লব্ধ সম্পত্তি শ্রীধন গণ্য হইতে পারে। ভর্তৃ  
ধনে পত্নী, পিতৃ ধনে কন্যা অথবা পুত্রধনে মাতা অধি-  
কারিণী হইলে সেই সম্পত্তি শ্রীধন গণ্য হয় কি না তাহা  
বিজ্ঞানেশ্বর স্পষ্ট বলেন নাই; কিন্তু ঋক্ণ সন্ধিভাগাদি  
লব্ধ সম্পত্তি যখন শ্রীধন বলিয়াছেন এবং শ্রীধন শব্দের  
পারিভাষিক অর্থ স্বীকার না করিয়া যৌগিক অর্থ যখন  
স্বীকার করিয়াছেন তখন মিতাক্ষরা মতে বিতর্ক অপূত্রক  
দায়াদের পত্নী হইতে মাতা প্রভৃতি তাহার ধনে অধিকারিণী  
হইলে সেই সম্পত্তি শ্রীধন গণ্য হয় এমন বল বাইতে  
পারে।

বারাণসী প্রদেশের প্রচলিত বীরশিবজোদয় নামক গ্রন্থের  
প্রণেতা মিত্র মিত্র শ্রীধনাধিকার সম্বন্ধে মিতাক্ষরা মত অনু-  
মোদন এবং সমর্থন করিয়াছেন। কতায়ন বচনের উক্তি  
আছে যে পত্নীর সম্পলব্ধি সম্পত্তিতে পতির অধিকার  
তত্ত্ব সমস্ত শ্রীধন। অতরাং এইরূপ পূর্ণ পক্ষ হইতে

পূরে যে জীধন শব্দ পারিভাষিক ; কিন্তু মিত্র মিশ্র বলেন যে শিল্পাদি লব্ধ সম্পত্তিতে পতির স্বামীর হইলেও তাহা পত্নীর জীধন গণ্য হইতে পারে না এমত নহে ।

বোম্বাই প্রদেশে প্রচলিত ব্যবহার মত্থ প্রভৃৎ যাজ্ঞবলক্য বচনের পাঠ মিত্রাক্ষরায় যেরূপ সেরূপ আছে ; নীলকণ্ঠের মতে সর্ব প্রকার জীলোকের অধিকৃত সম্পত্তি জীধন ; কিন্তু তন্মধ্যে কতকগুলি পারিভাষিক ; আর সেই গুলি ভিন্ন সমস্ত অপারিভাষিক । সংক্রান্ত ধনে পত্নী হুহিতা প্রভৃতি অধিকারিণী হইলে তাহা অপারিভাষিক জীধন গণ্য হয় ; পারিভাষিক জীধনের বাহারা উত্তরাধিকারী অপারিভাষিক সংক্রান্ত জীধনে দ্বারী উত্তরাধিকারী হয় না । বোম্বাই হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে অপারিভাষিক জীধনের অধিকারিণী পুরুষ হইলে যে উত্তরাধিকারী হইতে পারিত সেই তাদৃশ জীধনের অধিকারী হন । বিজয় রত্নম বঃ লক্ষ্মণ ৪ Bomb ) কিন্তু বোম্বাই হাইকোর্টের এই নিষ্পত্তি মনুধের তাৎপর্য্য বিবদ্ধ বলিয়া অনেকে বিবেচনা করেন । মনুধে উক্ত আছে যে অপারিভাষিক জীধনে পুত্রাদির অধিকার হয় ; ইহাতে বোধ হয় যে নীলকণ্ঠের মতে অপারিভাষিক জীধনে পুরুষ স্বামীর দায়াদগণ অধিকারী হয় ; জী যদি পুরুষ হইত তাহা হইলে যে উত্তরাধিকারী হইত সেই অধিকার প্রাপ্ত হইবে এমত বলা নীলকণ্ঠের তাৎপর্য্য নহে ।

আবিড় প্রদেশের প্রচলিত স্মৃতিচল্লিকা এবং মাধবের মতে যাজ্ঞবলক্য বচনে আত্ম শব্দের দ্বারা ঋকৃৎক্রয় সম্বন্ধে তাৎপর্য্য পাওয়া যায় না ; মাধবের মতে বচনে যেরূপ উপায় লব্ধ ধন জীধন বলিয়া উক্ত আছে তৎসং অস্ত্র উপায় লব্ধ মাত্র আত্ম শব্দের দ্বারা বুঝায় ; কলতঃ আবিড় প্রদেশের মতে জীধন শব্দ পারিভাষিক ।

মিথিলা প্রদেশ প্রচলিত বিবাহ চিন্তামণির মতে শ্রীধন দুই প্রকার । বিবাহ চিন্তামণিতে যাক্ষবলকা বচন উদ্ধৃত নাই ।

মিতাক্ষরা এবং বীরমিত্রোদয়ের মতে যদিও শ্রীলোকের অধিকৃত যে কোন সম্পত্তি শ্রীধন গণ্য হইতে পারে ; কিন্তু প্রিবিকৌন্সল অবধারণ করিয়াছেন যে, রক্ষ মনু বচনানুসারে সংক্রান্ত ধনে পত্নীর সম্পূর্ণ স্বত্ত্ব হয় না ; এবং উক্ত বচন অনুসারে পত্নীর মৃত্যুর পরে পতির দায়াদগণ অধিকারী হয় । ( ভগীবান দিন বঃ ময়না বাই ২ P. C. J. 331 )

It has been held that according to Mitakshera even if inherited property be Stridhan still the right of widow is limited by the text of Bri-dha Monu.

শ্রীধন প্রকরণে যদিও বিজ্ঞানেশ্বর উক্ত রক্ষ মনু বচন উদ্ধৃত করেন নাই, কিন্তু পত্ন্যধিকার প্রকরণে উক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন ; এবং কোন প্রকার মীমাংসা করিয়া উক্ত বচনের অর্থার্থের অন্যথা করেন নাই ; সুতরাং পত্ন্যধিকার সম্বন্ধে প্রিবিকৌন্সল মিতাক্ষরানুসারে যে নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহা ভ্রান্ত বলা যাইতে পারে না । প্রিবিকৌন্সলের উক্ত নিষ্পত্তি যদিও মিতাক্ষরা মতানুযায়ী বটে কি না নিশ্চয় বলা যায় না কিন্তু উক্ত নিষ্পত্তি মিত্র মিত্রের মতানুযায়ী ; সুতরাং পত্ন্যধিকার সম্বন্ধে বারাগনী প্রদেশের মতে যে নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহা উক্ত দেশের প্রচলিত গ্রন্থ সম্মত বলিতে হইবে । পরন্তু বীরমিত্রোদয়ের মতে শ্রীধন শব্দ পারিভাষিক নহে ; যে কোন সম্পত্তি শ্রীলোকের অধিকৃত হয় তাহা মিতাক্ষরা এবং বীরমিত্রোদয় উভয় গ্রন্থের মতে শ্রীধন । বিশেষ বচন থাকায় বীরমিত্রোদয় স্বীকার করিয়াছেন যে পতির সম্পত্তিতে বিধবা পত্নীর কেবল উপভোগ করিবার স্বত্ত্ব হয় ; এবং পত্নীর মৃত্যুর পরে পতির দায়াদগণ অধিকারী হয় । জীহুর্ভ বাহন বলেন যে

অপুত্রঃ শরীৰং তত্ৰুঃ পাত্ন্যধিকারীভূতৌ নীহিতা ।

• ভূমিত্যধরণং কান্তা দায়াদী উদ্ধৃমাত্রম্ ॥

এই ৰূপে মনু বচনে পত্নী শব্দ উল্লেখ মাত্ৰ ; জীমূত বাহিন্যেৰ মতে পিতৃ মতে হুহিতাৰ অধিকাৰ হইলেও কেবল উপভোগ কৰিবলৈ স্বত্ব হয় এবং হুহিতাৰ মৃত্যুৰ পৰে পিতাৰ দায়াদগণ অধিকাৰী হয় । কিন্তু বিজ্ঞানেশ্বৰ এমত কোথা বলেন নাই যে পিতৃমতে হুহিতাৰ স্বত্ব হইলে সম্পূৰ্ণ স্বত্ব হয় না । বরং বিজ্ঞানেশ্বৰ জীৱন প্রকরণে বলিয়াছেন যে স্বত্ব সন্তানাদি আদিৰ দ্বাৰা জীলোকে যে সম্পত্তিতে অধিকাৰিণী হয় তাহা জীৱন গণ্য হয় । পত্নীৰ সম্বন্ধে বিশেষ বচন থাকায় যদিও বলা যায় যে পত্নীৰ সম্পূৰ্ণ স্বত্ব হয় না কিন্তু হুহিতাৰ স্বত্বের সন্মুখ জ্ঞাপক কোন বচন নাই এবং মিতাক্ষৰা মতে এমত বলিবলৈ কোন কারণ লক্ষিত হয় না যে পত্নীৰ জ্ঞান হুহিতাৰ অসম্পূৰ্ণ স্বত্ব হয় । পরন্তু বঙ্গদেশের হাইকোর্ট এবং প্রিভিকৌন্সল নিষ্পত্তি কৰিয়াছেন যে পিতৃমতে হুহিতাৰ অধিকাৰ হইলে বাৰাণসী প্রদেশের মতে হুহিতা উপভোগ কৰিতে, পারে মাত্ৰ ; দান বিক্রয় কৰিতে পাবে না ; এবং হুহিতাৰ মৃত্যুৰ পৰে পিতাৰ দায়াদগণ অধিকাৰী হয় । (ছট্টলাল বঃ চন্মুলাল 22 W. R. 496) উক্ত মকদ্দমায় প্রথম বিচারের সময় বিচার পতি পাণ্ডিথেন্স বলিয়াছেন যে পুত্ৰকর্তা ও কৰ্তৃক সম্বন্ধে যে নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহা অন্যথা করা উচিত হয় না ; নতুবা মিতাক্ষৰা মতে পিতৃমতে হুহিতাৰ অধিকাৰ হইলে সম্পূৰ্ণ স্বত্ব হয় তাহার এইরূপ অভিপ্রায় হওয়া জানা যায় । কলিকাতা হাইকোর্ট যে সমস্ত নজিরের উপর নির্ভর কৰিয়া এই নিষ্পত্তি কৰিয়াছেন সেই সমস্ত প্রায় মিথিলা প্রদেশ সংক্রান্ত মিথিলা প্রদেশে প্রচলিত বিবাদ চিন্তামণির মতে জীৱন শব্দ পারিভাষিক ; সুতরাং মিথিলা প্রদেশে পিতৃমতে হুহিতাৰ অধিকাৰ হইলে সেই সম্পত্তি জীৱন গণ্য হইতে

It has been held that even according to Mitakshera the right of daughter is limited in the same way as in Bengal.

পারে না এমন বলা যাইতে পারে । কিন্তু মিতাকরা এবং বীরমিত্রোদয় উভয় গ্রন্থের মতে ক্রীতন শব্দ যৌগিক ; যদি ও বিশেষ বচন অনুসারে পত্নীর অধিকার সঙ্কোচ হয় কিন্তু পিতৃধনে হুহিতা অধিকারিণী হইয়া অশুদ্ধক লোকান্তর হইলে পিতার দায়াদগণ অধিকারী হয় এমন কোন বচন নাই ।

মাত্রাজ প্রদেশে প্রচলিত মাধবা এবং স্মৃতি চন্দ্রিকার মতে ক্রীতন শব্দ পারিভাষিক ; এবং স্বকথ ক্রয় সুবিভাগ আদি দ্বারা প্রাপ্ত সম্পত্তি ক্রীতন বলিয়া গণ্য হইতে পারে না । প্রিবিকৌন্সিল এইরূপ অবধারণ করিয়াছেন যে মাত্রাজ প্রদেশের মতে পত্নীর সম্পত্তিতে বিধবা পত্নীর সম্পূর্ণ স্বত্ব হয় না । (মসলি পার্টনের কালেক্টর বঃ নারায়ণ প। 1 P. C. J. 824)

Widow's  
right held  
as limited  
in the Mad  
ras Presi-  
dency

দেবানন্দ ভট্ট বলেন যে বর্তমানের নিমিত্ত মৃতপতির অবি-  
তক্ত দায়াদগণ যদি কোন সম্পত্তি তদীয় পত্নীকে দেয়  
কেবল সেইস্থলে পত্নীর উপভোগ মাত্র স্বত্ব হয় ; এবং  
পত্নীর মৃত্যুর পরে স্বকথ মনু বচন অনুসারে পতির দায়াদগণ  
অধিকারী হয় । পরন্তু প্রিবিকৌন্সিল যেরূপ নিষ্পত্তি করি-  
য়াছেন তাহাতে স্মৃতি চন্দ্রিকার এইমত এক্ষণে মাত্রাজ  
প্রদেশে আইন বলিয়া গণ্য হইতে পারে না ; মাত্রাজ হাই-  
কোর্ট সাব্যস্ত করিয়াছেন যে পুত্রের সম্পত্তিতে মাতার অধি-  
কার হইলে ক্রীতন গণ্য হয় না । (বাকিয়াজ বঃ বেকট  
2 Mad 402 )

মাত্রাজ হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে মাতার ক্রীতনে  
হুহিতার অধিকার হইলে সেই সম্পত্তি হুহিতার ক্রীতন বলিয়া  
গণ্য হয় না । (সেল্লমল বামন বঃ বলরামা মুদালি  
3 Mad 312 )

বোম্বাই প্রদেশে ব্যবহার যন্ত্রণের মতে সংক্রান্ত নন ক্রীতন



বটে; কিন্তু পারিভাষিক ক্রীধনের বাহারা অধিকারী হয় সংক্রান্ত ধনে তাহারা অধিকারী হয় না। বোম্বাই হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে নীলকণ্ঠের মতে সংক্রান্ত ধনের অধিকারিণী পুরুষ হইলে যে ব্যক্তি উত্তরাধিকারী হইবে অপারিভাষিক ক্রীধনে তাহাদিগের অধিকার হয়। (বিজয় রজম বঃ লক্ষণ ৪ Bomb 244) বস্তুতঃ নীলকণ্ঠ আপন এণ্ট্রি এরূপ মত কোথাও প্রকাশ করা জানা যায় না; নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন যে অপারিভাষিক ক্রীধনে পুত্রাদি অধিকারী হয়; তাহাতে এমনতর বল সঙ্গত বোধ হয় যে নীলকণ্ঠের মতে দ্বিহিতার মৃত্যুর পরে দ্বিহিতার পুত্রাদি পিতার দায়াদগণ অধিকারী হয়।

উক্ত মকদ্দমার বোম্বাই হাইকোর্ট এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন যে মিতাক্ষরা মতে ক্রীধনের উত্তরাধিকারিগণ দ্বিহিতার মৃত্যুর পরে তাহার পিতার ধনে অধিকারী হয়। মিতাক্ষরা শাস্ত্র সম্বন্ধে বিচারপতিগণ যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সঙ্গত বটে; কিন্তু উক্ত মকদ্দমা, ময় খের মতে নিষ্পত্তি হইয়াছিল; সুতরাং মিতাক্ষরা সম্বন্ধে তাহারা প্রসঙ্গ ক্রমে যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা অপ্রয়োজন উক্তি বলিয়া গণ্য হওয়া সম্ভব।

• মহারাষ্ট্র প্রদেশে পতির ধনে পত্নীর অধিকার হইলে ক্রীধনবৎ স্বত্ব হয় না; তন্নিম্ন আর সমস্ত স্থলে সংক্রান্ত ধন ক্রীধন গণ্য হয়; কিন্তু পারিভাষিক ক্রীধনের অধিকারিগণ অপারিভাষিক ক্রীধনে অধিকারী হয় না। (বিজয় রজম বঃ লক্ষণ ৪ Bomb 244)

• বঙ্গদেশে সংক্রান্ত ধন কখন ক্রীধন গণ্য হয় না; এমন কি মাতার ক্রীধনে কন্যা অধিকারিণী হইলে সেই সম্পত্তি কন্যার ক্রীধন গণ্য হয় না। (দায়ক্রম অংশগ্রহ ২ অ ৩ পঃ)

In the Bombay Presidency only the widow takes a limited interest; but the daughter inheriting father's property becomes also late owner.

জীনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বঃ সর্বজনীন 10 W. R. 488 ; জুয়ান মোহন বঙ্গোপাধ্যায় বঃ মনন মোহন সিংহ 1 Shomes Law Reports )

• Separate property of a woman devolving on a female heir is not considered as Stridhan in Bengal.

• বারানসী প্রদেশে সৰ্ব্বদে এইরূপ নিষ্পত্তি হইয়াছে যে সংক্রান্ত স্বামী জীবন গণ্য হইতে পারে না ; কিন্তু মাতার জীবনে দুহিতার অধিকার হইলে সেই সম্পত্তি বারানসী প্রদেশে দুহিতার জীবন গণ্য হইতে পারে কিনা তাৎসবন্ধে কোন নিষ্পত্তি হয় নাই ।

পুত্রগণ অবিভক্ত পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইলে মাতা যে অংশ প্রাপ্ত হয় তাহা বঙ্গ দেশের মতে জীবন গণ্য হইতে পারে না ; বারানসী প্রদেশে জীবন গণ্য হওয়া সম্ভব ; মাদ্রাজ এবং বোম্বাই প্রদেশে মাতা বিভাগ কালে অংশ প্রাপ্ত হয় কিনা সন্দেহ স্থল ।

• পিতা মাতা জ্ঞাতা স্বস্তর ভর্তা মাতুল প্রভৃতি সৰ্ব্বদা দত্ত সম্পত্তি জীবন সর্বত্র গণ্য হয় ; বঙ্গদেশে ভর্তৃদত্ত স্বামীর জীবন গণ্য হয় কিনা সন্দেহ হইতে পারে ; জীমূতবাহনের মতে যে সম্পত্তি পত্নী আপন ইচ্ছানুসারে দান বিক্রয় করিতে পারে তাহা জীবন ; ভর্তৃদত্ত স্বামীর পত্নী আপন ইচ্ছানুসারে দান করিতে পারেনা ; সূতরাং এমত বলা যায় যে জীমূতবাহনের রূত লক্ষণ অনুসারে ভর্তৃদত্ত স্বামীর জীবন গণ্য হয় না । বস্তুতঃ ভর্তৃদত্ত স্বামীর বঙ্গদেশের মতে সৌনারিক জীবন গণ্য হওয়া সম্ভব । অনস্বদ্ধি ব্যক্তি বিবাহের সময়ে যাহা কন্যার উদ্দেশ্যে দেয় তাহা বঙ্গদেশের মতে যৌতক জীবন ; বিবাহ কাল ভিন্ন অন্য সময়ে অনস্বদ্ধির দ্বারা বঙ্গদেশের মতে কাত্যায়ন স্মৃতি অনুসারে জীবন গণ্য হয় না ।

• Property given by relatives at any time Stridhan.

• Property given by persons other than relatives at the time of marriage is Stridhan

• বারানসী এবং মহারাষ্ট্র প্রদেশের মতে জীলোকের

অধিকৃত সৰ্ব্ব প্রকার সম্পত্তি জীৱন ; সুতরাং যে কোন ব্যক্তিৰ নিকট যে কোন সময়ে প্রতিগ্রহ লক্ষণৰ জীৱন গণ্য হয় ।

সম্বন্ধি ব্যক্তি উইল কৰিয়া যে সম্পত্তি দেয় তাহা জীৱন বলিয়া গণ্য হয় ; ( যহুনাথ সরকার বঃ বসন্ত কুমাৰ , চৌধুরি 19 W. R. 264 ; যেসকল আভরণ পত্নীসকল দা বাবছাৰ কৰে তাহা পত্নীৰ জীৱন (দুৰ্গা কুমাৰ বঃ তেজকুমাৰ 5 W. R. 53)

পত্যো জীবতি যঃ জীভিরলঙ্কারো ধৃতো ভবেৎ ।

নতং ভজেরন দায়াদাভজমানাঃ পতন্তি তে । বিষ্ণুঃ ॥

### Ornaments

নন্দপণ্ডিতের মতে বিধবার অলঙ্কার বিভাগ হইতে পারে । শিল্পকাৰ্যাদিৰ দ্বাৰা পত্নী যে সম্পত্তি লাভ কৰে তাহা দায়ভাগের মতে জীৱন গণ্য হয় না । মিতাক্ষরা বীরমিত্রোদয় এবং ময়খের মতে জীৱন শব্দ যৌগিক ; সুতরাং সৰ্ব্ব প্রকার জীৱন ধন জীৱন ।

কত্ৰা দশায় অথবা তৰ্জায় মৃত্যুৰ পৰে উপার্জিত হইলে শিল্পলক্ষ্য ধন বঙ্গদেশে জীৱন গণ্য হয় ।

সংক্রান্ত সম্পত্তিৰ আয় হইতে যে সম্পত্তি জীত হয় তাহা বঙ্গদেশের মতে সংক্রান্ত সম্পত্তিৰ অন্তৰ্গত গণ্য হয় ; ভাবে চলিত আয় হইতে কিছু কালের জন্ত যে সম্পত্তি বিধবা পত্নী ক্রয় করে তাহা পুনরায় বিক্রয় করিতে পারে ( পদ্মনগি বঃ হারিকানাথ 25 W. R. 335 )

জীৱনের আয় হইতে স্বামীর সম্পত্তি ক্রয় করিলে তাহা জীৱন গণ্য হয় ( লক্ষণ চন্দ্রগির গোস্বামী বঃ কালীচরণ সিংহ 19 W. R. 292 ) সংক্রান্ত সম্পত্তি সরকার হইতে বাজাপু হইত । পুনরায় পূৰ্ব্বাধিকারীৰ বিধবা পত্নীকে প্রদত্ত হইলে বিধবাবু জীৱন গণ্য হয় ( ব্রজেন্ত বর্হাছৰ বঃ রাণী জানকী C. L. R. 318 )

Husband's  
right over  
wife's Stri-  
dhan in  
times of  
necessity.

মিতাক্ষরী মতে স্ত্রীলোকের অধিকৃত স্বামী প্রকার সম্পত্তি স্ত্রীধন; কিন্তু বিশেষ আবশ্যক হইলে নিম্নোক্ত যাজ্ঞবল্ক্য বচন অনুসারে স্বামী পত্নীর স্ত্রীধন লইতে পারে।

হুর্ভিক্ষে ধর্ম কার্ষোচ ব্যাধৌ সম্পত্তিরোধকে ;

গৃহীতং স্ত্রীধনং ভর্তা । ন স্ত্রীয়ে দাতু মর্হীত

বিজ্ঞানেশ্বর বলেন যে “হুর্ভিক্ষ সময়ে, কুটুম্ব ভরণার্থ, অবশ্য কর্তব্য ধর্ম কার্ষের নিমিত্ত, পীড়ার সময়ে, বন্দি গ্রহণ নিগ্রহাদি হইতে মুক্তি লাভ জন্য দ্রব্যান্তর রহিত ভর্তা পত্নীর স্ত্রীধন গ্রহণ করিতে পারে তদ্বিন্ন অত্ৰকোন কারণে লইতে পারে না। ভর্তা ব্যতিরিক্ত অত্ৰকোন দায়াদ স্ত্রীধন লইলে চোরবৎ রাজ্য তাহার দণ্ড করিবেন এইরূপ শাস্ত্র আছে।”

দায়ভাগের মতে পত্নীর শিল্প লব্ধ এবং অসম্বন্ধি দত্ত ধনে স্বামীর সম্পূর্ণ স্বত্ব হয়। কিন্তু যে সম্পত্তি পত্নীর প্রকৃত স্ত্রীধন তাহা আপংকাল ব্যতিরেকে পতি লইতে পারে না।

ন ভর্তা নৈবচ স্ত্রীতো ন পিতা ভ্রাতরন্তথা ।

আদানে বা বিসর্গে বা স্ত্রীধনে প্রভবিকবঃ ॥

যদিহেকতরোহমীষাং স্ত্রীধনং তদকয়েহলাং ।

সরস্বিত্য প্রতিনাপ্যঃ স্ত্রীদণ্ডেব সমাপ্তয়াং ॥

তদেব বদনুজাপ্য তদকয়েং প্রতিনূরিকং ।

যুৎসেব তু দাপ্যঃ স্ত্রীং স যদা ধনবান্ ভবেৎ ॥

অথ চেৎ স বিভার্যঃ স্ত্রীং তং তজতে পুনঃ ।

প্রীত্যা বিন্দ্যকমপি তং প্রতিনাপ্যঃ স তদলাং ॥

আসান্দাদমবাসানামুচ্ছেদো যত্র বোঝিতাং !-

তত্র স্বাম্যদীত স্ত্রী বিভাগং স্বক্খিনন্তথা ॥

যদিও আপংকালে স্বামী পত্নীর স্ত্রীধন গ্রহণ করিতে

২৭৬ . মিতাক্ষরা মতে জীধনাধিকার ক্রম .

পারে কিন্তু আমীর ঋণ দায়ে পত্নী জীধন বিক্রয় হইতে পারে না ; জীধন বলিয়া যে দাবি করে তাহার উপর ক্রিয়া সাধনের ভার অর্পিত হয় ( মে জার্জ ল্যাঙ্ক বঃ গোবিন্দমণি S. D. of 1852 ; ব্রজমোহন মাইতি বঃ রাধা কুঁড়ানি IV. R. 1864 )

• নিম্নোক্ত কাতায়ন বচন অনুসারে দুষ্টচরিত্রতা নিবন্ধন জীধনে স্বত্ব লোপ হয় ।

অপকার ক্রিয়াযুক্ত। নির্লজ্জা চার্ঘ নাশিনী ।

ব্যভিচার রত্যাচ জীধনং নট সাহিত্তি ॥

বীরমিত্রোদয়কার বলেন যে জী দুষ্টচরিত্র। হইলে বল পূর্বক তাহার জীধন গ্রহণ করা উচিত । বিবাদ চিন্তামণির মতে দায়াদগণ দুষ্টচরিত্র। জীলোকের জীধন লইতে পারে । ময়ূখের মতে দুষ্টচরিত্র। জীধন পাইবার অনুপযুক্ত ; স্মৃতি চন্দ্রিকার মতে জীদুষ্টচরিত্র। হইলে জীধন দান বিক্রয় করিতে পারে না । জীমুতবাহন এই সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই । এলাহাবাদ হাইকোর্ট উক্ত কাতায়ন বচন অনুসারে নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে পতি দস্তাভিন্ন অত্র প্রকার জীধনে দুষ্টচরিত্রতা নিবন্ধন স্বত্ব লোপ হয় না ( গঙ্গা মতি বঃ ঘাসিতা I. L. R. 1 All 46 )

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

মিতাক্ষরা মতে জীধনাধিকার ক্রম ।

বাক্যবলক্য সংহিতায় নিম্নলিখিত শ্লোকে জীধনাধিকারি ক্রম লিখিত আছে ।

• পিতৃ মাতৃ পত্নী ভ্রাতৃ দত্তমহাত্ম্যপাগতং ।

\* \* \* \* \*

অতীতারমপ্রজ্ঞা বাহুবল যদবাধুঃ ॥

অত্র স্ত্রীধনং তত্ৰ স্ত্রীয়াদিষু চতুষ পি।

(তদা) দুহিতৃগাং প্রমুতা চেচ্ছেষেয় পিতৃগামিতং ॥

• বাজবলক্য সংহিতার এই মূল ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিজ্ঞানেশ্বর বলেন যে “স্ত্রীয়াদিব আৰ্য প্রাজাপত্য এই চারি প্রকার বিবাহের অগ্রতম বিধানানুসারে বিবাহিতা স্ত্রী, দুহিতা দৌহিত্র পুত্র অথবা পৌত্র না রাখিয়া লোকান্তর হইলে তাহার স্ত্রীধনে প্রথমতঃ ভর্তার অধিকার হয় ; তদভাবে ভর্তার সপিণ্ডগণের অধিকার হয়। আশ্রুরাদি চতুর্কধ বিবাহ িধির অগ্রতম বিধানানুসারে বিবাহিতা স্ত্রী ঐরূপ লক্ষ্য না রাখিয়া লোকান্তর হইলে তাহার স্ত্রীধনে তাহার মাতার তদভাবে পিতার তদভাবে তৎপ্রত্যাসন্ন ব্যক্তিগণের অধিকার হয়। স্ত্রী যে বিধানে বিবাহিতা হউক সম্মান থাকিলে প্রথমতঃ দুহিতাগণের অধিকার হয় ; এই শ্লোকে দুহিতৃ শব্দে দৌহিত্রী বুঝায় ; সাক্ষ্যং দুহিতার অধিকার

মাতু দুহিতরঃ শেষ মৃণাত্তা ঋতেষ্যঃ।

এইবচনের দ্বারা উক্ত হইয়াছে। অতএব মাতার স্ত্রীধনে প্রথমতঃ দুহিতার অধিকার হয় ; দুহিতৃগণের মধ্যে প্রথমতঃ অবিবাহিতার অধিকার হয় ; তদভাবে বিবাহিতার হয় ; বিবাহিতা দুহিতৃগণের মধ্যে।

স্ত্রীধনং দুহিতৃগামপ্রত্যাগামপ্রতিষ্ঠিতানর্থং।

এই গৌতম স্মৃতি অনুসারে প্রথমতঃ অপ্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ, ধন সম্মান হীন তদভাবে ধন সম্মানবতী অধিকারিণী হয় ; শুল্ক ব্যতিরিক্ত অত্র তাবৎ প্রকার স্ত্রীধনে এইরূপ অধিকার হয়। ভগিনী শুল্কে সোদর ভ্রাতার অধিকার হয়।

ভগিনী শুল্কং সোদর্যামুচ্ছং মাতুঃ পিতৃশ্চ। গৌতমঃ।

সর্বপ্রকার দুহিতার অর্থে স্ত্রীধনে দৌহিত্রীর অধিকার

২৭৮ . মিতাকরা যতে জীৱনাবিকার ক্রমঃ ।

হয় । ভিন্ন মাতৃক দৌহিত্রীগণের বিবম সংখ্যা হইলে মাতৃত্বঃ ভাগ কম্পনা হয় ; অর্থাৎ দৌহিত্রীগণের মাতা সকলে জীবিত থাকিলে যে রূপ অংশ প্রাপ্ত হইত দৌহিত্রীগণ সেই রূপ অংশ প্রাপ্ত হয় ।

পিতৃ মাতৃ বা স্ববর্ণে ভাগবিশেষঃ ।—গৌতমঃ ।

হুহিতা এবং দৌহিত্রী যুগপৎ বর্তমান থাকিলে দৌহিত্রীকে কিঞ্চিৎ দেওয়া কর্তব্য ।

যান্তাসাংস্বহুহিতঃস্তাসামপি যথার্থতঃ ।

মাতৃমহাধনং কিঞ্চিৎ প্রদেয়ং প্রীতি পূর্বকং ।—মনুঃ ।

হুহিতা দৌহিত্রী না থাকিলে দৌহিত্র জীৱনের অধিকারী হয় ।

মাতুহুহিতরোহভাবে হুত্ৰিণাং তদধমঃ ।—নারদঃ ।

দৌহিত্রাভাবে মাতৃর জীৱনে পূর্বোক্ত ।

মাতুহুহিতরঃ শেষমৃগাতাতো ঋতেষম্ ।—যাজ্ঞবল্ক্যঃ ।

এই বচনানুসারে পুত্রগণের অধিকার হয় ; মনুস্মৃতিতে হুহিতা এবং পুত্রগণের মাতার জীৱনে অধিকার হয় উক্ত আছে ।

জনত্যাং স স্থিতায়াক্ত সমং সর্বৈ সছোদরাঃ ।

ভজেরমাতৃকং রিকৃথং ভগিন্যশ্চ সনাতনঃ ।—মনুঃ ।

উক্ত মনুবচনের এইরূপ অর্থ করা উচিত যে মাতৃক রিকৃথ সছোদরগণ সমবিভাগ করিয়া লইতে পারে ; আর সছোদরা ভগিনীগণ সমবিভাগ করিয়া লইতে পারে । উক্ত বচনের এইরূপ অর্থ নহে যে ভাতা ভগিনী সকলে সমবিভাগ করিয়া লইতে পারে । সমবিভাগ করিয়া লইতে পারে এরূপ বলার উদ্দেশ্য এই যে জীৱনে সোদার বিভাগ হয় না ।

• পুত্রাভাবে পৌত্রগণ পিতামহীর জীৱনে অধিকারী হয় ।

“পুত্র পৌত্রঃ সগং দেয়ং” এই শ্লোক অনুসারে পৌত্র পিতা

মহীর ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য; যে ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য সে অবশ্য রিক্ত পায়।

রিক্তভাজ ঋণ প্রতিফুঃ।—গৌতমঃ।

একগে প্রতীক্ষমান হইতেছে যে মিতাক্ষরা মতে স্ত্রীধনে প্রথমতঃ

১। অবিবাহিতা কস্তার অধিকার হয়।

২। তদভাবে বিবাহিতা অপ্রতিষ্ঠিতা কস্তার। ...

৩। তদভাবে বিবাহিতা প্রতিষ্ঠিতা। ...

৪। তদভাবে দৌহিত্রীর অধিকার হয়। ...

৫। ... ... পুত্রের ...

৬। ... ... পৌত্রের অধিকার হয়। ...

The order of succession in respect of Stridhan according to Mitakshera

৭। তদভাবে বিবাহ ভেদে পতি অথবা পিতা এবং তৎ সপিতৃগের অধিকার হয়। অপ্রতিষ্ঠিতা শব্দে মিতাক্ষরা মতে ধনু সন্তান হীনা % ধনশালিনী কস্তা যদি সন্তান হীনা হয়, এবং ধন হীনা কস্তা যদি সন্তান বৃত্তী হয় তাহা হইলে কাহার অধিকার পূর্বে হইবে মিতাক্ষরাকার সম্পর্ক বলেন নাই। কলিকাতা হাইকোর্ট এইরূপ অবধারণ করিয়াছেন যে বাণাঙ্গসীর মতে নির্ধন কস্তার পূর্বাধিকার হয়। (বিনোদ কুণ্ডার বঃ প্রধান গোপাল সাহ ২ W. R. 176) কস্তাদিগের তুলনায় বহু হইলে যে কস্তা সন্তান হীনা তাহার পূর্বাধিকার হওয়া সম্ভব; কিন্তু এই সম্বন্ধে কোন নিষ্পত্তি হয় নাই।

আলাহাবাদের হাইকোর্ট অবধারণ করিয়াছেন যে কস্তা হস্তগ্রীভা হইলে ও স্ত্রীধনে অধিকারিণী হইতে পারে (গাঙ্গা বতি বঃ বাসিভা I. L. R. 1 All 46.)

অদ্বাদুতা প্রভৃতি দোষ স্ত্রীধনাধিকারে প্রতিবন্ধক হয় কি না তৎসম্বন্ধে কোন নিষ্পত্তি হয় নাই। ক্রীতদাস পণ্ডিত ভ্রাতা ইত্যাদি বচনের ব্যাখ্যা হলে মিতাক্ষরাকার বলি-



• যাহা হইল যে পতিতাদি শব্দের পুংলিঙ্গ অবিধিকৃত ; সুতরাং পত্নী হুহিতা মাতা প্রভৃতি এরূপ দৌষ বৃত্ত হইলে পুংধনাধিকার হয় না । স্ত্রীধন অধিকার সম্বন্ধে যদিও কোন নিষ্পত্তি হয় নাই কিন্তু “ক্লীবোহং প. তত শুদ্ধ” এই বচন স্ত্রীধনাধিকারি সম্বন্ধে প্রয়োগ হয় না ; এমত বলা যায় না ।

• Adopted son's right of inheritance in respect of Stridhan.

• পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে দৌহিত্র, পুত্র, পৌত্র প্রভৃতি স্ত্রী ধনে অধিকারী হইতে পারে ; কিন্তু স্ত্রীর নিজের দত্তক পুত্র অথবা তাহার কন্ডার দত্তকপুত্র বা পৌত্র অধিকারী হইতে পারে কিনা তাহা কোথা স্পষ্ট লিখিত হয় নাই । পুত্র শব্দে ঔরস দত্তক উভয় বিধ পুত্র বুঝায় ; সুতরাং পুত্রের অধিকার স্বীকার করিলে বিশেষ যদি কোন বিবেধ না থাকে তাহা হইলে দত্তক ঔরস উভয় বিধ পুত্রের অধিকার স্বীকার করিতে হয় । কিন্তু ইহা বিবেচনা করা উচিত যে পতির অনুমতি ব্যতিরেকে পত্নী দত্তক গ্রহণ করিতে পারেনা । যদি দত্তকপুত্র স্ত্রীধনের অধিকারী হইত তাহা হইলে পতির অনুমতি ব্যতিরেকে দত্তক গ্রহণ এক কালীন অসিদ্ধ হইত না । আবার এমত বলা যাইতে পারে যে পত্নী বর্তমানে পতি দত্তক গ্রহণ করিলে দত্তক বিষয়ক আইন সমুদয়ের মতে যখন পত্নী সেই দত্তকের মাতা গণ্য হয় তখন দত্তক পুত্র স্ত্রীধনে অধিকারী না হওয়ার কোন কারণ নাই । বোম্বাই হাইকোর্টের মতে দত্তক পুত্র গ্রহীতার পত্নীর উত্তরাধিকারী হয় না । ( 2 Bombay S. A. R. 178 )

• কলিকাতার হাইকোর্ট এইরূপ নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে দত্তক পুত্র গ্রহীতার পত্নীর স্ত্রীধনে অধিকারী হয় । ( তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায় বঃ দিননাথ বন্দোপাধ্যায় 3 W. R. 49 )

• অপ্রজা স্ত্রীধনাধিকার সম্বন্ধে মিতাক্ষরাকার বলিয়াছেন যে ব্রাহ্মাদি চতুর্বিধ পদ্ধতি অনুসারে বিবাহিতার স্ত্রীধনে

## মিথিলা প্রদেশের মতে স্ত্রীধনাধিকার ক্রম । ২৮১

সন্তানভাব পতি এবং পতির সপিণ্ডের অধিকার হয় ;  
 আশুরাদি চতুর্বিধ পদ্ধতিতে বিবাহিতার স্ত্রীধনে মাতা পিতা  
 এবং পিতার প্রত্যাসন্ন ব্যক্তি গণের অধিকার হয় । পরন্তু  
 'মিতাকরার' অপ্রজা স্ত্রীধনাধিকার ক্রম সম্বন্ধে আর কিছু  
 বলেন নাই । স্মৃতরাং বারাণসী প্রদেশের মতে অপ্রজা  
 স্ত্রীধনাধিকার ক্রম নিরূপণ সুসাধ্য নহে । যেহেতু মিতা-  
 করার স্পষ্টাভিধানে কিছু বলেন নাই সেই হেতু বীর-  
 মিত্রোদয়ের মত আদরণীয় বটে ; কিন্তু অপ্রজা স্ত্রীধনাধিকার  
 সম্বন্ধে বীরমিত্রোদয় যে রূপ ক্রম নির্দেশ করিয়াছেন তাহা  
 মিতাকরার অতি প্রায়ের বিপরীত ; স্মৃতরাং এই সম্বন্ধে বীর-  
 মিত্রোদয়ের মত অবলম্বন করা যায় না । 'কমলাকরের  
 মতে' ভর্তৃধনে ভর্তৃ সপিণ্ডগণ যে রূপ ক্রমানুসারে  
 অধিকারী হয় অপ্রজা স্ত্রীধন সম্বন্ধে ভর্তৃ সপিণ্ডগণ সেই  
 রূপ ক্রমানুসারে অধিকারী হইতে পারে । বারাণসী প্রদেশে  
 কমলাকরের এইমত আদরণীয় হওয়া সম্ভব ; কিন্তু বর্তমান  
 এই সম্বন্ধে হাইকোর্ট কর্তৃক কোন নিষ্পত্তি না হয় ততদিন  
 বারাণসী প্রদেশে অপ্রজা স্ত্রীধনাধিকারিক্রম অবধারণ করা  
 যাইতে পারে না । ভগিনী ধনে সৌদর ভ্রাতার অধিকার হয়  
 তাহা উক্ত হইয়াছে ।

The heirs  
to the Stri-  
dhan of a  
female  
dying with-  
out issue.

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

#### মিথিলা প্রদেশের মতে স্ত্রীধনাধিকার ক্রম ।

বাচস্পতি মিত্রের মতে

স্ত্রীধনঃ ভদ্রভাত্যানাং হস্তিতা চ তদংশিনী ।

অপ্রজাচেৎ সমুচ্চা তু ন লভেদ্যাতৃকং ধনং ।

২৮২. মিথিলা প্রদেশের মতে জীধর বিকার ক্রম।

এই ব্রহ্মস্পতি বচনমুসারে তাবৎ অযৌতক ধনে পুত্র এবং অহুতা কস্তার যুগপৎ অধিকার হয়।

“জনস্তাং সংস্থিতার্কুসুমং সর্বৈঃ সহোদরাঃ।

ভজেরন মাতৃকং রিক্থং ভগিন্যাশ্চ সনাভয়ঃ॥”

এই মনুবচনেন্দ্র বিজ্ঞানেশ্বর বেরূপ ব্যাখ্যা করেন তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মস্পতি মিত্র সেই ব্যাখ্যা স্বীকার না করিয়া জাত ভগিনীর যুগপৎ অধিকার স্বীকার করেন; তবে ব্রহ্মস্পতি বচনের সহিত একবাক্যতা করিবার জন্ত বলেন যে মনুবচনে ভগিনী শব্দে অহুতা ভগিনী বুঝিতে হইবে।

কেবল দুহিতার অধিকার জ্ঞাপক যে সমস্ত বচন আছে সেই সমস্ত ব্রহ্মস্পতি মিত্রের মতে যৌতক ধন-বিষয়ক

দৌহিত্র পর্যন্তভাবে ব্রাহ্মাদি পঞ্চবিধ পদ্ধতি অনুসারে বিবাহিতার জীধনে স্বামীর অধিকার হয়; আনুরাদি পদ্ধতি ক্রমে বিবাহিতার জীধনে মাতা পিতার অধিকার হয় মিথিলা প্রদেশে কুজিম পুত্র মাতার জীধনে অধিকারী হয় (The Collector of Tirhoot. V. Haro Prasad 7 W. R. 500; মুসামত সিবু বঃ জগন সিংহ 8 W. R. 155)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দারভাগ মতে জীধনাধিকার ক্রম।

The separate property of a female dying before marriage.

দারভাগ মতে জীধনে অকারভেদে চতুর্বিধ অধিকার ক্রম হয়।

১। কুমারী ধন।

কুমারীধনে প্রথমে সোদর ভ্রাতা অধিকারী তদভাবে মাতা তদভাবে পিতা। কুমারী অবস্থায় ধন লাভ করিয়া বিবাহের পরে মৃত্যু হইলে অযৌতক ধনের ভ্রাতার অধিকার ক্রম হয়।

কৃত্বং যুতারাঃ কস্তারা গৃহীরাঃ সোদরাঃ স্বয়ং ।

তদভাবে ভবে যাতু তদভাবে ভবেৎ পিতুঃ ॥ নারদঃ ।

বরদত্ত ধনে বর অগ্রিকল্পী হয় ।

“অকৃত্বং কৃত্বং বরো গৃহীরাৎ” ঐতিহাসি ।

“স্বার্থাগ্লেঃ সমুতারাঃ কৃত্বং পূর্ববরোহরেৎ ॥”

“যুতারাঃ পুনরুদত্তাঃ পরিশোধো ভগ্নব্যয়ঃ” নারদঃ ।

২। যৌতক ধন ।

যৌতক ধনে প্রথমতঃ কুমারীর অধিকার হয় ;

তদভাবে “স্ত্রীধনং হুহিতৃগামপ্রতানামপ্রতিষ্ঠিতানাং”

এই গোতম স্মৃতি অনুসারে অপ্রতিষ্ঠিতা অর্থাৎ বাগ্দত্তার অধিকার হয় । মিতাক্ষরামতে অপ্রতিষ্ঠিতা শব্দে অনপত্য

নির্ধনা বুঝায় ; কিন্তু দায়ভাগের মতে অপ্রতিষ্ঠিতা শব্দে

বাগ্দত্তা বুঝায় । বাগ্দত্তাভাবে সমুতার অর্থাৎ পুত্রবতী

সম্ভাবিত পুত্রার অধিকার হয় ; পুত্রবতী সম্ভাবিত পুত্রাভাবে

যৌতক ধনে বহুলা বিধবার অধিকার হয় । কুমারী অথবা

বাগ্দত্তা মাতার স্ত্রীধনে অধিকারিণী হইয়া বিবাহের পর

অপুত্রক লোকান্তর হইলে তর্কালঙ্কারের মতে সেইধনে

তাহাদিগের ভর্তার অধিকার হয় না ; এতদবস্থার তর্ক-

লঙ্কারের মতে পূর্বাধিকারিণীর যে নিকট উত্তরাধিকারী

বর্তমান থাকে সে সেইধন প্রাপ্ত হয় । যেমন পিতৃধনে

কস্তার অধিকার হইলে কস্তার স্ত্রীধন গণ্য হয় না । সেইরূপ

মাতার স্ত্রীধনে কস্তার অধিকার হইলে স্ত্রীধন গণ্য

হয় না । সর্বপ্রকার হুহিতার অভাবে পুত্র অধিকারী হয় ;

“যাতু হুহিতরঃ শেবমৃগাতাভ্য ঋতেষ্বরঃ” এই বাজবল্ক্য বচনে

অঘর শব্দে দায়ভাগের মতে পুত্র বুঝায় ; হুহিতার অর্ঘর

দোহিত্র বুঝায় না । পুত্রাভাবে দোহিত্রের অধিকার হয় ;

The order of succession in respect of Jan-tuka Stri-dhan.

২৮৪ . দায়ভাগ মতে জীবনাধিকার ক্রম ।

‘উদভাবে পৌত্র উদভাবে’ প্রপৌত্র উদভাবে সপত্নীপুত্র  
উদভাবে সপত্নীপৌত্র উদভাবে সপত্নী প্রপৌত্র অধিকারী  
হয় ।

দায়ভাগের মতে সপত্নী পুত্রভাবে দৌহিত্রের অধি-  
কার হয় ; কিন্তু তাহা হইলে সপত্নী পৌত্রের এবং  
সপত্নী প্রপৌত্রের অন্তর্নির্দেশ করা কঠিন হয় ; এবং ঐ  
সম্বন্ধে তর্কালঙ্কার যেরূপ ক্রম অবধারিত করিয়াছেন তাহা  
বলদেশে আদৃত হইয়াছে ।

সপত্নী প্রপৌত্র পর্যন্তভাবে ব্রাহ্ম দৈব আৰ্য গান্ধর্ব  
প্রাজাপত্য এই পঞ্চবিধ বিবাহ কাল লব্ধ যৌতক ধনে তর্ভা  
জাতা মাতা পিতার যথাক্রমে অধিকার হয় । অযৌতকধনে  
বিশেষ ২ বচনের দ্বারা জাতা মাতা পিতা তর্ভার যথাক্রমে  
অধিকার পরে প্রতিপাদিত হইয়াছে ; ব্রাহ্মাদি বিবাহ লব্ধ  
যৌতক ধনে প্রথম তর্ভার অধিকার হয় ; এই নিমিত্ত তর্ভা  
জাতা মাতা পিতার যথাক্রমে উক্ত ধনে অধিকার হয় ।

ব্রাহ্ম দৈব আৰ্য গান্ধর্ব প্রাজাপত্যে যত্নঃ ।

মতীভাষ্যপ্রজায়াং তর্ভুরেব তদিব্যতে ॥ মনুঃ ।

সপত্নী প্রপৌত্র পর্যন্তভাবে পৈশাচ রাকস আশুরাখ্য  
বিবাহত্রিক লব্ধ যৌতক ধনে মাতা পিতা জাতা ও তর্ভার  
যথাক্রমে অধিকার হয় । অযৌতক ধনে বিশেষ বচনের  
দ্বারা জাতা মাতা পিতা তর্ভার অধিকার প্রতিপাদিত  
হইয়াছে ; সুতরাং আশুরাদি বিবাহ লব্ধ স্থলে মাতা পিতা  
জাতা তর্ভার যথাক্রমে অযৌতক ধনে অধিকার হয়

যত্নস্তাঃ স্যাঙ্কনং দত্তং বিবাহেবাশুরাদিহু ।

প্রজায়া মতীভাষ্যে মাতাপিত্রৌস্ত দিব্যতে । মনুঃ ।

এতৎ পর্যন্তভাবে যৌতক অযৌতক উভয়ে অধিকার  
ক্রম তেন নাই ।

### ৩। পিতৃদত্ত ।

বিবাহ কালে তৎপুত্র বা পরে পিতৃদত্ত ধনে, যৌতুক : The heirs  
ধনের জ্ঞান, প্রথম কেবল অহুতা কন্ডার অধিকার হয় ; তৎ- to property  
পরে পুত্রবতী সম্ভাবিত পুত্রার অধিকার হয় ; তদভাবে given by  
বহুগা বিধবার অধিকার ; তদভাবে পুত্র পুত্রুতির অধিকার father at  
হয় । দায়ক্রমঃ সংগ্রহ ২ অ ৫ প

“জীয়াস্ত বহুবোং বিত্তং পিত্রাদত্তং কথঞ্চন ।

ব্রাহ্মণী তং হরেৎ কন্ডা তদপত্যস্ত বা ভ্রুবোং ॥”—মনু ।

এই বচন অনুসারে পিতৃদত্ত ধনে প্রথম কন্ডার অধিকার  
হয় ; এই বচন কেবল যৌতুক ধন বিষয়ক হইলে অনর্থক  
হয় ; সুতরাই সকল প্রকার পিতৃদত্ত ধনে প্রথম যৌতুক  
ধনের জ্ঞান অধিকার হইয়া থাকে জীমূতবাহন এইরূপ  
মীমাংসা করিয়াছেন । যৌতুকধমে প্রথমতঃ কেবল কন্ডার  
অধিকার হয় ; পিতৃদত্ত অযৌতুক ধনে যৌতুকের জ্ঞান  
প্রথম কন্ডার অধিকার হয় ; তৎপরে অস্ত্র অযৌতুক ধনের  
জ্ঞান ব্যবস্থা হয় জীমূত বাহন এবং তর্কালঙ্কারের মতে উক্ত  
বচনে ব্রাহ্মণী শব্দ অনুবাদ

জীমূতবাহন বলেন যে ব্রাহ্মণী শব্দ বচনে থাকায় উক্ত  
শব্দের সার্থকতা দেখাইবার জন্ত এমত বলা যাইতে পারে  
যে ব্রাহ্মণী সপত্নী হুহিতা অধিকারিণী হয় । দায়ভাগ-  
৪ অ ২ প ১৬ ।

The heirs to  
Ajautaka  
Stridhan.

৪। বহুদত্ত শুদ্ধ অহুতধনক অর্থাৎ সর্ব প্রকার

অযৌতুক জীবনাধিকার ক্রম

দায়ভাগের মতে সর্ব প্রকার অযৌতুক জীবনে

“জমজ্ঞঃ সংস্থিতান্যস্তু সমং সর্বং সংহোদরাঃ ।

ভজেন গমাতৃকং ঋকৃষ্ণগিন্যন্ত সমাভ্যসঃ ॥” এইমনুবচন

২৮৬ দায়ভাগ মতে জীবনাধিকার ক্রম ।

“জীবনং ভদ্রপত্ন্যন্যং হ্রিতা চ তদংশিনী ।

অপ্রভাতেঃ সযুতা তু নলভেদাত্মকং ধনং ।” এইরূপান্তি  
বচন এবং

“সামান্য পুত্রকন্যান্যং যত্নায়াং জীবনং ত্রিযাং ।

অপ্রজায়াং হরেত্তত্ত্বর্তা মাতা ভ্রাতা পিতৃপিতৃ বা”

এই দুইবল বচনঅনুসারে পুত্র এবং কন্যার যুগপৎ  
অধিকার হয় । দায়ক্রম সংগ্রহের মতে অর্ঘ্যোতক জীবনা-  
ধিকার ক্রম নিম্নে লিখিত হইল ।

১। পুত্র এবং অযুতা কন্যার যুগপৎ অধিকার

২। পুত্রবতী সম্ভাবিত পুত্র

৩। পৌত্র { পুত্রের দ্বারা পুত্রবতী সম্ভাবিত পুত্রার দ্বারা  
হয় ; এই নিমিত্ত পৌত্রের দ্বারা দৌহি-  
ত্রের বাধ হয় ।

৪। প্রপৌত্র

৫। দৌহিত্র

৬। মপত্নী পুত্র, মপত্নী পৌত্র, মপত্নী প্রপৌত্র

৭। বন্ধ্যা বিধবা ।

বন্ধ্যা বিধবা পর্য্যায়ান্তভাবে তর্কালঙ্কারের মতে যৌতক  
ধনের ন্যায় অর্ঘ্যোতক ধনের অধিকার হয় । ব্রাহ্ম দৈব  
আর্ষ গান্ধর্ব প্রজাপত্য এই পঞ্চবিধ প্রকারের মধ্যে যেকোন  
পদ্ধতিতে বিবাহিতার অর্ঘ্যোতক জীবনে তত্ত্ব, ভ্রাতা, মাতা,  
পিতার অধিকার হয় ; আশুরাদি পদ্ধতি ক্রমে বিবাহিতার  
অর্ঘ্যোতক জীবনে ঋতা পিতা ভ্রাতা তত্ত্বার উত্তরাধিকার হয় ।

জীমুতসাহন এইরূপ বিবাহ ভেদে অর্ঘ্যোতক ধনে অধি-  
কারি ভেদ হয় যেমত স্পষ্ট বলেন নাই । জীমুতসাহন বলেন  
যে নিম্নোক্ত বাক্যবল্লী বচন অনুসারে বন্ধু নত্ব ভ্রাতৃ এবং

অস্বাধীনকং এই জীবিক জীবনে অর্থাৎ অর্যোক্তক জীবনে.  
সন্তান না থাকিলে স্বাধীনতার অধিকার হয়।

বহু সত্তা তথাশুল্ক যথাধৈর্যকমেবচ ।

• অপ্রজ্ঞারামতীতারাং বান্ধবান্দবীপুয়ুঃ ।

বহুদন্ত শব্দে দায়ভাগের মতে বিবাহের পূর্বে পিতা  
মাতা কর্তৃক বাহা প্রদত্ত হয় তাহা বুঝায়। অতীত কালে।  
মন বচনের সহিত একবাক্যে করিয়া অবশ্যগত হয় যে  
যাজবল্লভ বচনে বহু শব্দে পিতামাতা বুঝায়।

पितृभ्यांश्चैव यद्वत्तु, द्रुहितुः स्थावरं धनं ।

अप्रज्जयमतीतारां दातुमायितु सर्वदा ।—कात्यायनः

কাত্যায়নবচনের সঙ্গিত একবাক্যত। করিয়া ইহাও স্থির হয় যে যাজ্ঞবল্ক্য বচনে বান্ধব শব্দে ভ্রাতা বুঝায়। কনতঃ যাজ্ঞবল্ক্য ও কাত্যায়নীয় উক্ত বচনদ্বয় একবাক্য করিয়া জীমূতবাহন মীমাংসা করিয়াছেন যে মাতাপিতার দত্তধনে ভ্রাতার অধিকার হয়।

জীমূতবাহন বসেন যে যাজ্ঞবল্ক্য বচনে বহুদত্ত শব্দে  
বিবাহের পূর্বে অর্থাৎ কন্তা দশায় পিতৃ মাতৃ দত্তধীন বৃত্তায়।  
বিবাহের পরে যাহা পিতা মাতা তর্ত্তা প্রভৃতি কর্তৃক প্রদত্ত  
হয় তাহা অস্বাধীনকর, মধ্যো পরিগণিত ; সুতরাং কেবল  
বিবাহের পরে যাহা পিতামাতা কর্তৃক প্রদত্ত হয় তাহার  
অধিকারী ভ্রাতা হইয় থাকে এইমাত্র বলা ঋষির অভিপ্রায়  
হইলে বহুদত্ত স্বতন্ত্র রূপে বলিবার আবশ্যক হইতনা।  
বিবাহ কালে পিতামাতা কর্তৃক যাহা প্রদত্ত হয় তাহা যৌতুক  
গণ্য হয় ; যৌতুকধনে বিবাহ ভেদে তর্ত্তা অথবা মাতার  
প্রথম অধিকারী হয় ; কলতঃ যাজ্ঞবল্ক্য বচনে বহুদত্ত শব্দের  
দ্বারা বিবাহ কালীন অথবা বিবাহের পরকালীন দত্ত বৃত্তাভেদে  
পারেন না ; শুদ্ধ এই ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে ঐক



শব্দের দ্বারা বিবাহের পূর্বে কস্তাদশায় পিতামাতা কর্তৃক  
যাহাঁ প্রদত্ত হয় কেবল তাহা বুঝায়। বাজবল্ক্য বচনে  
শুল্ক শব্দে আশুরাদি বিবাহে বর কর্তৃক যে মূল্য প্রদত্ত হয়  
তাহা বুঝায় না। জীমূতবাহন মতে

“গৃহোপভ্রম, বাহ্যনাং দোহাতরণ কর্মিণাং।

“মূল্যং লব্ধত্বং কিঞ্চিৎ শুল্কং তং পরিকীর্তিতং ॥”

“বদ্যাদেতুং ভর্তৃগৃহে শুল্কং তং পরিকীর্তিতং।”


অর্থাৎ শিল্পিদিগের জী ভর্তাকে স্বকারণ্য প্রেরণ  
করিবার নিমিত্ত যে উৎকোচ লাভ করে অথবা ভর্তৃগৃহে  
গমনার্থ প্রলোভন জন্ম যাহা প্রাপ্ত হয় তাহা শুল্ক।

অস্বাধেয় শব্দের অর্থ কাত্যায়ন বচনে প্রকাশ আছে।

বিবাহাৎ পরতো যত্ন লব্ধং ভর্তৃকুলাৎ জিরা।”

অস্বাধেয়ং তদুক্তং লব্ধং বহুকুলাতথা ॥

অতএব প্রতীয়মান হইতেছে যে বিবাহের পূর্বে কস্তা  
দশায় পিতামাতা কর্তৃক যাহা প্রদত্ত হয় এবং অস্বাধেয় ও  
শুল্ক এই ত্রিবিধ জীবনে অর্থাৎ অস্বাধেয় জীবনে সম্ভব  
না থাকিলে প্রথম জাতার অধিকার হয়; এবং “ভগিনী  
শুল্কং সোদৰ্শ্যাণামুর্দ্ধং মাতুঃ পিতৃশ্চ” এই গোতম বচনের  
সহিত একবাক্যতা করিয়া জীমূতবাহন বলেন যে জাতার  
অন্তর্ভবে মাতার তদভাবে পিতার অধিকার হয়; সোদর  
জাতা মাতা পিতার অভাবে “বহুদত্তং বহুনায়াভাবে ভর্তৃ  
গামিতং” এই কাত্যায়ন শ্রুতি অনুসারে উক্ত প্রকার জীবনে  
ভর্তার অধিকার হয়।

কলিকাতা হাইকোর্ট এইরূপ অবধারণ করিয়াছেন যে  
কস্তাদশায় অর্থাৎ বিবাহের পূর্বে পিতার উইল অনুসারে  
প্রাপ্ত সম্পত্তিতে দারুভাগমতে ভর্তার পূর্বে জাতা পিতার  
অধিকার হয়। পিতার পতি  বারিকানাথ মিত্র বলেন

যে দায়ভাগের মতে বিবাহভেদে অর্থাতক ধনে অধিকারি ভেদ হয় না ; বস্তুতঃ দায়ভাগের অপ্রজ স্ত্রীধনাধিকার প্রকরণ পাঠ করিলে তাহাই বোধ হয়। পরন্তু শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের মতে অর্থাতক ধনে বিবাহ ভেদে অধিকারি ভেদ হয় ; বিচারপতি হারিকানাথ মিত্র বলেন যে এই সম্বন্ধে জীমূতবাহনের মতানুসারে ব্যবস্থা হওয়া কঠব্য। বস্তুতঃ জীমূতবাহন এবং তর্কালঙ্কারের সম্পূর্ণ ভিন্ন মত নহে। তর্কালঙ্কারের এইরূপ অভিপ্রায় যে কেবল আত্মরাদি পদ্ধতি ক্রমে বিবাহিতার অর্থাতক ধনের অধিকার ক্রম জীমূতবাহন নিরূপন করিয়াছেন ; ব্রাহ্মাদি পদ্ধতি ক্রমে বিবাহিতার অর্থাতক স্ত্রীধনে সম্ভান না থাকিলে অধিকার ক্রম যখন স্বতন্ত্র রূপে জীমূতবাহন বলেন নাই তখন সম্ভানভাবে যৌতক ধনের জ্ঞান অর্থাতক ধনের অধিকার ক্রম হয় বলিতে হইবে। এইরূপ মীমাংসা করিলে জীমূতবাহন এবং তর্কালঙ্কারের কোন মত ভেদ লক্ষিত হয় না।

পতি অথবা পতির সম্বন্ধি দত্ত ধনে পতি বর্তমানে জাতার অধিকার হইলে অত্যন্ত বিনংশিষ্ট দোষ হয় ; বোধ হয় সেই বিনংশিষ্ট দোষ পরিহারের জন্ত তর্কালঙ্কার বলিয়াছেন যে কেবল আত্মরাদি পদ্ধতি ক্রমে বিবাহিতার অর্থাতক স্ত্রীধনে জাতার পূর্বাধিকার হয়। তর্কালঙ্কারের অভিপ্রেতি সম্বন্ধে এই আপত্তি হইতে পারে যে অর্থাতক স্ত্রীধনে বিবাহ ভেদে অধিকারিভেদ স্বীকার করা জীমূতবাহনের অভিপ্রেত হইলে তিনি যাজ্ঞবল্ক্য বচনে লক্ষণা স্বীকার করিতেন। পরন্তু মীমাংসকগণ সহসা লক্ষণা স্বীকার করেন না ; লক্ষণা স্বীকার অপেক্ষা সাংস্কৃতিক জ্ঞান অঙ্গলব্ধ করিয়া মীমাংসা করার লায়ব হয়। পরন্তু হাই কোর্ট যেরূপ নিষ্পত্তি করিয়াছেন তদনুসারে সর্ব প্রকার

বিবাহে বিবাহিতার অর্ঘ্যাতক জীবনে প্রথম জাত। তদভাবে  
মাতা তদভাবে পিতা তদভাবে তৃত্যি অধিকার হয়। (যহুনাথ  
সরকার বঃ বসন্তকুমার রায় চৌধুরি 19 W.R-269)

উক্ত নজির অনুসারে পরে আর এক মকদ্দমার সিদ্ধান্ত  
হইয়াছে যে বিবাহের পরে স্বামীর পিতৃস্বজ্ঞের দত্তধনে  
জাতা মাতা অথবা পিতা বর্তমান থাকিতে স্বামীর অধিকার  
হয় না ( হরিমোহন সাহা বঃ সনাতন সাহা I. L. R. 1 cal  
275 )

যৌতকধন তর্ভা জাতা মাতা পিতা অথবা বিবাহভেদে মাতা  
পিতা জাতা তৃত্যি পর্য্যস্তভাবে এবং অর্ঘ্যাতক ধনে জাতা  
মাতা পিতা তৃত্যিভাবে জীবনের অধিকার ক্রম জীমুতবাহন  
নিম্নোক্ত হইয়াছে বচন অনুসারে নিরূপণ করিয়াছেন।

মাতৃঘনা মাতুলানী পিতৃব্যজ্ঞী পিতৃঘনা ।

স্বজ্ঞঃ পুত্রজ পত্নীচ মাতৃতুল্যা প্রকীর্তিতাঃ ॥

মাদাম। মৌরসো নত্যাং সূতোদৌহিত্র এব বা ।

তুংসূতো বা ধনং তাস্মিৎ স্বজ্ঞীয়াত্যাঃ সমাপ্পনুঃ ॥

উক্ত বচন অনুসারে ঔরস পুত্র কন্যা দৌহিত্র না থাকিলে  
জীবনে ভগিনী পুত্র প্রভৃতির অধিকার হয় ; উপকার  
বিবেচনার জীমুতবাহন ইহাদিগের অধিকারের ক্রম নিরূ-  
পণ করিয়াছেন।

১। দেবর তদভাবে দেবরপুত্র এবং জাতৃ স্বশুরপুত্র ।

২। ভগিনী পুত্র ;

৩। ভর্তৃ ভাগিনের ।

৪। জাতৃসুতঃ ।

৫। জামাতা ।

জামাতা পর্য্যস্তভাবে স্বশুর জাতৃস্বশুরাদি সপিণ্ডের  
অধিকার হয়; সপিণ্ডাভাবে সন্তান সমানোদক অধিকারী হয়।

সম্পূর্ণ ।

## NOTE 1

### Jimutavahana and the Doctrine of Spiritual Benefit.

1 It is generally held as beyond question that the principle of spiritual benefit is the sole foundation of the theory of inheritance propounded in the Dayabhaga. Notwithstanding the weight of authority an examination of all that Jimutavahana says on the point may not be altogether fruitless.

2. Before entering into an examination of the principles propounded in the Dayabhaga, it is necessary to say something about the style of Hindu Law books. Any one who goes through a Hindu Law book like the Dayabhaga, with the aid of a commentary, would at once perceive that there is a marked peculiarity in the style of authors like Jimutavahana. Books of law in English are written in the style in which a Judge delivers a judgement; but that is not the style of old Hindu Law books. The Dayabhaga and other works of Hindu Law are written not in the style of a judgment but in the style in which an advocate argues a case. Authors, like Jimutavahana, being Pandits who were more accustomed to learned disputations than to the practical administration of Law, their books are naturally written in the style of argumentative wrangling, for which purpose their books were mainly intended. In this country the Pandits would not adopt the work of any modern author as a text book unless that work is of unquestionable value, for the purpose of silencing an adversary in argument.

3. European scholars complain of "conflicting dicta and jarring deductions" in Hindu Law books; but as a matter of fact Hindu Lawyers are not quite so illogical as they are supposed to be. An advocate arguing a case would give any reason however weak; the proposition which the advocate intends to establish may be unsound, notwithstanding that some of the reasons put forward may not be tenable.

4. Throughout the Dayabhaga the style of Jimutavahana

is first to state the question ; and then stating the adversary's opinion the author proceeds to refute the same. The reason first given or the interpretation given at first is generally open to objection ; the 'weak point however of the reasoning or the interpretation is nowhere expressly stated. Whenever the author has given a second reason or proposed a different interpretation to that propounded first, the commentator Sreekishen has exposed the apprehended objections which were in the mind of the author.

5. I have already stated that throughout the book the author supposes himself to be arguing in the presence of an adversary ; his object is to disarm his adversary ; and not to furnish him with weapons of attack. The author takes ultimately such a position as to avoid every objection which according to the author it is possible for the adversary to raise ; but the author very seldom explicitly states what those objections are. It is this peculiarity in the style of Hindu Law books that makes them altogether unintelligible without the light of a commentary. It is generally said of Jagannath's work that it is the best law book for counsel and the worst for a Judge. Sir F Macnaghten says of Jagannath that "the frequent occurrence of jarring texts and obscure commentaries forms a great objection to the book as a work of particular reference." As works of reference almost all the Hindu Law books are practically useless ; and the judge or lawyer who would refer to any original work to satisfy himself as to a particular point must be disappointed. The whole work must be studied with the light of a commentary ; and then the reader would find that the work is consistent and logical throughout. In the case of Jagannath the great difficulty to master it arises from the fact that no Pundit of Bengal has thought it worthwhile to write a commentary on it.

6. With these preliminary remarks as to the style of Hin-

du Law books I now proceed to examine the theory of spiritual benefit as propounded in the Dayabhaga. Throughout chapter XI of the Dayabhaga the author has shewn the greatest solicitude to establish the doctrine of spiritual benefit; this solicitude on the part of the great Hindu Jurist is quite natural. According to the principles recognized by Hindu Jurists, it is only in the last resort that reliance is made upon mere texts; if it is possible to assign a reason for any particular position, the Hindu Jurists would have recourse to reason and would not rely upon the text only. Then again the rule is that if it is possible to lay down a broad general rule embracing or accounting for all possible cases then it is not proper to lay down particular rules unconnected with each other by any mark common to all. The Hindu lawyer takes for granted that for every rule of law there is a text in the Vedas; to postulate the existence of many texts is not proper when by the supposition of a single text it is possible to explain all possible cases. If by taking for granted the existence of a text of the Vedas to the effect that "inheritance is in right of benefits conferred, and the order of succession is regulated by the degree of benefit" it be possible to determine the right of inheritance and order of succession, in harmony with the authoritative texts, then there would remain no objection whatever to accept the theory of spiritual benefit.

7. In chap. XI of the Dayabhaga the author has throughout tried to shew that it is possible to account for the right of inheritance as a result arising from the power of the heir to confer spiritual benefit on the deceased, either by Parvana Shrad or in any other manner. The author has shewn that the son, grandson, wife, daughter, daughter's son & who are declared by express texts to be heirs do somehow confer spiritual benefit on the soul of the deceased; that all the texts which declare their heirship do at the same time declare that they confer some benefit.

8 The essential difference between the Mitakshera and the Daybhaga lies in the definition of the term Sapinda. According to Manu the nearest sapinda is entitled to inheritance; but who are included in the term Sapinda? Viganeshwer says that all those who are connected by blood with the deceased are his sapindas. According to Viganeshwar sapindaship is to be traced from a common ancestor; the descendants of a common ancestor within seven degrees or five degrees are sapindas of each other. But Jimutavahana says that in the chapter on inheritance the word Sapinda has a different meaning; the verse in which Manu says that the nearest sapinda is entitled to the inheritance is immediately preceded by other texts in which Manu says.

অগ্ন্যাগ্নিদকংকাৰ্ষং ত্ৰিহুপিওঃ প্রবর্ততে ।

চতুর্থঃ সস্ত্রীকৈৰ্যং পঞ্চমে নোপপদ্যতে ॥

"To three must libations of water be made ; to three must oblations of food be presented ; the fourth in descent is the giver of these offerings ; but the fifth has no concern with them." In another passage Manu has declared that the Sapinda relationship extends to the seventh degree ; Jimutavahana therefore says that the sapinda relationship extends to the seventh degree for purposes of mourning ; but for inheritance sapindaship extends only to the third degree as declared by the passage quoted above. This opinion is further supported by a passage of Baudhayana. The conclusion ultimately arrived at by Jimutavahana is, that in the chapter on inheritance those persons only are Sapindas who are related to the deceased in such manner as to be capable of either giving or receiving Pindas to or from the deceased ; and also such persons as give Pindas to persons to whom the deceased was bound to give. The deceased person therefore forms the centre of a circle in which three generations in ascent and descent are included.

According to Mitakshera the common ancestor is the root or source ; and the descendants within seven degrees are sapindas to each other

9. The definition of Sapindaship given by Jimutavahana is not dependant upon any theory of spiritual benefit ; that definition follows from the very meaning of the word sapinda ; and is supported directly by the text of Baudhyana and indirectly by the text of Manu. Jimutavahana has tried to shew that the definition proposed by him of the word sapinda derives additional support from the theory of spiritual benefit ; but the definition of Sapinda is in no way dependant upon any theory ; it follows from the etymology of the word and the texts of Manu and Baudhyana. If Jimutavahana has referred to the theory of spiritual benefit as an additional ground for accepting his definition of Sapinda it may safely be rejected as a superfluous dictum which is not binding on his followers. We are bound to accept his definition of sapinda ; and to fix the order of succession according to that definition ; but we are not bound to accept every reason put forward by the author :

10. Throughout chap XI. Jimutavahana has evinced the greatest solicitude to establish the doctrine of spiritual benefit ; that is quite natural as I have already shewn. At the end of the Chapter however Jimutavahana has confessed that his doctrine is not free from objection ; and if the learned would not accept his doctrine of spiritual benefit, then there is no other alternative than to rely solely upon texts. Jimutavahana says.

অত্রাপ্য পরিতোষে বিহ্বাৎ বাচনিক এবায়মর্থ ।

The passage is thus translated in Colebrooke. "If the learned be yet unsatisfied (with relying on reason for the ground of the law of inheritance) this doctrine may be derived from express passages of law." Reading however the passage in the original, with the light of Sreekishen's comment, it would appear that there is a slight inaccuracy in Mr Colebrooke's



translation. Mr. Colebrooke translates the word অর্থ in the original as equivalent to the English word, doctrine ; but according to the lexicon of AmarShinha অর্থোহিতিধের বৈ বস্তু • প্রয়োজন নিবৃত্তিযু The word অর্থ in the original can in no case be used as equivalent to the English word doctrine. In the passage in question the word অর্থ signifies অভিধের, that is purport or substance. The passage as translated by Mr Colebrooke would be without meaning ; if by the word, doctrine is implied the doctrine of spiritual benefit then there is no passage of law which authorises the laying down of such a general proposition. If the theory is not founded on reason but is based upon any text then the very object of the theory is defeated. The object of the theory is to give a rational explanation of the texts declaring the heritable right of the son and other heirs ; but if the theory itself is not founded on reason but upon express passages of law then it would be simply 'arguing in a circle or what is called by Hindu logicians ইতরেতরাশ্রয়দোষ :

11. Mr Colebrooke's translation is misleading if not inaccurate. Sreekishen in his commentary with reference to the passage says.

এতাস্মিৎ স্মৃতীনাং আশ্রয়মূলতঃ, সত্যপি তন্তোগ্য পার্শ্বণ পিও দাতরি তত্ত গন্ধারা মন্থি একেণু গন্ধারাং পিও দাতুর্বা উদাসীনশ্র্যাধি কারাপত্তিঃ ।

"If the passages of law declaring the heritable right of sons & be founded on reason ( ie. if the heritable right arises in consequence of the power of conferring spiritual benefit ) then notwithstanding the existence of persons capable of performing the Parbana Shrad, he or they ought to inherit who throw the bones of the deceased in the holy waters of the Ganges or perform the Shrad of the deceased in the shrine of Gaya" Hence Sreekishen in commenting on the text of Jimutavahana says.

যতোআশ্রয়মূলতঃবিহ্বামসন্তোষোহিত্তোবাচনিক এবার্থঃ ।

"Since the learned would not accept the position that heritable right depends upon reason, therefore reliance must be made solely on text." The word विद्वान् "learned" in the text of Daybhaga is used purposely ; the author means to say that the rational explanation of heritable right, elaborated in the chapter, may satisfy those who are not thoroughly learned in the law ; but to the learned the explanation may not be satisfactory. The author evidently hints that there are insuperable objections to his theory ; he does not state those objections ; but Sree kishen in his commentary refers to the apprehended objections in the clearest manner. In the para immediately preceding that under consideration, Jimutavahana says that "this doctrine ( i e the doctrine of spiritual benefit) as illustrated by the author ought to be respected by the wise" Even in this passage the author does not say that the doctrine must be accepted ; and in the next passage the author says that if the learned be yet unsatisfied then reliance must be made on texts. The theory elaborated in the 11th chapter is therefore ultimately abandoned as untenable.

12. Throughout Chapter XI the immediate object of the author was to determine the heritable right and to establish the order of succession in respect of persons dying without leaving male issue. While doing so the author has also tried to establish the theory of spiritual benefit ; and to shew that the heritable right as well as the order of succession are capable of rational explanation on the theory of spiritual benefit. According to the principles of Hindoo Law it would certainly be desirable to give a rational explanation, if such explanation is possible. The author has therefore taken great trouble to establish the theory ; but has ultimately abandoned it as open to exception.

13. It may be said that the author has not abandoned his position ; but has simply stated that the learned may not

adopt his theory. I have already stated in the beginning of this note that there is a peculiarity in the style of the Dayabhaga and other works on Hindoo Law. The Hindu Law books are written in the style in which an advocate argues a case ; and not in the style in which a judge delivers a judgment. The opinion last stated is the one which according to the author is least open to exception. If in the author's opinion it had been possible to refute every objection against the theory then he would not in the end confess his inability to convince the learned ; but on the contrary maintained it to the last in his usual dogmatic manner.

14. In order to establish the heritable right of heirs, the author has in every case shewn that the heir confers some benefit on the deceased ; and hence it may seem at first, that according to the author, the capacity to confer spiritual benefit is the cause of heritable right. But on going through Chapter XI. it would appear that the author has established the heritable right of all heirs by especial texts ; and has then referred to the doctrine of spiritual benefit as an additional reason, thus showing that the author could not rely solely upon the doctrine of spiritual benefit. On carefully considering all that has been said by Jimutavahana it would appear clear that according to him the power of conferring spiritual benefit is not the cause of heritable right. It is difficult to say whether according to Jimuta the order of succession is determinable by the theory of spiritual benefit. In a speculative way Jimutavahana very often says that the power of conferring spiritual benefit determines the order of succession ; but the result at which he arrives is inconsistent with his theory. In determining all doubtful questions we are bound by **सादृशिक तर्क** on parity of reasoning to follow his method ; but it would be altogether fruitless to adopt his theory in determining the order of succession. Among rival claimants it is simply impossible to say who confers

the greatest benefit. For practical purposes the order of succession must be determined by following the method actually adopted by Jimutavahana. If this be done there would be no difficulty whatever in determining the order of succession. In the case of Gobinda Prosad Talookdar v. Mohesh Chandra it has been held that the great grandson of the grandfather inherits before brother's daughter's son. Pandit Sarvadhikari questions the correctness of this ruling. It is true that there is something to be said on both sides of the question ; but if the brother's daughter's son be a sapinda and therefore admitted as an heir then the order of succession must be fixed in the manner actually adopted by Jimutavahana irrespective of any theory. The order of succession actually adopted by Jimutavahana is that those Sapindas who are descendants of the deceased himself inherit first of all ; then the father, mother and all those Sapindas who are descendants of the father ; and in default of Sapindas who are descendants of the father, the grand father, grand mother and their Sapinda descendants inherit. This is the order of succession actually adopted by Jimutavahana.

15. It cannot be said that the order of succession actually adopted is in accordance with the theory of spiritual benefit. The father's daughter's son inherits before the paternal uncle ; the paternal uncle gives two primary Pindas in which the deceased participates ; whereas the father's daughter's son gives 3 secondary Pindas in which the deceased participates. It cannot be said that the 3 secondary Pindas are of greater efficacy than two primary Pindas ; for the brother's grandson who gives only one primary Pinda inherits before father's daughter's son who gives three secondary Pindas. The correct principle seems to be that proposed by Pandit Sarvadhikari ; the learned Pandit has adhered to the doctrine of spiritual benefit as cause of heritable right ; and so he has felt considerable difficulty in establishing the point. But if

the view which I have taken of the doctrine of Daybhaga be correct, then there would be no difficulty in fixing the order of succession of son's daughter's son and other heirs who are not expressly mentioned in the Daybhaga. That the son's daughter's son & are heirs follows from the text of Manu which declares that the nearest Sapinda inherits. Jimutavahana in one passage says that there is no text declaring the succession of the great grandson ; but his objection is capable of an easy answer as Jimutavahana must have been aware. Katayana says,

অবিভক্তে মৃত্যে পুত্রে তংসুতং রিক্তং ভাগিনং ।

কুর্বাতি ; জীবনং যেনলকং নৈব পিতামহাং ॥ ( হেতুনা )

(অতঃ) লভেতাংশং স্বপিত্রাক্ত পিতৃবাং তস্ত্রীয়া সূতাং ।

সএবাংশস্তু সর্বেরবাং ভ্রাতৃগাং শ্রায়তোভবেৎ ॥

লভেত তংসুতোবাপি ; বিব্রতি পরতো ভবেৎ ॥

16. But even if there had been no such express text of Katayana declaring the succession of the great grandson, still the great grandson would inherit as the nearest Sapinda under the oft quoted text of Manu. The object of Jimutavahana is to convince his adversary and make him adopt his theory ; and for this purpose he has given all sorts of reason good bad or indifferent. We are not to accept every thing that he has said in any part of his work ; all that we are bound to accept is the conclusion finally arrived at by him. We are not bound to accept the theory of spiritual benefit, as it has been finally given up by Jimutavahana himself as untenable. In fixing the order of succession the theory of spiritual benefit is sometimes of use ; but not always. As a general rule the order of succession ought to be fixed in the manner actually adopted by Jimutavahana ; i.e. the Sapinda descendants of the deceased ought to inherit first ; then the father and mother ; then the Sapinda descendants of the father ; then the grandfather and grandmother ; then their Sapinda descendants ; and so on.

## NOTE 2

1 It is generally supposed that Jimutavahana maintains the validity of a sale of ancestral property by the father on the principle of *factum valet*. If however the words in the original be carefully considered then it would appear that there is nothing in them which could be considered equivalent to that doctrine. With regard to the texts, prohibiting the sale of ancestral property, without the consent of sons, Jimutavahana says (according to Mr Colebrooke's translation) that a fact cannot be altered by a hundred texts. But the words in the original are *বচন শতেনাপি বস্তুনো অথবা কর্তৃমু শক্তেঃ*; Mr Colebrooke's translation is literally correct; but it seems to me that it does not convey the true meaning of the text in the original. To me it seems that by the words *বচনশতেনাপি* & Jimutavahana does not lay down any new maxim of Law; what he intends to say is nothing more than a truism viz that the nature of a thing actually existing cannot be affected by a text. It is almost impossible that Jimuta should be so illogical as to get rid of express texts, by having recourse to such a subterfuge as the doctrine of *factum valet* which but for this particular passage of the *Dayabhaga* must be admitted to be unknown to Hindu Law, except perhaps in matters relating to marriage.

2 By the words *বচনশতেনাপি* & Jimuta does not mean to say that an illegal act like sale without right or *অস্বামিক বিক্রয়* cannot be declared null and void by the authoritative texts of holy sages; but that a natural right (and acts done in pursuance of a natural right) cannot be affected by any number of texts. This translation of the passage is in accordance with Srikishen's commentary; and though that portion of Raghunandan's commentary which has been quoted in Mr Colebrooke's translation would lend color to the supposition that Jimuta has

recourse to the doctrine of *factum valet*, yet the whole of Raghu Nandan's commentary, if carefully considered, would not support that view. In the face of the well known rule of interpretation *নানি বচনশ্রুতি ভারঃ*; 'nothing is too heavy for a text' it would have been rank heresy on the part of Jimutavahana to lay down that a sale without right cannot be declared null and void by texts. What Jimuta means to say is that the right of the father in ancestral property is an absolute natural right; when the father's father died, then by the law of cause and effect the father (and not his son also) acquired the absolute right. How can that right be affected by a text?

3 According to Jimuta the death of the father and the existence of the son are the two causes which by their joint operation divests the father of his right in favor of the son, at the time of the father's death. Jimuta discards the notion altogether that by birth the son acquires any right in the father's wealth. Jimuta is therefore perfectly at liberty to say that the texts, prohibiting the sale of ancestral property, without the consent of sons, are mere moral precepts. While the father is alive the father is the absolute owner; the sons have no right whatever in the father's wealth while he is living. How can the acts of an absolute owner be declared to be null and void, on the strength of mere texts. According to the principles laid down by Jimuta the father is the absolute owner of ancestral property while he is living; and if it is admitted that he is the absolute owner for the time being and that his sons have no right whatever in his lifetime, then it must also be admitted that the father has every right to sell or to deal with his property in any manner he likes, without the consent of sons. If he could not do that then he could not be considered absolute owner. The prohibitory texts are not legally binding; but mere moral precepts.

In the case of *Mangala Deyi v. Dina Nath Bosu* 4 B. L. R. O. C. p. 79 Peacock C. J. observed that "in the cases where a

man has no title to convey, or where his right is restricted the rule of *factum valet* does not apply. That rule will not give a good title to a person to whom another convey more than he has a legal right to convey. If a man's right is not restricted *factum valet* applies; his act is valid if he has title although he may be guilty of an immoral act in doing what he has a legal right to do; but if his right is restricted, the rule, *factum valet* does not enable him to go beyond the restriction". If it be conceded that Jimutavahana has relied upon the doctrine of *factum valet* in order to establish that a sale by the father of ancestral property is valid, even without the consent of sons, the above difficulty arises, which the learned Chief Justice has tried to avoid by laying down that the doctrine applies only when the vendor's right is unrestricted. The fact however appears to me that Jimutavahana does not recognize the doctrine of *factum valet* at all; by the words *বচন শ্রুতেনাপি* & Jimutavahana has only put into an epigrammatic form what must readily be conceded, namely, that a text cannot override reason and nature. The word *বস্তু* in the original is equivalent to the English words matter or thing; and is not equivalent to the word fact in the sense of an event or act. Hindu lawyers are realists; according to them "legal right" is a thing which has a real existence. The essential nature of legal right is *ব্যথেক্তাবিনিয়োগাধিকার* or power of absolute disposal which cannot be affected by a text just as the nature of a *বস্তু* or *শক্তি* must remain the same notwithstanding any number of texts.

---



### NOTE 3.

It has been finally decided by the High Court of Calcutta and by the Privy Council that a father in Bengal has full testamentary power even in respect of ancestral property ; and that by the exercise of such power he can disinherit his sons. The question is now no longer an open one ; but the following remarks on the history of the controversy may not be without interest to the student of Hindu Law if not to the practical Lawyer.

2. According to Jimutavahana the father is absolute master of ancestral property so long as he lives ; and his sons have no right to prevent him from disposing his ancestral or self acquired property. Jimutavahana justifies the sale of ancestral property by the father, without the consent of his sons, not on the principle of factum valet as has been shewn ; but on the ground that the father is the absolute owner so long as he lives ; and a sale or gift by the absolute owner cannot be declared invalid or set aside by any number of prohibitory texts. But it is generally supposed that Jimutavahana justifies the sale of ancestral property on the principle of factum valet ; and hence it was also concluded that under the Bengal school of Law the father has not only right to sell or convey away by gift any ancestral property during his lifetime ; but can also make a bequest of the same, thereby disinheriting his sons.

According to Jimutavahana the father is undoubtedly the absolute master of ancestral property, and can therefore dispose of the same in any manner during his life time ; but it is equally clear that just at the moment of his death his ownership is extinguished ; and by the operation of the law of cause and effect, sons become the owner of the property. Any disposition by the father, not already effected in his lifetime, but intended to take effect after his death, cannot therefore bind the estate to the prejudice of the interest of the sons. A debt or any promise

of a like nature would be binding because there are special texts ; but the right of the sons in ancestral property after father's death is as much a fact, as right of the father in such property during his life time. If, as Jimuta says, the father's right in ancestral property is a fact which sons cannot interfere with, as they are entitled to do, under texts of Shastras, much less can the right of the son be affected by the expression of any intention of the father which is admittedly in contravention of clear precepts of law. It must be admitted that a father, under the Bengal school of law, can disinherit his sons on any legal ground.\*

“সকলি হি স্বৰ্গ কৃত্য ভাগিনো অব্যবহতি ।

স্ববধৰ্শেণ অব্যাপি প্রতিপাদয়তি জ্যেষ্ঠোপি ॥

তত্তাং কুর্যতি ।” Daybhaga chap. V.

The law laid down by Apastamba in the sutra quoted above is cited with approval by Jimutavahana ; it is therefore abundantly clear that under the strict letter of Law not only the father but even the eldest brother can disinherit a member of the family if there be legal grounds There is however no text which goes so far as to support the disinheriting of a son merely at the caprice of the father. The following text of Narada is cited with approval by Jimuta.

ব্যবিতঃ কুপিতশ্চৈব বিষয়াসক চেতনঃ ।

অথবা শাস্ত্রকারীচ ন বিভাগে পিতাপ্রভুঃ ॥ Daybhaga chap 2 pa 83

The above text has reference to partition ; and Jimutavahana by citing it has shewn that according to him the father's powers are not altogether unlimited, so far at least as partition is concerned. Partition is an act done by the father in his lifetime ; under certain limitations it is irrevocable ; yet a partition capriciously made the father is held illegal.

At the moment of the father's death there would be two conflicting rights in respect of the property left by him 1st the right of the sons which according to Jimutavahana arises by the operation of the law of cause and effect,; and 2nd the right of

the legatee under the will. One or other of these conflicting rights arise, at the moment of the father's death. The question therefore to be solved is which right actually arises or what is the same thing whose right ought to be recognised. The right of the sons is based upon reason and the inevitable operation of the law of nature; while the right of the legatee is based upon an act of the father which is admittedly opposed to express texts. This consideration seems to supply a sufficient *বিনিগমন* to lead to the conclusion that the son's right ought to prevail.

Though the question be now no longer an open one yet it is satisfactory to note that some of the greatest authorities in Hindu law including Pundit Shyma Charan, Mr. Colebrooke and Sir W. Macnaghten are not in favour of recognizing an unlimited right in the father in respect of ancestral property. The following quotation from Pundit Shyma Charan Sircar's *ব্যবহাৰ দৰ্পণ* will shew how the controversy stood at one time.

Babu Shyma Charan after quoting the texts which prohibit the sale of ancestral property, without the consent of sons, proceeds as follows.

"These salutary and prudent precepts have of late been rendered totally inoperative and ineffectual. It was already the Bengal doctrine that a proprietor was at liberty to make a gift or other disposition of his self-acquired or recovered property, real as well as personal; and that he could sell the whole of the immovable and other property, if the family could not otherwise be supported; but that for any other cause he had no power to dispose of the whole of the ancestral real property nor even that moveable property which alone formed the ancestral estate."

"But lately the famous observation of Jimutavahana, which furnished a fine ground to subtle lawyers to baffle the efficacy of the ordinances inculcated by the texts above cited, was taken advantage of and followed by Jagannatha and the rest.

That observation is as follows:—But the texts of Vyasa exhibiting a prohibition, are intended to show a moral offence ; since the family is distressed by a sale, gift or other transfer which indicated a disposition in the person to make an ill use of his power as owner. They are not meant to invalidate the sale or other transfer. So likewise other texts ( as this though immovables or bipeds have been acquired by a man himself a gift or sale of them should not be made by him, unless convening all the sons) must be interpreted in the same manner. For here the words ‘should be made’ must necessarily be understood. Therefore, since it is denied that a gift or sale should be made, the precept is infringed by making one. But the gift or transfer is not null ; for a fact cannot be altered by a hundred texts”.

“It was on the ground and plea of this passage that gift or other disposition of the whole of ancestral property, though illegal and sinful, was declared valid by some Pandits who flourished at the time ; and their opinion was followed by the then dispensers of justice, who had no means of acting independently of the pandits. Thus the doctrine of ‘factum valet quod fieri non debuit’ was introduced into our country with regard to alienation, by males, of any description of property, whether ancestral or acquired, real or personal ; and it has been prevailing since”.

Thus it appears that Babu Shymu Chatterji was extremely against recognizing any unlimited right in the father in respect of ancestral property. It is true that Jagannath’s authority supports the contrary view ; but it ought to be borne in mind that he had to give his opinion on the subject, in connection with the Nadiya Raja’s case ; and it was no easy thing for him to give an opinion unfavourable to the interests of the Raja, for the time being. Jagannath however is not an independent authority ; where his opinion is in harmony with the prevailing authorities

his opinion is entitled to respect, as that of a Pundit of whom the country is justly proud. But where his opinion is not in accordance with the Daybhaga it is not entitled to be regarded as authoritative

Among European scholars the authority of Mr. Colebrooke in questions concerning Hindu Law is entitled to the highest respect. Mr. Colebrooke in a letter to Sir Thomas Strange quoted in Strange's Hindu Law Vol II p.p. 423, 424 stated that "a Hindu in Bengal may leave by will all his own acquisitions ; but would be restricted if he have sons from distributing ancestral property according to his mere pleasure" Mr. Colebrooke was therefore clearly opposed to the doctrine according to which the father is now enabled to bequeath even ancestral property to any one, notwithstanding the existence of sons capable of inheriting at the time of his death. In a subsequent letter Mr. Colebrooke "upon reference to adjudged cases and upon consideration of the inferences to be drawn from them and principles held to be have been settled" modified his opinion and declared that a Hindu in Bengal may leave by will his possessions whether inherited or acquired ; and the gift or legacy whether to a son or stranger will hold however reprehensible as a breach of an injunction and precept July 22 . 1812 Strange's Hindu Law Vol II. 425.

Mr. Colebrooke modified his opinion on reference to adjudged cases. It is therefore worthwhile to examine some of these cases

\* Five cases have been cited by Sir William Macnaghten in the first chapter of his book on Hindu law ; in the first, second, and third of which the doctrine in question was held and inculcated. The decisions in these cases are the leading ones on the subject in question. They are therefore briefly noticed here with the able remarks thereon by the learned gentleman aforesaid and Sir Thomas Strange. The first case ( on record ) is that

of Rasick Lal Datta and, Hari Lal Datta Versus Choitanya Charan Datta. This case was taken by Sir William Macnaghten from the Elements of Hindu law by Sir Thomas Strange, who states that the case was decided about the year 1789 ; that the testator who was the father of four sons, and possessed of property of both descriptions, ancestral and self-acquired having provided for his eldest son by appointment, and advanced to the three younger sons the means of their establishment, thought proper to leave the whole of what he possessed to his younger sons to the disinherision of the two elder, of whom the second disputed the will ; but it was established on reference to the pandits of the Court. Their answers were short ; simply affirming the validity of the instrument according to the Shastra. Sir Robert Chambers and Sir William Jones concurred in this determination Strange's Hindu law, Vol. I. P. 262.

• With reference to this case Sir Thomas Strange says:—“now the Shastra knows no such instrument as a will. The ground with the pandits probably was ( the Bengal maxim ) that however inconsistent the act with the ordinary rules of inheritance and the legal pretensions of the parties, being done, its validity was unquestionable.” Remark by Sir Thomas Strange, See Elements of Hindu Law Vol. I. P. 262.

The second case is that of Eshan Chandra V. Ishwar Chandra Ray. In the year 1781, Kishen Chand, Zamindar of Nadiya; by a deed of gift, executed shortly before his decease, reciting, that he was infirm and approaching to his end ; that his Zamindaree (termed by him, his raj) had never been divided ; and that he wished to prevent quarrels respecting it among his sons, after his death ; settled his whole Zamindaree with its honors on Sheo Chand, the eldest of his surviving sons, with pecuniary provision for the three younger, and for the adopted children of two other ( deceased ) sons, payable

out of the 'proprietary income' of the Zamindaree. The eldest son was accordingly put in possession of the estate ; and at his demise, was succeeded by Eshor Chand , his son. In August 1789 , Eshan Chand , one of the younger sons of Kishen Chand brought his suit in the Zillah Court at Nadiya against his nephew Eshor Chand for a fourth share of the Zamindaree , as one of the sons of Kishen Chand, on the ground that by the Hindu law of inheritance each of the sons was entitled to a portion ; that the disposition made by Kishen Chand was not a gift ; and at all events that he had not by law power to make one ; against which the defendant pleaded his title to the whole estate under the deed in his father's favour and the question in the case (independently of the point as to whether the Zamindaree was or was not subject to division) was whether the Zamindar was legally empowered , or not , to make the gift pleaded by the defendant. Numerous Pandits , of different parts of the country , were consulted ; and , according to the majority of their opinions by which whether the Zamindaree had been previously exempt from division or not the gift made by the Zamindar , settling the Zamindaree on the eldest son , with a provision for the younger ones , was declared legal. The Judge of Nadiya maintaining the validity of of the gift , and of the title derived from it, decreed the whole Zamindaree to be the right of the defendant, subject to a pecuniary provision for the plaintiff. And the Sudder Dewany Adawlut in appeal (present C. Stuart, F. Speke, and W. Cowper) affirmed his decree. The opinion delivered by the two distinguished pandits , Jagannath and Kriparam , was founded on the following reasons : 1st, that according to law a present made by father to his son through affection shall not be shared by the brethren : 2nd that what has been acquired by any of the enumerated lawful means , among which inheritance is one , is a fit subject of gift : 3rd that a co-heir may

dispose of his own share of undivided property; 4th that although a father be forbidden to give away lands, yet, if he nevertheless do so, he merely sins but the gift holds good. 5th that Raghunandana, in the Dayatatwa, restricting a father from giving lands to one of his sons, but clothes and ornaments only, is at variance with Jimutavahana whose doctrine he espouses and who only says that a father acts blamably in so doing: 6th that a principality may lawfully and properly be given to an eldest son. 23rd February 1792 S D R Vol I p p 2,3. With reference to the decision in this case Mr Macnaghten makes the following remarks. "In this case the Pandits are stated to have assigned six reasons for their opinion, not one of which except the last, appears entitled to any weight. The last reason assigned, namely that a principality may lawfully and properly be given to an eldest son, is doubtless correct; and taking Zamindaree in the light of a principality, is applicable, and would alone have sufficed to legalize the transaction. A principality has indeed been enumerated among things not partible. But with respect to the other reasons assigned they may be briefly replied to as follows. To the first, that, "according to law, a present made by a father to his son through affection, shall not be shared by the brethren it may be objected, that this relates to property other than ancestral, over which the father is expressly declared to have control. To the second, "that what has been acquired by any of the enumerated lawful means, among which inheritance is one, is a fit subject of gift" that this supposes an acquisition in which no other person is entitled to participate, and not the case of an ancestral estate, in which the right of the father and son has been declared equal. To the third "That coheir may dispose of his own share of undivided property" that his right to do so is admitted; but this does not include his right to alienate the shares of others. To the fourth "That although a



father be forbidden to give away lands yet if he nevertheless do so, he merely sins and the gift holds good" that the precept extends only to property over which the father has absolute authority, and cannot affect the text which expressly declares him to have no greater interest than his son in the ancestral property. To the fifth. "That Raghunandana in the Dayatatwa restricting a father from giving lands but clothes and ornaments only is at variance with Jimutavahana who is the leading authority and who only says that a father acts blamably in so doing" that no such variance exists. Mac H L Vol I p 7, 8.

The authority of Sir William Macnaghten is decidedly against recognizing any right in the father to bequeath his property to any person to the exclusion of sons. Some of his reasons and expositions are as follows. "In ancestral real property, the right is always limited, and the sons, grandsons and great grandsons of the occupant, supposing them to be free from those defects mental or corporeal which are held to defeat the right of inheritance, are declared to possess an interest in such property equal to that of the occupant himself : so much so that he is not at liberty to alienate it except under special and urgent circumstances, or to assign a larger share of it to one of his descendants than to another".

With respect to personal property of every description, whether ancestral or acquired, and with respect to real property acquired or recovered by the occupant, he is at liberty to make any alienation or distribution which he may think fit, subject only to spiritual responsibility. The property of the father being thus restricted in respect of ancestral real property and wills and testament being wholly unknown to the Hindu law, it follows for the sake of consistency that a will must be wholly inoperative and that its provisions must be set aside, where they are at variance with law, otherwise a person would be competent to make a disposition to take effect after his

death which he could not have given effect during his lifetime. A will is nothing more or less than a declaration of a man's intention which he wills to be performed after his death ; but willing to do that which the law has prohibited, cannot be held to be a legal declaration of a man's intentions. There may be a gift in contemplation of death ; but a will, in the sense, in which it is understood in the English law, is wholly unknown to the Hindu system ; and such gift can only be held valid under the same circumstances as those under which an ordinary gift would be considered valid. What may not be done *inter vivos*, may not be done by will. Of this description is the unequal distribution of ancestral real property. Macn. H. L. p. 2-4:

Sir William Macnaghten says that the right of the father being restricted in respect of ancestral property and wills and testaments being wholly unknown to Hindu Law, wills must be wholly inoperative ; and that their provision must be set aside where at variance with law. The right however of the father in ancestral property is not restricted according to Jimutavahana ; it is true that there are some restrictive texts ; but reason and nature are more powerful than texts. The father's right to ancestral property is unlimited while he lives ; but as soon as he dies the right of the sons arises by the operation of the law of cause and effect. So far as testamentary disposition is concerned Macnaghten's conclusion is sound ; but the reason which he gives is not in accordance with the doctrine of the Daybhaga. The fact is that according to Daybhaga a father is absolute owner of ancestral property while he lives ; and can sell or convey away by gift such property without the consent of sons. Wills being wholly unknown to Hindu Law there is nothing said expressly in the Daybhaga, as to the power of a father to make testamentary disposition of ancestral property. But having regard to the principles laid down in the Daybhaga it seems that a father can make a gift of ancestral

property in his lifetime without the consent of his sons; but he cannot make any testamentary disposition of such property to the detriment of the interest of his sons.

#### NOTE IV.

##### Succession to Ajantaka Stridhan.

It has been held by the High Court of Calcutta in the case of *Jadu Nath Sircar v. Basanta Coomar Chowdry* that "property coming from a father to a daughter, before her marriage, under a testamentary 'devise' is that kind of Stridhan which is denoted by *वक्तु दत्त* in the text of *Jāgnyavalka* (See *Dayabhāga* Chapter IV. Sec III. v. 10) and by the words *पितृदत्तादिभिर्यददत्तं* in the text of *Katyana* (See *Dayabhaga* Chap IV. Sec II.V. 12). It was also held in that case that on the death of the daughter, after marriage, without issue, the mother and not the husband is the preferential heir to such property. In the subsequent case of *Hary Mohan Shah v. Sonatan Shaha* (1 Cal 275) it has been held that where property is given to a female after marriage by her husband's father's sister's son her husband cannot succeed before her brother mother or father.

If the *Dayabhaga* be considered as the sole authority in Bengal then the decision of the High Court in the above cases cannot be called into question. But the followers of the Bengal School generally accept the view of the *Dayabhaga* taken by *Sreekishen* in his commentary and in the *Krama Sangraha*, unless *Sreekishen* is in direct conflict with the *Dayabhaga*.

Regarding the point under consideration *Sreekrishen* cannot be said to be in direct conflict with his master, although it must be admitted that he has introduced a new source of complication into what is complicated enough in the *Dayabhaga*.

The following extract from the judgment of Mr Justice Mitter will shew in what manner the learned judge attempted to reconcile the conflict between Dayabhaga and Krama Sangraha so far as property given by father (पितृदत्त वस्ती) is concerned

"Much stress has been laid by the pleader for the appellant on paragraph 3<sup>d</sup> Section 5. chapter 2<sup>d</sup> of the Dayacrama Sangraha of Sreekissen Tarkalankar. That paragraph is as follows :

"Next the succession devolves on the barren and widowed daughters ; and in default of all daughters, the son and the rest succeed as in the case of property received at nuptials ;" for a text of Menu declares :—"The wealth of a woman which has been in any manner given to her by her father and mother, let the Brahmani damsel take or let it belong to her offspring."

It has been argued that, in the case of property received at nuptials celebrated in the Brahma form, the husband is entitled to come in immediately after the great grandson of the co-wife in preference to the brother, mother and father ; and as the marriage of the lady to whose property this dispute relates was admittedly celebrated in the Brahma form, the plaintiff as her husband, and not her mother, is the preferential heir under the authority of the paragraph quoted above. This contention, however, does not appear to us to be sound. No doubt, if the paragraph in question had stood alone, there might have been considerable force in the argument that the word "rest" in the phrase "then son and the rest" includes not only all the heirs down to the great grandson of the co-wife, but also the husband, the brother, the mother, and the father who are entitled to come in after such great grandson. But such a construction would be directly contrary to the provisions of the 15th and 16th paragraphs of the 3rd Section of the same chapter, in which it is distinctly laid down that in the case of property given to a woman by her father and mother, the brother is entitled to succeed (without any reference

whatever to the form of marriage) if she die without issue. Those two paragraphs as translated by Mr. Wynch stand as follow ;—

Para. 15.—“On failure of her husband, her brother is the next successor, according to the text of Yajnavalkya. That which was given to her by her kindred, as well as her fee or gratuity and anything bestowed after marriage, her kinsmen take if she die without issue. . .

Para. 16.—“The term kindred means her father and mother.; and consequently by the term kinsmen her brothers are signified. The same is declared by Catyayana, who says : ‘Immoveable property which has been given by parents to their daughters goes always to her brother if she die without issue.’ Here, since the terms immoveable property are used other property is of course intended by the argument drawn from the loaf and staff. Thus it is stated in the Dayabhaga. By the use of the term always, it appears that the eight forms of marriage, namely, Brahma and the rest are included.”

It should be borne in mind that the original work is not divided into Chapters, Sections and paragraphs, and that there are two errors of printing in paragraph 15 as quoted above.

In the first place, there should be a full stop after the word “successor,” and in the next place the words “according to the text of Yajnavalkya” ought to be read as commencing a new sentence, having no connection whatever with the first portion of that paragraph (down to the word successor) which relates to property received by a woman at her nuptials.

These two paragraphs, therefore, clearly show that there is no conflict between the Dayacrama Sangraha and the Dayabhaga in regard to the brother's right to succeed to property given to a woman by her parents, if she die without issue. On the contrary, the author of Dayacrama Sangraha

expressly adopts the view taken by the author of the *Dayabhaga*, as may be seen from the words—"Thus is stated in the *Dayabhaga*" in paragraph 16. How then are we to reconcile these two paragraphs with paragraph 3, Section 5, Chapter 2. It cannot be said that the author of the *Dayacrama-Sungraha* has been guilty of laying down two contradictory rules in two different parts of the same work ; and the only way of escaping from this difficulty is to hold, as we think we are bound to do, that the word "rest" in paragraph 3, Section 5, Chapter 2, includes all the heirs down to the great grandson of the co-wife ; but not those who are entitled to come in after such grandson.

The mode in which the learned judge has attempted to reconcile the apparent conflict is founded entirely upon misconception ; and the mistake has arisen only because in deciding the case reference was made only to Mr Wynch's translation. On going through the original it would appear that there can be no full stop after the word successor in para 15 sec III chap II ; and the text of Jagnyavalkya is introduced in order to shew that ordinarily the brother is the preferential heir ; but so far as Joutuka property given at the time of the five approved forms of marriage is concerned the husband is the preferential heir, according to the text quoted in the preceding para. According to Jimutavahana as well as Sreekrishna the ordinary course of succession to *Stridhan* is in the order mentioned below

1. Brother
2. Mother
3. Father
4. Husband

But in the case of *Uantaka* given at the time of any approved form of marriage the husband comes in first according to the text of Manu quoted in para 14 chap II Sec III. of Krishna

Saṅgraha, so that the order of succession to such property is as follows.

1. Husband.
2. Brother.
3. Mother.
4. Father.

In the same way the mother and father come in first as heir to property given at Asura form of marriage, So that the succession to such property is as follows. (Videpara 19 sec 3).

1. Mother.
2. Father.
3. Brother
4. Husband.

Mr Justice Mitter could not see the connection between the text of Jagnyavalkya and the words preceding it in para 15 of Chapter II. Sec III. Krama Saṅgraha. The fact is that some very important words in the para immediately preceding are omitted in Mr Wynch's translation; and it is therefore not easy to see why the text of Jagnyavalkya is introduced in para 15. Mr Justice Mitter supposes that there is a full stop after the word 'succession'; and that with the text of Jagnyavalkya the author commences the discussion of a new topic altogether. Mr. Justice Mitter says that the original is not divided into Chapters and sections; and what he evidently means is that Sec III chap II of Krama Saṅgraha is not devoted exclusively to the course of succession to Joutuka property. But it ought to be remembered that although the original is not divided into Chapters and Sections yet the author has dealt with the several topics separately. Para 2 of Sec 3 and para 1 of Sec IV will shew that the whole of Sec III. is devoted to the course of succession to Joutuka property. I have already explained the purpose for which the text of Jagnyavalkya and Katyana are cited in Paras 15 and 16. From the words omitted in the translation it

would appear clear that notwithstanding those texts the husband is the preferential heir so far as Joutuka property, given at the time of an approved form of marriage, is concerned. Such being the case the husband must also be the preferential heir to property given by father before marriage according to Sreekrishen (See Para 3 Sec V Chap II. Krama Sangraha). Looking however to the Dayabhaga alone, without the light of Sreekrishen's commentary, it would appear that the successors to property given by father before marriage, are the brother the mother the father and the husband. There is thus an apparent conflict between Sreekrishen and his master; and that conflict cannot be explained away in the manner Mr Justice Mitter has done.

If there be a real conflict then the authority of Dayabhaga must prevail; but it ought to be remembered that in the very few instances in which Sreekrishen has differed from his master, he has expressly stated that he has done so; and in this particular instance he has not even hinted that there is any difference of opinion. The fact is that it is not altogether impossible to explain the conflict referred to above; and if it is possible to reconcile the discrepancy then the view which Sreekrishen takes of the doctrine of the Dayabhaga must be adopted, notwithstanding that he introduces a new source of complication.

According to Sreekrishen the husband is the preferential heir even in respect of Ajautuka property, where such property is given to a woman married in any one of the five approved forms of marriage. Sreekrishen says that the distinction based upon form of marriage must be extended to Ajautuka by parity of reasoning or *आदिभेदसिद्धिः*. This at first sight seems to be in direct conflict with all that is stated in Sec III. Chap IV. of Dayabhaga. For if the distinction, based upon form of marriage, is to be extended to



Ajautuka, then there is no reason whatever for rejecting Vidyāneshwar's interpretation of Jagadvyākya's text as Jimutavahana has done in Para 4 Sec III Chap IV. Neither in his commentary nor in the Kramasangraha has Sreekrishen given his reasons for extending to Ajautuka property, the distinction based on form of marriage. To me it seems that Sreekrishen has done so in order to avoid that *বিসংশ্লিষ্ট দোষ* which arises unless the distinction in question is recognized, That property given by husband or husbands' father should go to the deceased woman's brother mother or father, even if the husband is living, seems to be exceedingly improper. According to our Shasters and our social custom the acceptance of any gift, however trivial, from a married daughter, is strictly forbidden,

“বিকৃত জামাতরং মন্তে তত্ত মনুং ন কারয়েৎ ।

অপ্রজারাজ্য কস্তারং নারীরাত্য বৈ গৃহে ॥

ব্রাহ্মদেরা বিশেষেণ নৈব ভোজ্যং সর্দৈবহি ।” Aditya Puran

Such being the rule of our Shaster no respectable Hindu partakes of even a drop of water in the house of his daughter, until at least, the daughter gives birth to a son. From the point of view of an orthodox Hindu nothing could be more improper than that the father should inherit the property of a childless daughter even where the husband is living, It is much to be regretted that Sreekrishen has not given his reasons for extending the distinction, based on the form of marriage, to Ajautuka Stridhan ; but it is very likely that some such consideration as the above influenced him.

On reference to Para 4 Sec III Chap II of Dayabhaga it may appear at first sight that there is no room for admitting the distinction introduced by Sreekrishen, But it may be said that according to the canons of interpretation the figurative

meaning of words can be taken only where they are evidently not used to convey their ordinary meaning ; and that therefore though Jimutavahana has refused to accept Vigyanashwar's interpretation of Jagnyavalkya's text, it does not therefore follow that Jimutavahana has thereby debased himself from arriving at the same result, in a different way, that is by *सादृष्टिकता* (parity of reasoning)

. In some such way, as the above, it is possible to reconcile the discrepancy between Jimuta and his commentator; and if it is possible to reconcile the apparent conflict, then there is no reason whatever for rejecting Sreekrishen's view of the doctrine of Dayabhaga, not only because he is the most authoritative commentator but also because he has reason and equity on his side, regarding the point under consideration.

In Para 3 Sec V Chap II of Mr Wynch's translation it is stated that after the widowed daughter, the son and the rest succeed as in the case of Jautuka Streedhan. In some manuscript copies of Krama Sangraha there is Ajautuka for Jautuka. There is a real conflict in this section between Dayabhaga and Krama Sangraha. According to Jimutavahana the unmarried daughter alone comes in first as heir to Ajautuka property given by father; and after the unmarried daughter the son and the rest inherit as in the case of other Ajautuka property. But Sreekrishen apparently takes the word *जौतुक* in the original text to include all daughters married and unmarried. As Sreekrishen has extended the distinction, based upon form of marriage, to Ajautuka, the course of succession after widowed daughter and son, to property given by father must be the same whether it is Jautuka or Ajautuka; and hence in some manuscripts, it is found that the word *जौतुक* is used instead of Jautuka in Para 3 Sec V Chap II of Krama Sangraha.

na. The fact is that succession to Ajautuka property given by father must be the same, except that the unmarried daughter inherits alone in the first instance according to the text of Manu quoted in the above Para. According to Sreekishen all daughters inherit before son, whether the property given by father is Jautuka or Ajautuka. In the case of Jautuka given by father the course of succession must be the same as any other Jautuka; The text of Manu applies only where the property given by father is Ajautuka. In the opinion of the learned Judge, who delivered judgment in the case, under notice, the course of succession to Ajautuka after the widowed daughter, is the same as in the case of Jautuka, down to cowife's great-grand son; but after the cowife's great grand son, the course of succession must be the same as in the case of Ajautuka property. But so far as property given to a woman married in any one of the five approved forms of marriage is concerned the course of succession to Jautuka and Ajautuka is the same according to Sreekishen. It must therefore be admitted that there is an apparent conflict between Jimuta and his commentator; and that conflict cannot be reconciled in the manner indicated in the judgment of the High Court under consideration. If the Dayabhaga be regarded as the sole authority in Bengal then the actual decision in the case, is in accordance with it. But it cannot be said to be in accordance with Sreekishen's view of the Dayabhaga.

From Sec III Chapter IV of the Dayabhaga it may be argued that the course of succession to Ajautuka must be the same without any distinction as to marriage. But Sreekishen is evidently of opinion that the course of succession in that section is in respect of Ajautuka given to woman married in the Asura or in the other disapproved forms of marriage.

In the case of Hary Mohen Shah v. Sonaton Shaha the property was given by the husband's father's sister's son. Regarding such property it has been held that the brother is the preferential heir. As to succession to such property it has been held that there is a conflict between Jimuta and his commentator. But as I have already shewn it is possible as well as desirable, on grounds of equity, that the apparent conflict should be explained away and the view of Sreekishen accepted.

---







